

(প্রথম গুচ্ছ)

শ্রীআমোদিনী ঘোষ প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

ঢাকা, সুত্রাপুর হইতে

শ্রীরাখাল দাস ঘোষ এম, এ,

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৭।

মূল্য ১৲ টাকা।

Printed by S. A. Gunny

At the Alexandra Steam Machine Press, Dacca.

নিবেদন

লোকে নামকরণ করে খানিকটা সাদৃশ্য-বোধ হইতে। কিন্তু আমার এই গল্প কয়েকটি যখন একত্রিত হইয়া একটি বিশেষ নামের দ্বারা অভিহিত হইয়া সর্ব্ব সমক্ষে প্রকাশিত হইবার উদ্যোগ হইতে লাগিল, তখন আমার শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধুবর্গের ভিতর হইতে কেহ ইহার নামকরণ করিয়া ফেলিলেন "যূথিকা!" কিন্তু যূথিকা বলিতে যে রুচিরকান্তি পুষ্পগুচ্ছের শুভ্র সৌন্দর্য্য আমাদের মনে ঘনায়িত হইয়া আসে—কেমন করিয়া বলিব ইহা তাহা! পবিত্রতার স্বপ্নের মত, নিষ্কলঙ্ক মাধুর্য্যের মত, শুচিস্নাত গৌরবের মত, অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির মাঝখানে পরিপূর্ণ একটি সংহত সুষমার মত যাহা দিব্য, যাহা মোহন, যাহা অনুপম—তাহার সহিত ইহার সাদৃশ্যের অবতারণা করিব কি করিয়া! সুতরাং অসঙ্গত নামকরণের যে অপরাধ তাহা আমি সর্ব্ব প্রথমেই স্বীকার করিয়া লইতেছি। যূথিকা—এই দিব্য নামটি আশ্রয় করিয়া যে ফুলগুলি আজ বিশ্ব-সকাশে আপনাকে নিবেদন করিতে যাইতেছে, হয়ত তাহা কোনোক্রমেই পুষ্পপদবাচ্য নহে, এবং তাহার অবিকসিত অশোভনদলের ভিতর সুপ্ত শূন্য গন্ধকোষ হয়ত ব্যর্থতার পীড়া দ্বারা সকলকে গ্লানিগ্রস্ত করিবে।

এই গল্পগুলি আমার প্রথম রচনা, নিশ্চয়ই ইহাতে অপরিণত হস্তের ও রুদ্ধদ্বার অন্তঃপুরের বহু অনভিজ্ঞতা ব্যক্ত হইয়াছে। এমন কি, শ্রেণী বিচার করিতে গেলে এই গল্পগুলিকে ছোট গল্পের দলে ও হয় ত ফেলা যাইবে না, "ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে"—ইহার অবস্থা খানিকটা তাহার-ই মতন হইয়াছে। "অজ্ঞাতবাস" শীর্ষক গল্পটি এরূপ অমার্জ্জনীয় রূপে বৃহৎ হইয়া গিয়াছে যে ছোট গল্পের ক্ষুদ্র

আসনের ভিতর ইহার স্থান হওয়া একেবারে অসম্ভব! এই গল্পটি ও প্রয়শ্চিত্ত শীর্ষক গল্পটি এই দুইটি গল্পের "প্লট" সর্ব্বতোভাবে না হইলেও আংশিক ভাবে ইংরাজী গল্প হইতে গৃহীত। গ্রন্থের প্রারম্ভে যে গল্পটি সন্নিবেশিত করা হইয়াছে তাহা আমার সর্ব্ব প্রথম লেখা গল্প, 'হাতে খড়ি' বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

পরিশেষে অত্যন্ত ক্ষোভের সহিত নিবেদন করিতেছি যে প্রুফ শোধনে অনভিজ্ঞতা বশতঃ বহু চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থ মধ্যে বিস্তর ভুল রহিয়া গেল। শুধু যে বর্ণাশুদ্ধিই ঘটিয়াছে তাহা নয়, পরিচ্ছদের সংখ্যা আরম্ভ ও সমাপ্তির অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছে। "প্রায়শ্চিত্ত" শীর্ষক গল্পটির ক্ষীণ-চিহ্ন-সমন্বিত চতুর্থ পরিচ্ছেদের (৪)'র পর বৃহদাক্ষর 'পঞ্চম পরিচ্ছদ' 'ষষ্ঠ পরিচ্ছদ' ইত্যাকার পরিচ্ছদগুলি যখন আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকিবে তখন তাহা একান্ত হাস্যোদ্দীপক হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের আত্মীয় ও বন্ধুবর্গের ভিতর কয়েকজন প্রচুর ক্লেশ স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থের প্রকাশ ব্যাপারে বহু সহায়তা করিয়াছেন, ইঁহাদের ঋণ আমি গভীর কৃতজ্ঞতা সহকারে এখানে স্বীকার করিতেছি।

পৌষ
৬২নং সুত্রাপুর রোড্
ঢাকা।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

সূচীপত্র।



যূথিকা।

পুরোহিত।

(১)

নদীর ধারে একখানা গ্রাম। শীর্ণ আঁকা বাঁকা পথ বড় বড় বৃহৎস্কন্ধ তরুশ্রেণীতে অন্তরাল করিয়া রহিয়াছে। নদীর কিনারায় ছোট ছোট ঝোপ, কোথাও শুধু বালুকাময় তীর। অসম মৃৎপিণ্ডের মধ্য দিয়া ঢালু একটী মাত্র নামিবার রাস্তা, দুধারে তাহার কণ্টকগুল্ম এবং ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আরণ্য লতা। নীচে প্রকাণ্ড একটা গাছের গুঁড়ি, তাহার অর্দ্ধেকটা জল তলে নিমজ্জিত। তীর হইতে তাহা একটা অতিকায় কচ্ছপের মতন দেখায়। অনুমানে বোঝা যায় গ্রামবাসীগণ ইহাকে সোপানরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহার দুইধার দিয়া শীর্ণ পথের রেখা বিগত বৃষ্টির জলে আর্দ্র হইয়া রহিয়াছিল, এবং সর্ব্বশেষ যাত্রী পুর-রমণীর পদ-চিহ্ন তাহার স্থানে স্থানে গভীর রূপে অঙ্কিত দেখা যাইতেছিল।

তরুশাখা ও পল্লবের ভিতর দিয়া অস্তগামী সূর্য্য জলের উপর জ্বলিতেছিল। ও পারের নব কর্ষিত ক্ষেত্র হইতে হল-মুখোদ্ভিন্ন, সূর্য্যাভিমুখী-কৃত মৃত্তিকার সরস গন্ধ বাতাস বহিয়া আনিতেছিল, জলের উপর দিয়া অবনমিত তরুশাখার উপর একটা খঞ্জন অশেষ ভঙ্গিমায় নৃত্য করিতেছিল, নীচে তাহার দুটি শালিক তৃষ্ণার্ত্ত চঞ্চু জলে নিমজ্জিত করিতেছিল ও পক্ষ নাড়িয়া জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া পরস্পরকে অভিষিক্ত করিতেছিল।

এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে একটি মাত্র তরুণী ঘাটে অবগাহন করিতেছিল, এতক্ষণে সে স্নান সারিয়া উপরে উঠিল। শিশিরার্দ্র নলিনীর মত সিক্ত বসনাভ্যন্তর হইতে তাহার সুগৌর নিটোল অঙ্গের লাবণ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, ললাটলিপ্ত কুণ্ডলিত কুন্তল হইতে পরিস্রুত জলকণা ধনুরাকারে মিলিত ভ্রূদ্বয় ছাড়াইয়া নিবিড় পক্ষ্মপংক্তিতে আসিয়া জমিতে লাগিল, পিঠের উপর একরাশ চুল বঙ্কিম ভুজঙ্গ-শিশুবৎ বক্ষে বাহুমূলে স্কন্ধে অন্ধকার করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। পায়ের কাছের কাপড় হইতে জল নিঙ্গড়াইয়া, নদীর ধারে, যেখানে দুই দিক্‌কার গাছগুলি বাহুর ভিতর বাহু প্রবিষ্ট করিয়া খিলানের মত দাঁড়াইয়াছিল, তরুণী তাহার নিম্নবর্ত্তী পথ ধরিয়া যাইতে লাগিল।

পিছন হইতে একজন ডাকিল "চম্পা"! জল-ভারনত বস্ত্রাঞ্চল দ্বিগুণ করিয়া বক্ষে টানিয়া চম্পা ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু যাহাকে দেখিল, তাহার উত্তর দিবার জন্য থামিল না, বরঞ্চ চকিতে মুখ ফিরাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। তখন, যে ডাকিয়াছিল সে পিছন ছাড়িয়া সাম্‌নে আসিয়া, পথ রুধিয়া দাঁড়াইল, বলিল "এমন কি অপরাধ করেছি চম্পা! আমার একটি কথা ও কি তুমি শুন্‌বে না?"

একটু খানি পিছনে হঠিয়া গিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চম্পা বলিল "পথ ছাড় সুনায়ক, সন্ধ্যা বয়ে গেছে, আমি আর এক মুহূর্ত্তও দেরী কর্ত্তে পার্ব্ব না।"

স্থিরভাবে তাহার ভ্রূকুটি কুটিল ললাটের দিকে চাহিয়া সুনায়ক বলিল "কেন মিথ্যা ছলনা কোচ্চো? তোমার বাপ মা, যার হাতে মেয়ে দেবেন তাকে কি একদিন আগে এই স্বাধীনতা টুকুও দেবেন না?"

চম্পা এতক্ষণ অন্য দিকে চাহিয়াছিল, সুনায়কের কথায় সে মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল, তাহার জল-কণালগ্ন

মত বিদ্ধ করিতে লাগিল। আর্দ্র বসনে তখন সে সেই নির্জন পথের ধারে, আসন্ন রাত্রির অন্ধকারের ভিতর দাঁড়াইয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাথার উপর তাহার অনন্ত নক্ষত্র সকৌতুকে হাসিতে লাগিল ও সন্ধ্যার বাতাস তাহার আর্দ্র কুন্তলের ভিতর দিয়া চপল তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া যাইতে লাগিল।

(২)

শীতের রাত্রি। চতুর্দ্দিক হইতে কুজ্ঝটিকা ধূসর ধূম্রের মত ঘনাইয়া উঠিতেছিল। হুহু করিয়া প্রচণ্ড দাপটে ঝড় বহিতেছিল, আর সঙ্কীর্ণ গিরিপথে প্রহত হইয়া নিম্নস্থ সমতলে দ্বিগুণ বেগে লুণ্ঠিত হইতেছিল। পাহাড়ের উপর একখানি মাত্র মৃৎ কুটীর, বিদীর্ণীকৃত বংশ দণ্ডের উপর মৃন্ময়-লেপ স্থানে স্থানে ভ্রষ্ট প্রায়, চালের অপ্রচুর শিথিল ছাউনী মাঝে মাঝে ফাঁক হইয়া রহিয়াছে। ঝড়ের বেগে চালার উৎক্ষিপ্ত অংশ হইতে আরো ছাউনি ভ্রংশ হইতে লাগিল ও কম্পমান কুটীর-গাত্র হইতে মৃৎ-লেপ ঘন ঘন স্খলিত হইতে লাগিল।

কুটীরের মধ্যভাগ দরমার বেড়া দিয়া দ্বিধা বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে বেদীর উপর সিংহ বাহিনী দেবী প্রতিমা, দ্বিতীয় খণ্ডে একধারে একটা উনুন, গোটা দুই মাটির ভাঁড়, মৃগচর্ম্ম কমণ্ডলু ইত্যাদি, আর একটি অতি সামান্য পর্ণ-শয্যা।

মিটি মিটি করিয়া ঘরের কোণে বাতি জ্বলিতেছিল, বায়ু বিতাড়িত চঞ্চল দীপ-শিখা নগ্ন কুটীর-গাত্রে ও প্রতিমার ভূষণ-মণ্ডিত অঙ্গে নাচিতেছিল, তাহার সম্মুখে যজ্ঞোপবীত কণ্ঠে একজন পুরোহিত বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যান করিতেছিল। তৈল হীন দীপ ঘরের ভিতর নিভিয়া গেল, চারিধারে ঝড়ের গর্জ্জন বৃষ্টির পতন শব্দের সহিত মিলিয়া একটা তুমুল

কোলাহল উত্থিত করিতে লাগিল, নির্জ্জন গিরি-শিখরে অবস্থিত ছোট্ট ঘরখানা তাহার অসহ্য বেগে কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল।

এমন সময় দরজায় কেহ যেন করাঘাত করিল। প্রথমে একবার, তারপর ঘন ঘন করিতে লাগিল, পুরোহিত তখন ধ্যান ছাড়িয়া উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, তারপর দরজা খুলিতে গেল। ঝড় তখন বেগে বহিতেছিল, কপাট খুলিতেই ঝড়ের বাতাস প্রচণ্ড দাপটে গৃহে প্রবেশ করিল, পুরোহিতের হাতের প্রদীপ আবার নিভিল ও বাত্যা-তাড়িত বৃষ্টি-বেগে তাহার পরিধেয় গৈরিক ও সর্ব্ব অঙ্গ ভিজিয়া গেল। প্রদীপ রাখিয়া দুই হাতে সবলে কপাট ঠেলিয়া ধরিয়া পুরোহিত উচ্চ কণ্ঠে কহিল "বাইরে কে আছ, এস!"

অন্ধকারের ভিতর ছিন্ন গাত্রাবরণ গায় দিয়া জলধারা-সিক্ত অঙ্গে একটী অস্পষ্ট মনুষ্য মূর্ত্তি দাঁড়াইয়াছিল, পুরোহিতের আহ্বান শুনিয়া সে ঘরের ভিতর উঠিয়া আসিল, বিদ্যুচ্চকিত আলোকে তখন দেখা গেল সে একলা নয়, তাহার পিছনে একটি স্ত্রীলোক।

ত্বরিত-হস্তে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া পুরোহিত প্রদীপ জ্বালিল। আগন্তুক বলিল "আমরা বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি আমাদের আপনি রক্ষা করুন।"

হুহু করিয়া বাতাস বৃক্ষাগ্র ভগ্ন করিয়া, শাখা প্রশাখা উড়াইয়া লইয়া, গৃহ প্রাচীর বিকম্পিত করিয়া বহিতেছিল; নিম্নভূমি হইতে তাহার অবিরাম শব্দ একটা বৃহৎ অতিকায় জন্তুর বেদনা-ক্ষুব্ধ চীৎকারের মত ধ্বনিত হইতেছিল, আগন্তুকের করুণ কণ্ঠ তাহার মধ্যে ডুবিয়া গেল। তাহার মুখের দিকে চাহিয়া পুরোহিত বলিল "উপস্থিত এই ঝড় বৃষ্টি হতে আশ্রয় দান ছাড়া আমি আর তোমাদের কি কর্ত্তে পারি!" গভীর একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া আগন্তুক বলিল "শুধু মাত্র এই ঝড় বৃষ্টির জন্য

আমরা আপনার কাছে আসিনি" পুরোহিত বিস্মিত হইয়া, বলিল "এই পর্ণ কুটীরের ভিতর তবে তোমরা আর কি খুঁজতে এসেছ?"

"আমাদের প্রার্থনা এমন অসম্ভব যে তা বল্‌তে ও আমি কুণ্ঠিত হচ্ছি'

"আমার সাধ্যাতীত যদি না হয়, তবে আমি তোমাদের কখনো বিমুখ কর্ব্ব না, বল কি চাও।"

"আমরা আপনার কাছে বিবাহিত হ'ব ব'লে এসেছি।"

ঝড়ের গর্জ্জনের ভিতর, বিদ্যুতের চক্‌মকির ভিতর, আর সেই কম্পমান কুটীরের ভিতর প্রস্তাবটা বড় অদ্ভুত শুনাইল। পুরোহিত সন্দিগ্ধ মনে আগন্তুকের পার্শ্ববর্ত্তিনী সঙ্গিনীর প্রতি চাহিল, তার পর বলিল "তুমি যা বোল্‌ছো তা সোজা নয়, আচ্ছা—আগে আমার কথার ঠিক্‌ঠাক্‌ উত্তর দাও। আগে বল "তোমরা কে?"

"আমরা ক্ষত্রিয়, ইনি আমার প্রতিবেশী কন্যা।"

"তোমরা বাড়ী হ'তে পালিয়ে এসেছ?"

"হ্যাঁ"

"কেন?"

"এঁর বাপ এঁকে জোর ক'রে অন্য পাত্রে সমর্পণ কর্ত্তে চেয়েছিলেন।'

"তোমরা কোত্থেকে আস্‌ছ?"

"উধুয়ানালা।"

"আমিও সেখান্‌কার একজন অধিবাসী—সেখানকার কতক বিষয় আমি জানি। মেয়ে বাপের অনভিমতে সেখানে কাউকে স্বামিত্বে বরণ কর্ত্তে পারে না।"

"হ্যাঁ তাই বটে।"

"তোমরা যদি ধরা পড় তবে তোমাদের কঠোর শাস্তি পেতে হ'বে তা জান?"

হ্যাঁ, তা হ'লে আমাকে কুমারী মেয়ে অপহরণের দায়ে প'ড়তে হবে।"

একটু উন্মনাভাবে পুরোহিত বলিল "তা হ'লে তোমরা ধরা পড়বার আগে।"—

বাধা দিয়া অসহিষ্ণু ভাবে আগন্তুক বলিল "হ্যা তার আগে-ই আমরা বিবাহিত হ'তে চাই।"

গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া পুরোহিত বলিল "কিন্তু এরূপ স্থলে অনুষ্ঠান ত আর কিছু হ'বে না, তোমাদের শুধু মন্ত্র দ্বারা বিবাহিত হ'তে হবে।"

"সেটুকু হ'লেই যথেষ্ট হবে।"

"আচ্ছা, তবে বোস, আমি আয়োজন কর্চ্ছি" বলিয়া পুরোহিত উঠিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দুখানি কাপড় হাতে করিয়া পুরোহিত আসিল, বলিল "স্নান ত তোমাদের বৃষ্টির জলে-ই হয়ে গেছে এখন ঐ ভিজা কাপড় ছেড়ে এই কাপড় পর। তার পর এই শালগ্রামের সম্মুখে মুখোমুখী হয়ে বোস।"

ছোট্ট একটা কুশের ডালায় প্রতিমার পূজার জন্য কতকগুলি ফুল তোলা ছিল, পুরোহিত তাহা লইয়া একটি মালা গাঁথিল, তারপর বিধিমত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যার হস্ত গ্রহণ করিল ও অপর হস্ত বরের হস্ত গ্রহণ করিবার জন্য বাড়াইয়া দিয়া বলিল—"নাম কি?"

"আমার নাম রত্নবজ্র, এঁর নাম চম্পা।"

সহসা পুরোহিতের হাত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল ও কন্যার হস্ত তাহার হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল, উচ্চারণোন্মুখ মন্ত্র তাহার ওষ্ঠপুটের ভিতর সহসা মৌন হইয়া গেল। সে যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহা ভুলিয়া গেল, সে যাহা দেখিতে পাইতেছিল তাহা

সহসা তাহার চোখের উপর হইতে সরিয়া গেল। আলো কি ছায়া, চেতনা কি মোহ, দাহ কি বেদনা—একটা প্রচণ্ড আলোড়নের বেগ তাহার সর্ব্বেন্দ্রিয় মথিত করিয়া বহিতে লাগিল, অবশ হইয়া পুরোহিত চক্ষু মুদিল। জলার্দ্র ওড়নায় স্বল্প অবগুণ্ঠন হইতে চম্পা বিস্মিত নেত্রে পুরোহিতের দিকে চাহিতে লাগিল এবং রত্নবজ্র তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "একি আপনার মৃগী কিম্বা মূর্চ্ছারোগ আছে নাকি ?"

"না ছিল না, হঠাৎ হয়েছে—ও কিছু না—এক্ষণি যাবে" বলিয়া পুরোহিত সোজা হইয়া বসিল, স্কন্ধ পর্য্যন্ত বিলম্বিত জটা-ভার অসহিষ্ণু ভাবে পিঠের দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল "এখন ঠিক্ আছি, দাও তোমার হাত দাও, এঁকে আমি তোমায় সম্প্রদান কর্ব্ব।"

পুরোহিতের কণ্ঠস্বর কেমন অস্বাভাবিক শোনাইল, ও তাহার মুখে পাংশুবর্ণ দেখা দিল, রত্নবজ্র তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "না আপনি এখনো ঠিক্ হন্‌নি, আর একটু অপেক্ষা করুন।"

"না, না, লগ্ন বয়ে যাবে" বলিয়া পুরোহিত ফুলের মালা দিয়া তাহাদের সম্মিলিত হস্ত বেড়িল। মন্ত্রের পর মন্ত্র তাহার কম্পিত ওষ্ঠ হইতে যন্ত্র চালিতবং উচ্চারিত হইতে লাগিল, কিন্তু তাহার হৃদয় মধ্যে বহুদিবসের পুরাতন সুপ্ত স্মৃতি বন্যার জলের মত বাঁধ ভাসাইয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল ; সেই একটি ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যা রাগ রঞ্জিত পুষ্প-ভূষিত নদী তীর—অশোকের স্তবকাভিনম্র শাখার নীচে বাসন্তীর চিত্রের মত একটি মূর্ত্তি—তাহার স্ফীত, বলীময় কঠিন হস্ত বেষ্টন করিয়া একখানি কুসুম-কোমল ললিত হস্তের আকুল উৎকণ্ঠিত স্পর্শ—তাহার দেহে ও মনে রক্তে ও শিরায় একটা তাড়িতের ঝঙ্কার ছাইয়া আসিতে লাগিল। ভ্রূভঙ্গি করিয়া যতি আপনাকে মনে মনে সহস্র ধিকার দিয়া বলিল, "পঞ্চবর্ষব্যাপী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ও সাধনার ফলে যা লাভ কোরেছো, হৃদয়! তা নিমেষের

মোহে বিসর্জ্জন দিয়োনা, তোমার অন্ধকার প্রান্তরেতে যে একটি মাত্র পথ মুক্ত আছে, পলকের দাহে তা হারিয়ো না" !

শোনা যায় কৌতূহল নামক পদার্থটা বিধাতা স্ত্রীজাতিকে অতিরিক্ত পরিমাণে দান করিয়াছেন। সুতরাং, চম্পা—যখন তাহার চারিধারে ঝঞ্ঝা ও বজ্র ঘোর রবে গর্জ্জন করিতেছিল, ও তাহার ভাগ্য দেবতা ভ্রূকুটী-কুটীল ললাটে তাহাকে আপনার লৌহ চক্রের তলে ফেলিবার ভয় দেখাইতেছিল, তখন ও কৌতূহল ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না, তাহার ধূলি-ধূসর আর্দ্র ওড়নার ভিতর হইতে বারে বারে সে পুরোহিতের দিকে চাহিতেছিল কিন্তু তবু সে তাহাকে সুনায়ক বলিয়া চিনিতে পারিতেছিল না। কোথায় সেই সুখ-লালিত তরুণ প্রেমিক সুনায়ক আর কোথায় এই যোগানুষ্ঠান-রত ব্রহ্মচারী! চম্পা পুরোহিতকে চিনিতে পারিল না।

চম্পা দেখিল পুরোহিত দন্তদ্বারা অধর পীড়ন করিতেছে। ক্রমে ঠোঁট কাটিয়া রক্ত দেখা দিল, চম্পা গুণ্ঠন সরাইয়া রত্নবজ্রকে ইঙ্গিত করিল, রত্নবজ্র বলিল "আপনার মন্ত্র ত শেষ হইয়াছে, এখন আমরা উঠি ?"

সুনায়ক তাহার স্তব্ধ নেত্র রত্নবজ্রের দিকে তুলিয়া বলিল "হ্যাঁ, আমার কাজ শেষ হয়েছে, আর কিছু বাকি নাই।"

সুনায়ক আর অপেক্ষা করিল না, উঠিয়া পিছনের ঘরে গেল। চম্পা তখন রত্নবজ্রের কাছে আসিয়া অঙ্গুলি দ্বারা তাহাকে পীড়ন করিয়া বলিল "এ কেমন পুরুত ?"

দুর্ভাবনা ও ক্লেশের ভিতরে ও রত্নবজ্র হাসিয়া ফেলিয়া বলিল "কেন ?"

"দেখছিলে না ? কেমন চোখ্‌বুজে মন্ত্র পড়াচ্ছিল ?"

"দেখেছি বই কি !"

"আবার ঠোঁট কামড়ে রক্ত বের কচ্ছিল !"

"এ এক রকম বায়ুরোগ অথবা উন্মাদরোগ হবে!"

"কিন্তু কি জানি? আমার মন কেমন কেমন কচ্ছে!"

"কেমন কেমন কি?"

"এই—"

তাহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া রত্নবজ্র বলিল "'এই' কি? তুমি দেখছি একে দেখে ভুলেছ!"

"যাও" বলিয়া চম্পা তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, এমন সময় সুনায়ক তাহার নিজের জন্য যে খাবার ছিল তাহা লইয়া আসিল। রত্নবজ্রকে ঠেলিয়া দিতে চম্পার হাতের কাঁকণ বড় বাজিয়া উঠিয়াছিল সুনায়কের বুকের ভিতর তাহার তরঙ্গ ছাপাইয়া উঠিতে লাগিল, অপরাধীর মত মাথা নীচু করিয়া অতি কুণ্ঠিত ভাবে সে বলিল "তোমাদের উপযুক্ত খাবার আমার নেই, এই সামান্য যা কিছু আছে, তা দিয়ে আপাততঃ ক্ষুন্নিবারণ কর"

অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাইয়া রত্নবজ্র সুনায়কের প্রদত্ত আহার্য্য লইয়া চম্পার সহিত আহার করিল। তখন সুনায়ক তাহাদের আপন শয্যা দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐখানে তোমরা আজকের মত রাত্রি যাপন কর"

সেদিন সমস্ত রাত সুনায়ক প্রতিমার সাম্‌নে বসিয়া ধ্যান করিয়া কাটাইল। ভোরের বেলায় যখন পার্ব্বত্য বন-রাজির শাখা হইতে কানন বিহগের প্রথম কল-কাকলী রাত্রির শেষ যাম ঘোষণা করিয়া উঠিল, তখন সে দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কৃষ্ণ পক্ষের রাত্রি, জ্যোৎস্না উষার আলোর মত দেখা যাইতেছে, দূরে তরুগুল্ম-বিরহিত শূন্য মাঠের ভিতর কতকগুলি লোক মহাভারতের বালখিল্য মুনিদের মতন দেখাইতেছিল, সুনায়ক কিছুক্ষণ ধরিয়া অভিনিবেশ সহকারে তাহাদের দেখিল, তারপর কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার সুপ্ত অতিথিদের জাগাইতে গেল।

ঘরখানা শুধু একটা দরমার বেড়া দিয়াই বিভক্ত, তাহাতে কোনো কপাট নাই, প্রদীপ হাতে করিয়া সুনায়ক ঘরে প্রবেশ করিল। রত্নবজ্রের বাহুর উপর মাথা রাখিয়া চম্পা ঘুমাইতেছিল, প্রদীপের আলো তাহার অনাবৃত সুপ্ত মুখের উপর পড়িল, সুনায়ক তাহার দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ঘুমের ঘোরে চম্পা একটু হাসিল—অচেতনের ভিতর ও যেন তাহার আনন্দ থই পাইতেছিল না, উপ্‌চিয়া পড়িতেছিল। সুনায়ক তখন তাড়াতাড়ি চোখ ফিরাইয়া লইয়া রত্নবজ্রের কাছে গিয়া দাঁড়াইল ও তাহার ললাট স্পর্শ করিয়া তাহাকে একটু ঠেলিল। চমকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে রত্নবজ্র উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আঁা তারা এসে পড়েছে?"

"তারাই আস্‌ছে কি না তা আমি জানি না, আমি শুধু কতগুলি লোককে এই দিকে আস্‌তে দেখেছি"

"কত দূরে তারা?"

"এখনো অনেক দূরে"

"এখানে পৌছুতে কতক্ষণ হবে তাদের?"

"আন্দাজ দুপুর, উঁচু পাহাড়—এক দমে উঠ্‌তে পার্ব্বেনা"

রত্নবজ্র ভ্রূকুটি-বদ্ধ-ললাটে চিন্তা করিতে লাগিল, দেখিয়া সুনায়ক বলিল "তোমরা তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাও না?"

"না"

"তবে কি কর্ব্বে? পালাবে?"

"পালাতে পার্লেই ভাল হোত! একটা রাগারাগি কথাকথী হবে আমি তা চাই না। কিন্তু এখনত তা অসম্ভব!"

"না, অসম্ভব না, তোমার সঙ্গিনীকে জাগাও, আমি পথ দেখিয়ে দেব"

চম্পাকে একবার ঠেলিতেই সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, রত্নবজ্র বলিল "চল, আমাদের এখনি যেতে হবে তারা বোধ হয় এসে পড়েছে"

বাতি নিভাইয়া দিয়া পিছনের কপাট খুলিয়া সুনায়ক তাহাদের লইয়া কিছুদূর নামিল, তার পর একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া বলিল "এই বরাবর নেমে যাও, নীচে ঐ শালবন দেখা যাচ্ছে ওর ভিতরে যথেষ্ট লুকোবার স্থান পাবে, এদিকে দেখি আমি তোমাদের কতদূর বাঁচাতে পারি"

কোনও বাক্যাড়ম্বর না করিয়া এমন কি, একটী কথাও না কহিয়া তাহারা পরস্পরের হাত ধরিয়া নিঃশব্দে নামিতে লাগিল, তাহাদের চোখের কাছে আসন্ন বিচ্ছেদের মূর্ত্তি ছাড়া তাহারা আর কিছু যেন দেখিতে পাইতেছিল না। সমস্ত জগতটা যেন তাহাদের দৃষ্টি হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এই বিচ্ছেদ আশঙ্কা ও এইরূপ দুর্দ্দশা-ভোগ, ইহা যেন তাহাদের প্রতি দিনকার ঘটনা, যেন ইহাতেই তাহারা আজীবন লালিত হইয়াছে, রাত্রিতে ঘুমের ভিতরও যেন তাহারা ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল— ইহা যেন তাহাদের কাছে কিছুই নয়।

যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল, ততক্ষণ সুনায়ক সেই খানে দাঁড়াইয়া অনিমেষ চক্ষে তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। চাঁদের আলোতে নীচে শালবনের মাথা ঝিক্ মিক্ করিতেছিল, নিম্নে তাহার অন্ধকার, পার্ব্বতীয় বৃক্ষের ঘন-সম্মিলিত শিরে জটিল ও নিবিড়তর দেখাইতেছিল। রত্নবজ্র ও চম্পার মসীময় ছায়াকৃতি তাহার ভিতরে মিলাইয়া গেল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া সুনায়ক ঘরে ফিরিয়া গিয়া কপাট বন্ধ করিল।

তৃণ-পূর্ণ নীড় ও তরু-কোটর হইতে এতক্ষণ যে পাখীগুলি ডাকিয়া ডাকিয়া উঠিতেছিল, উদীয়মান সূর্য্যের আলোক দেখিয়া তাহারা মহা কোলাহলে উড়িতে লাগিল, চালার ফাঁক ও কুটীরের দরজার ফাটল দিয়া নবজাত দিবস কৌতুহল-দীপ্ত-চক্ষে উঁকি মারিতে লাগিল, সুনায়ক স্তব্ধ হইয়া প্রতিমার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে দরজার কাছে এক সঙ্গে কতগুলি লোকের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ও তাহাদের বাহুর তাড়নায় শীর্ণ কপাটে ঝঞ্ঝনা বাজিয়া উঠিল। পাথরের মূর্ত্তির মতন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সুনায়ক আসন্ন ঝটিকার অপেক্ষা করিতেছিল, কপাটে ঘা পড়িতেই সে গিয়া কপাট খুলিয়াদিল।

যাহারা আসিয়াছিল, তাহার সংখ্যায় দশপনেরো জন। ইহাদের ভিতর চম্পার পিতৃ-সম্পর্কীয় লোক দুচার জন ছিল বটে, কিন্তু চম্পার পিতৃ-নির্ব্বাচিত পাত্র শ্রীভদ্র তাহাদের অগ্রণী ছিল। দরজা খুলিতেই সে জিজ্ঞাসা করিল "এখানে কি কেউ আশ্রয় নিতে এসেছিল?"

সুনায়ক বলিল "হ্যাঁ, এসেছিল"

তখন সকলে কোলাহল করিয়া উঠিল। একজন বলিল "আমি ত আগেই বলেছি যে এখানে খোঁজ পাওয়া যাবে"

আর একজন তাহাকে ভ্রূকুটী করিয়া বলিল "আমি না বল্লে বুঝি এটা তোদের মাথায় আস্‌ত!" শ্রীভদ্র তাহাদের কথায় কান না দিয়া সুনায়ককে প্রশ্ন করিল "যারা এসেছিল তারা একজন স্ত্রীলোক আর একজন পুরুষ?"

"হ্যাঁ"

"তারা কখন এসেছিল"?

"কাল"

"দিনে"?

"না রাত্রে"

"তোমার কাছে তারা কি পরিচয় দিয়েছে?"

সুনায়ক দেখিল শ্রীভদ্র বিষয়টা সহজে নিষ্পত্তি হইতে দিবে না, প্রতিশোধের উগ্র উত্তেজনায় বিস্মৃতশিরা এই ক্রোধান্ধ বল-দর্পিত যুবা—

ইহার এই রক্তচক্ষু ও দৃঢ় মাংসপেশীর কাছে, লঘু, রমণীয়-শ্রী রত্নবজ্র সমান প্রতিদ্বন্দী হইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না। বিবাহ হইয়া গিয়াছে জানিলে আপাততঃ শ্রীভদ্র ক্ষান্ত হইতে পারে, ভাবিয়া সুনায়ক বলিল "তাদের বিয়েতে আমি পুরুত ছিলাম"

"কি ছিলে" বলিয়া গর্জ্জন করিয়া শ্রীভদ্র বজ্রমুষ্টিতে সুনায়কের হাত চাপিয়া ধরিল। সুনায়ক পূর্ব্ববৎ বলিল "আমি তাদের বিয়েতে পুরুত ছিলাম"

"তুমি তাদের বিয়ে দিয়েছো" ?

"হঁ্যা, আমিই দিয়েছি"

শৃঙ্খল-বদ্ধ শার্দ্দূল হঠাৎ শৃঙ্খলমুক্ত হইলে যেরূপ তাহার পুঞ্জীভূত ক্রোধ প্রথম সাক্ষাৎকারীর উপর উদ্গীরণ করে, তেমনি শ্রীভদ্র সহসা লাঠি তুলিয়া প্রচণ্ড বেগে সুনায়ককে আক্রমণ করিল। সুনায়ক এরূপ আকস্মিক লগুড়াঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তৃতীয় পক্ষের সাহায্য পাইবার পূর্ব্বেই লাঠিটা সোজা রাস্তা পাইয়া একেবারে সুনায়কের জটা-লম্বিত মাথার উপর পড়িল। মাথা ফাটিয়া রক্ত ছুটিল, সুনায়ক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল।

তখন শ্রীভদ্রের সঙ্গীরা বড় রাগিয়া উঠিল। কেহ তাহাকে গালি দিল, কেহ তাহাকে ভৎ´সনা করিল, কেহ তাহার শৃঙ্গধর চতুষ্পদ জীবের সহিত সাদৃশ্য উল্লেখ করিল, একজন আক্ষেপ করিয়া বলিল "এত জান্‌লে আমরা আস্‌তাম না, তুমি বড় বাড়াবাড়ি কর্ল্লে´!"

যাহারা চম্পার পিতৃপক্ষের লোক, তাহারা বলিল "আমাদের চেয়ে ত আর তোমার বেশী যায়নি—তা আমরা কটা মানুষ খুন করেছি!"

অপর একজন বলিল "তোমায় এমন ধারা গোঁয়াড় দেখেইত মেয়ে পালিয়েছে!'

শ্রীভদ্র তাহাদের কথার কোনো উত্তর দিল না, রোষ-কষায়িত লোচনে নীরবে ভ্রূকুটি করিয়া সুনায়কের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু সেখানে তাহাদের কোনও চিহ্ন পাওয়া গেল না, শুধু প্রতিমার সাম্নে আগের দিনের গাঁথা মালা গাছি শুখাইয়া পড়িয়াছিল, শ্রীভদ্র অনবধানতায় তাহা পদ-দলিত করিয়া আসিল।

মাথা ফাটিয়া সুনায়কের প্রবল বেগে রক্ত ছুটিতেছিল একজন তাহাকে হাঁটুর উপর রাখিয়া আপনার অঙ্গরাখা খুলিয়া বাঁধিতেছিল, শ্রীভদ্র কাহারও দিকে না চাহিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। একজন বলিল "ওটা ক্ষেপেছে।"

দ্বিতীয়। ক্ষেপেছে টাকার শোকে।

তৃতীয়। পাঁচ শ টাকা মেয়ের পণ দিয়েছে যে!

প্রথম। মেয়েটা সেয়ানা, বুঝেই পালিয়েছে, বেশ কোরেছে!

চতুর্থ। পাঁচশ টাকাত ভারী! ওর আবার টাকার দুঃখু!

তৃতীয়। তা হোক্ না! টাকা যার যত বেশী তার তত মায়া!

পঞ্চম। হাঁ হাঁ, ও কথাটা কিন্তু ঠিক্, এই দেখনা আমাদের ভানুজী পন্থ কি কাজটাই কল্লে!

এই বলিয়া সে উক্ত প্রথিতনামা ব্যক্তির প্রথিত কার্য্যাবলী তাহাদের নিকট সবিস্তারে বলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

(৩)

সুনায়ক কতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিল তাহা অবশ্য কেহ ঘড়ি খুলিয়া দেখে নাই, যখন তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন দুপুর বেলা। শ্রীভদ্রের সঙ্গে যাহারা চম্পাকে খুঁজিতে আসিয়াছিল তাহারা সকলেই অনেক দূর হইতে আসিয়াছিল। সুনায়কের মাথা ফাটিয়াছে বলিয়া

তাহারা কেহ সেখানে থাকিয়া যায় নাই। মাথায় জল পট্টি বাঁধিয়া 'খোদার নামে' তাহাকে তাহারা বিছানায় শোয়াইয়া রাখিয়া গিয়াছে।

সুনায়ক চোখ খুলিয়া চারিদিকে চাহিল, তাহার যেন স্মৃতিভ্রংশ ঘটিতেছিল, অতীতটা যেন কোয়াসা-ঢাকা দিগ্‌ রেখার মত দূরে সরিয়া যাইতে ছিল, সে স্পষ্ট করিয়া কিছু মনে করিতে পারিল না; চারিদিক যেন অন্ধকার, চারিদিক যেন ছায়াময়, সবই যেন অস্পষ্ট, তাহার হৃদয় গ্রন্থের সমস্ত অক্ষরগুলি যেন মুছিয়া গিয়াছে—সব যেন সাদা, সব যেন শূন্য দেখাইতেছে !

সুনায়ক চোখ বুজিল। বাহিরে দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপ নিঃশব্দে পৃথিবীকে দহন করিতেছিল, চারিদিকের মাটী ফুটীর মত ফাটিয়া উঠিতেছিল, পাহাড়ের উপল ও শিলাকীর্ণ পথ হইতে দ্বিগুণ উত্তাপ বায়ু মণ্ডলে বিকীর্ণ হইতেছিল।

সুনায়ক আবার চোখ খুলিল। বৈশাখের জোয়ারের জল মৃদু ধারায় যেমন ক্ষেত্রান্তরিত নদী-শাখা গুলিকে ভরিয়া তুলিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্মৃতির ক্ষীণ প্রবাহে আবার তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া সে পাশ ফিরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, মাথায় দারুণ বেদনা।

কুটীরের ছিদ্র-পথে প্রবিষ্ট আলো প্রতিমার মুখের উপর খেলা করিতেছিল, সুনায়ক পলকহীন চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সমস্ত জগতটা যেন তাহার চোখের কাছ হইতে সরিয়া যাইতে লাগিল, সমস্ত শব্দ যেন স্তব্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। শুধু প্রতিমার অনিমেষ চক্ষু দুটি বিশ্ব সংসার ছাইয়া তাহার প্রাণের ভিতরটা আচ্ছন্ন করিয়া দিল, হাত দুখানা বুকের উপর তুলিয়া অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া সে শেষবার চোখ মুদিল। জীবনে যে তাহার কিছুই অসমাপ্ত নাই, সে যে তাহার সমস্ত হিসাবের দেনা

পাওনা পরিষ্কার করিয়া দিয়া চলিয়াছে, সেই প্রসন্নতার ললিত শ্রীটুকু দীপ-ভাতির মত তাহার মৃত্যুছায়াচ্ছন্ন বিবর্ণ ওষ্ঠ-পুটের উপর ভাসিয়া উঠিল, সে একটু হাসিল।

সেদিন রাতে নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে পল্লী-বাসীরা যখন পূজার সম্ভার লইয়া আরতি দেখিতে আসিল তখন তাহারা দেখিল সুনায়ক বিছানায় মরিয়া রহিয়াছে। হাত দুখানা তখনও বুকের উপর যোড় করা এবং ঈষদ্‌-ভিন্ন ওষ্ঠপুটের ভিতর অন্তিম হাস্যের ম্লান রেখা টুকু তখনও দেদীপ্যমান!

কে এই কুটীরে আসিয়াছিল এবং কে-ইবা এই পূজা-রত শান্ত পুরোহিতকে হত্যা করিল তাহার যখন কোনও কিনারা হইল না, তখন অগত্যা সকলে মিলিয়া তাহার দাহ কার্য্য সমাধা করিল।

অন্ধকার নক্ষত্রালোকিত মাঠ পার হইতে হইতে চম্পা ও রত্নবজ্র দূর হইতে তাহার শিখা দেখিতে পাইল। চলিতে চলিতে থামিয়া গিয়া চম্পা রত্নবজ্রকে বলিল "দেখছো, পাহাড়ের উপর আগুন জ্বল্‌ছে!"

রত্নবজ্র স্থির-ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "সম্ভবতঃ কুটীরে আগুন লেগেছে" একটা অজানিত বেদনা সহসা তাহাদের বক্ষ পীড়িত করিয়া তুলিল, পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া তাহারা আবার চলিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে চম্পা জিজ্ঞাসা করিল "আর কতদূর?"

রত্নবজ্র দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ যে বনের রেখা দেখ্‌ছো, ওর কাছ দিয়ে নদী গিয়েছে। ওখানে গিয়ে আমাদের নৌকায় উঠ্‌তে হ'বে। তারপর একবার বাড়ী পৌছ্‌লে পর আর কোনও ভাবনা থাকবে না। তুমি ক্লান্ত হয়েছো?" চম্পা বলিল "না আমার মন যেন কেমন কর্চ্ছে আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।"

বলিতে বলিতে তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা কয়েক জল গড়াইয়া পড়িল কিন্তু কেন যে পড়িল তাহা সে নিজেও বুঝিতে পারিল না।



প্রায়শ্চিত্ত

(১)

আরমণ্ড যখন প্রথম আসিয়া লণ্ডনে বাড়ী কিনিলেন, তখন, যদিও তিনি াবী সৌভাগ্যের মোহন কল্পনায় বিভোর ও বর্ত্তমান যশের মধুর সৌরভে কান্ত বিহ্বল ছিলেন তবুও দ্বিতীয় ঋতুর সমাগম হইতে না হইতে তাঁহার ঝিবার বাকি রহিল না যে, যে ভাগ্যদেবীর প্রসন্নতা পরিকল্পনা তাঁহাকে ানন্দান্ধ করিয়া তুলিয়াছিল, তাহা তাহার মস্তিস্ক-বিকার মাত্র। কারণ ক্টর এনান্‌ডেল ইতিমধ্যে তথায় যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করি- ছেন, সুতরাং সদ্যউপাধিপ্রাপ্ত নবাগত তরুণ যুবক আরমণ্ড সেখানে কবল একজন "প্র্যাক্‌টিসনার" বলিয়া পরিচিত হইলেন; তাঁহার দীর্ঘ পাধিটা গেজেটের দীর্ঘ পত্র সমূহের অভ্যন্তরেই চাপা পড়িয়া গেল, দেশের অপরিচিত জনপ্রবাহ তাহা জানিবার জন্য অথবা স্বীকার করিবার ন্য একটু আগ্রহও প্রকাশ করিল না। দিনের পরে দিন যাইতে লাগিল ন্তু আরমণ্ডের অবস্থার পরিবর্ত্তনের কোনো সূচনা দেখা গেল না। র্থমনোরথ ও নৈরাশ্য-পীড়িত হইয়া তিনি বিষয়ান্তরে প্রবিষ্ট হইবার না করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল, কর্ম্ম-হীন বন্ধন-হীন নিস্ফল জীবনের গুরু সাদ বোঝার মত বুকে করিয়া আরমণ্ড "ভিক্টোরিয়া লাইব্রেরীর" ভিতর ধারে একটা চেয়ারে বসিয়াছিলেন। জনাকীর্ণ কক্ষ প্রফুল্লচিত্ত

নাগরিকগণের উল্লসিত কণ্ঠে মুখরিত হইতেছিল, আরমণ্ড একধারে বসিয়া তাহাদের মৃদুউচ্চারিত রহস্য ও বিতর্কের ভিতর আপনার শ্রান্ত চিত্ত বিনোদন করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। এমন সময় একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন "মহাশয় আপনিই না ডক্টর আরমণ্ড?

বিস্মিত ভাবে আরমণ্ড প্রশ্নকারীর মুখের উপর চোখ রাখিয়া বলিলেন "আপনি যাহার নাম উল্লেখ করিতেছেন আমি সেই বটে"

করমর্দ্দন করিয়া বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন তাহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জরাপাণ্ডুর রক্তহীন মুখমণ্ডলে একটা উৎকট যন্ত্রণার চিহ্ন প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল, ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত ও ললাটের গভীর রেখাগুলি বক্রাকারে ঊর্দ্ধে উন্নমিত হইতেছিল এবং নিশ্বাস অতি কষ্টে পড়িতেছিল। আরমণ্ড শশব্যস্তে দাঁড়াইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি কি পীড়িত?"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্রবৃদ্ধ যন্ত্রণায় চক্ষু অর্দ্ধ নিমীলিত করিয়া বলিল "হাঁ আমি পীড়িত। আজকার মত আমি আপনার সাহায্য চাই, নহিলে আমি বাড়ী ফিরিতে পারিতেছি না!"

আরমণ্ড একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পর বলিলেন "আপনি অবশ্য কাহার ও চিকিৎসাধীন আছেন?"

"হাঁ, ডক্টর এনান্‌ডেল আমার চিকিৎসক।"

"আমাকে ক্ষমা করিবেন মহাশয়, আপনি যখন তাঁহার চিকিৎসাধীন আছেন তখন আমি আপনাকে ঔষধ প্রয়োগ করিতে পারিব না।"

"আপনার কোনো ভয় নাই, যেহেতু তিনি এখন এখানে অনুপস্থিত সম্ভবতঃ এ সপ্তাহে তিনি ফিরিবেন না। আপনি যদি আমাকে সাহায্য না করেন তবে আমি এইখানেই মারা যাইব।"

আরমণ্ড আর আপত্তি করিলেন না, একবার নাড়ী টিপিয়া বক্ষ

কোথায় হইতেছে জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তখন প্রসন্ন ভাবে বলিলেন "আমার পায়ের গ্রন্থির উপর একটা সাংঘাতিক রকম ক্ষত হইয়াছে, সেইখানে যন্ত্রণা হইতেছে, ক্ষত স্থান দেখাইবার পূর্ব্বে একবার আমার পরিচয় আপনাকে দিয়া লই—আমার নাম কাউণ্ট এণ্ডারিস্।"

কথা সমাপ্ত করিয়া কাউণ্ট বাম জঙ্ঘার উপর দক্ষিণ পদ উঠাইয়া সন্তর্পণে তাহার ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিলেন। গভীর নীলবর্ণ ক্ষত—স্থানে স্থানে মাংস বিগলিত হইয়াছে—দেখিয়া আরমণ্ড শিহরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ কিরূপ ক্ষত ?"

আরমণ্ডের প্রশ্নের ভাবে কাউণ্ট মনে মনে একটু শঙ্কিত হইয়া বলিলেন "কেন, কিছু খারাপ দেখিতেছেন না কি ? কি করিব এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, লোকের গ্রাহ্যের বিষয় আর নাই ! যেখানে বার্দ্ধক্য সম্মানিত না হইয়া পাপ বলিয়া পরিগণিত হয় সেখানে এরূপ বয়সে বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনা মাত্র। বহুদিন যাবং আমি দারুণ বাতব্যাধিতে ভুগিতেছি, কিন্তু ডক্টর এনান্‌ডেল এ বিষয়ে বড় মনোযোগ করেন না। সব সময়ে তাহাকে ডাকিয়া ও পাওয়া যায় না। মাঝে আমি চলংশক্তি রহিত হওয়ায় তাঁহাকে ধরিয়া পড়িয়াছিলাম তাহাতে তিনি দ্রব্য বিশেষ দ্বারা এই স্থানটা ঘর্ষণ করিতে বলেন, তাহা হইতেই এরূপ হইয়াছে।"

আরমণ্ড কাউণ্টের কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন "তাহা হইতে এরূপ হইয়াছে ? আচ্ছা, চলুন আপনি, আমি আপনার সঙ্গে যাইতেছি, এই জিনিষটা আমার দেখিতে হইবে, এ যে সাংঘাতিক ক্ষত !"

কাউণ্টের তখন উঠিবার ক্ষমতা নাই বেদনার বেগ ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিয়া তাঁহাকে অচল করিয়া ফেলিতেছে। সুতরাং আরমণ্ড তাঁহার নির্দ্দেশ মত তাঁহার সঙ্গীয় অনুচর দিগকে ডাকিয়া আনিলেন, দুই তিন জনে ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার 'ব্রুহ্যামে' নিয়া উঠাইল। অর্দ্ধ

ঘণ্টার ভিতর গাড়ী কাউণ্টের দরজায় দাঁড়াইল। বাড়ীতে পঁহুছিয়া আরমণ্ড সর্ব্বাগ্রে এনান্‌ডেলের প্রদত্ত সেই পদার্থটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। কিছুক্ষণ অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া কাউণ্ট-পত্নীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ম্যাডাম্‌, আপনার স্বামীর অবস্থা বড় আশাপ্রদ বোধ হইতেছে না, কারণ এই পদার্থটি বিষাক্ত ধাতুতে নির্ম্মিত, ঘর্ষণে এই বিষ রক্তে সংক্রামিত হইয়াছে। শুশ্রূষার সতর্কতার জন্য আমার আপনাকে ইহা জানাইতে হইল। কিন্তু—না, না, এখন এরূপ ক্রন্দন করিবেন না, রোগীকে তাঁহার অবস্থা জানিতে দেওয়া হইবে না ; আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, আপনি এখন ঘরের বাহিরে যান্।"

চক্ষে রুমাল দিয়া কাউণ্ট পত্নী কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন, আরমণ্ড ঔষধ ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ও রোগীর সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতে কাউণ্ট্‌পত্নীকে বারংবার উপদেশ দিয়া তখনকার মত বিদায় লইলেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, সেদিন রাত্রেই কাউণ্টের জ্বর অতি মাত্রায় বৃদ্ধি পাইল, পরের দিন সমস্ত দিন বিচেতন থাকিয়া সন্ধ্যার পরে তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ কাউণ্ট তাঁহার পদোচিত মর্য্যাদা ও মনুষ্যোচিত সদাশয়তার গুণে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন, সুতরাং তাঁহার চিকিৎসার প্রমাদে মৃত্যু ব্যক্তিগত শোকের সীমা ছাড়াইয়া সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল এবং বিরাট রাজধানীর মুখ্য সংবাদ পত্র সমূহে তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ স্তম্ভ ভরিয়া মুদ্রিত ও সহরময় প্রচারিত হইতে লাগিল। এই আকস্মিক আন্দোলন ও অভিযোগের ভিতর পড়িয়া মিঃ এনান্‌ডেলের বহু আয়াসপ্রতিষ্ঠিত যশঃসৌধ ভূলুণ্ঠিত হইল, এবং তাহার অন্তরাল হইতে আরমণ্ডের প্রতিভা সাধারণের বিস্ময় আকর্ষণ করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিল

সঙ্গে সঙ্গে কমলা ঠাকুরাণীকে মিঃ এনান্‌ডেলের গৃহ ছাড়িয়া আরমণ্ডের গৃহে আসিতে হইল।

কিন্তু মিঃ এনান্‌ডেল পরাভব মানিয়া লইবার লোক ছিলেন না, যখন তিনি দেখিলেন সাধারণের উপেক্ষা অতঃপর তাহার দিকে ফিরিয়াছে তখন ব্যবসায়গত আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন-চেষ্টার পরিবর্ত্তে একটা দারুণ আক্রোশ তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল।

আরমণ্ড ও এনান্‌ডেলের বাড়ী এক পল্লীতেই ছিল, নিকট প্রতিবেশী হওয়া সত্ত্বেও এনান্‌ডেল পূর্ব্বে কোনও দিন আরমণ্ডের গৃহে পদার্পণ করেন নাই, কিন্তু এই ঘটনার পর হইতে এনান্‌ডেলের অবসরমুহূর্ত্তগুলি আরমণ্ডের বাড়ীতেই ব্যয়িত হইতে লাগিল।

প্রভাতের নীলাম্বর তলে সূর্য্যরাগারুণ জলধিজল যেমন নয়নাভিরাম, মানবের বুভুক্ষু চিত্তের অপার আকাঙ্ক্ষার নিকট স্নেহের মূর্ত্তি তেমনি ানিহর, কিন্তু সে কাঞ্চণবিলসিত তরঙ্গের তলেও নক্র আছে, সৌহৃদ্যের দ মধুর হাসির তলে ও বিদ্বেষের গরল আছে! দৃশ্যমান সত্যের শ্চাৎ হইতে ছদ্মবেশী মিথ্যাকে টানিয়া আনিতে যে বিচক্ষণতা ও ভিজ্ঞতার আবশ্যক দুর্ভাগ্য বশতঃ আরমণ্ডের তাহা ছিল না, সুতরাং নান্‌ডেলের বিস্তারিত উর্ণাজাল হইতে তিনি আপনাকে মুক্ত করিতে ারিলেন না, ক্রমশঃ এমন হইয়া দাঁড়াইল যে মিঃ এনানডেল তাঁহার কজন অভিভাবকের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন।

ইতিমধে আরমণ্ডের একটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। স্ত্রী পূর্ব্ব তেই রুগ্ন ছিল, পরে তাহার 'টাইফয়েড' জ্বর হইল, মিঃ এনান্‌ডেল ার চিকিৎসার ভার লইলেন।

সেদিন জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়াছে, এবং ক্রমশঃ কতগুলি দুর্লক্ষণ প্রকাশ তেছে এমন সময় আরমণ্ডকে একজন ডাকিতে আসিল। আরমণ্ড

প্রথমে যাইতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু আগত ব্যক্তি যখন অতিশয় কাতরতা জানাইয়া বলিল যে রোগিণীর বিশেষ আগ্রহ যে তিনি তাহাকে চিকিৎসা করেন, তখন আরমণ্ড স্বভাবসিদ্ধ পরদুঃখকাতরতার বশে তাহাকে নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিলনা। পরদিন প্রত্যুষে যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন তখন তাহার ব্যাধিক্লিষ্ট পত্নী ভব-যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।

(২)

আরমণ্ডের প্রকৃতিটা নিতান্ত স্নেহশীল ও নির্ভরপরায়ণ ছিল। পুরুষের স্বভাবসিদ্ধ অবজ্ঞার সহিত তিনি তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনীর শোককে উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না, গিরিচ্যুত শিলাখণ্ড যেমন করিয়া শিশু তরুকে বিদলিত করে তেমনি করিয়া শোক তাঁহার তরুণ হৃদয়কে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল।

বিপদ কখনও একা আসে না, আরমণ্ড যখন এইরূপ শোক-কাতর, তখন তিনি সহসা সংবাদ পাইলেন যে তিনি ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ হইয়াছেন; যেহেতু তাহার চিকিৎসাধীন ডিউক-পত্নী, তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুর পরেই উক্ত "টাইফয়েড" জ্বরে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন এবং এনানডেল গিয়া তাঁহাদের বলিয়াছেন যে আরমণ্ডের অনবধানতা হেতু উক্ত বিষ সংক্রামিত হইয়াছে, ক্রোধান্ধ হইয়া ডিউক তাঁহাকে ফৌজদারীতে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

বাড়ীর ঝী চাকর হইতে আরম্ভ করিয়া বিচারালয়ের 'ব্যারিষ্টার' 'এটর্নি' প্রভৃতি সকলকে প্রভূত উৎকোচ দানে বশবর্ত্তী করিয়া এনানডেল মোকদ্দমা সাজাইলেন, ফলে ডিউক তাহাতে জিতিয়া গেলেন, এবং আরমণ্ড সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন। বিরাট এই বসুন্ধরার বুকে—যেখানে

কীট পতঙ্গ ও আবাস রচনা করিয়া বাস করিতেছে, সেখানে,—তাঁহার শ্রান্ত মস্তক রক্ষা করিবার জন্য একটু স্থান—রজনীর তুষার হইতে ক্লান্ত দেহকে আশ্রয় দান হেতু একটি গৃহ নাই!

সূর্য্য ডুবিয়া গিয়াছিল, বিধূনিত তুলারাশির মত তুরু লতার শাখার রন্ধ্রে ও পাতার ফাঁকে তুষার জমিতেছিল, ঝড়ের বাতাসের মত তীব্র শীতের বাতাস এক একবার বহিয়া যাইতেছিল। নির্জ্জন পথোপান্তে দাঁড়াইয়া, 'ইলেক্ট্রিক্ লাইট্ পোষ্টে' ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া আরমণ্ড শীতে কাঁপিতেছিলেন, কপোল বাহিয়া তাঁহার ঝর ঝর করিয়া অশ্রু ঝরিতেছিল। এমন সময় একজন তাঁহাকে পশ্চাৎ হইতে আহ্বান করিলেন "ডক্টর্।"

চক্ষু মুছিয়া ফেলিয়া আরমণ্ড ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, আগন্তুক স্নেহ-স্মিত মাধুর্য্যের সহিত বলিলেন "বিস্মিত হইতেছেন? আমি আপনার অপরিচিত বটি, কিন্তু সহানুভূতি কখনও পরিচয় অপরিচয়ের অপেক্ষা রাখে না। আপনার দুরবস্থা আমার হৃদয়কে বিচলিত করিয়াছে, চলুন আমার সঙ্গে আমার বাড়ীতে চলুন" বলিয়া আগন্তুক হস্ত প্রসারণ করিলেন, আরমণ্ড তখন ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত কর প্রদান করিলেন। রাস্তায় চলিতে চলিতে আগন্তুক বলিলেন "এখন আপনি যাহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে যাইতেছেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিয়া রাখিলে আপনার সুবিধা হইবে বোধ হয়। তা, বিশেষরূপে জানিবার মধ্যে শুধু আমার নাম—কার্কউড্ টমসন্—তাহা ছাড়া আর কিছু নাই। পুত্র লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই, তাঁহা ছাড়া আমার গৃহিণী চিররুগ্না, সুতরাং ভাগ্য সম্বন্ধে ও বিশেষ কিছু জানিবার নাই! অপরিচিত বলিয়া কিছু মনে করিবেন না ডক্টর, বৃদ্ধদের বাক্যালাপ সব সময় তেমন সংযত থাকে না। আমি ইহা না বলিয়া পারিতেছি না, যে আপনাকে দেখিয়া আমার পুত্রবৎ পালন করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেছে।"

সন্ধ্যা বেলায় বিরাট রাজধানীর বিপুলায়তন পথের দুই পাশে গৃহে গৃহে আলোক জ্বলিয়া উঠিল, উৎসবভোজে বিচিত্র বাদ্যযন্ত্রের সহিত নারী কণ্ঠের সঙ্গীত ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, আর তাহার-ই মধ্য দিয়া এই জরানম্র বৃদ্ধ ও যৌবনদৃপ্ত তরুণ আপন আপন মৃত ও সঞ্জীবিত আশা লইয়া নীরবে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

(৩)

দিন যতই যাইতে লাগিল বৃদ্ধ কার্কউডের সহিত আরমণ্ডের ঘনিষ্ঠতা ততই বাড়িয়া চলিতে লাগিল। এই নিরপত্য বৃদ্ধ দম্পতী—যাহারা সমস্ত জীবন নিষ্ফল জীবনের মরুউত্তাপ বক্ষের ভিতর পোষণ করিয়া শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহারা আজ হঠাৎ একটি তরুণ জীবনের সংস্পর্শে বসন্তের নবোদ্গতমঞ্জরীময় তরুর ন্যায় সজীব হইয়া উঠিল—এবং আপনাদের বক্ষ-বিবর হইতে রস সিঞ্চন করিয়া সেই ম্রিয়মাণ তারুণ্যকে সঞ্জীবিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

সেদিন কার্কউডের জন্মবার। পত্নীর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কার্কউড তাঁহাকে লইয়া একটা নীলামে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গিয়াছেন। আরমণ্ড বাড়ীতে একা, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কুণ্ডের পার্শ্বে বসিয়া উর্দ্ধাভিমুখে লেলিহান শিখারদিকে চাহিয়া চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন অতঃপর কি করিয়া জীবন আরম্ভ করিবেন! জগতের এই অনন্ত মরুর ভিতর কি লইয়া তাঁহার গৃহ রচনা করিবেন! চারি ধারের এই ভূলুণ্ঠিত ভগ্নস্তূপের ভিতর হইতে তাহার কি উপকরণ সংগ্রহ করিবেন! উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শিখার লোহিত আভাতে তাঁহার মুখমণ্ডল মাঝে মাঝে আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল, সে আলোতে তাঁহার রেখাঙ্কিত ললাট ও পাণ্ডুর মুখশ্রী দীপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে আরমণ্ডের নিদ্রাকর্ষণ হইল, তখন তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। উচ্চ গগনস্পর্শী গিরি—তাহার শিখরদেশে

একটি স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া আছে, পর্ব্বতের উচ্চতায় প্রথমে তিনি তাহাকে চিনিতে পারিলেন না। কিন্তু দ্বিতীয় বার চাহিতেই সে মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, সে তাহার মৃতা পত্নীর মূর্ত্তি। বাহু উত্তোলন করিয়া সে তাহাকে আহ্বান করিতেছে, স্বচ্ছ, লঘু মেঘ খণ্ড সমূহ গাত্রাবরণের ন্যায় তাহার অঙ্গলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, শুভ্র, দীপ্তিময় বসনাঞ্চল বাতাসে উড়িতেছে, অলকগুচ্ছ ললাট ও কপোল আচ্ছাদন করিয়া অংশে ও পৃষ্ঠে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। নির্জ্জন উপত্যকা ধ্বনিত করিয়া গিরিশির হইতে সে ডাকিয়া বলিল "আমার কাছে চলিয়া এস" আরমণ্ড পর্ব্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; দুরারোহ পথ, প্রাচীর গাত্রেরন্যায় ঋজুভাবে উঠিয়াছে, পদরক্ষার তিলেক মাত্র স্থান নাই,—কাতর কণ্ঠে তিনি উত্তর করিলেন "আমি উঠিতে পারিনা।"

"নিষ্ঠুর" তাহার পত্নীর ভর্ৎসনার স্বর নিশ্চল বায়ুস্তর কম্পিত করিয়া ঝঙ্কৃত হইল, ও তাহার নিঃশ্বাসবায়ু অকস্মাৎ ঝটিকার মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল, গিরিশিখর হইতে বৃহৎ শিলারাজি স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল, ধূলিপটলে দিঙ্মুখ আচ্ছাদিত হইল, আরমণ্ড দুই হস্তে চক্ষু আবরণ করিলেন! ঝটিকার ভিতর হইতে আরমণ্ড শুনিতে-লাগিলেন সেই গিরিশিখরলীন মূর্ত্তি বলিতেছে "এস এখন চলিয়া এস, নহিলে বহু কষ্ট পাইবে, তখন আসিবার জন্য কাঁদিবে, কিন্তু আসিতে পারিবে না।" একটা তীব্র বেদনায় তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। পত্নীর শেষোচ্চারিত বাক্য তখনও তাহার কর্ণে বাজিতেছিল, তাহাই তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া বসিল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন না তাহা হইবে না, তুমি যদি আমাকে আহ্বান করিয়া থাক তবে আমি তোমার সহিত প্রেতপুরীতেও যাইতে প্রস্তুত আছি। প্রেতপুরীতে? হাঁ প্রেতপুরীতে ও—কেন আমার প্রতিবন্ধক কি! শিশু কন্যা? আমার মত

নিঃস্ব পরানুগ্রহজীবি পিতাকে দিয়া তাহার কি উপকার হইবে! ধাত্রীর হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়াছি, আর আমার কিছু বাকী নাই।” ভাবিতে ভাবিতে আরমণ্ড উন্মনস্ক ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া গৃহমধ্যে অস্থির ভাবে পদচারণা করিতে লাগিলেন। ঘড়ির কাঁটায় ঠন্ ঠন্ করিয়া ১০টা বাজিল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া তিনি স্বগত বলিলেন “আর দেরী চলিবেনা, এখনি কার্কউডেরা বাসায় ফিরিবে।”

দেয়ালের গায়ে একটা প্রকাণ্ড আলমারী শ্রেণীবিন্যস্ত শিশিতে পূর্ণ ছিল, আরমণ্ড দ্রুত হস্তে তাহা মুক্ত করিয়া একটা ঔষধের শিশি বাহির করিয়া লইলেন, এবং একটা কাচের গ্লাসে তাহার কিছুটা ঢালিয়া লইয়া টেবিলের কাছে গিয়া বসিলেন। কিন্তু যত সহজে গলাধঃকরণ করিবেন ভাবিয়াছিলেন তত সহজে তাহা পারিলেন না, লালনের জন্য ধাত্রীহস্তে সমর্পিত সেই একরত্তি মেয়ে অকস্মাৎ তাহার বিশাল চক্ষেব নির্ভরপূর্ণদৃষ্টি লইয়া তাঁহার স্মৃতি বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল, ভ্রূকুটি করিয়া আরমণ্ড বিষের গ্লাস একবার নামাইয়া রাখিয়া আবার পানার্থে উত্তোলন করিলেন; সহসা সেই মূহূর্ত্তে একটি প্রচণ্ড বাহুর অতর্কিত আক্রমণে তাহা ভূমিতে পতিত হইয়া শতধা হইল, কার্কউড ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বলিলেন, “ছি ছি ডক্টর তোমার এই কাজ? এত ভীরু তুমি—এত কাপুরুষ?”

আরমণ্ডের পাণ্ডুর মুখচ্ছবি সে ভর্ৎসনায় রক্তিম হইয়া উঠিল, নত নেত্রে তিনি নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন।

(৪)

শরতের আলোক-দীপ্ত প্রভাত বসুন্ধরার শ্যাম অঞ্চলপ্রান্তে সৌরকর চুম্বিত মরকতের ন্যায় জ্বলিতেছিল, ঊর্দ্ধে তাহার নীলাম্বর—অপার, অনন্ত; নিম্নে শ্যাম সরস্তীরে বিস্তৃতপক্ষ রাজহংসের ন্যায় সৌরকর মণ্ডিত মেঘ খণ্ড সমূহ অলস গতিতে ভাসিয়া যাইতেছিল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে

আরমণ্ডের বিশৃঙ্খল বিক্ষিপ্ত চিন্তা লক্ষ্যহীন পথে ধাবিত হইতেছিল। কার্কউড তাহার পাশে বসিয়াছিলেন, কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন "ডক্টর, এরূপ আত্মবিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? ভাবিয়া দেখ এ সুযোগ যদি অবহেলা কর তবে আর সুদিন পাইবেনা— সাধালক্ষ্মী এমন করিরা পায় ঠেলিও না।" সহরে যেরূপ বসন্ত-ভীতি উপস্থিত হইয়াছে এবং চারিদিকে যেরূপ টীকা দিবার ধুম পড়িয়াছে তাহাতে এসময় টীকার বিরুদ্ধে যে দল গঠিত হইতেছে তুমি যদি তাহার অধিনায়ক হও তবে আমি তোমাকে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যপদ দান করাইব। এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, আমি তোমাকে ধ্রুব বলিতেছি।"

আরমণ্ড বাহিরের দিকে চাহিয়াছিলেন কার্ক্‌উডের কথায় চোখ ফিরাইয়া বলিলেন "যে দৈন্য আমি বহন করিতেছি ও যে অপমান আমি সহ্য করিয়াছি এইরূপে ছাড়া তাহার শোধ হইবে না জানি কিন্তু—

অসহিষ্ণু ভাবে কার্কউড্‌ বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু কি আবার?"

"আমি নিজে যাহা বিশ্বাস করি না তাহা কিরূপে অন্যকে বিশ্বাস করাইবার চেষ্টা করিব? মিথ্যা—সে যে ভয়ানক মিথ্যা!"—

"সংসারের সহিত কারবার করিতে হইলে এই মিথ্যা তুমি এড়াইতে পারিবে না। যে মিথ্যা অপরের অহিতার্থে কল্পিত হয় নাই, পরন্তু তোমার আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপে যাহা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাকে তুমি ঠিক্‌ এই নামে অভিহিত করিতে পার না। শত্রুর সহিত শত্রুতা করা বাইবেল বিরুদ্ধ বটে কিন্তু তজ্জন্য শত্রুর নিকট পরাভব স্বীকার করাটা আমি পৌরুষজনক মনে করি না। তোমার দুরবস্থায় ডাক্তার মানান্‌ডেল্‌ মনে মনে ভারী স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে, আমি এমন দিন আনিতে চাই যে দিন সে তোমার পায়ে আসিয়া লুটাইবে।"

খোলা জানালা দিয়া প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক শিশির-সিক্ত বায়ুর সহিত গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, দূর ঐ অনায়ত্ত আকাশের প্রান্ত হইতে ও বসুন্ধরার কিরণচিত্রিত প্রমোদপূর্ণ বক্ষ হইতে তাহারা যেন এক পুলকময় আমন্ত্রণ বহন করিয়া আনিতেছিল—আরমণ্ডের হৃদয় আর শ্রান্তি বহন করিতে পারিতেছিল না, জ্বরগ্রস্তের ন্যায় তাঁহার ধমনীতে রক্তপ্রবাহ দ্রুত বহিতেছিল, কপালের শিরা দপ্ দপ্ করিতেছিল, কঠোর অবসাদ তাহার দেহে ও মনে অধিকার করিতেছিল, স্পন্দমান মস্তক করতলে সজোরে নিষ্পিষ্ট করিয়া ধীরে অতি অস্পষ্ট স্বরে তিনি উত্তর করিলেন "আচ্ছা"

* * * * * * * * *

তাহার পর আর এক মাস অতীত হইয়াছে। বায়ু-বিধৃত বহ্নির ন্যায় টীকার বিরুদ্ধবাদীদলের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং অল্পদিনের ভিতরেই আরমণ্ড তাহাদের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি মনোনীত হইলেন। প্রতিদিন তিনি নিয়মিত রূপে বক্তৃতা দিতেন, অবরোধকারী শিলাখণ্ড অপসারণ করিলে নির্ঝরধারা যেরূপ দ্বিগুণ প্রখরবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে আরমণ্ডের বক্তৃতা সেইরূপ সহজ, সুন্দর, অনায়াস গতিতে নিঃসৃত হইয়া বাগ্মিতার প্লাবনে মুগ্ধ জনমণ্ডলীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

এনানডেল এখানেও আরমণ্ডকে পরাস্ত করিবার যথেষ্ট প্রয়াস করিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার কূট কৌশল কার্কউডের চেষ্টা ও যত্নের নিকট পরাজিত হইল। তাঁহার সহস্র বিরুদ্ধাচার ও রাশীকৃত উৎকোচ প্রদান সত্ত্বেও আরমণ্ডের দিকে ভোটের সংখ্যা বেশী হইল এবং এনানডেল-প্রমুখ টীকার পক্ষপাতীর দল হারিয়া গেল। কেরাণী যখন উভয় পক্ষের সংখ্যা গণনা করিয়া আরমণ্ডের নাম ও তাহার পক্ষীয়

ভোটের সংখ্যা ডাকিয়া বলিল, তখন দুঃসহ মনস্তাপে এনান্‌ডেল সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এবং কৰ্ত্তিত-ফণা সর্পের মত আরমণ্ডের জীবনপথ হইতে চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইলেন।

কিন্তু কার্কউড তাঁহার এত যত্নের রোপিত বৃক্ষের ফল সম্পূর্ণ ভোগ করিতে পারিলেন না। বার্দ্ধক্য তাঁহার ললাটের রেখা প্রতিদিন গভীরতর করিতেছিল, ধমনীতে রক্তস্রোত ক্ষীণতর করিতেছিল, ইন্দ্রিয় সমূহের তেজ হরণ করিতেছিল; আরমণ্ডের পার্লামেণ্টের পদগ্রহণের কিছু দিন পরে তিনি ইহলীলা সম্বরণ করিলেন এবং তাঁহার দানপত্র অনুসারে আরমণ্ড সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হইলেন।

সাংসারিক জীবনে মানুষ স্পর্শ মণির সাক্ষাৎ পায় তখন, যখন লক্ষ্মী আসিয়া তাঁহার কাঞ্চন-ঝাঁপি উন্মোচিত করেন। যাদুকরের মায়াদণ্ড স্পর্শের ন্যায় সেই মুহূর্ত্তে তাহার জীবনের উপরে যে পরিবর্ত্তনের তরঙ্গ উঠিতে থাকে তাহার হঠাৎ একটা কিনারা করা যায় না। সুতরাং বিপুল সম্পত্তি লাভ করিয়া ও পার্লামেণ্টের সম্মানার্হ সভ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া আরমণ্ড যে অল্পদিনেই প্রভুত প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিলেন তাহা কিছু বিস্ময়জনক নহে। অবস্থার উন্নতির পরে আরমণ্ড কন্যাকে ধাত্রীর নিকট হইতে আনয়ন করিলেন।

ভূমি হইতে উৎখাত লতার স্বাভাবিক বিকাশ যেমন কৃত্রিম রসসিঞ্চনে সতেজ হইতে পারে না, জন্মমূহূর্ত্ত হইতে মাতৃস্তন্যে ও মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়া ফ্লানিরের দৈহিক অবস্থা খানিকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। তাহার জীবনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটুকু যেন তাহার সেই ক্ষীণ দেহযষ্টিতে ও পাণ্ডুরাভ মুখমণ্ডলে মুদ্রিত ছিল, তাহা দর্শকের চিত্ত মোহিত করিত না কিন্তু করুণায় দ্রব করিয়া দিত।

বিকালবেলা আরমণ্ড বারান্দায় একটা "চেয়ারে" বসিয়া চুরুট

মুখে দিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন এমন সময় ফ্লীনর আসিয়া ডাকিল "বাবা আমাকে আসিতে বলিয়াছ ?

আরমণ্ড হস্তস্থ সংবাদপত্র টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া বলিলেন "হাঁ, ডাকিয়াছি বটে, তোমাকে একটা কথা বলিবার দরকার আছে।"

দক্ষিণ করতলে চিবুক ন্যস্ত করিয়া বাম হস্ত টেবিলের উপর রাখিয়া ঔৎসুক্যের সহিত পিতার মুখের দিকে নেত্রপাত করিয়া ফ্লীনর বলিল "কি কথা ?"

"না বিশেষ কিছু না, তবে আমি মনে করি কি, ইউজিন গ্র্যানভিলির সহিত তোমার এতটা ঘনিষ্ঠতা স্থাপন ভাল নয়, কিন্তু তুমি সে কথাটা অতি অল্প-ই বিবেচনা করিতেছ !"

ফ্লীনরের আনন্দোদ্ভাসিত মুখমণ্ডলে অন্ধকার ছাইয়া আসিল; ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া নত নেত্রে সে বলিল "তোমার অনুমান মিথ্যা নয় বাবা কিন্তু আমি জানিতাম যে তাহাতে তোমার কোনও অসন্তোষের হেতু নাই।"

আরমণ্ড সস্নেহে কন্যাকে আপনার কাছে টানিয়া আনিয়া বলিলেন "না না ফ্লীনর, তুমি ভুল করিতেছ, তুমি কি মনে কর যে আমি তোমায় একজন ভিক্ষুকের হাতে সমর্পণ করিব ? ইউজিনের কি আছে ? শুধু পরীক্ষায় স্বর্ণপদক পাইলে হয় না—৫০০্'র বেশী কখনই তাহার মাসিক আয় উঠিবে না। আর তা ছাড়াও, সে কোনও প্রসিদ্ধ বংশের সন্তান নয়—তবে আমি কি দেখিয়া তোমাকে তাহার হাতে সমর্পণ করিতে ইচ্ছুক হইব ?"

প্রভাতের স্বর্ণরঞ্জিত নভস্তল যেরূপ আকস্মিক ঝটিকায় তিমিরময় হইতে থাকে, পিতার নির্দ্দয় অভিমতে ফ্লীনরের কৈশোরের আনন্দচপল চক্ষু তেমনি অন্ধকারাবৃত হইয়া আসিতে লাগিল। জন্মাবধি সে পিতার

কথা মানিয়া আসিতেছিল, জন্মাবধি সে পিতার কথা অভ্রান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ যখন তাহার হৃদয়ের নিভৃত কক্ষে পূজার আরতিক্ষণ, শিশু প্রেমের নয়ন-উন্মীলনের সহিত জাগিয়া উঠিল তখন ও সে অগ্রে পিতার প্রসাদ-প্রতীক্ষায় অটল ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিল! তীব্র মর্ম্মচ্ছেদী যাতনার ভিতর দিয়া যুগান্তরের বাতাস তাহার হৃদয়ের উপরে বহিয়া গেল, প্রমোদনিরত বালিকা মুহূর্ত্তের ভিতর শোকশীলা নারীতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল; নতনেত্রে হৃদয়াবেগ রুদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়া ফ্লীনর ধীরে ধীরে বলিল "তোমার কথা আমি কখনও অমান্য করি নাই, আজও তাহা করিব না, ইউজিন ঐশ্বর্য্যহীন বটে, কিন্তু তাঁহার অসাধারণ গুণগ্রাম ও অনুপম মহত্ত্বের নিকট তাহা অতি তুচ্ছ বাবা!"

"আঃ কি বিভ্রাট দেখিতেছি! এরূপ যে হইয়াছে আমি তাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই। সমাজ হইতে দূরে রাখিয়া ও আমি তোমাকে এই সব অলীক ভাবুকতা হইতে রক্ষা করিতে পারিলাম না। যে ধারণা তুমি এখন প্রকাশ করিতেছ, আমি তাহা যুক্তিযুক্ত বোধ করি না; তোমার মনে রাখা উচিত ফ্লীনর এই বয়সেই তোমার এতটা দার্ঢ্য সাজে না।"

আহত হইয়া ফ্লীনর পিতার বাহু ছাড়াইয়া গমনোদ্যত হইল, চেয়ারের একটা বাহুতে তাহার কণ্ঠের মুক্তাহার আটকাইয়া যাওয়ায় ছিঁড়িয়া গেল, ঔদাসীন্যের সহিত তাহার প্রতি চাহিয়া, সে অতি কষ্টে বলিল "আমাকে ক্ষমা কর বাবা, আমি না বুঝিয়া বলিয়াছি, তুমি যাহা অনুমোদন কর না আমি তাহা করিব না, আজ হইতে ইউজিন আমার সাক্ষাৎ পাইবে না।"

কথা কয়টি বলিয়া ফ্লীনর ফিরিয়া দাঁড়াইল, মুক্ত দ্বারপথে অস্তাচলাবলম্বী সায়াহ্ণ-সূর্য্যের রক্তিম কিরণোচ্ছ্বাস তাহার বন্ধনমুক্ত কুন্তলের উপর সোণার তরঙ্গ খেলিয়া যাইতে লাগিল।

আরমণ্ড ডাকিলেন, "ফ্লীনর"! ফ্লীনর ফিরিয়া আসিল, ললাট-বিলম্বী স্তবকাবনম্র কুন্তল গুচ্ছের ছায়ায় মুখের কিয়দংশ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া গোলাপ-গুচ্ছ-সমন্বিত ষ্ট্র-হ্যাট খানা কপালের উপর আরো টানিয়া দিয়া দাঁড়াইল, কিশোরী কন্যার সেই বিষন্ন বেদনাতুর মূর্ত্তি আরমণ্ডের হৃদয়ে খুব জোরে একটা ঝাঁকি দিল, আরমণ্ড সস্নেহে তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিল "আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়া মনে হইতেছে ফ্লীনর?

"না" এই ছোট্ট উত্তরটি দিয়া ফ্লীনর থামিয়া গেল।

"আচ্ছা দেখ, ইউজনের সম্বন্ধে আমি একটা সর্ত্ত করিতে চাই, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইবে না, ইতিমধ্যে যদি সে অবস্থায় আপনাকে আমার সমকক্ষ করিতে পারে তবে তখন আমি তোমায় তাহাকে সম্প্রদান করিব।"

"তাহাই হইবে" বলিয়া ফ্লীনর ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।





পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বসন্তের প্রকোপ এবার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, পল্লীর পর পল্লী আক্রান্ত হইতেছে, ঘরে ঘরে হাহাকার, ঘরে ঘরে ক্রন্দনের রোল। রাজপথে বাদ্যযন্ত্রে সম্মিলিত সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে শোকাতুর স্বজন বর্গের উচ্চ বিলাপ ধ্বনি কফিণের অবিরাম পেরেক মারার সহিত মিলিত হইয়া ভীত নাগরিক জনকে অধিকতর বিমনা করিয়া তুলিতেছে। রাস্তার দুপাশে বড় বড় বাড়ীগুলি অন্ধকার, পণ্যবীথিকার দ্বার রুদ্ধ, দরিদ্র পল্লীতে পথের দুপাশে পতিত মৃতের স্তূপ।

আরমণ্ড সহর ছাড়াইয়া বাড়ী করিয়াছিলেন, তাহার নিকটেই শ্রমজীবিদের একটা ছোট পল্লী ছিল, বসন্ত সেখানেও প্রাদুর্ভূত হইল। ফ্লনর প্রত্যহ যখন ভ্রমণ শেষ করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিত তখন একবার সেখানে কিছুক্ষণ থাকিয়া আসিত। সমাজের এই নিম্নস্তর—যাহারা ধনীদের ভোগ বিলাসে আপনাদের স্বাস্থ্য স্বস্তি—এমন কি আয়ু পর্য্যন্ত মৌন সহিষ্ণুতায় আহুতি প্রদান করিয়া আসিতেছে, সারাদিন অস্থিপেশী পরশ্রিমের পর যাহারা মুষ্টিমেয় মাত্র ভক্ষ্য লইয়া শান্তভাবে দিন অতিবাহিত করিতেছে,—সেই হতভাগ্যদের জন্য ফ্লনর আপনার অন্তঃকরণের ভিতর একটা তীব্র বেদনা অনুভব করিত, তাহার সুকোমল নারী হৃদয় তাহাদের দুঃখে বিগলিত হইয়া আসিত, তাহার যথাশক্তি তাহাদের সাহায্য করিতে সে কখনও ভুলিত না। শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন মাঠের দূর প্রান্ত

হইতে যখন তাহার স্নেহ-করুণ মুখখানি দৃষ্টিগোচর হইত তখন শিশুরা তাহাকে উচ্ছ্বসিত আনন্দে অভ্যর্থনা করিয়া আনিতে যাইত, মুগ্ধ নেত্রে কৃষক কন্যারা তাহার সেই সান্ধ্য-রবি-কর-রঞ্জিত সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিত, বৃদ্ধেরা তাহাকে শরীরিনী ম্যাডোনা মনে করিয়া শির নত করিত।

সন্ধ্যা আসন্ন দেখিয়া ফ্লীনর উক্ত পল্লীতে বৃদ্ধ কর্ম্মকার টমের বাড়ীতে প্রবেশ করিল। টম বাড়ীতে ছিল না, তাহার স্ত্রী তাহার ছোট ছেলেটিকে বুকে করিয়া পাইচারী করিতেছিল, ফ্লীনর তাহার কাছে গিয়া তাহার বোঝা নামাইল,ছোট একটা চুবড়ির ভিতর কতগুলি আপেল ও কয়েকটা আঙ্গুর, কাগজে জড়ানো কতগুলি 'কেক' এবং পশমের ছোট দুটি জামা— চুবড়িটা মাটিতে নামাইয়া সে টমিকে কোলে লইতে গেল. দেখিল টমির মা চোখের জল মুছিতেছে, তাড়াতাড়ি টমিকে মায়ের কোল হইতে উঠাইয়া লইয়া ফ্লীনর জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে টমির মা, কাঁদিতেছে কেন?" টমির মা ক্রন্দন-রুদ্ধ কণ্ঠে থামিয়া থামিয়া বলিল, "টমির বসন্ত উঠিয়াছে, তাহা হইলে ও আর বাঁচিবে না। আমি—আমি কি করিব— আমি কেন আগে মরিলাম না!"

বলিতে বলিতে টমির মা ভয়ানক কাঁদিতে লাগিল, ফ্লীনর তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল "না না কোনো ভয় নাই এত অস্থির হইয়ো না, এখনই ডাক্তার আনিতে পাঠাও—টমি কই?"

"সে ডক্টর ইউজিনকে আনিতে গিয়াছে।"

"তুমি ত কেবল কাঁদিতেছ, এধারে ছেলের বোধ হয় ক্ষুধা পাইয়াছে যাও যাও, দুধ গরম করিয়া আন।"

চোখ মুছিতে মুছিতে টমির মা দুধ আনিতে গেল ফ্লীনর একা ঘরের ভিতর ছেলেটিকে বুকে করিয়া পাইচারি করিতে লাগিল। যদিও সে আপনাকে খুব প্রশান্ত রাখিবার চেষ্টা করিতেছিল তথাপি ইউজিনের

হিত সাক্ষাৎ কল্পনা তীব্র সুরার মত তাহাকে মাতাল করিয়া তুলিতে লাগিল। পিতার নিকট হইতে যে দিন সে প্রথম সেই নিষ্ঠুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই দিনকার কথা তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তাহার পর আজ তিন বৎসর সে ইউজিনকে দেখে নাই, কত দিনের তৃষ্ণা তাহার চক্ষে, তাহার শ্রুতিতে, তাহার প্রাণে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে; কত মৌন ব্যথা তাহার অন্তরে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, ফ্লীনর ভাবিতে লাগিল সে কেমন করিয়া আপনাকে সংযত রাখিবে!

যে দিন ইউজিন প্রথম আরমণ্ডের আদেশ জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সে দিন তিনি ফ্লীনরের নিকট যে চিঠি খানা লিখিয়াছিলেন ফ্লীনর সেখানা প্রায়ই বুকের ভিতর রাখিত, ভাবিতে ভাবিতে সে তাহা বাহির করিয়া চোখের কাছে ধরিল। চিঠিখানি ছোট; পুরুষের স্বভাব-সরল পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে-লিখিত,—

"প্রিয়তমে ফ্লীনর,

তুমি যাহা অনুশাসন বলিয়া মানিয়া নিয়াছ, আমি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিব না, তোমার পিতার ইচ্ছা-ই পূর্ণ হোক্! তুমি যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ তাহা আমার স্বকৃত অঙ্গীকার অপেক্ষাও দুর্লঙ্ঘ্য। কিন্তু ইহার পরেও যদি তোমার হস্ত লাভের অধিকারী না হই, তবুও জানিও আমার হৃদয় হইতে আমার জীবন হইতে—ইহ পরকালের সঙ্গিনী ভাবিয়া যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি—তাহা মরণেও বিচ্যুত হইবে না।

তোমার ইউজিন।"

তাড়াতাড়ি চিঠি বন্ধ করিয়া ফ্লীনর বডিসের ভিতর লুকাইল, চক্ষু হইতে এক ফোঁটা জল গড়াইয়া তাহার কম্পমান হস্তের উপর পড়িল। এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় জুতার শব্দ হইল, ইউজিনকে লইয়া

টম ঘরে প্রবেশ করিল। বাইবেলে বর্ণিত আছে সমুদ্র যখন মহোচ্ছ্বাসে পৃথিবী মগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছিল, তখন যীশুখ্রীষ্ট তাহাকে আদেশ করিয়াছিলেন "থাম", আর সমুদ্র তাহার বিশ্বগ্রাসী তরঙ্গ ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল। অকস্মাৎ অযাচিত রূপে সাক্ষাৎ হওয়ায় ইউজিন ও ফ্লীনরের মনোভাব খানিকটা এইরূপ হইল, মুহূর্তের জন্য পরস্পরের চক্ষু পরস্পরের চক্ষে লগ্ন হইয়া রহিল তাহার পর ফ্লীনর চক্ষু ফিরাইয়া লইল, ইউজিন আত্ম সংবরণ করিয়া পীড়াক্রান্ত শিশুর সম্বন্ধে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, ফ্লীনর যথা সম্ভব উত্তর দিল। এবার ইউজিন ফ্লীনরকে শিশুর গাত্র-ত্বক দেখাইবার জন্য বাহিরে আসিতে বলিলেন, সুতরাং ফ্লীনর বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল। ইউজিন বালকের গাত্রবস্ত্র কিয়দংশ সরাইয়া দেখিলেন বসন্ত বেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। দেখিয়া ইউজিন শিহরিয়া উঠিলেন, তাহার তখনি মনে হইল আরমণ্ড ও কন্যাকে টীকা দেন নাই। উৎকণ্ঠা-মথিত হৃদয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "মিস তোমার টীকা হয় নাই ?" ফ্লীনর নিঃশ্বাস চাপিয়া রাখিয়া বলিল "না।"

"তবে শিশুকে তাহার জননীর নিকট ফিরাইয়া দাও, দেরী করিয়ো না; কেন সাধ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছ !"

ফ্লীনর ধীরে ধীরে টমিকে তাহার মাতার অঙ্কে তুলিয়া দিয়া ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে বলিল। তাহারা গেলে পর ইউজিন ফ্লীনরের নিকটে আসিয়া বলিলেন "ফ্লীনর আজ তুমি এ কি সাংঘাতিক কাজ করিলে !" ফ্লীনর তাহার বিষাদ-ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি ইউজিনের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল "না না, কোনো ভয় নাই।"

"ভয় নাই ? কি বলিতেছ ভয় নাই ? আমার চেয়ে তুমি বেশী জান না ফ্লীনর !"

ফ্লীনর পিতার কথাকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করিত, সুতরাং সে পুনশ্চ নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া বলিল, "না ইহাতে কিছুই হইবে না।"

তখন ইউজিন হৃদয়াবেগে উন্মত্ত হইয়া জানু পাতিয়া বসিয়া ফ্লীনরের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "আমার একটা অনুরোধ আছে রাখিবে কি? তোমার কাছে প্রার্থনা করিবার দিন কবে আসিবে জানিনা, কিন্তু আজ আমার এই প্রথম—সম্ভবতঃ শেষ প্রার্থনা, রাখিবে কি?"

ফ্লীনর তাহার অবশ হস্ত ইউজিনের মুষ্টির ভিতর ছাড়িয়া দিয়া বলিল "তুমি কি বলিতে চাও?"

"আমার সঙ্গে টীকার টিউব আছে এস, তোমায় এখনই এখানে টীকা দিয়া দেই, নহিলে তুমিও আক্রান্ত হইবে।"

ইউজিনের হাত হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া ফ্লীনর আহত গর্ব্বে উন্নত ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া বলিল "ইউজিন গ্রান্‌ভিলি, আরমণ্ডের কন্যার নিকট এরূপ প্রস্তাব দুঃসাহসিকতা!

ফ্লীনরের কঠিন বাক্যে ইউজিনের বুকে খুব জোরে ঘা লাগিল, তাঁহার মনে হইতে লাগিল যেন সে বেদনা তাহার মর্ম্ম ছিন্ন করিয়া শিরা উপশিরা বাহিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সঞ্চারিত হইতেছে, তবু তিনি বল সঞ্চয় করিয়া বলিলেন "কথাগুলি শুনিতে অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইবে বটে কিন্তু আমি চাটুকার নহি—যাহা সত্য তাহা তোমাকে শুনাইব। যে শিক্ষা লইয়া তুমি গর্ব্ব কর—তাহা মিথ্যা, একথা একদিন তুমিও স্বীকার করিবে—কিন্তু আজ —আজ তাহার জন্য আমায় বুক ভাঙ্গিয়া দিতেছ! সহরে বসন্ত প্রতিদিনই বাড়িয়া চলিতেছে—কেন, তাহার হেতু তোমায় বলিব কি? তাহা শুধু তোমার পিতার অন্ধতা। কিন্তু আশা করি তজ্জন্য তিনি আপন দুহিতার জীবনও তাহাতে আহুতি দিবেন না!" বলিতে বলিতে ইউজিনের গলা ধরিয়া আসিল তিনি থামিয়া গেলেন।

ফ্লীনর এবার কিছু বিচলিত হইল, বলিল "তোমার কথা সত্য হইতে পারে—কিন্তু আমি তাঁহার মেয়ে হইয়া তাঁহার শিক্ষার অবমাননা করিতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করিয়ো, চলিলাম।"

ফ্লীনর বাগানের পথ ধরিয়া বাড়ীর দিকে চলিল, ইউজিন সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। কিছুদূর গিয়া তিনি আবার বলিলেন—অতি কাতর অতি ব্যথিত স্বরে অনুনয় করিয়া বলিলেন "ফ্লীনর! ফ্লীনর! এখনো আমার কথা রাখ, আমাকে এখনো তোমায় টীকা দিতে দেও!"

ফ্লীনর পূর্ব্ববৎ অবিচলিত ভাবে বলিল—"অসম্ভব! কেন তুমি এ কথা বারবার বলিতেছ? আর আমি দেরী করিতে পারিনা সন্ধ্যা হইয়াছে—যাই।"

"যাও! কিন্তু তুমি আজ মরিতে যাইতেছ! উঃ ফ্লীনর পাষাণ—তুমি পাষাণ!"

আগ্নেয় গিরির আকস্মিক বিদারণের ন্যায় একটা দুরন্ত শোকাবেগ ইউজিনের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া তিনি বাগানের প্রস্তরাসনে বসিয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন, ফ্লীনর পাষাণ প্রতিমার মত চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে দ্রুতপদক্ষেপে চলিয়া গেল। কিছু দূর গিয়া এক বার ফিরিয়া তাকাইল, দেখিল তখনও ইউজিন পূর্ব্ববৎ বসিয়া আছে। ফ্লীনর আর চলিতে পারিল না, হৃদয়ের সহিত এতক্ষণ সে অমিত বলে যুঝিয়াছে, আর তাহার শক্তি নাই! পিতৃ-শাসন তাহার হৃদয়ের প্রবাহ মুখে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে! তাহার প্রেমপ্রবণ নারী হৃদয় অরুন্তুদ বেদনায় হাহাকার করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার মনে হইতে লাগিল সে ছুটিয়া গিয়া ইউজিনের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলে "তোমার দুঃখে যদি আমায় অচঞ্চল মনে করিয়া থাক—ওগো আমার জীবনাধিক—ওগো

আমার হৃদয় সর্ব্বস্ব—তাহা মিথ্যা—সর্ব্বৈব মিথ্যা! এই লও আমাকে লও, গর্ব্ব ধূলায় নিক্ষেপ করিলাম; আমাকে তোমার ইচ্ছার অনুগামী কর—দেখ তোমার অশ্রু আমার হৃন্মর্ম্ম ক্ষত বিক্ষত করিতেছে!"

ফ্লীনরের হৃদয় মথিত হইয়া চক্ষে অশ্রু ধারা বহিল। কিন্তু তবু সে ফিরিয়া যাইতে পারিল না, প্রাণভরা হাহাকার লইয়া জ্যোতিহীন পাণ্ডুমুখে সে গৃহে প্রবেশ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সে দিন সমস্ত রাত্রি জাগরণের পর বেলা ৯ টার সময় দরজায় করাঘাত শুনিয়া ফ্লীনর উঠিয়া কপাট খুলিল, পরিচারিকা জানাইল আরমণ্ড তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন।

আরমণ্ড বারান্দায় দাঁড়াইয়া চুরুট ফুঁকিতেছিলেন, ফ্লীনর তাহার কাছে গিয়া বলিল "আমায় ডাকিয়াছ বাবা?"

"শুনিয়াছ, টমের ছেলের বসন্ত হইয়াছে? তুমি আর ও পাড়ায় যাইয়ো না।"

"আমি ত আগে তাহা জানিতাম না। কাল যখন সেখানে গিয়াছিলাম, তখন আমি তাহাকে কোলে লইয়াছিলাম।"

আতঙ্কে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কন্যার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া আরমণ্ড জিজ্ঞাসা করিলেন "আঁ বল কি?"

"হাঁ বাবা, আমি তাহাকে কোলে লইয়াছিলাম পরে ডাক্তার ইউজিন গিয়া বলেন যে ইহাতে আমার প্রাণ সংশয় হইবে। তিনি আমাকে সেই খানেই টীকা দিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন।"

আরমণ্ডের হৃদ্‌পিণ্ড এবার অতি প্রবল বেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর?"

"আজীবন তোমার শিক্ষা পাইয়া আমি তাহাতে রাজি হইব—তুমি কি একথা মনে কর বাবা?"

আরমণ্ডের মুখ পাংশু হইয়া উঠিল, নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন "তা নয়, তবে কি না তুমি দিলে আমি কিছু বলিতাম না।"

ফ্লীনর পিতার ইতস্ততঃ ভাব দেখিল, তাহার সংসার-অনভিজ্ঞ তরুণ হৃদয়ে একটা অস্পষ্ট ভীতি ছাইয়া আসিতে লাগিল; পিতার মুখের দিকে চাহিয়া সে আবেগ-রুদ্ধ স্বরে বলিল "কেন তুমি এমন করিতেছ বাবা? বল না—তুমি কি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছ? আমাকে টীকা দেওয়া যদি তোমার উচিত বলিয়া মনে হয় তবে কেন তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ নর নারীকে বিরত রাখিতেছ? দেখ সহরে মৃত্যু সংখ্যা প্রতিদিন কিরূপ বাড়িয়া উঠিতেছে প্রতি গৃহে শব, প্রতি গৃহে হাহাকার, সমাধির স্থান কুলাইতেছে না! এ সময়ে তোমাকে এরূপ দেখি কেন?"

দুহিতার উৎকণ্ঠিত মুখশ্রী আরমণ্ডের হৃদয়কে বাত্যান্দোলিত লতার ন্যায় পীড়িত করিতে লাগিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে হইল ফ্লীনরের নিকট তিনি সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলেন—যে দারুণ মিথ্যা জালে তিনি আপনাকে লূতা-তন্তু-বদ্ধ মক্ষিকার ন্যায় অবিমোচ্যরূপে জড়িত করিয়াছেন ও অপরকে অপ্রতিবিধেয়রূপে বিনষ্ট করিতেছেন তাহা এই একান্ত বিশ্বাস-পরায়ণ ও শ্রদ্ধাশীলা বালিকার নিকট সবলে ছিন্ন করিয়া ফেলেন। কিন্তু তখন তাহা আরমণ্ডের অতীত পথে গিয়া দাড়াইয়াছে; অভ্যস্ত পাপের দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার তাঁহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিল, তিনি থতমত. খাইয়া বলিলেন "না না সে সব কিছু না, তবে কি না—এই—ইউজিন যখন আজ কাল একজন ভাল ডাক্তার—তখন সে যদি তাহার মতে দিত

তবে আমি কিছু মনে করিতাম না। যাক্ সে কথা; কিন্তু—ও কি? তোমার চোখ অমন লাল যে?"

ফ্লীনর মাটিতে চোখ নামাইয়া বলিল "কাল রাত্রে জ্বর হইয়াছে, বোধ হয় তাই।"

"যাও যাও ঘরের ভিতর যাও, বাহির হইও না। আমি শীঘ্রই আসিতেছি ৯টা বাজিয়াছে, বক্তৃতার সময় প্রায় হইয়াছে, এখন দেরী করিতে পারি না বিশেষ সাবধানে থাকিও'।"

বলিয়া আরমণ্ড ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইলেন, নিশ্চিন্ত নিরুৎকণ্ঠিত ভাব—যেন কিছুই হয় নাই; কিন্তু তাঁহার অন্তরের ভিতর যে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইতেছিল, তাহা তাহার কর্ণরন্ধ্র দীর্ণ করিতেছিল, বিষ-দন্ত কীটের মত অনুশোচনা তাঁহার মর্ম্মস্থল চর্ব্বণ করিতেছিল! ঐশ্বর্য্যের লোভে তিনি একি হলাহল পান করিয়াছেন আজ কিরূপে ইহা উদ্গীরণ করিবেন! শোকাকুল নেত্রে অতীতের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন বুঝি এতদিন পরে তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল!

আরমণ্ড ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, ফ্লীনর জ্বরে বিচেতন হইয়া রহিয়াছে, বসন্তের পূর্ব্বলক্ষণ প্রায় দেখা দিয়াছে। দুশ্চিন্তায় ও দারুণ মর্ম্মপীড়ায় সে রাত্রে আরমণ্ডের আর ঘুম আসিল না। সন্ধ্যাবেলা যখন তিনি নগরের মধ্য দিয়া বাড়ীতে ফিরিতেছিলেন, তখনকার দেদীপ্যমান স্মৃতি কঠোর বিভীষিকার মত তাঁহার হৃদয় চাপিয়া ধরিতে লাগিল। এই সুসমৃদ্ধ সুসজ্জিত বিরাট রাজধানী আজ কি পরিত্যক্ত শবাকীর্ণ শ্মশানেই না পরিণত হইয়াছে! গৃহে গৃহে হাহাকার—গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ—রাজপথ জনশূন্য, মৃতের গলিত মাংস গন্ধে ভয়াকুল—কদাচিৎ কোনও পরিত্যক্ত আবাসের ভিতর হইতে লুণ্ঠনকারী মদ্যপ দস্যু ও তাহাদের

সঙ্গিনীগণের উৎকট হাস্য রোলের বিকট আরাব। আরমণ্ড তাঁহার অন্তরের অন্তর প্রদেশ হইতে শিহরিয়া উঠিলেন!

বাতি নিভাইয়া দিয়া তিনি শয়ন করিয়াছিলেন, অন্ধকারে তাঁহার বিনিদ্র নেত্রের উপর দিয়া বর্ষার অলকমেঘের মত—হেমন্তের কুহেলীকাচ্ছন্ন বনান্ত-রেখার মত—অস্পষ্ট ছায়াময় কায়াহীন মূর্ত্তিগুলি যেন নিঃশব্দে বিচরণ করিতে লাগিল, ক্রমে সেগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল ও তাঁহার শয্যা বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের মাংসহীন অস্থিময় চক্ষু কোটরের ভিতর হইতে বহ্নি-গোলকের ন্যায় চক্ষুতারকা-গুলি জ্বলিতে লাগিল; শীর্ণ, কঙ্কালময়, বলি-রেখান্বিত বসন্তের ভয়াবহ ক্ষত-পূর্ণ দীর্ঘ দীর্ঘ হস্ত প্রসারণ করিয়া তাহারা যেন তাহাকে ধরিতে উদ্যত হইল! আতঙ্কে কণ্টকিত দেহে আরমণ্ড লাফাইয়া উঠিয়া বাতি জ্বালিলেন, কেরাসিনের উগ্র আলোকে একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া অবসন্ন কাতরচিত্তে খাটের উপর বসিয়া পড়িলেন!

ফ্লীনর রোগাক্রান্ত—প্রথমতঃ সেই চিন্তাই তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন "অবশেষে আমি আমার বংশতরু ও স্বহস্তে ছেদন করিলাম! ফ্লীনরের জ্বর বাড়িয়াছে, হয়ত ২।৩ দিনেই বসন্ত দেখা দিবে—পদ গৌরবের জন্য, ঐশ্বর্য্যের জন্য, আত্মসুখের জন্য পিতা হইয়া আমি তাহার জীবনহন্তা হইলাম! এই খানেই আমার প্রায়শ্চিত্ত ফুরাইবে না—সমস্ত নগরবাসীর জীবন দিয়া আমি যাহা ক্রয় করিয়াছি তাহা আমার প্রাণ দিয়া শোধ করিতে হইবে! কিন্তু বসন্তে মৃত্যু—বড় ভয়াবহ—বড় নিদারুণ, না—না তাহা হইতে দিব না, উপায়?"

আরমণ্ড ক্রমশঃ রসাতলে নামিতেছিলেন, এবার পুরোপুরি নামিলেন, ভাবিলেন "রাত্রি গভীর কেহ দেখিতে পাইবে না, কেহ জানিতে পাইবে না ডক্টর আরমণ্ড তাঁহার নিভৃত কক্ষে কি করিতেছেন। টীকার টিউব

আমার কাছে আছে, আমি স্বহস্তে টীকা লইব।” সঙ্কল্প স্থির করিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আলমারি খুলিয়া টীকার টিউব ও ছুরি বাহির করিলেন, তাহার পর ল্যাম্পের নিকট চেয়ারের উপর বসিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম বাহু-মূলে ক্ষত সৃজন করিয়া বীজ মিশ্রিত করিলেন। একান্ত অভিনিবেশ সহকারে আরমণ্ড একটির পর আর একটি ক্ষত রচনা করিতেছিলেন, এমন সময় ঘরের ভিতর মানুষের ছায়া পতিত হওয়াতে তিনি চমকিয়া দরজার দিকে চাহিলেন, দেখিলেন তাহার পত্নীর প্রেতমূর্ত্তি! সপ্তদশ বৎসর পূর্ব্বের সেই রোগ ক্লিষ্ট মুখ—পাণ্ডুর, রক্তহীন, বিষণ্ণ বেদনাতুর নেত্র—শিথিল শুভ্র বসনের উপর দিয়া বিমুক্ত কুন্তল মস্তকাবরণ ছাড়াইয়া পৃষ্ঠদেশ আচ্ছাদন করিয়া পড়িয়াছে। আরমণ্ডের রক্তস্রোত শীতল হইয়া আসিল, ললাটে স্বেদ বিন্দু ফুটিয়া উঠিল, তাঁহার হস্ত হইতে টিকার টিউব স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল।

আরমণ্ড ফ্লীনরকে যদিও তাঁহার অবস্থা জানিতে দেয় নাই তত্রাপি ফ্লীনরের বুঝিবার বাকি ছিল না যে তাহার বসন্তের লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতেছে। যন্ত্রণায় যখন তাহার কিছুতেই নিদ্রাকর্ষণ হইল না, তখন আরমণ্ডের সহিত একবার শেষ সাক্ষাতের বাসনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল, সে উঠিয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল।

আরমণ্ডের ঘরের দরজা খোলা ও ভিতরে আলো জ্বলিতেছে দেখিয়া সোপান অতিক্রম করিয়া ফ্লীনর উপরে উঠিল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিতেই আরমণ্ডকে যাহা করিতে নিযুক্ত দেখিল, তাহাতে তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না, পাষাণ প্রতিমার ন্যায় পলকহীন নেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

অবশেষে ফ্লীনর বলিয়া উঠিল “বাবা—বাবা এ দ্বিপ্রহর রাত্রে নীরবে নির্জ্জনে বসিয়া তুমি এ কি করিতেছ?”

"কেও ফ্লীনর ?" বলিয়া আরমণ্ড কম্পিতদেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "না কিছু নয়, ঘুম হয় না তাই বসিয়া আছি। কিন্তু তুমি এসময়ে এখানে কেন ?"

"কেন তাহা বলিতেছি" বলিয়া ফ্লীনর পিতার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল পরে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত আবেগে কাঁদিয়া উঠিয়া পিতার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া বলিল "আমাকেও তুমি প্রতারণা করিতে চাও বাবা ? সব দেখিয়াছি—কেন তবে আমাকে বলিলে না—আমার কাছে একথা স্বীকার করিলে না—আমাকে এমন—এমন করিয়া মৃত্যুমুখে সমর্পণ করিয়া দিয়া তুমি গোপনে আত্মরক্ষার উপায় করিতেছ !" বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরোধ হইল, আরমণ্ডের গলা হইতে বাহু মুক্ত করিয়া ভূমিতলে বসিয়া মুখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফ্লীনর কাঁদিতে লাগিল।

আরমণ্ড উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাতে ধরিয়া রোরুদ্যমানা দুহিতাকে উঠাইয়া শয্যার উপর বসাইলেন। খোলা জানালা দিয়া নক্ষত্র মণ্ডিত নীলাকাশের চন্দ্রালোকিত দীপ্তি ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িতেছিল, নিম্নে সৌধ-তল হইতে ও বারান্দার টবগুলি হইতে কমনীয় পুষ্প-গন্ধ বায়ু-স্তর পূর্ণ করিয়া উঠিতেছিল, এই দ্বিপ্রহর স্তব্ধ রজনীতে—যখন জীব জগৎ গভীর সুপ্তি মগ্ন—তখন বিধাতার বিরাট সৃষ্টির ভিতর আকাশ ও বাতাস ভরিয়া উদ্ভিদ ও স্থাবর লইয়া যে নীরব কাহিনী-কথন চলিতেছিল, তাহার অদৃশ্য প্রভাব আরমণ্ডের হৃদয় স্পর্শ করিল, মুহূর্ত্তের ভিতর তাঁহার পদ-দলিত নৈতিক প্রভুত্ব তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল—তিনি বলিবার ভাষা পাইলেন। যে কাঠিন্য দ্বারা তিনি আপনাকে অনুষ্ঠিত পাপের গ্লানি হইতে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন তাহা অপসারিত হইয়া গেল, অশ্রুজল মুছিতে মুছিতে তিনি বলিলেন "আমি অপরাধী বটি কিন্তু কেন যে অপরাধী তাহা তুমি শুনিবে কি ফ্লীনর ? বিমুখ হইয়ো না, আমাকে

হত্যাকারী বলিয়া আহ্বান করিয়ো না—কিন্তু—কিন্তু—ওহোঃ” আরম্ভও কথা সমাপ্ত করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় মুক্ত কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন। অবশেষে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া সমস্ত কথা বিবৃত করিয়া বলিলেন, শুনিয়া ফ্লীনর ও কাঁদিল।

সর্ব্বাঙ্গে দুর্ব্বিসহ বেদনা অন্তরে ও ততোধিক—সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না, প্রতিদিন পথপার্শ্বে যে ভিক্ষুকের দল রক্ষা ও উপায় অভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাহাদের মতন সে যদি মৃত্যুকে তাহার সহজ স্বভাবসিদ্ধ বেশে আসিতে দেখিত—তাহা হইলেও যে সে আপনাকে ভাগ্যবতী মানিত; চোখের জল মুছিয়া মন স্থির করিয়া ফ্লীনর উঠিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইল, বলিল, “আমার সঙ্গে তোমার এই শেষ দেখা বাবা! আর তুমি আমায় দেখিতে পাইবে না। যন্ত্রনায় আমি তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, চলিলাম! ইহার পর তুমি যে সংবাদ পাইবে তাহা আমার মৃত্যু সংবাদ!” শেষ কথা কয়টি বলিতে ফ্লীনরের গলা কাঁপিল, ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া নামিয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ইউজিন সকাল বেলা রোগী দেখিতে বাহির হইতেছিলেন, এমন সময় বৃদ্ধ টম একখানা চিঠি নিয়া তাঁহার হাতে দিল। চিঠি খানা উল্টাইয়া ধরিয়া লেখা দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হাত যেন অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, কিছুক্ষণ তিনি অভিভূত চিত্তে তাঁহার লিখিত নামের দিকে চাহিয়া রহিলেন, বুঝিতে পারিলেন না কেন সহসা তাঁহার হৃদয় এরূপ শঙ্কাপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুস্থতা-প্রয়াসী রোগী

যেমন ঘনাবিষ্ট নিদ্রার মোহ সবলে দূর করিয়া দেয়, ইউজিন তেমনি একটা কঠিন চেষ্টার দ্বারা অন্তরের ক্লিষ্টভাব বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়া থাম ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিলেন, তাহাতে এরূপ লিখিত ছিল—

ইউজিন,

তোমাকে বেদনা দিয়াছিলাম তাহার ফলে আজ আমি মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইলাম। তোমার কথা-ই সত্য হইল—আমি চলিলাম; ইহ জীবনে আর সাক্ষাৎ হইল না, আমার ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ ঘটিল না! কিন্তু তুমি এ দর্পিতাকে ক্ষমা করিয়ো—বড় নিষ্ঠুরতার সহিত তোমার কাতর প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করিয়া আসিয়াছিলাম! যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা হইল না, যে কথা বুঝাইব ভাবিয়াছিলাম তাহা আর বুঝাইতে পারিলাম না—যে বেদনা আমি বক্ষে লইয়া চলিলাম তাহা তোমায় দেখাইতে পারিলাম না! আমার কার্য্যের উপযুক্ত ফল আমি পাইয়াছি—দেখিলাম বাবা গোপনে আত্মরক্ষার জন্য গভীর রাত্রে আপনার হাতে টীকা দিতেছেন! বড় কঠোর শাস্তি পাইলাম, আর লিখিতে পারি না; বিদায়—ইহ জীবনের শেষ বিদায়! আমার চুম্বন গ্রহণ করিয়ো—যাহা আমি ইহ জীবনে আর তোমায় দিতে পারিব না—আমার এই শেষ মুহূর্ত্তে যাহা আমার শেষ সম্বল।

তোমার ফ্লীনর।

চিঠি পড়িয়া ইউজিন পাগলের মত ছুটিয়া বাহির হইলেন। প্রভাতের নব আনন্দে রাজপথে কোলাহল ভরিয়া উঠিতেছিল, ইউজিন তাহার ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রভাত অস্তমিত হইয়াছে, বসুন্ধরার এই হর্ষোদ্ভাসিত মূর্ত্তি তাঁহার কাছে বিবদিগ্ধ বিদ্রূপের মত বোধ হইতে লাগিল। আরমণ্ডের বাড়ী যখন তিনি গিয়া পৌঁছিলেন তখন ফ্লীনরের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, স্ফীত ক্ষতপূর্ণ

শবদেহ পরিচারিকারা বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, ইউজিনের শত অনুনয় সত্ত্বেও কেহ বস্ত্র উঠাইল না। প্রাণে দারুণ দাহ, চক্ষে কঠোর জ্বালা—ইউজিন শোক ও নৈরাশ্য-মথিত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে দেখিলেন পাশের একটা ময়দানে অনেক লোক জমিয়াছে, দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে ইহাই আরমণ্ডের বক্তৃতার স্থান। দুহিতার মৃতদেহ ঘরে রাখিয়া আসিয়া তিনি আজ আবার কি নূতন বক্তৃতা দিতেছেন জানিবার জন্য ইউজিন জনতার ভিতর প্রবেশ করিলেন। আরমণ্ড পূর্ব্ববৎ টীকা দেওয়ার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতেছিলেন—সদ্যমৃত কন্যাকে এইমাত্র তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছেন, কিন্তু মুখে তাহার বিন্দুমাত্র চিহ্নপাত হয় নাই—নিশির শিশিরের সহিত তাঁহার মনে যে কোমলতা সঞ্জাত হইতেছিল ফ্লীনরের তীব্র শোকের সৌরকর তাপে তাহা শুখাইয়া উঠিল। হয়ত ফ্লীনর থাকিলে এরূপ হইত না, তাহার অবিচলিত শ্রদ্ধা ও অকপট ভক্তির ভিতর আরমণ্ড যে একটা শক্তি লাভ করিতেছিলেন, নিমেষ মধ্যে তাহা হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাঁহার পুনরুত্থানের ক্ষমতা লোপ পাইল।

ইউজিন চুপ্ করিয়া বক্তৃতা শুনিতেছিলেন কিন্তু অধিকক্ষণ আত্মসংবরণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না, আরমণ্ডের বক্তৃতার বিরামকালে তিনি তাঁহার বজ্রগম্ভীর স্বরে হাঁকিয়া বলিলেন "নাগরিকগণ! তোমরা যাহা শুনিয়াছ বিস্মৃত হও, যাহা শুনিতেছ তাহা হইতে বিরত হও—তোমাদের কল্যাণার্থে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিতেছি—ধূর্ত্তের শঠতায় মুগ্ধ হইয়ো না"

শুনিয়া সভাস্থ সকলে বক্তার উদ্দেশ্যে চক্ষু ফিরাইল, যাহারা নিকটে ছিল তাহারা বলিল "কে তুমি? এরূপ কথা বলিতেছ কেন? তুমি যাহা বলিতেছ তাহার সপক্ষে কোনও প্রমাণ আমাদিগকে দেখাইতে পার?"

কঠোর হাসি হাসিয়া ইউজিন বলিলেন "প্রমাণ? আচ্ছা, যিনি তোমাদের বক্তৃতা দিতেছেন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা যাক্ তাঁহার নিজের বাড়ীতে তিনি কি করেন।"

উপস্থিত জন-মণ্ডলীর ভিতর অনেকে ইউজিনের পরিচিত ছিলেন, তাঁহার এই রকম ভাব দর্শনে তাঁহারা সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া উঠিলেন। সভা-মধ্যে একটা অস্ফুট গুঞ্জরণ উঠিল, কয়েকজন হাঁকিয়া বলিল "হাঁ আমরা প্রমাণ চাই, ডক্টর উত্তর দাও।"

ক্রোধের ভাণ করিয়া আরমণ্ড আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "তোমরা আজ আমাকে অপমান করিতেছ, এরূপ প্রশ্ন করিবার তোমাদের কি অধিকার আছে?"

আরমণ্ড যদি শান্তভাবে একটা উত্তর দিতেন তাহা হইলে এতটা গড়াইত কি না সন্দেহ, কিন্তু তাঁহার কুপিত ভাব দেখিয়া জনতার ভিতর কোলাহল আরও বাড়িয়া উঠিল। অনেকে চেয়ার ছাড়িয়া চক্রাকারে আরমণ্ডকে বেষ্টন করিলেন, প্রথম যাহারা প্রমাণ চাহিয়াছিল তাহারা দৃঢ়তা সহকারে বলিল "না তাহা হইবেনা, আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর চাই।"

অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া আরমণ্ড কহিলেন "না, আমার নিজের বাড়ীতেও আমি কাহাকে টীকা দেই নাই, আমার মেয়েকেও নয়।"

ভিড়ের পশ্চাৎ হইতে ক্রোধ-বিকৃত কণ্ঠে ইউজিন ব্যঙ্গের ভাবে বলিলেন "হাঁ, তজ্জন্য তাহাকে মরিতে পর্য্যন্ত দিয়াছি, এবং তাহার মৃত দেহ গৃহে রাখিয়া যে জন্য সে মরিয়াছে তাহার স্বপক্ষে আবার বক্তৃতা দিতেছি।"

ইউজিনের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না, এই সহজ অলঙ্কার-হীন বাক্য গুলিতে যে ফল উৎপন্ন করিল তাহা শতবর্ষের অধীত বিদ্যায়ও করিতে

পারিত না। জনতার ভিতর অর্দ্ধেক লোকই দরিদ্র শ্রমজীবি ছিল, তাহারা অনেকেই ফ্লীনরকে চিনিত ও ভালবাসিত। দারিদ্র্য ও দুর্দ্দিনের ভিতর যে স্নেহ উৎসারিত হয় লোক-চিত্ত তাহাকে অমরত্ব দান করে। ফ্লীনরের কথা তুলিতেই এই নিরক্ষর বর্ব্বর লোকগুলির তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে সেই পরম-স্নেহ-শালিনী করুণাময়ী তরুণীর মুখচ্ছবি জাগিয়া উঠিল। তখন তাহাদের ভিতর একটা উষ্ণ উত্তেজনা প্রসারিত হইতে লাগিল। সময় বুঝিয়া ইউজিন বলিলেন "নাগরিকগণ! আমি তোমাদের আর অধিক কিছু বলিতে চাহি না, তোমাদের বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা হোক্ তিনি নিজে টীকা দিয়াছেন কিনা, এই আমার অনুরোধ।"

ইউজিন ক্ষান্ত হইলে পর সভাস্থ সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "ডক্টর আমরা উত্তর চাই।"

"না" বলিয়া আরমণ্ড আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন কিন্তু পদ মাত্র অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ইউজিন চেঁচাইয়া বলিলেন "শুধু মুখের কথায় হইবে না, আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।"

তখন সমবেত জনমণ্ডলী প্রতিধ্বনিবৎ বলিয়া উঠিল "আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।"

তাহাদের উচ্চারিত বাক্য শেষ হইতে না হইতে যাহারা আরমণ্ডকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল তাহারা আরমণ্ডের হাত চাপিয়া ধরিল, কয়েক জন বল পূর্ব্বক তাঁহার সার্ট ও কোট খুলিয়া ফেলিল, সভাস্থ সকল লোক উঠিয়া সেখানে ঝুঁকিয়া পড়িল। আরমণ্ডের বাম বাহুর উপরে টীকার গোলাকৃতি ক্ষত—স্ফীত, আরক্তিম—যাহারা আরমণ্ডের অঙ্গবাস উন্মোচন করিয়াছিল, তাহারা তাহা দেখিয়া উত্তেজিত হইয়া সেই হাতখানা টানিয়া সকলের সামনে উঁচু করিয়া ধরিল। আরমণ্ডের মাথা ঘুরিতে লাগিল, লক্ষ কণ্ঠের উচ্চারিত বিদ্রূপ তাঁহার কর্ণরন্ধ্র দীর্ণ

করিতে লাগিল, লক্ষ চক্ষুর উদ্গীরিত অগ্নি তাঁহাকে দহন করিতে লাগিল. মূর্চ্ছিত হইয়া তিনি আক্রমণকারীদিগের স্কন্ধে পতিত হইলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আঘাতের প্রথম উত্তেজনা কাটিয়া গেলে ইউজিনের স্মরণ হইল, ফ্লীনরের মৃত দেহ ঘরের ভিতর পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার সমাধি হয় নাই। তখন তিনি সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন। ঝঞ্ঝা-তাড়িত সিন্ধু-তরঙ্গের মত জনতার ভিতর তখন একটা উষ্ণ উত্তেজনার উত্তাপ প্রকাশ পাইতেছিল, শুধু কয়েকজন—ইহার ভিতর যাঁহারা একটু বুদ্ধিমান ও ভদ্র গোছের—তাঁহারাই আরমণ্ডের চেতনা সম্পাদনের চেষ্টা করিতে ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মুখেও কোমলতার কোনো চিহ্ন নাই, উত্তপ্ত বিদ্রোহ তাঁহাদের রোষ-রক্তিম চক্ষের ভিতর ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই এক বৎসর ধরিয়া বসন্তের প্রকোপে যত লোক মরিয়াছে, পথের ধারে ধারে তাহাদের গলিত দেহের বীভৎস মূর্ত্তি তাঁহাদের মনের ভিতর ভিড় বাঁধিয়া আসিতে লাগিল, চারিদিক হইতে মৃতের কঙ্কাল—যে গুলি কবর দেওয়ার অভাবে মাটির উপর গাদা হইয়া পচিতেছিল—সেগুলি যেন সব সোজা হইয়া সজীব হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তাহাদের বিবরের মত অক্ষি-কোটরের ভিতর জিঘাংসার তীব্র আগুন জ্বলিতে লাগিল, তাহাদের অস্থিময় অঙ্গুলি আরমণ্ডের দিকে নির্দ্দেশ করিয়া যেন তাহারা নিঃশব্দে সঙ্কেত করিতে লাগিল।

জনতার ভিতর যাহারা একেবারে নিম্ন শ্রেণীর অন্তর্গত ও যাহাদের স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজন বসন্তের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছে, তাহারা ক্ষিপ্ত বন্য শার্দ্দূলের মত অস্থির ভাবে ঘুরিতে লাগিল, আজিকার

দিনে প্রকাশিত এই দারুণ সত্যটি তাহাদের সমস্ত লুপ্ত বেদনা নূতন করিয়া জাগরিত করিয়া তুলিতে লাগিল। তাহারা সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল, "প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! আমরা এই লক্ষ লোকের জীবনের প্রতিশোধ চাই!"

ইউজিন সেখানে আর দাঁড়াইলেন না, একেবারে আরমণ্ডের বাড়ীতে গিয়া উঠিলেন। নগরের উপকণ্ঠে নির্জ্জন মাঠের ভিতর বিচ্ছিন্ন বাড়ীটি ভয়ানক রকম স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছিল। বেয়ারা, পরিচারিকা, সহিস, কোচ-ম্যান বসন্তের ভয়ে সকলে পলাইয়াছে। বাড়ীর চারিদিকের কপাট খোলা, বাতাসে এক এক বার তাহা আছড়াইতেছে। ইউজিন নিঃশব্দে তাহার ভিতর গিয়া দাঁড়াইলেন; ঐ যে ঐ খানে ফ্লীনরের মার্ব্বেল পাথরের ছোট্ট বৃত্তাকার টেবিল খানি, প্রতি দিন সকালে এই খানে বসিয়া সে বাইবেল্ পড়িত, তারই কাছে হোয়াটনটের উপর বইগুলি তাহার নিজের হাতের নির্ব্বাচিত ও সাজানো। ঐ যে ঐ দিকে তাহার অতি প্রিয় "পিয়ানোফোর্ট"—ঐ খানে তাহার মধুর কণ্ঠের গানের তালে ও পিয়ানোর গুরুগম্ভীর আওয়াজে তাহাদের অকথিত মনোভাব শুধু এক বার চোখের ভিতর দিয়া খেলিয়া গিয়াছিল! ঐ যে টেবিলের উপর ফুলের তোড়া শুখাইয়া রহিয়াছে, ক্রটন্ এর বিচিত্র পাতা গুলি একেবারে বর্ণহীন হইয়া গিয়াছে ও ফুলের পাঁপড়িগুলি খসিয়া পড়িয়া ফুলদানীর চারিধারে একটি বৃত্ত রচনা করিয়াছে! এই যে এই দিক্কার ফুলগুলি বোধ হয় বাটারকাপ্ আর পপি, ঐ গুলি বোধ হয় ভায়লেট আর ডেজি—আরমণ্ড এই ফুলগুলি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন বলিয়া হয়ত সে মালীকে এই গুলি দিয়া তোড়া বাঁধিয়া দিতে বলিয়াছিল!

মথিত হৃদয়ে সে ঘর হইতে ইউজিন বাহির হইয়া আসিয়া ফ্লীনরের ঘরে গেলেন। তাহার মৃতদেহ তখনও শবাচ্ছাদনে ঢাকা রহিয়াছে,

মাথার কাছে বালিসের ঝালরের কাছ দিয়া স্বর্ণাভ এক গুচ্ছ চুল বাহির হইয়া রহিয়াছে। বাহিরে জুতা ছাড়িয়া রাখিয়া ইউজিন নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, যেন ফ্লীনর অভিমান করিয়া মুখ ঢাকিয়া রহিয়াছে, এখনি সে উঠিয়া বসিয়া তাহার বিশাল চক্ষের দৃষ্টি দিয়া তাহাকে ভৎসনা করিবে—নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিয়া ইউজিন তাহার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, তাহার পর অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে, কম্পিত হস্তে আচ্ছাদন তুলিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তের জন্য সে স্ফীত, ক্ষতময়, বিকৃত মুখ দেখিয়া ইউজিন শিহরিয়া উঠিলেন কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব বিলীন হইয়া গেল, একটা অসীম শোক ভার যন্ত্রণার দাবদাহে তাঁহার হৃদয় ভস্ম করিয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিতে লাগিল, নত হইয়া তিনি সেই বিগলিত-প্রায় দুর্গন্ধময় শবের ওষ্ঠ-পুট চুম্বন করিলেন।

এমন সময় বাহিরে খুব একটা কোলাহল শোনা গেল ও অবিরাম জন-স্রোতে ফটক হইতে হল পর্য্যন্ত সমস্ত ভরিয়া গেল। ইউজিন বাহির হইয়া দাঁড়াইলেন, সমাগত জনতার ভিতর হইতে তাঁহাদের পল্লী-পুরোহিত ফাদার বরিস্ অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এই সব লোকেরা সমাধির সময় সহযাত্রী হইতে আসিয়াছে।"

ইউজিন তাঁহার কথায় কোনো উত্তর দিলেন না, শুধু একবার সেই দরিদ্র শ্রমজীবিগণের মুখের দিকে চাহিলেন। মলিন অপরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদের উপর তাহাদের সজল মুখচ্ছবি তাঁহাকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়া তুলিল, তাঁহার আপনার সহস্রধা হৃদয় যেন এই সহস্র লোকের চোখের ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতে লাগিল, চক্ষে রুমাল দিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিলেন, ফাদার বরিস্ সমাধির উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

আরমণ্ড ইউজিনকে পাঁচ বৎসর সময় দিয়াছিলেন, তাহার ভিতর

তিন বৎসর গিয়াছে, এই দুই বৎসর পরে ইউজিন ফ্লীনরের হস্তলাভ করিতে সমর্থ হইবেন আশায় বিবাহোৎসবের আড়ম্বরময় অনুষ্ঠানের জন্য যে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত করিয়াছিলেন, তাহা আজ ফ্লীনরের অন্তিম অনুষ্ঠানে ঢালিয়া দিলেন ও তাহার এক গুচ্ছ চুল আপনার চির কৌমার্য্য-ব্রতের সম্বল-স্বরূপ লইয়া আসিলেন। হৃদয়ের অত্যন্ত নিকটে লকেটের সঙ্গে আবদ্ধ সেই এক গুচ্ছ চুল তাঁহার শক্তির অধিশ্রয়-বিন্দুর মত হইয়া রহিল, মন্ত্রপূত কবচের মত তাহা তাহাকে মানুষের স্বভাবসিদ্ধ সমস্ত দুর্ব্বলতা হইতে রক্ষা করিতে লাগিল: সে যেন ফ্লীনরের ক্লান্ত ক্ষুদ্র মস্তকটি—মৃত্যুরাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া তাহার বক্ষলগ্ন হইয়া নিদ্রাতুর হইয়া রহিয়াছে, বিশ্বচরাচর হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া ঐ খানে যেন সে নীড় বাঁধিয়াছে. ইউজিনের স্নেহ তাঁহার প্রাণের সমস্ত শক্তি দিয়া সেই ক্ষুদ্র নিদর্শন টুকু আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিল।

——*——

নবম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত প্রায়, লোক-বিরল রাস্তার ধারে ইলেক্‌ট্রিক্ লাইটের আলোতে কুকুরগুলি ঝিমাইতেছে, এখানে ওখানে শান্তিরক্ষকের দল গম্ভীর ভাবে পদচারণা করিতেছে, পানাগার গুলির দরজা খোলা, সেখানে দলে দলে লোক যাতায়াত করিতেছে।

এই বিস্তৃত রাজপথ ছাড়িয়া আরমণ্ড একটা স্বল্পালোকিত গলির পথ ধরিলেন, তাঁহার নিজের ছায়ার দিকে পর্য্যন্ত তিনি সহজ ভাবে চাহিতে পারিতেছিলেন না, এতদিন তিনি যাহা করিয়াছেন তাহার অবিকল

বর্ণটি—যাহা তিনি এতদিন বিপরীত বুদ্ধির দ্বারা নিজের দৃষ্টি হইতে ক্রমাগত ঠেকাইয়া রাখিতেছিলেন—তাহা সহসা বিশ্বভুবন ছাইয়া ফেলিল, আরমণ্ড তাহার গভীর কালিমার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

আরমণ্ড খুব তাড়াতাড়ি চলিতেছিলেন, বাড়ীতে পৌছিতে তাঁহার বড় বেশী দেরী হইল না। অন্ধকার রাত্রি, নক্ষত্রালোকে চারিদিক অস্পষ্ট, হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া তিনি নিজের ঘরের দরজায় পৌছিয়া পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিলেন ও ঘরে ঢুকিয়া একটা মোমবাতি জ্বালিলেন। তাঁহার এই ঘরটি বাড়ীর অন্যান্য প্রকোষ্ঠ হইতে বিচ্ছিন্ন, ভিতর দিক হইতে শুধু একটা কাঠের সিঁড়ী এই ঘরের সঙ্গে সংলগ্ন। এই ঘরেই তিনি টীকা দিতেছিলেন, এবং এই সিঁড়ী দিয়াই ফ্লীনর সেখানে গিয়া উপনীত হইয়াছিল।

বাতি জ্বালিয়া আরমণ্ড চেয়ার ধরিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, এই স্তব্ধ ঘর খানির ভিতর তাঁহার অতীত সমস্ত চিন্তা যেন জমাট হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার সমস্ত কল্পনা যেন ইহার প্রাচীর গাত্রে লগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সীসার মত ভারী হইয়া সেগুলি তাঁহার বুকের উপর চাপিতে লাগিল, তাঁহার যেন শ্বাসরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

সহসা তাঁহার মনে হইল, ফ্লীনর যেন তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার কাঁধের উপর দিয়া তাহার উষ্ণ নিশ্বাস যেন আসিয়া পড়িতেছে. তাহার বিশাল চক্ষের বেদনাময় সজল চাহনি তাঁহাকে নীরবে ভৎর্সনা করিতেছে। আরমণ্ড ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ব্যগ্র ভাবে সেই খোলা দরজার দিকে চাহিলেন; যেখানে এই কয়দিন আগে ফ্লীনর আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সেই জায়গাটির দিকে চাহিয়া তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া কান্না আসিতে লাগিল, তাঁহাকে গোপনে আপন হাতে টীকা লইতে দেখিয়া যেখানে সে অভিমানে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিয়াছিল, সেই

জায়গাটীকে পাগলের মত তিনি বারংবার চুম্বন করিতে লাগিলেন, একটা অরুন্তুদ বেদনা তাঁহাকে ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল, কর্ত্তিত-কণ্ঠ কপোতের মত ধূলায় লুটাইয়া তিনি অধীর যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন।

সেই রাত্রে এই বাড়ীর-ই অন্যতম একটি প্রকোষ্ঠে আর একজন লোক এমনি ভাবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন, তিনি ইউজিন। সহসা রাত্রির নিঃস্তব্ধতা ভেদ করিয়া রিভলভারের শব্দ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে একটা অব্যক্ত যন্ত্রণার ধ্বনি শোনা গেল, লাফাইয়া উঠিয়া ইউজিন বেগে ঘর হইতে বাহির হইলেন, অন্ধকারের ভিতর দূর হইতে আগত সেই স্বর তখনো শোনা যাইতেছিল, কাণ পাতিয়া দেখিলেন, শব্দটা আরমণ্ডের ঘরের দিক্ হইতে আসিতেছে। দ্রুত পদে চত্বর অতিক্রম করিয়া ইউজিন সেই দিকে গেলেন, দেখিলেন ঘরে আলো জ্বলিতেছে। ঠিক্ সেই সঙ্গে আবার সেই স্বর শোনা গেল, কিন্তু এবার সে রকম অস্পষ্ট অবোধ্য নয়, "ফ্লীনর" "ইউজিন্" ও 'ক্ষমা' এই কথাকয়টা তাহার ভিতর বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল। চকিতে ঘটনার একটা অনুমাণ করিয়া ইউজিন লম্ফে লম্ফে সিঁড়ী পার হইলেন কিন্তু তখন সময় বহিয়া গিয়াছে, ঘরের ভিতর রক্তের প্রবাহ বহিতেছে, আর তাহার ভিতর ছিন্নমূল তরুর মতন পড়িয়া আছেন আরমণ্ড; রক্তে তাঁহার সমস্ত পরিধেয় লাল হইয়া গিয়াছে। তাঁহার হাতের কাছেই একটা দোনালা বন্দুক, তাহার গুলি তাঁহার বক্ষভেদ করিয়া গিয়াছে। রক্ত-রঞ্জিত মুমূর্ষূর দিকে চাহিয়া ইউজিন তাঁহার সমস্ত শোক ও জিঘাংসা ভুলিলেন, তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া বলিলেন "ডক্টর এ কি করিলে!"

আরমণ্ডের প্রাণ-বায়ু তখনো বহির্গত হয় নাই, ইউজিনের গলা শুনিয়া তিনি তাঁহার দিকে চাহিলেন, বলিলেন "কে? ইউজিন?

আসিয়াছ—ভালই হইয়াছে—ক্ষমা—ওঃ! আমায় ক্ষমা—আমি প্রা—য় —শ্চি—ত্ত——ক—রি—লা—ম।"

বলিতে বলিতে আরমণ্ডের মুখে রক্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল,—ইউজিন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে কোলে লইয়া ক্ষত মুখ রুমাল দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বসিলেন, তাঁহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া নীরবে আরমণ্ড, ইউজিনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল।

অঙ্গীকার।

দুপুরবেলা নিধিরাম মণ্ডল উঠানে বসিয়া বাথারি চাচিতেছিল, প্রখর রৌদ্রে তাহার ঘর্ম্মাক্ত কলেবর বার্ণিশ করা আবলুশ কাঠের মত জ্বলিতেছিল ও তাহার কপাল বাহিয়া ঘাম টস্ টস্ করিয়া মাটিতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। নিধিরাম অনন্য মনে তাহার কাজ করিয়া যাইতেছিল, এমন সময় রামধন পরমাণিক গোপীনাথ কুইকে লইয়া সেখানে দেখা দিল। রামধন হাঁকিল "এই যে খুড়ো এখানে; এদিকে এসো দেখি একবার!"

হাত হইতে কাটারীখানা মাটিতে রাখিয়া নিধিরাম পিছন ফিরিয়া চাহিল ও রামধনের সঙ্গে জুতা-মোজা-পরিহিত গোপীনাথকে দেখিয়া সে বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল, রামধন বলিল "চল ঘরের ভিতর বসা যাক্, কথা আছে।"

নিধিরামের একখানি মাত্র কুঁড়েঘর, তাহার অপ্রচুর ছাউনি খানিক ঝড়ে উড়াইয়া লইয়া গিয়াছে ও খানিক বৃষ্টিতে গলিয়া গিয়াছে। ঘরে ঢুকিয়া বহু উদ্বিগ্ন অনুসন্ধানের পর একখানি অর্দ্ধ ছিন্ন মাদুর বাহির করিয়া

নিধিরাম তাহাদের বসিতে দিল, রামধন বলিল "দেখ তোমার মেয়ের বর এনেছি পছন্দ হয় কিনা দেখ, এমন ছেলে কিন্তু আর পাবে না।"

বেচারী নিধিরাম গোপীনাথের গায় পিরাণ ও পায় জুতামোজা দেখিয়া প্রথমেই তাহার সম্বন্ধে একটা বড় রকম আঁচ করিয়াছিল, রামধনের কথায় সে একেবারে দ্রব হইয়া গেল, কহিল "তা বেশ্‌ত, আমার হারানীর কপা-লের জোর, কিন্তু জানত রামধন, আমি বড় গরীব, জামাইকে খুসী করে দেবার ক্ষমতা আমার নাই।"

হাত নাড়িয়া রামধন বলিল "আরে ছিছি, ট্যাকার কথা তুলো না ওর কি ট্যাকার অভাব আছে! হাকিম বাড়ী পেয়াদাগিরি করে, ওর ঘরে বাক্সভরা ট্যাকা। ঐ যা বোলেছো—তোমার হারাণীর ভারী জোর কপাল! মেয়েটি তোমার সুন্দর, তাই শুনেই বিয়ে কর্ত্তে চাইছে, তোমার ট্যাকা পয়সা কিছুই লাগ্‌বে না"।

অন্ন-কষ্ট-প্রপীড়িত কন্যাদায়-গ্রস্ত নিধিরামের এহেন অপূর্ব্ব প্রস্তাবে চক্ষে জল আসিল, নিধিরাম বলিল "তোমাদের দয়ায়-ই এতদিন বেঁচে আছি রামধন! দুবেলা দুটো যা খেতে পাই সে ও তোমাদের পেরসাদে। হারাণীত তোমাদের-ই, তোমরা তাকে যার হাতে দেবে সে তার হাতেই পরবে।"

রামধন বলিল "সে আর তুমি বলবে কেনে, হারাণীর লেগে তোমার যেমন ভাবনা আমাদেরও তেমনি। এখানে দিলে তার কোনো কষ্টই হবে না, ঐক্‌লাঘরের এক্‌লা গিন্নী হয়ে থাকবে।"

"তুমি যখন বোলছো তখন আমার আর কোনো সন্দ নেই।"

"ভালো, ভালো, আজ যাত্রাটা বেশ ভালই ছিল! ডাক ত দেখি হারাণীকে একবার, দেখে নিক্। কথাত ঠিকই হয়ে গেল, আর কি, গোপীনাথ শ্বশুরকে পেরণাম কর।"

গোপীনাথ উঠিয়া নিধিরামকে প্রণাম করিল, নিধিরাম সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্ব্বাদ করিয়া মেয়েকে ডাকিয়া আনিতে গেল।

ঘরের পিছনেই ছোট একটা পুকুর, পানায় তাহার স্বল্প-পরিমিত জল নীল হইয়া গিয়াছে। বাঁশের খুঁটির উপর তক্তা পাতা ঘাট, হারাণী সেখানে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, তাহার মা তখন অন্য বাড়ীতে কাজ করিতে গিয়াছে, তখনো ফিরিয়া আসে নাই। নিধিরাম ডাকিল "হারাণী, উঠে আয়।"

হারাণী হাতের বাসন জলে ডুবাইয়া বলিল "কি লেগে ডাক্‌ছেন?"

"রামধন এয়েছে, তোর সাথে দেখা করতে চায়"।"

"আসি"

"না আসি না, এখুনি সে যাবে"

হারাণী তখন হাতের কাদা ধুইয়া কোমরে জড়ানো আঁচল খুলিয়া ভাল করিয়া গায় দিল, নিধিরাম আগে আগে গেল, হারাণী তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিল।

গোপীনাথকে দেখিয়া হারাণী জড়সড় হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু নিধিরাম নিজে যখন ডাকিয়া আনিয়াছে তখন আপত্তির কোনও কারণ নাই ভাবিয়া আবার অগ্রসর হইল, নিধিরাম বলিল "পেরণাম কর্ মা এঁদের।"

হারাণী রামধনের সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথকেও প্রণাম করিল, গোপীনাথ একবার ভাল করিয়া তাহাকে দেখিয়া লইল। শ্যামাঙ্গিনী পরিপুষ্ট-গঠন কিশোরী—লাবণ্যময় সর্ব্বাবয়ব, দেয়ালীর রাতে শ্যামা প্রতিমার মত পিঠের উপর একরাশ চুল—দেখিয়া গোপীনাথ প্রসন্ন হইল। তারপর শুভদিনে শুভলগ্ন ধার্য্য হইয়া গেল।

(২)

মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে। নিধিরাম মেয়েকে সুখে সংসারী করিবার জন্য যখন গোপীনাথের হাতে দিতে উদ্যত হইল, তখন বরের চরিত্র লইয়া নানাপ্রকার জনরব শোনা যাইতে লাগিল। নিধিরাম গিয়া রামধনকে ধরিয়া পড়িল, বলিল "রামধন, আমার হারাণী সুখে থাক্‌বে ত?"

রামধন বলিল "তুমিও পাগল! উচক্কা বয়স, উচক্কা বুদ্ধি, ওকি আর চিরদিন থাক্‌বে! আর তোমার মেয়ে সুন্দরী আছে, দাও গিয়ে যাও, এত ভেবনা।"

মনকে বলিয়া কহিয়া বুঝাইয়া নিধিরাম নারায়ণ স্মরণ করিয়া শুভদিনে শুভলগ্নে কন্যাসম্প্রদান করিল। তারপর একদিন সকাল বেলা রাঙ্গা চেলীর যোড় পড়িয়া হারাণী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সঙ্গে স্বামীর ঘর করিতে গেল, নিধিরাম চোখের জল মুছিতে মুছিতে আবার সেই কাঠফাটা রৌদ্রে বাঁখারী চাঁচিতে লাগিল।

স্বামীর ঘরে আসিয়া তের বছরের মেয়ে হারাণী গৃহিণী হইল। ঘরে তাহার শ্বশুর শাশুড়ী কেহ ছিল না, তাহাদের সমস্ত দাম্পত্য জীবনটা একটা অখণ্ড "মধুচন্দ্রের" মত আসিয়া উদিত হইল, ও তাহার জ্যোৎস্নাটুকু সেই সম্বৎসরের ভিতরই নিঃশেষিত হইয়া ফুরাইয়া গেল।

যে প্রেম গভীর, সঙ্গ তাহার মূলে রস সিঞ্চন করে, কিন্তু যে প্রেম স্রোতের মত তরল বেগে বহিয়া যায়, সঙ্গ তাহাকে দুর্ব্বল করে। নূতনত্বের মোহ—যাহা তাহাতে তরঙ্গ জাগায়, তাহা একবার পুরাতন হইয়া গেলে তাহার উৎস মুখও বন্ধ হইয়া যায়। বৎসরের শেষের সঙ্গে হারাণী দেখিল তাহার স্বামীর স্নেহও ফুরাইয়াছে,—বসন্তের উধাও হাওয়া তাহাকে পতিত পত্র-স্তূপের উপর ফেলিয়া দিয়া দিগন্তরে বহিয়া গিয়াছে, তাহার

কুঞ্জ-ভবনের পিক সহসা সঙ্গীত বন্ধ করিয়া দিয়া সমুদ্রের পর পারে উড়িয়া গিয়াছে; হারাণী মনে মনে দুর্গানাম স্মরণ করিয়া অঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

ক্রমে ক্রমে বহু অসম্ভব ব্যাপার ঘটিতে লাগিল, গোপীনাথ ভ্রূকুটি ছাড়িয়া প্রকাশ্যে তর্জ্জন গর্জ্জন আরম্ভ করিল ও স্বল্পমাত্র বিরক্তির কারণ ঘটিলে প্রচুর দুর্ব্বাক্য বর্ষণ করিতে লাগিল। ব্যাপারটা শুধু এইখানেই ক্ষান্ত হইল না। ক্রম-নিম্ন পথে নিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের মত গোপীনাথ ক্রমশঃ গড়াইয়া নামিতে লাগিল, অবশেষে মর্ম্ম-পীড়িতা হারাণী যখন তাহার বাক্য-বাণ বিদ্ধ হইয়া অশ্রু-জলে উপাধান সিক্ত করিতে থাকিত তখন গোপীনাথ তাহারই সাম্‌নে বেশভূষা করিয়া 'বাবু' সাজিয়া বাহির হইত, কোন দিন রাত্রি প্রভাতে ফিরিয়া আসিত, কোন দিন বা একেবারেই আসিত না।

একদিন রাত্রিতে গোপীনাথ একটী যুবতীকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল, হারাণী দুয়ারের কাছে ছিল, জিজ্ঞাসা করিল "এ কে?"

"যে-ই হোক্, তুই নিকাশ নেবার কে?" বলিয়া গোপীনাথ চক্ষু আরক্ত করিয়া হারাণীকে পদাঘাত করিল। হারাণী যদিও ইতি পূর্ব্বে বহুবার গোপীনাথের নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিল, তথাপি এরূপ কখনও হয় নাই। সম্ভবতঃ সঙ্গিনীর নিকট নিজের পৌরুষত্বের একটা প্রমাণ দেখাইবার বাসনা তাহার মনে জাগিতে ছিল, হারাণীর কথায় তাহার সার্থকতার লোভ সে সম্বরণ করিতে পারিল না। লাথি খাইয়া হারাণী মাটিতে বসিয়া পড়িল, গোপীনাথ তাহার সঙ্গিনীকে বলিল, "এস না অবলা ঘরের ভিতর এস।"

আড় চোখে বেদনা-বিবর্ণ হারাণীর মুখের দিকে চাহিয়া অবলা গোপী-

নাথের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। হারাণী উঠিয়া রান্না ঘরে গেল, গোপীনাথ দরজা হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিল "শীগ্‌গীর কোরে রান্না করিস্।"

অৰ্দ্ধেক রান্না তখন হইয়া গিয়াছিল। বাকি অৰ্দ্ধেক্ চোখের জলে ভাসিয়া হারাণী তাড়াতাড়ি নামাইয়া নিল, তখন গোপীনাথ ও অবলা ঘরের ভিতর মুখোমুখী হইয়া খাইতে বসিল। হারাণী শুধু নিজেদের জন্য রাঁধিয়াছিল, সুতরাং অবলাকে খাওয়াইতে তাহার নিজের আহার্য্য কিছু রহিল না, যাহা কিছু রাঁধিয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া গেল। গোপীনাথ ও অবলা আহারান্তে উঠিয়া গেল, হারাণী গোপীনাথের পাতে সামান্য যা কিছু ছিল তাহা লইয়া খাইতে বসিল, মনে মনে বলিল "তুমি স্বামী, তুমি আমার দেবতা—তোমার সক্‌ড়ি আমার পেরসাদ; কিন্তু ঐ বেশ্যা বেটীর এঁটো ম'লেও আমি খাবো না, তার চাইতে শেয়াল কুকুরের এঁটো খাব।"

কাজ কর্ম্ম সারিয়া হারাণী একটু দাঁড়াইয়াছে মাত্র, এমন সময় গোপীনাথ আবার ডাকিল, "হারাণী, শুনে যা"।

শঙ্কিত মনে হারাণী ঘরে ঢুকিল, খাটের উপর গোপীনাথ ও অবলা দুইজনে শুইয়াছিল, গোপীনাথ বলিল "পা টেপ্।"

হারাণী কুণ্ঠিত হইয়া খাটের একদিকে বসিয়া গোপীনাথের পা কোলে লইয়া টিপিতে গেল, তর্জ্জন করিয়া পা সরাইয়া নিয়া গোপীনাথ বলিল "আমার নয়, এর পা টেপ্।"

হারাণী চুপ করিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল, অবলা তখন একটু হাসিয়া তাহার আল্‌তা মাখা মল-পরা পা দুখানি হারাণীর কোলের উপর তুলিয়া দিল। হারাণী একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার মৌন চক্ষের ভিতর দিয়া একটা করুণ আবেদন নীরবে তাহার দিকে

ধাবিত হইল, গোপীনাথ তাহার উত্তরে গর্জ্জন করিয়া উঠিল, হারাণী দ্বিরুক্তি না করিয়া অবলার পা টিপিতে লাগিল।

হারাণী যদি কুৎসিত হইত, তবে হয়ত তাহার উপর অবলার এত রোখ চড়িয়া যাইত না। কিন্তু যে দিন প্রথম প্রবেশের সময় সে এই লাবণ্যময়ী বালাকে এলায়িত আজানুচুম্বিত কুন্তলে শ্যামা প্রতিমার মত দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল, সেদিন হইতে তাহার বুকের ভিতর একটা প্রতপ্ত ঈর্ষা দহন করিতেছিল, সে ক্রমাগত তাহাকে পীড়ন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল। আজ গোপীনাথের পার্শ্বে শয়ন করিয়া এম্‌নিতর গর্ব্বিতভাবে তাহার কোলের উপর পা তুলিয়া দিয়া অবলা একটা অপরিসীম তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু এইখানেই সে বিরত হইল না, অহৈতুক অনুরাগ দেখাইয়া অনর্থক কলহাস্যে গোপীনাথের সঙ্গে অজস্র আলাপ জুড়িয়া দিল, হারাণীর মুখের কথা কাড়িয়া গোপীনাথকে আদর করিতে লাগিল ও তাহারই আকুলতা লইয়া গোপীনাথের সোহাগ-স্পর্শ লুণ্ঠন করিতে লাগিল; আর তাহার সালঙ্কৃত পদ দুখানি অঙ্কে ধারণ করিয়া হারাণী বুভুক্ষু উপবাসী হৃদয় লইয়া নীরব ক্রন্দনে গুমরিয়া মরিতে লাগিল।

(৩)

দেখিতে দেখিতে অবলা ঘরের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইয়া উঠিল। হারাণী ও তাহার ভিতর সমস্ত ঘরকন্নার একটা বিভাগ হইয়া গেল, অবলা নিল কর্ত্তৃত্বের অংশ আর হারাণীর ভাগ্যে পড়িল শুধু আদেশ প্রতিপালন। ভাঁড়ার বাহির করিয়া দিয়া অবলা চাবিটি আঁচলে বাঁধিত, আর হারাণী সারাদিনের খাটুনির পর আধপেটা খাবার লইয়া খাইতে বসিত, কোনও দিন বা তাহাও জুটিত না; অবলা ইচ্ছা পূর্ব্বক সমস্ত উচ্ছিষ্ট করিয়া দিত, সেদিন তাহার উপবাসেই কাটিত।

হারাণীর মা'র কঠিন ব্যারাম হওয়ায় ইতিমধ্যে একদিন নিধিরাম মণ্ডল মেয়েকে লইতে আসিল। অগ্রহায়ণ মাস, মাঠে মাঠে হৈমন্তিক ধান্য পাকিয়া উঠিয়াছে, দূর দিগ্‌ রেখা পর্য্যন্ত তাহার স্বর্ণ-পীত অবনমিত শীর্ষ বাতাসে হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর হইতে রাখালেরা মেঠোসুরে গান ধরিয়াছে, তাহাদের প্রবল কণ্ঠস্বর দিক্‌ দিগন্তরে শ্রীরাধিকার বিরহ বিলাপ বহন করিয়া চলিয়াছে।

নিধিরাম খুব ভোরে উঠিয়া যাত্রা করিল, তাহার পায়ের উপর শিশিরের কণাগুলি স্খলিত হইয়া পড়িতে লাগিল ও তাহার কোঁচার খোঁটের তল হইতে সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল। চারিদিকে তাহার গাঢ় কোয়াসা, সমস্ত দিগ্বলয়টা একটা ধূসর গৃহচ্ছদের মত আকাশের প্রান্তে লুণ্ঠিত হইতেছে, পাখীরা তরু পল্লবের অন্তরালে তাহাদের অদৃশ্য নীড় হইতে কল কাকলী আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, পুকুরধারে জলের ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সেফালির অস্পষ্ট মধুর গন্ধ চারিদিকে ভাসিয়া চলিয়াছে। একজোড়া ঢাকার শাঁখা, কয়েক খানা পাটালী গুড় কাপড়ে বাঁধিয়া লইয়া ও এক হাঁড়ি খেজুর রস লইয়া নিধিরাম মেয়ের বাড়ীতে গেল।

তখন রাত্রি হইয়াছে, গোপীনাথ একটা কাজে বাহির হইয়া গিয়াছিল, এখনও ফিরে নাই, অবলা বিছানায় শুইয়াছিল, আর হারাণী রান্নাঘরে তাহাদের ভাত আগুলিয়া বসিয়াছিল। বাড়ীতে উঠিয়া নিধিরাম জামাই্র আটচালা টিনের ঘর দেখিয়া আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিল, তাহার দুঃখিনী মেয়েটি এই বৈভবের অধীশ্বরী ভাবিয়া তাহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিতে লাগিল। বাহির বাড়ী দাঁড়াইয়া সে তাহার বিদ্বান্‌ সভ্য জা'মাইকে কি বলিয়া ডাকিবে তাহা ভাবিতে লাগিল। শেষে ভাবিল "আমি ত আর পর নই, মেয়ের বাড়ী—ডাকাডাকিই বা কর্ত্তে গেলাম কেন! যাই দেখি ভিতরে।"

অন্ধকারের ভিতরে চারিদিক চাহিতে চাহিতে নিধিরাম বাড়ীর ভিতর গেল, গোপীনাথের ঘরের কপাট খোলা ছিল, আলো দেখিয়া সে সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

খাটের উপর শুইয়া অবলা অলস ভাবে পা নাচাইতেছিল, নিধিরাম তাহাকে হারাণী ভাবিয়া ডাকিল "হারাণী, মা!"

অপরিচিত লোকের গলা শুনিয়া তাড়াতাড়ি অবলা উঠিয়া বসিয়া বলিল "কেরে মিন্সে? বলা নেই কওয়া নেই একেবারে ঘরে এসে ঢুকেছেন; বের্ হও বাড়ী থেকে নইলে চোর বলে ধরিয়ে দেব।"

নিধিরাম ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল, থতমত করিতে করিতে বলিল "এজ্ঞে আমি ভুলে এসেছি এটা কি গোপীনাথ রুইর বাড়ী নয়?"

"কে তোর গোপীনাথ রুই? আমি চিনিনে তাকে! ভাল চাস্ ত এখান থেকে এখনি চলে যা" বলিয়া অবলা গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অবলার এতটা রাগিবার কোনও কারণ ছিল না, শুধু নিধিরামের হারাণীকে মাতৃ সম্বোধন হারাণীর সহিত তাহার সম্পর্ক কি তাহা তাহাকে জানাইয়া দিয়াছিল, কাজেই তাহার রাগ সম্বরণ অসাধ্য হইয়া উঠিল।

বেচারী নিধিরাম ঘর্ম্মাক্ত দেহে কাঁপিতে কাঁপিতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, এই অন্ধকারের ভিতর সে কাহার দরজায় গিয়া আশ্রয় লইবে! কে তাহাকে বলিয়া দিবে এই অপরিচিত দেশের অপরিচিত অন্ধকারের ভিতর তাহার হৃদয়-নন্দন চোখের মানিকটি কোন্ বাড়ীটির ভিতর লুকান রহিয়াছে! আজ তিন বৎসর সে তাহাকে দেখে নাই, তাহার বুভুক্ষু স্নেহ নিরাশার পীড়নে বুকের ভিতর বেদনিয়া উঠিতে লাগিল।

যাহা হৌক, এইখানে এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন লাভ নাই, বরঞ্চ বিপদের প্রভূত আশঙ্কা আছে ভাবিয়া নিধিরাম খেজুর রসের

কলসটি ও পাটালি গুড়ের বোঁচকাটি হাতে তুলিয়া লইয়া ফিরিয়া চলিল। হারাণী তখন পুকুর হইতে বাসন মাজিয়া বাতি হাতে করিয়া ফিরিতেছিল, নিধিরাম চলিয়া যাইতে গিয়া তাহার সাম্‌নে আসিয়া পড়িল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া নিধিরাম বলিল "হারাণী, মা আমার।"

"বাবা নাকি?" বলিয়া বাসন নামাইয়া হারাণী নিধিরামের পায়ের ধূলা নিল, তাহার অপরিমিত উল্লাস চোখে মুখে ছাপাইয়া পড়িতে লাগিল।

হারাণী বলিল "কখন এলেন"?

"এই এসেছি, তোদের বাড়ী কোন্‌টা"?

এই যে সাম্‌নের বাড়ীটা"

"ঐ বড় টিনের ঘর খানা কার?"

"আমাদের"

"উঁহু, ঐটে নয়, ঐ যে আটচালা খান, ঐটে কার?"

"ও ত আমাদেরই।"

"না তুই বুঝলি না, আমি গেছ্‌লাম ঐ ঘরে। কে একজন মেয়ে মানুষ সেখানে শুয়ে আছে, সে আমাকে ভয় দেখালে যে আমায় চোর বলে ধরিয়ে দেবে। আর বল্লে যে গোপীনাথ রুই কে তা সে জানে না।"

হারাণীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, নিধিরাম যে অবলাকে দেখিয়াছে, তাহার দুঃসহ লজ্জা তাহাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল, নিধিরাম বলিল "এইটেই যদি তোদিগের বাড়ী হয় তবে ও মেয়ে মানুষটা কে?"

মাটির দিকে চোখ করিয়া হারাণী কুণ্ঠিত ভাবে বলিল "ও কুটুম।"

"ভ্যালা কুটুমরে, একেবারে যেন বেরেম্মা! খেয়ে ফেলে আর কি! ঘরে অতিথ্‌ এলে এরা এম্‌নি করে নাকি?"

হারাণী তাহার কথায় কোনো উত্তর না দিয়া বলিল "চলেন, রান্না বসিয়েছি, সেই খেনেই বস্‌বেন চলেন।"

মেয়ের সঙ্গে নিধিরাম রান্নাঘরে গেল,রসের কলসী ও গুড়ের বোঁচকাটি মেয়ের হাতে দিয়া একটা চৌকির উপর বসিল, হারাণী তাহার পা ধুইবার জল ও এক কল্‌কী তামাক আনিয়া দিল। নিধিরাম হাত মুখ ধুইয়া তাম্রকূট সেবন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল "জামাই কই?"

হারাণী মাথা নীচু করিয়া রহিল, এমন সময় হঠাৎ ঝাঁপ ঠেলিয়া উগ্রমূর্ত্তি গোপীনাথ প্রবেশ করিল। মদ্যপানে তাহার দুই চক্ষু আরক্ত, পা টলমল করিতেছে, আসিয়াই সে হারাণীর চুলের মুঠি ধরিল "তবে রে বেটি—রান্নাঘরে পুরুষ মানুষ নিয়ে রঙ্গ করা হচ্ছে?" বলিয়াই তাহার কোমল পৃষ্ঠে বজ্রসম কঠিন মুষ্ট্যাঘাত করিল।

"হাঁ হাঁ আমি যে, আমি ওর বাপ্ যে" বলিয়া মেয়েকে সাপটিয়া ধরিয়া নিধিরাম গোপীনাথকে ঠেলিয়া দিল, গোপীনাথ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। নিধিরাম হারাণীকে পিছনে আড়াল করিয়া বলিল "চিন্তে পার নি? মুই তোমার শ্বশুর, নিধিরাম মণ্ডল।"

"শ্বশুর না শালা" বলিয়া গোপীনাথ তাহাকে আক্রমণোদ্যত হইল, নিধিরাম পিঠ পাতিয়া দিল, তাহার ননীর পুতলী কন্যা তাহার সাম্‌নে যে নির্দ্দয় আঘাত পাইয়াছিল তাহার যাতনা তাহাকে নিষ্পেষিত করিতে লাগিল, সে বলিল "মার বাবা আমাকে মার, কিন্তু ওর গায় হাত তুলো না।"

"এখানে বুঝি বক্তিমে দিতে এসেছ! বেরোও শালা আমার ঘর থেকে, আমি ওসব শুন্‌বো না, মারব না? একশ বার মারব, কি করবে?" বলিয়া গোপীনাথ হারাণীর দিকে আবার রুখিয়া গেল।

নিধিরামের চোখে জল আসিল, মেয়ের দিকে ফিরিয়া সে বলিল "চল্লাম মা আমি চল্লাম! তোকে দেখতে এসে এ কি দেখা দেখলাম" বলিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে নিধিরাম বাহির হইয়া গেল।

স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রি, গাছপালার অন্ধকারে ও মেঘের ছায়ায় একেবারে তিমিরময়ী হইয়া গিয়াছে, পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। আকাশে তারা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে পুকুর ধারে তরুর শ্রেণী ও খড়ের ঘরের চালাগুলি সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে, পথের ধারে তৃণ-তল হইতে ঝিল্লীর অশ্রান্ত শব্দ নিদ্রামৌন পল্লী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, নিধিরাম ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকারের মধ্যে মিশাইয়া গেল।

অবলা এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল, রক্ত দর্শনে হিংস্র জন্তুর যে আনন্দ, নিধিরামের বেদনাতুর কণ্ঠ শ্রবণে সে তেমনি একটা আনন্দ অনুভব করিতেছিল। সে-ই গোপীনাথকে বলিয়াছিল যে হারাণী রান্নাঘরে অপর একটি অচেনা লোকের সহিত আলাপ করিতেছে। নিধিরামকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া সে মুচকিয়া হাসিতে হাসিতে আবার আসিয়া শয়ন করিল।

খাওয়া দাওয়া হইলে পর গোপীনাথ তাহার শয়ন কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, হারাণী তাহাদের পাশে একটি ঘরে শয়ন করিত; কিন্তু আজ আর সে সেখানে শুইতে গেল না, ধীরে ধীরে রান্না ঘরে আসিয়া তাহার ভাতের থাল লইয়া পুকুরের জলে ঢালিয়া দিয়া আসিল। ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল সে কি করিয়া এই ভাত মুখে তুলিবে: তাহার উপবাসী পিতা দুই দিনের পথশ্রমের পর আসিয়া প্রহৃত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, সে যে শ্রম অপনোদনের জন্য এক মুহূর্ত্তও তথায় বিশ্রাম করিতে পায় নাই! একটা প্রচণ্ড ক্রন্দন তাহার হৃদয় হইতে সেই অন্ধকার ঝিল্লী-মুখর রাত্রির অজানিত পথের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল, বেড়ার গায় হেলান দিয়া বসিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

গভীর রাত্রে ঝিল্লীরব থামিয়া গেল, মেঘ-মেদুর আকাশের নীচে বাতাস গাছপালা কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বহিতে লাগিল, গভীর গর্জ্জন-শব্দে চারিদিক কাঁপাইয়া তুলিয়া বজ্রের শিখা তিমির-কৃষ্ণ আকাশে আগুনের রেখা টানিয়া যাইতে লাগিল, তার পর ঝম্ ঝম্ করিয়া মুষল ধারে বৃষ্টি নামিল, অন্ধকারে গাছের পাতা ও চালের খড় ছিঁড়িয়া চারিদিকে উড়িয়া পড়িতে লাগিল, ঝাঁপ খুলিয়া সেই বৃষ্টি-ধারাভিহত রাত্রির দিকে চাহিয়া চাহিয়া হারাণী বাণবিদ্ধ হরিণীর মত নিরুপায় বেদনায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া অবিরল কাঁদিতে লাগিল, তাহার চক্ষের জলে মৃত্তিকা গলিয়া যাইতে লাগিল।

(৪)

গোপীনাথের বাড়ী হইতে বাহির হইয়া নিধিরাম একটা গাছের তলে দাঁড়াইল, অন্ধকারে অচেনা পথ ঘাটে চলিতে তাহার সাহস হইল না, সেই খানেই সে বসিয়া পড়িল। চারিদিকে তাহার অন্ধকার,—দারুণ সূচীভেদ্য অন্ধকার; আশে পাশে কোথাও জন-চিহ্ন নাই, শুধু গাছের উপরে গাছের মাথা, মেঘের উপরে মেঘের ছায়া, কিন্তু আজ আর তাহার সে দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র নাই, তাহার স্নেহের পুতলির সংসার-সুখের যে চিত্রটি সে দেখিয়া আসিয়াছিল তাহা তাহার হৃদয় মন ভরিয়া ফেলিতেছিল, নীরবে সেই অন্ধকারে বসিয়া সে চোখের জলে বুক ভাসাইতে লাগিল।

একটু পরেই ঝড় বহিল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামিল, নিধিরাম সেই গাছের নীচে বসিয়াই ভিজিতে লাগিল, হারাণীর বেদনা-ক্লিষ্ট মুখখানি তাহার আপন ক্লেশের সমস্ত চেতনা হরণ করিয়া নিতে লাগিল, স্বপ্নাতুরের মত সে সেখানে বসিয়া রহিল বৃষ্টির ধারা তাহার গায় অবিরাম আঘাত করিয়া নামিতে লাগিল।

ভোর হইতেই নিধিরাম কি ভাবিয়া আবার গোপীনাথের বাড়ী গেল, কিন্তু রান্নাঘরের দিকে গেল না, মেয়ের সঙ্গে পাছে তাহার দেখা হইয়া যায় এই ভয়ে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। বরাবর গিয়া সে গোপীনাথের শয়ন কক্ষে ঢুকিল, এবার আর তাহার কোনো ভয় হইল না, ভয়ের যাহা চরম স্থান তাহা সে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল।

গোপীনাথ তখন সবে মাত্র বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, অবলা তাহারই কাছে বিস্রস্তবসনে শায়িতা—নিধিরাম তাহাদের দিকে চাহিবা মাত্র সমস্ত ব্যাপারটি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল। কিন্তু এবার আর সে সে রকম ভাবে কুণ্ঠিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল না, গোপীনাথের মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীর পরিষ্কার স্বরে সে বলিল "হারাণীর মার ভারী ব্যায়রাম, আমি হারাণীরে লয়ে যাব।"

গোপীনাথের তখন মদের নেশা ছুটিয়া গিয়াছিল, অবলার সাক্ষাতে শ্বশুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় সে অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল, কিন্তু অবলা তাহাতে কোনো লজ্জা অনুভব করিল না। বরঞ্চ গোপীনাথ কথার উত্তর দিতেছে না দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল "অমন মুখের কথায়ই নেয় না! এত সোহাগ যদি তবে বিয়ে না দিলেই ত চল্‌ত! যাও, সকাল বেলা আর খানাকা গণ্ডগোল বাঁধিয়ো না, পাবেনা মেয়ে।"

নিধিরাম তাহার কথার উত্তর না দিয়া জামাইর মুখের দিকে চাহিল, গোপীনাথ অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল। নিধিরাম আর কিছু না বলিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিল, বাড়ী গিয়া মুমূর্ষু পত্নীকে তাহার মেয়ের কথা কি বলিবে ভাবিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, "হা লক্ষ্মীনারাণ এই কল্লে আমার কপালে" বলিয়া সে আবার গাছতলায় বসিল।

(৫)

বাড়ীতে আসিয়া নিধিরাম দেখিল স্ত্রীর ব্যারাম বাড়িয়াছে। ঝাঁপ ঠেলিবার শব্দ পাইয়াই হারাণীর মা আকুল স্বরে জিজ্ঞাসা করিল "কই, আমার হারাণী, আমার হারাণী কই! আয় মা আমার বুকে আয়।" নিধিরাম তাহার বিছানার কাছে গিয়া দাঁড়াইল ও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত তাহার রুক্ষ মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল "হারাণী আসে নি।"

"হারাণী আসে নি?" প্রায় চীৎকার করিয়া ক্রন্দন-কম্পিত কণ্ঠে হারাণীর মা বলিয়া উঠিল "হারাণী আসে নি?"

নিধিরাম আপনার চোখের জল গোপন করিয়া অতি আদরে তাহার চোখের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল "কাঁদলে কি হবে বল্ দেখি? মেয়ে সন্তান পরের ধন—তার পরেত আর দাবী দাওয়া নেই! ঐ যে লোকে বলে শুনিস্ না,—

"মেয়ের নাম ফেলি
পরকে দিলেও গেলি
যমে নিলেও গেলি।

ভাবনা কি, তুই সেরে ওঠ্ আমি এই মাঘ মাসেই আবার মেয়ে লয়ে আসবো।"

স্বামীর বুকের ভিতর মাথা গুঁজিয়া হারাণীর মা নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল, নিধিরামের প্রতিশ্রুত মাঘ মাস যে আর তাহার ফিরিয়া আসিবে না তাহা থাকিয়া থাকিয়া তাহার বুকের ভিতর সাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হারাণীর মার জীবনপ্রদীপের তৈল নিঃশেষিত হইয়া গেল, সে দিন যখন জগদ্ধাত্রীর পূজার উপলক্ষে ছায়াচ্ছন্ন তরুবীথির

পুষ্পমণ্ডিত তল দিয়া গ্রামের ছেলে মেয়ের দল নূতন জামা কাপড় পরিয়া ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে বাদ্য-মুখর পল্লী মাতাইয়া বাহির হইতে লাগিল, তখন নিধিরাম গামছা কাঁধে করিয়া শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহার ভাঙ্গা কুঁড়ে খানির ভিতর যে অমৃত উৎস ছিল পলকে তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার পায়ের নীচে রৌদ্রতপ্ত ভূমি চিতার মত লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে দহন করিতে লাগিল।

মরিবার সময় হারাণীর মা হারাণীকে তাহার রূপার গহনাগুলি দিয়া গিয়াছিল, কাজেই নিধিরামের আর একবার মেয়ের বাড়ী যাইতে হইল। সৌভাগ্য বশতঃ সে দিন অবলা কিম্বা গোপীনাথ কেহই বাড়ীতে ছিল না, নিধিরাম তাহাদের সহিত সাক্ষাতের কষ্ট হইতে রক্ষা পাইল। রান্না ঘরের পিছনে ছোট্ট একখানি ঢেঁকি-ঘর, হারাণী সেই খানে ধান ভানিতেছিল, নিধিরামের সাড়া পাইয়া বিবর্ণ মুখে সে ছুটিয়া আসিল, তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে নিধিরামের চোখের জল অজস্রধারে ঝরিতে লাগিল। হারাণী বলিল "কাঁদছেন কেনে বাবা ?"

নিধিরাম মনে মনে বলিল "বাপ হয়ে ওরে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা কেমন করে দিব, এখানে ওর মুখের দিকে কে চাইবে যে আমি ওরে এমন নির্ঘাত কথা শুনিয়ে যাব" মন বাঁধিয়া সে বলিল "কাঁদবো না, তোর দশা দেখে আমার ছাতি ফেটে যায়, আহা তোর সোণার বরণ যে কালী হয়েছে, শুখিয়ে যে তুই কাঠি হয়েছিস্।"

হারাণী কিছু বলিল না, চুপ করিয়া বাপের পায়ের কাছে বসিল। পিঠের উপর তাহার আজানুলম্বিত চুল জট পাকাইয়া গিয়াছে, পরিধের বসন অতি কষ্টে লজ্জা বারণ করিতেছে, দেখিয়া নিধিরাম বলিল "তোর

পরণে এই কাপড় ?" কেন মা আমার কি জানাতে নেই ; জন্ম অবধি পেলেছি আর এখন পারবো না ? তুই-ই যদি কষ্ট কল্লি তবে পৃথিবীতে আমার কি সুখ রইল ?"

হারাণী তাহার কথার কোনো উত্তর দিল না। হঠাৎ তাহার বাম বাহুর উপর একটা ক্ষত দেখিয়া তাহার হাত ধরিয়া নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল "এটা কিসের ঘা ?"

আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হারাণী বলিল "ও আছাড় খেয়েছিলাম" সন্দিগ্ধ মনে নিধিরাম বলিল "আছাড় ? না, এরকম ঘা আছাড় খেয়ে হয় না, জামাই মেরেছে বুঝি ?"

হারাণী মাথা হেঁট করিয়া রহিল, নিধিরাম বলিল "আমার মাথা খাস্ হারাণী আমার সঙ্গে ফিরে চল্ আমিত আর দেখ্‌তে পারি না। কিসের লেগে তোর এখানে থাকা ? আমি দেখেছি সব দেখেছি জীয়ন্তে ও তোরে পুড়িয়ে মারতে লেগেছে! আয় মা চল্, আমি তোরে বাড়ীতে নিয়ে যাই !"

হারাণীর চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল "আচ্ছা, বাড়ী আসুক, তার পরে বলে যাব।"

ব্যগ্র হইয়া নিধিরাম বলিল "না, না, তা হবে না ওকে বল্লে ও যেতে দেবেনা। তুই আমার মাণিক, তোরে আমি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে কেমন করে ফিরে যাব !" হারাণী চক্ষু মুছিল, মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে হইল বাস্তবিক, কিসের জন্য সে এখানে রহিয়াছে। স্বামীর নিত্য নূতন লাঞ্ছনা প্রহার ও ব্যভিচারিণীর পদ সেবা—এই কি তাহার জীবনের সমগ্র প্রাপ্য ? ইহার জন্য সে পিতৃগৃহের স্নেহ ও আদর কেন উপেক্ষা করিবে ? মুহূর্ত্তের জন্য তাহার চিত্তে একটা বিমুখতা আসিল, সে বলিল "চলেন তবে এখুনি যাই" নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল "সঙ্গে নিবি না কিছু ?"

হারাণী ফিরিয়া গোপীনাথের শয়ন গৃহের দিকে তাকাইল, সেখানে তাহার পিতৃদত্ত অলঙ্কার ও সাড়ীগুলি সব বাক্সে সাজানো রহিয়াছে, স্বামীর প্রথম প্রেমের কত নিদর্শন তাহার ভিতর সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার অস্তমিত সৌভাগ্যের কত কাহিনী তাহাতে পুঞ্জীভূত রহিয়াছে আজ তাহাকে সেই সব ছাড়িয়া দিয়া ভিখারিণীর মত নগ্ন বেশে বাহির হইয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া হারাণীর চোখে জল আসিল, মুখ ফিরাইয়া সে বলিল "না"

নিধিরাম বাহির হইয়া একটা ডুলী লইয়া আসিল, কিছুক্ষণ পথ চলিয়া হারাণী ডাকিল "বাবা"

নিধিরাম ডুলীর সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছিল, হাতে তাহার একটা মোটা লাঠি, প্রয়োজন হইলে গোপীনাথের সঙ্গে দাঙ্গা করিবার জন্য সে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। হারাণী ডাকিতেই সে ডুলীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "ডাক্‌লি কেনে রে?"

ডুলির ঘের সরাইয়া মুখ বাহির করিয়া হারাণী বলিল "আমি যাবো না বাবা।"

"কোথা যাবি নি?"

"বাড়ী"

"বলছিস্ কি?"

"আমি যাবো না বাবা, দোহাই তোমার আমায় রেখে এসো"

"কোথা রেখে আস্‌বো?"

"যেই থেনে আমায় জন্মের তরে সঁপে নিয়েছো সেই থেনে।"

নিধিরাম স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, হারাণী ডুলি বাহকদের থামিতে বলিল। প্রথম যখন সে বাপের সঙ্গে চলিয়া আসিতে চাহিয়াছিল তখন তাহার আপন বেদনাই মনে চারিদিক্ দিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল, এই

লেলিহান বহ্নি শিখা হইতে একটু অন্তরালের আশ্রয়ের জন্য তাহার প্রাণ এমন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার অস্থির আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া তাহার নির্দ্দয় কদাচারী স্বামীর স্মৃতি ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে সে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, সেই মুহূর্ত্তে তাহার মনে পড়িল, যে সে স্বামীর কাছে চির-বিদায় লইয়া চলিয়াছে, তাহার জীবন হইতে তাহার সমস্ত চিহ্ন ধৌত করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিধাতা এমনি যে ব্যবধান গড়িয়া দিয়াছেন সে তাহার বেধকে আরো দ্বিগুণ করিয়া দিতে যাইতেছে! গাছপালার আড়াল হইতে তাহাদের বাড়ীর উন্নতশির তখন ও দেখা যাইতেছিল তাহার দিকে চাহিয়া তাহার হৃদয় হা হা করিয়া উঠিতে লাগিল, অপরাহ্ণের রৌদ্র-জ্বলিত তরুপল্লবের মাঝখানে সেই শুভ্র রেখাটি একটি স্তব্ধ নীরব আকুতির মত তাহার চক্ষে প্রতিভাত হইতে লাগিল। সহসা তাহার বুকের ভিতর বাণ ডাকিয়া উঠিল, হারাণী একান্ত বিচলিত হইয়া পড়িল। হোক্ না সে অত্যাচারী হোক্ না সে কুক্রিয়াসক্ত— তবু তাহাকে ছাড়া তাহার জীবনের পৃথক অস্তিত্ব কই? সে যে মজ্জার মতন তাহার অন্তরের ভিতর মিশিয়া গিয়াছে, সে যে প্রাণরূপে তাহার হৃদয়ের ভিতর ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহার হৃৎপিণ্ডের সমস্ত স্নায়ুগুলি যে তাহার চারিধার দিয়া জড়াইয়া গিয়াছে! রৌদ্র ঝলকিত জনহীন স্তব্ধ প্রান্তরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তাহার মনে হইতে লাগিল এই নির্য্যাতন ও অপমানের বেদনার ভিতর তাহার যে সম্পঃ আছে বাপের বাড়ীর স্নেহ ও আদরের ভিতর তাহা নাই! সে যেন একটা বন্দীশালা, সে স্বেচ্ছায় তাহার ভিতর আপনার সজীব প্রাণটাকে ছিঁড়িয়া রুদ্ধ করিতে যাইতেছে, হয়ত তাহার দুঃসহ বুভুক্ষায় একদিন তাহাকে নিজের স্নায়ু চর্ব্বন করিতে হইবে! তাহার আকিঞ্চণ হইতে শৈশবের সেই খেলাঘর

—এতদিন যাহা স্বপ্নলোকের মত তাহার মানস-লোকে বিরাজ করিতেছিল, সহসা তাহা মেঘের মত গলিয়া গেল ও তাহার ভিতর হইতে তাহার বর্ণ-হীন জীবনের অসীম শূন্যতার দারুণ ভয়াবহত্ব তাহার চোখের কাছে দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। শিহরিয়া উঠিয়া নিধিরামের হাত ধরিয়া হারাণী বলিল "বাবা আমি যাবো না, আমায় রেখে এসো।"

একটা দারুণ হতাশা নিধিরামের ঘর্ম্মাক্ত কৃষ্ণ ললাটে ফুটিয়া উঠিল, তাহার সমস্ত আশা উৎসাহ বুকের ভিতর জমাট হইয়া গেল। কম্পিত কণ্ঠে নিধিরাম জিজ্ঞাসা করিল "যাবিনি মা, যাবিনি ?"

হারাণী বলিল "না।"

নিধিরাম চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, স্নেহান্ধ হইয়া সে যে কত বড় নির্ব্বোধের কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সহসা তাহার মনে পড়িল, নিজের কাছেই সে লজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। হারাণী তাহাকে মৌন দেখিয়া বলিল "আমায় ঘরকে রেখে এসো বাবা আমি যাবো না।"

নিধিরাম আর ইতস্ততঃ করিল না, বেহারাদের ডুলি ফিরাইতে বলিল। দুয়ারের কাছ পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শেষে নিধিরাম বলিল "তবে আমি চল্ল্যাম মা।"

অনুনয় মিশ্রিত কাতরতার সহিত হারাণী বলিল "আজকের দিনটা থেকে যান।"

"না আর থাক্‌বো না, জগদম্বা তোর দুর্গতি দূর করুন" বলিয়া নিধিরাম ফিরিয়া চলিল। হারাণী যে এখন আর তাহার নয়, সে যে জীবনে মরণে আর এক জনের হইয়া গিয়াছে, তাহার নিকট হইতে তাহার যে আর এতটুকু কিছু প্রত্যাশা করিবার নাই, সে কথা তাহার মনের ভিতর কেমন একটা বেদনার সঞ্চার করিতে লাগিল, কোনো দিকে আর না চাহিয়া সে তাহার সেই ভাঙ্গা কুঁড়েখানির ভিতর আশ্রয়

লইতে ছুটিল—পৃথিবীতে যাহা তাহার একমাত্র জুড়াইবার স্থান ও যাহার উপর আর কাহারও কোন দাবী নাই!

ডুলি হইতে হারাণী নামিয়া দুয়ারে দাঁড়াইবা মাত্র পিছন হইতে এক জন তাহার চুলের মুঠি ধরিল, চমকিয়া হারাণী চাহিয়া দেখিল, গোপীনাথ! দন্তদ্বারা অধর দংশন করিতে করিতে গোপীনাথ বলিল "এইবার বেটী! ডাক দেখি তোর বাপ্‌কে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাবার মতলব? দেখি এবার কে রক্ষা করে।"

দৃঢ় করিয়া চুলের মুঠি ধরিয়া গোপীনাথ হারাণীর উপর অবিরল পদাঘাত বৃষ্টি করিতে লাগিল। হারাণী কাঁদিল না, চীৎকার করিল না, একটু শব্দও করিল না, বেদনায় তাহার মুখ নীল হইয়া যাইতে লাগিল তথাপি নীরবে সে প্রহার সহ্য করিতে লাগিল। তাহাকে মৌন দেখিয়া গোপীনাথের রাগ আরো চড়িয়া গেল, তখন সে তাহাকে ঘরের বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া দিল, বলিল "তোর যেখানে খুসী সেইখানে যা, তোর মত নচ্ছারকে আমি ঘরে ঠাঁই দেব না।"

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, হারাণী দুয়ারের বাহিরে দেয়ালে ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার—সম্মুখ দিয়া মলের শব্দে চারিদিক মুখরিত করিয়া অবলা গোপীনাথের ঘরে বার বার আসা যাওয়া করিতে লাগিল, তাহার পরিপূর্ণ বিজয়ের উচ্ছ্বলিত আনন্দ তাহার চোখে মুখে ও পায়ের মলের শব্দে প্রকাশ পাইতেছিল। তাম্বুলারক্ত অধরে হাসিতে হাসিতে সে গোপীনাথকে ডাকিয়া বলিল "ওগো দেখ, এই দুয়োরে ব'সে এক ভিখিরী মাগী কাঁদ্‌ছে, ওকে এখান থেকে উঠে যেতে বল, গৃহস্থের বাড়ী অমন করে কাঁদলে অকল্যাণ হয়।"

(৬)

গোপীনাথ যে হাকিমের কাছে কাজ করিত, তাঁহার বাড়ীতে একটা

উৎসব ব্যাপার চলিতেছিল। দৈবক্রমে তাঁহাদের পাঁঠা কাটা দা খানা হারাইয়া যাওয়ায় গৃহিণী গোপীনাথকে তাহার দাটি লইয়া আসিতে বলিল।

শশব্যস্তে দা লইয়া গোপীনাথ ফিরিয়া যাইতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল তাহার ঘরে কে কথা বলিতেছে। সন্দিগ্ধ হইয়া দুয়ারের ফাঁক দিয়া উঁকি দিতেই গোপীনাথ দেখিতে পাইল তাহারই বিছানায় বসিয়া অবলা আর এক ব্যক্তির সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। লোকটা কে গোপীনাথ প্রথমে চিনিতে পারিল না, কিন্তু শেষে চিনিল, সে ও পাড়ার নবীন জমাদার। এই সেদিন মাত্র সে কাজে ভর্ত্তি হইয়াছে। নবীন জমাদার আস্তে আস্তে কি বলিল তাহা সে স্পষ্ট শুনিতে পাইল না, অবলা তাহার উত্তরে বলিয়া উঠিল, "সে হতচ্ছাড়া মিন্সে ফিরবেনা এবেলা, বসো না একটু আমোদ করা যাক্" জমাদার চারিদিক তাকাইয়া সভয়ে বলিল "একেবারে বাঘের গর্ত্তের ভিতর এসেছি—কি জানি দৈবাৎ যদি এসে পড়ে, তা হলে আমার আর রক্ষে নেই।"

"হ্যাঃ আমি তাকে ভারী ডরাই কি না" বলিয়া অবলা গোপীনাথের উদ্দেশ্যে তাহাদের অভ্যস্ত একটা গালি দিল, গোপীনাথ তাহা আর সহ্য করিতে পারিল না, পলকের ভিতর সে তাহাদের উপর ব্যাঘ্রবৎ লাফাইয়া পড়িল। লম্ফ দিয়া জমাদার পলাইয়া গেল, সে পূর্ব্ব হইতেই খানিকটা সতর্ক ছিল, অবলা কিছু বলিবার আগেই গোপীনাথ তাহার হাতের পাঁঠা কাটা দা তুলিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অবলা প্রাণপণে চীৎকার করিয়া উঠিল, ততক্ষণে দা তাহার গ্রীবায় বক্ষে পৃষ্ঠে উপর্য্যুপরি পতিত হইতে লাগিল, রক্তাক্ত ও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া বর্ব্বর গালি শুনিতে শুনিতে, অবলা প্রাণত্যাগ করিল।

এদিকে জমাদার নিষ্কৃতি পাইয়া প্রথমেই গিয়া থানায় খবর দিল, প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টার ভিতর গোপীনাথের বাড়ী পুলিশ দারোগায় ও গ্রামের

আবালবৃদ্ধ বনিতায় ভরিয়া গেল, দ্বিপ্রহরের সময় অয়স্কঙ্কণ হাতে পড়িয়া গোপীনাথ শ্রীঘর বাস করিতে যাত্রা করিল।

(৭)

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দুইমাস পরে বৈকুণ্ঠলাল তেওয়ারী বিকাল বেলা জেলখানার ফটকের কাছে বসিয়াছিল, এমন সময় একজন স্ত্রীলোক আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "এটা কি জেলখানা?"

তেওয়ারিজী গাম্ভীর্য্য সহকারে গুম্ফের বক্রভাব সরল করিতে করিতে বলিল "হুঁ"

"এইখানে কয়েদী আছে?"

এত বড় একটা আহাম্মকি প্রশ্নে তেওয়ারিজী না চটিয়া কিছুতেই পারিল না, বলিল "তোম্ কাঁহাকা বুড়বাক্ আদমি হায়? কোন্ জঙ্গল্‌সে নিকাল্‌কে আয়া?"

স্ত্রীলোকটি থতমত খাইয়া বলিল "আমার স্বামী এখানে আছে।"

"কউন হায় উ আদ্‌মি, নাম বোলো"

স্ত্রীলোকটি নাম বলিতে প্রথমতঃ ইতঃস্ততঃ করিল, স্বামীর নাম কি করিয়া অপরের কাছে উচ্চারণ করিবে? কিন্তু এখন লজ্জার সময় নয়, ভাবিয়া বলিল "গোপীনাথ রুই।"

"কেয়া কিয়া থা উ আদ্‌মি?"

"খুন্"

"খুন্? আরে আভি ইয়াদ হুয়া, একঠো আদমিকো কাল ফাঁসী হোগা। আচ্ছা বাত্‌লাও ত উস্‌কো ক্যায়সা চেহারা হ্যায়?"

"ফরসা, একটু রোগা মত, মাথার চুল কোঁকড়া"

"তব্ ওহি হোগা, উসিকা কাল ফজিরমে ফাঁসী হোবে"

"কাল ফাঁসি হবে? আপনার পায়ে পড়ি আমায় তার কাছে লয়ে

চলেন” বলিয়া হারাণী তেওয়ারির পা ধরিতে গেল, তেওয়ারি পা সরাইয়া নিয়া বলিল “রহো, হাম পুছ্ কর্‌কো আতা হ্যায়”

তেওয়ারি উঠিয়া জেলখানার ভিতরে গেল, হারাণী দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, পথশ্রমে তাহার সর্ব্ব দেহ অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল। ক্রমাগত চারিদিন সে হাঁটিয়া আসিয়াছে, লোকবিরল পল্লীর সঙ্কোচময়ী তরুণী সহরের জনতার বিভীষিকা ঠেলিয়া ও অদৃষ্টপূর্ব্ব শকট ও যানাদির ভয়াবহত্ব ভুলিয়া সহস্র সহস্র অপরিচিত লোকের মাঝ দিয়া স্বামীর অনুসন্ধানে আসিয়াছে—শুধু কি এই নিদারুণ বজ্র বুকে লইবার জন্য? অবশ হইয়া সে সেখানে বসিয়া পড়িল, তাহার চোখের কাছে সব অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে তেওয়ারি ফিরিয়া আসিয়া বলিল “আভি মুলাকাৎ নাহি হোবে”

হারাণীর মুখ শুখাইয়া উঠিল। গোপীনাথ তাহাকে গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবার পর সে এক বাড়ীতে কাজ করিত, তাহার দুই মাসের বেতন সে আঁচলে বাঁধিয়া আনিয়াছিল, তেওয়ারির প্রীত্যার্থে সে তাহা খুলিয়া তাহার সাম্‌নে রাখিল, বলিল, “আমার সর্ব্বস্ব লেও আমায় শুধু একবার তারে দেখ্‌তে দাও”

“আরে রাম রাম হাম ঘুঁষ লেগা, হামারা কুছ ধরম্ নেহি হ্যায়?” বলিয়া তেওয়ারি ভ্রূকুটি করিয়া সরিয়া গেল, হারাণী উচ্ছ্বসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

একটু পরে তেওয়ারি বলিল, “তোমারা আউর কউন হ্যায়?”

হারাণী মাথা নাড়িল, তেওয়ারী সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল “কোই নেহি হ্যায়?', তব্ ইস্‌কো ফাঁসী হোনেসে তোম্‌কো কেয়া হোগা?”

হারাণী শুধু কাঁদিতে লাগিল, কিছু বলিল না। তেওয়ারীজী তাহার ক্রন্দনে দয়াপরবশ হইয়া নিজের বহুমূল্য অভিজ্ঞতার কিয়দংশ খরচ করিয়া বলিল, "দেখো দুনিয়ামে সুরং বড়া চীজ হায়, রোতা কাহে তোম্‌কো য়্যায়সা সুরত্‌ওয়ালীকে কেয়া দুঃখ্ হোগা?"

হারাণী যদিও হিন্দী কথা বুঝিত, তবু বৈকুণ্ঠলালের এই গবেষণা পূর্ণ কথাটা ভাল করিয়া সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না, ফুলিয়া ফুলিয়া যেমন সে কাঁদিতে ছিল তেমনি কাঁদিতে লাগিল। তেওয়ারী বলিল "আচ্ছা দেখো একঠো বাত্ পর হাম তোম্‌কো উস্‌সে ভেট কর্ দেনে সেক্‌তা—লেকিন, তোম গড়রাজি হোও ত নেহি বনে গা"

আশান্বিত পুলকে ক্রন্দন ভুলিয়া হারাণী তেওয়ারীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু যাহা শুনিল তাহাতে তাহার মুখ কালিমাময় হইয়া গেল, তাহার দরবিগলিত চক্ষের জল শুখাইয়া গেল, তাহার আসন্ন চির বৈধব্য-ক্লেশের স্মৃতি হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার আর্দ্র নেত্র-পল্লবের ভিতর আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তেওয়ারীর দিকে চাহিয়া থুথু ফেলিয়া দুঃসহ ঘৃণায় সে মুখ ফিরাইল। তেওয়ারী বলিল "চলা যাও, হিঁয়া কুছ্ নেহি হোগা! কাল ফজির্‌মে উস্‌কো ফাঁসী হো যাগা, তব্ উস্‌সে ভেট হোগা।"

হারাণী কিছু না বলিয়া ফিরিয়া গেল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে আবার ফিরিয়া আসিল, তেওয়ারি তখন ও সেখানেই বসিয়াছিল, তাহাকে ফিরিতে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সে বলিল "কেয়া মেরা বিবিজান্! হামারা বাৎ পসিন্ হুয়া?"

হারাণী বলিল "আগে তুমি আমার কথা রাখ পরে তোমার কথা আমি রাখবো"

আনন্দাতিশয্যে দন্তপাটি বিকসিত করিয়া তেওয়ারি বলিল "বহুত

আচ্ছা, বহুত আচ্ছা, তোম্‌কো মাফিক্ আওরতকো থোড়া আক্কিল রাখ্‌না চাহি''।

হারাণী তাহার কথায় কাণ না দিয়া বলিল ''লয়ে চল আমারে তার কাছে লয়ে চল''

"তোম্ ঠাহরো হিঁয়া, হাম্ দারোগা বাবুকো বোল্‌নে যাতা হ্যায়" বলিয়া তেওয়ারী চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সে তাহাকে গোপীনাথের ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। হাঁটু পর্য্যন্ত পাজামা পরা খাটো কুর্ত্তি গায়, শীর্ণমূর্ত্তি গোপীনাথ মাটিতে এক কোণে হাঁটুর ভিতর মাথা গুঁজিয়া বসিয়াছিল দরজা খুলিবার শব্দে চমকিয়া উঠিয়া সে মাথা তুলিল, হারাণী তাহার পিছনে দরজা ভেজাইয়া দিয়া গোপীনাথের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। গোপীনাথ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল ''কে ?''

তাহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া হারাণী বলিল ''আমি''

''আমি কে ? হারাণী ?''

''হুঁ''

''আমায় দেখতে এয়েছিস্ ?'' বলিয়া গোপীনাথ বালকের মত কাঁদিয়া উঠিল, হারাণী তাহার কাছে বসিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিল। গোপীনাথ বলিল "কাল আমার ফাঁসী হবে, তোরে অনেক কষ্ট দিয়েছি হারাণী আমায় মাপ করিস্"।

স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হারাণী বলিল ''সে আমার কষ্ট নয়, সে আমার সোণা, তুমি ফিরে ঘরকে চল, তবেই আমার সব হবে। তোমায় ছেড়ে আমি কোথায় যাব ; কেন তুমি বল্লে না খুন আ
তারা কেন আমায় ফাঁসী দিলে না'' বলিতে বলিতে
কাঁদিতে লাগিল, গোপীনাথ স্তব্ধ হইয়া তাহার

কি তাহার সেই পরিত্যক্তা উপেক্ষিতা পত্নী—নির্য্যাতনে ও অপমানে সে যাহাকে প্রতি মুহূর্ত্ত জর্জ্জর করিয়াছে, যাহার প্রাণপূর্ণ ঐকান্তিক প্রেমকে বিদলিত করিয়া সে অন্য রমণীর উৎসঙ্গে নিশাতিপাত করিয়াছে,—এই পরম সাধ্বী—যাহার চরণ রেণু পাইলে শত শত অবলা মুক্তিলাভ করিতে পারে—তাহাকে দিয়া সেই পাপিষ্ঠা নারীর পদচর্য্যা করাইয়াছে. অবশেষে তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাহাকে বন্য পশুর মত গৃহ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিয়াছে—এই কি সেই অসহায়া নিগৃহীতা বালা? এত অত্যাচার এত উৎপীড়নে ও যে তাহাকে ত্যাগ করে নাই, তাহার নিঃসহায় অবস্থা যখন সহস্র সঙ্কটের বিভীষিকা লইয়া তাহাকে অহরহ আক্রমণ করিয়াছে তখন ও যে অবিচলিত নিষ্ঠায় তাহারই ক্রূর স্মৃতি আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার নিষ্ঠুর পদাঘাতের বেদনা যে প্রিয়তমের স্পর্শ-পুলকের মত প্রাণে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে! কশাহত হৃদয়ে সেই রোরুদ্যমানা, শঙ্কাতুরা বালিকা-পত্নীকে বুকের কাছে টানিয়া নিয়া গোপীনাথ বলিল, "আমায় মাপ করিস্ হারাণী, আমি চণ্ডাল—চণ্ডালের মতই কাজ করেছি বিধাতা আমায় মাণিক দিয়েছিলেন, আমি জানোয়ার তা চিন্‌বো কেনে, আমি তারে মাটিতে ফেলে দিয়েছি।"

হারাণীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া গোপীনাথ অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। এই অসহায়া বালিকার সুকুমার অঙ্গে একদিন সে যে আঘাত করিয়াছিল আজ তাহা দ্বিগুণ বেগে তাহার প্রাণে আসিয়া বাজিতে লাগিল, তাহার সমস্ত দুষ্কৃতির দ্বিগুণিত ভার পেষণ-যন্ত্রের মত ... হৃন্মর্ম্ম পেষিত করিয়া ফেলিতে লাগিল। "আমার ... কেনে? আমি তোমার আগে যাব" বলিয়া হারাণী ... একখানা ছুরী বাহির করিল। সভয়ে গোপীনাথ

"এতে আমি বিষ মাখিয়ে এনেছি।"

"কি হবে ও দিয়ে?"

"যমের বাড়ীর রাস্তা খুলবো।"

"তুই ক্ষেপ্‌লি না কি? সর্ব্বনাশ? এ কার লেগে?"

"নিজের লেগে।"

উৎকণ্ঠিত মুখে গোপীনাথ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলি "না না, এমন কাজ করিস্‌ না।"

"এ ছাড়া আমার আর উপায় নাই" বলিয়া হারাণী কি সর্ত্তে তাহা সহিত দেখা করিতে পারিয়াছে তাহা বলিল। অগ্নিতপ্ত শলাকার ম তাহার প্রত্যেকটি কথা গোপীনাথের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া প্রবেশ করি লাগিল, হারাণী বলিল "আমি ত সুখে মর্‌তেছি, তোমার মুখে যে কথা শুন্‌বো তা কি আমার ভাগ্যে ছিল! জগদম্বা দয়া করে ছেন! পোড়াকপালী আমি, এত সুখের আশা কি কখনো ক তুমি দাঁড়াও আমার সাম্‌নে, আমি এই ছুরীর মুখটা আমার বুকের বসিয়ে দেই" বলিতে বলিতে হারাণী নিমিষের মধ্যে বুকের মা সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া দিল, গোপীনাথ পাগলের মত ব বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ভাঙ্গা গলায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "এবি হারাণী একি কর্‌লি"

হারাণী আবার গোপীনাথের পায়ের ধূলা লইয়া বলিল " ছেড়ে দাও, আমায় সেই খেনে যেতে হবে। কত পাপ করেছিলা কালে তোমার পায়ের কাছে মর্‌তে পারলাম না, মরণ কালে নরকভোগ কর্ত্তে হোল, জগদম্বার নামটাও শুনবো না।"

সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় দেখিয়া কারাধ্যক্ষ তাহাকে লইতে আ হারাণী! টলিতে টলিতে তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া গেল, গোপী

নিষ্পলক চক্ষে প্রস্তর-মূর্ত্তির মতন মাটিতে চেতনাহীন হইয়া বসিয়া রহিল।

হারাণী বাহির হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বৈকুণ্ঠলাল তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কাঁহা যাও মেরি জান।"

হারাণী তাহার শেষ সম্বল সেই ছুরিকা খানি তাহার বুকের উপর উদ্যত করিয়া বলিল "খবরদার শূওর, আর এক পাও এগিয়ো না"

হারাণীর মুখ তখন নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে, পা টলমল করিতেছে, চক্ষু কপালে উঠিয়াছে, ভয় খাইয়া তেওয়ারিজী বলিল "ইয়া সীতারাম কেয়া হুয়া তোম্‌কো ?"

"এই ছুরী আমি বুকে বিঁধিয়েছি" বলিয়া অবশ ভারাক্রান্ত দেহে হারাণী মাটির উপর বসিয়া পড়িল, তাহার হাত হইতে রক্তলিপ্ত ছুরিখানা ...ণের উপর ঠিক্‌রাইয়া পড়িল, তেওয়ারিজী সভয়ে চারিদিক চাহিয়া ... সেখান হইতে প্রস্থান করিল।

... ...

... ...

প্রভাতে গোপীনাথকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাইবার সময় পুলিশ ...চারীরা যখন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কিছু চাহিবার আছে ?" গোপীনাথ বলিল "আমার ফাঁসীটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা হোক্,"

যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন তিনি বিস্মিত হইয়া গোপীনাথের মুখের ... চাহিলেন, বলিলেন, "তুমি-ই না ফাঁসীর কথা শুনে এই এক মাস ... কাটিয়েছ ?,,

'হাঁ হুজুর';

"তবে এখন মরতে আগ্রহ কচ্ছ কেন ?"

গোপীনাথ বলিল "তখন বাঁচতে সাধ হয়েছিল, এখন মরতে সাধ হয়েছে"

অন্তরঙ্গ।

(১)

"এখন আর লুকোলে চল্‌বে না, দেখে ফেলেছি!"

মৃদু হাস্যের সহিত কয়েকটি বালিকার কণ্ঠ দরজার কাছে ধ্বনিত হইল ও সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের দমকা হাওয়ার মত অকস্মাৎ তিন চারিটি কিশোরী বালিকা লিখন-রত ছোট বউর উপরে প্রবল বেগে আসিয়া পড়িল। ছোট বউ তখন শশব্যস্তে কলম ফেলিয়া দিয়া খাতাখানি কোলের ভিতর লুকাইল; ব্যর্থ চেষ্টায় কল হাস্যে ঘরখানি মুখরিত করিয়া তুলিয়া প্রথম বালিকা বলিল "নাঃ, পারলাম না, বেজায় সেয়ানা বউ!"

দ্বিতীয়া তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া বলিল "তা না ত কি তোর মত হাবি?"

তৃতীয়া, বধূর ননদ কিরণ সুন্দরী, তিনি ভ্রু বাঁকাইয়া সঙ্গিনীদের চোখ ঠারিয়া বলিলেন "তা আমাদের দেখাবে কেন ভাই, আমরা হচ্ছি মুখ্যু সুখ্যু মানুষ, আর তুমি হচ্ছ ইংরেজীনবীশ, তার ওপর আবার কবি!"

কমলা বলিল "দেখাবে না ভাই! তাইলে আর আমরা তোমাদের বাড়ী আস্‌বো না!"

চারুশীলা বলিল "তুমি নাকি কি ছড়া লিখ্‌তে পার, দেখাও না আমাদের! মাইরি বল্‌ছি—কাউকে বোল্‌বো না।"

ছোট বউ কিছু বলিল না, ঘাড় নীচু করিয়া অবিচলিত ভাবে বসিয়া রহিল, কিরণ সঙ্গিনীদের সঙ্গে চোখে চোখে খাতাখানা কাড়িয়া লইবার বন্দোবস্ত করিয়া শ্যেন পাখীর মত সহসা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন রীতিমত একটা যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পরিণামে খাতা খানি কিরণের হস্তগত হইল।

ঠিক এমন সময় দরজার কাছে চট্‌পট্‌ জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল, কমলা পিছন ফিরিয়া বলিল "ঐ যাঃ ! অখিল বাবু আসছে !"

তাহার কথা শুনিয়া কিরণ তাড়াতাড়ি বউকে ছাড়িয়া দিয়া খুব বড় গোছের একটা ঘোমটা টানিল ও অপর বালিকারা কুণ্ঠিত হইয়া অবনত মুখে দাঁড়াইল, অখিলচন্দ্র আসিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল "একলা পেয়ে বুঝি ডাকাতি হচ্ছে ?"

কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে কমলা বলিল, "আমরা না, কিরণ দিদি কোরেছে।"

অখিলচন্দ্র বলিল "তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি ; এখন খাতাখানি ফেরং দেওয়া হোক্"

ঘোমটার ভিতর হইতে কুপিত কিরণ স্বামীর মুখের দিকে চাহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু সঙ্গিনীদের ভয়ে ভাল করিয়া পারিল না, তখন খাতাখানি ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল, ঝম্ ঝম্ করিয়া তাহার পায়ের মল বাজিয়া উঠিল, কমলা ও চারুশীলা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িল। তাহারা চলিয়া গেলে পর অখিলচন্দ্র ভূপতিত খাতাটি উঠাইয়া লইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর ভিতর ধরিয়া বলিল "এখন বৌঠান ! আমার কাছে না চাওয়া পর্য্যন্ত আর এ খাতা পাচ্ছেন না, এই আমি পড়্‌ছি !"

ঘোমটা ফাঁক করিয়া ছোট বৌ অখিলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া দেখিল— সর্ব্বনাশ ! প্রথম পাতা উল্টাইলেই অনাদির উদ্দেশে লিখিত কবিতাটি বাহির হইয়া পড়িবে ! লজ্জায় লাল হইয়া উঠিয়া ছোটবৌ ঘোমটা সরাইয়া অখিলচন্দ্রের দিকে চাহিল, তাহার সজল নেত্র-পল্লবে ঘনায়িত কাতরতা অখিলচন্দ্রকে স্পর্শ করিল, অখিলচন্দ্র হাসিয়া খাতা ফিরাইয়া দিয়া বলিল "না ভয় নেই, আমি পড়ি নি, কিন্তু

আমার পুরস্কার চাই, আপনাকে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেই হবে” বলিয়া অখিলচন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ছোটবৌ হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

(২)

রাত্রি প্রায় ১২ টা বাজে, অনাদি তখনও শুইতে আসে নাই, অনেকক্ষণ তাহার জন্য উৎকর্ণ হইয়া জাগিয়া থাকিয়া লাবণ্যলেখা ওরফে ছোট বৌ বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল। ল্যাম্প উস্‌কাইয়া দিয়া একবার ঘড়ির দিকে চাহিল, কিন্তু ঘড়ির কাঁটাগুলি ঠিক চলিতেছে না বলিয়া তাহার মনে হইল। তখন লাবণ্য উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে উঁকি দিল, অন্ধকারে কিছু দেখা গেল না, শুধু আকাশে নক্ষত্রের ম্লান আভা তাহার চক্ষে লাগিল ও নিস্তব্ধ ঝিল্লী-মুখর রাত্রির বক্ষ হইতে কামিনী ফুলের সুবাস লইয়া বাতাস তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া গেল, সে যেন একটা পুলকময় বেদনা, একটা তরঙ্গময় উচ্ছাস; লাবণ্য খানিকক্ষণ কপাট ধরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

ঢং ঢং করিয়া ঘরের ভিতর ঘড়িতে ১২টা বাজিয়া গেল, আস্তে আস্তে কপাট ভেজাইয়া দিয়া লাবণ্য টেবিলের কাছে গিয়া অনাদির শূন্য চেয়ারের উপর বসিল। লাবণ্য কাবতা লিখিত, রজনীর এই গভীর যামে একলা এমন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে করিতে তাহার মনে একটা অসহিষ্ণু অধৈর্য্যের ভাব স্তনিত হইয়া উঠিতে লাগিল, টেবিল হইতে এক খণ্ড কাগজ টানিয়া নিয়া সে লিখিতে লাগিল,—

চরণে তব বাজে কি প্রিয় নিখিল রাগ রাগিণী
ধমনী টুটে ধরণী ওঠে শিহরি
মলয় যেন কুঞ্জবনে বুলায়ে যায় চেতনা
হৃদয়-ভৃক কাহিনী মূক গুঞ্জরি,

লাবণ্য একমনে তাহার পরবর্ত্তী চরণের সৌষ্ঠব সাধন করিতেছিল, এমন সময় নিঃশব্দে দরজা খুলিয়া অনাদি গৃহে প্রবেশ করিল ও লাবণ্যকে লিখিতে দেখিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া গিয়া তাহার কাঁধের উপর দিয়া উঁকি দিল। পড়া শেষ হইলে সহসা সম্মুখে আসিয়া কাগজ খানা টানিয়া নিয়া হাসিতে হাসিতে অনাদি বলিল "ওরে বাবা, কার পায়ের শব্দের এত ব্যাখ্যা হচ্ছে ?"

রাঙ্গিয়া উঠিয়া লাবণ্য চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, সবে সপ্তাহ মাত্র তাহার বিবাহ হইয়াছে, এখনো স্বামীর মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া সে কথা কহিতে পারে না, আজ তাহার অনাবৃত হৃদয় অতর্কিতে যখন কতগুলি অক্ষরের ভিতর দিয়া সবটা ধরা পড়িয়া গেল, তখন সে লজ্জায় একেবারে মরিয়া যাইতে লাগিল, তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। অনাদি চেয়ারের উপর বসিয়া দক্ষিণ বাহু দিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল "বল্‌বে না কার পায়ের শব্দের এত ব্যাখ্যা হচ্ছে ?"

লাবণ্য লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া রহিল,—অনাদি তাহাকে উৎপীড়ন করিবার মানসে বলিল "আমি জানি কার কথা লিখ্‌ছো, মিত্তিরদের বাড়ীর সারদার কথা !"

"যাও তুমি, তোমার সঙ্গে আর আমি কখনো কথা কইব না, " বলিয়া লাবণ্য অনাদির হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, অনাদি তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল "না, না, ভুল হয়েছে, সারদা না, অবিনাশ, সেই তখন এখান দিয়ে বাড়ী ফিরে যাচ্ছিল।"

ঠোঁট ফুলাইয়া লাবণ্য বলিল "তুমি ভারী বিশ্রী লোক !"

অনাদি হাসিয়া বলিল "তা আর এখন কি কর্ব্বে, বলত অবিনাশকে ডেকে আনি !"

"আমি বুঝি তার কথা লিখ্‌ছিলাম!"

"তবে কার কথা লিখ্‌ছিলে?"

বলি বলি করিয়া লাবণ্য বলিতে গিয়া হাসিয়া মুখ লুকাইল, অনাদি বলিল "বাস্তবিক! আমি যে এত বড় কবির স্বামী তা আমি জান্‌তাম না।"

কলিকাতায় ছাত্রাবাসে অনাদি একটা সভা সংগঠন করিয়া ছিল, সভাটা তাহারই নেতৃত্বাধীনে চলিত। সেখানে সে প্রায়ই বক্তৃতা দিত অথবা প্রবন্ধ পাঠ করিত! সেই সব প্রবন্ধের কয়েকখানি খাতা টেবিলের উপরে জমা করা ছিল, লাবণ্য সেই খাতাগুলি টানিয়া বাহির করিয়া বলিল "এগুলি কি?"

"চোর! ও গুলোর সন্ধানও পেয়েছ?" বলিয়া অনাদি তাড়াতাড়ি লাবণ্যের হাত হইতে খাতাগুলি কাড়িয়া নিতে গেল, কারণ তাহার ভিতর লিখিত প্রায় প্রবন্ধগুলিই বিবাহে পণ গ্রহণের বিরুদ্ধে, কিন্তু তাহার নিজের বিবাহে সেগুলির মর্য্যাদা একেবারেই রক্ষিত হয় নাই!

লাবণ্য তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া বলিল "আমি সব পড়েছি, এখন আর নিয়ে কি কর্ব্বে!"

"সত্যি পড়েছো?"

"পড়েছি বই কি! তুমি যে এত বড় সাহিত্যিক তা আমি জান্‌তাম না!"

"ইস্‌! তুমি দেখ্‌ছি চোরের উপর বাটপাড়ি কোরেছো" বলিয়া অনাদি তাহাকে বক্ষতলে বন্দী করিয়া বলিল "এখন শাস্তি?"

বেচারী লাবণ্য বঙ্কিম বাবুর পীনাল কোডের কথা স্মরণ করিয়া আবার রাঙ্গিয়া উঠিল, কিন্তু বিচারকের আসনে উপবিষ্ট অনাদি তাহাতে বিন্দুমাত্র দয়া প্রকাশ না করিয়া তাহাকে পূর্ণমাত্রায় শাস্তি প্রদান করিল।

(৩)

লাবণ্য নিঃসম্বল বিধবা জননীর দুহিতা হইলেও পড়িয়াছিল সম্পন্ন গৃহের ভিতর। তাহার শ্বশুর হরমোহন দত্ত দেবীপুরের একজন বিখ্যাত না হইলেও বেশ বড় গোঁছের জমীদার ছিলেন। তিন ছেলের ভিতর বড় অবনীনাথ বম্বেতে কাজ করিতেন, মেজ হেমন্তনাথ ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিতে বিলাত গিয়াছেন, কনিষ্ঠ অনাদিনাথ সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। সম্প্রতি সে বাড়ীতে গ্রীষ্মের বন্ধ কাটাইতে আসিয়াছে। তিন ভাইএর ভিতর অনাদির স্বভাব একটু স্বতন্ত্র গোছের ছিল। রক্ষণশীল সমাজের বাঁধা রাস্তার কড়া অনুশাসন তাহার স্বাধীন চিন্তাশীল প্রকৃতিকে অহরহ আঘাত করিত, এবং আর সকলে প্রতিদিন যাহা নির্ব্বিচারে মানিয়া লইত, অনাদি তাহার ভিতর ব্যবচ্ছেদের ছুরিকা চালাইতে বসিত, এবং তাহাতে অপর কাহারও কিছু হোক্ আর না হোক্ তাহার নিজের নিশ্বাস কিছু বেশী রকম খরচ হইত। রুদ্ধস্রাব আগ্নেয় গিরির মত তাহার প্রশান্ত ললাট-শ্রীর নীচে প্রচলিত বহু কুরীতির বিদলন-চেষ্টা প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু বয়সের সৌকুমার্য্যে এপর্য্যন্ত তাহা বিশেষ কোনও প্রকারে প্রকাশিত হইতে পারে নাই, উল্কার মত ক্ষণিক জ্বলিয়া নিভিয়া গিয়াছে মাত্র। কারণ সে যে পরিমাণে সামাজিক কুরীতির বিরোধী ছিল, ঠিক্ সেই পরিমাণেই আবার "পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম" এই নীতির অনুসারী ছিল।

কলিকাতায় কলেজে পড়িবার সময় অনাদি বিবাহে পণ গ্রহণ প্রথার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল, নিজের মেসের ছাত্রদের লইয়া একটা সংস্কার সভা গঠন করিল এবং নিজে তাহার সভাপতি হইল।

কিন্তু বিধাতা তাহার অদৃষ্ট লিখিলেন বিপরীত রকম করিয়া। দত্ত মহাশয় অর্থলোভে অনাদির বিবাহের সম্বন্ধ করিলেন সম-শ্রেণী হইতে

নামিয়া, ছেলের দর চড়িল পঞ্চ সহস্র মুদ্রা। লাবণ্যের বিধবা মাতা স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাহা দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত রহিলেন, এদিকে শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

সুন্দরী পুত্রবধূ প্রাপ্তির প্রলোভনে পড়িয়া গৃহিণী পণ গ্রহণের কথাটা ছেলের কাছে গোপন করিয়া গেলেন, এবং বেহানকেও তদ্বিষয়ে একটু ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু কথাটা গোপন রহিল না, অনাদি জানিল যে পিতা তাহার মূল্য স্বরূপ বিধবার নিকট হইতে পাঁচ হাজার টাকার খৎ লিখাইয়া লইয়াছেন।

নিরুপায় হইয়া অনাদি মায়ের কাছে গিয়া পড়িল, মা বলিলেন, "আচ্ছা দেখি, বলে ক'য়ে যদি কোনো মতে ওঁর মন ফিরাতে পারি।"

গৃহিণী মনে মনে একটা ঝটিকার সম্ভাবনা করিয়া স্বামীর কাছে গেলেন, অনাদি আসিয়া অখিলচন্দ্রের ঘরে বসিল। অখিলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ক'রে এলে?"

"মা গেছেন বাবার মন বুঝতে, দেখি কি হয়।"

"এবার তোমার পণ রক্ষা কঠিন হবে!"

"কঠিন তা ত যখন আমি এ সভা গঠন করি তখনই জানি, শুধু আমার কাছে কেন, সভার প্রত্যেক মেম্বরের কাছেই কঠিন!"

"পার্ব্বে কি? আমার সন্দেহ হচ্ছে!"

"পার্ব্ব না বলে ছেড়ে দিলেই ত আর চলে
শক্তিটাকেও একবার পরীক্ষা ক'রে দেখা উ
ভিতর চলে আমরা কলের মত হয়ে গেছি
নেবার ক্ষমতা আর নেই! কঠিন হে
সমাজকে আবার ওঠাতে হবে, আম
জগতের কাছে তার একটা প্রমাণ দিে

“তা ত বটেই,—কিন্তু এটা যে বড় মারাত্মক ব্যাপার! তোমার বাবা ঠিক্ কর্ল্লেন, তোমা হেন পুত্র রত্নের দাম পাঁচ হাজার, আর তুমি বল্‌ছো কি না, শ্বশুরের থেকে স্বেচ্ছা-প্রদত্ত যৌতুক ছাড়া এক পয়সাও ঘরে আন্‌তে দেবে না, গোঁড়াতেই ত গোল বাঁধবে! বাপ বুঝবেন যে ওঁর থেকে তোমার শ্বশুর বাড়ীর দরদ বেশী হচ্ছে, শাশুড়ী ভিটা বেচবে সেটা তোমার সইছে না, অনর্থক একটা মন ভাঙ্গা ভাঙ্গি হবে!”

অনাদি নিশ্বাস ফেলিল, বলিল, “তাইত! এ রকম ভুল বুঝলে আমার নেহাৎ দুরদৃষ্ট! তুমি ত জান, শুধু বাবা পাছে দুঃখিত হ'ন, এই ভয়েই আমি এতটা চেপে আছি তাতেও যদি বাবা আমার * Sincerityর উপর সন্দেহ করেন তা হ'লে সেটা অত্যন্ত কষ্টকর হ'বে সন্দেহ নাই!”

† “But you see Anadi we are quite helpless in these matters!”

“কিন্তু একি ভয়ানক কু-প্রথা! শ্বশুরের ঐ টাকায় কে কবে বড় মানুষ হ'তে পেরেছে! এ ত শুধু টাকা নেওয়া নয়, এ হচ্ছে নিজকে

না, নিজের ‡ Self-respectকে বিক্রী করা।”

বল? আবহমান কাল ত এই ভাবেই চলে এল!”

কালের দোহাই দিচ্ছ?

ত্যই দায়ে ঠেকে দিচ্ছি।”

ও পরামর্শ দাও? আমি নিজে যার

এবিষয়ে সম্পূর্ণ নিরুপায়”

প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি তার প্রথম উচ্ছেদকারী আমি কি করে হব? পৃথিবীতে ধর্ম্ম বলে কি কিছু নেই?"

"আমি ত তোমায় সে রকম কিছু বল্‌ছি না, খামাখা অতবড় একটা পাপে তোমাকে পড়্‌তে দেওয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নাই।"

অনাদি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "তুমি দেখ্‌ছি বরের মাসী কনের পিসী হবার যোগাড় কচ্ছ"

তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে বাহিরে খুব একটা চট্‌পট্‌ শব্দ শোনা গেল, এবং কম্পিত দেহে মুক্তকচ্ছ রক্তচক্ষু হরমোহন দত্ত ঘরে প্রবেশ করিলেন, অনাদি ও অখিলচন্দ্র ত্রস্তভাবে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, গর্জ্জন করিয়া বিকৃত মুখে দত্ত মহাশয় বলিলেন, "হয়েছে হয়েছে আর তোর ভক্তি দেখাতে হ'বে না! বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে কুলাঙ্গার! তেরাত্রি যেতে না যেতেই তুই শাশুড়ীর গোলাম হ'লি! এত-বড় নেমক হারাম তুই? দূর হ আমার বাড়ী থেকে দূর হ! তোকে আমি ত্যাজ্যপুত্র কল্লাম আমার থেকে ওর সভা বড় আমার থেকে ওর শাশুড়ী বড়—এমন জ্ঞানবন্ত ছেলের থেকে অপুত্রক হওয়াও ভাল"

অনাদির মুখ গভীর লাল হইয়া উঠিল, মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল, দত্ত মহশেয় তাহার দিকে রুখিয়া গিয়া বলিলেন "এখনো দাঁড়িয়ে রইলি যে! বেরো তুই, তুই থাক্‌তে আমি আর এ বাড়ীতে জল গ্রহণ কর্ব্ব না।"

অনাদি তথাপি কিছু বলিল না, তেমনি নিরুত্তর ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল, দত্ত মহাশয় ক্রোধ-কম্পিত কলেবরে তাহাকে ঘাড়ে ধরিয়া ঠেলিয়া দিলেন।

অপমানিত হইয়া অনাদির মনে একটা দুর্জ্জয় অভিমানের বেগ উথলিয়া আসিতে লাগিল, পিতার কথা মত গৃহ ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প

হইয়া সে তাঁহার পদধূলি লইতে গেল, দ্বিগুণ বেগে জ্বলিয়া উঠিয়া দত্ত মহাশয় পা সরাইয়া নিলেন, ও অনাদির পরিত্যক্ত চটিজুতা উঠাইয়া তাহাকে মারিতে গেলেন, গৃহিণী দরজার কাছে এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, অনাদিকে মারিতে উদ্যত দেখিয়া তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, "ওগো তুমি কি সর্ব্বনাশ কর গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাঝখানে গিয়া পড়িলেন, দত্ত মহাশয়ের সপাদুকা হস্তের বেগ তাঁহার পৃষ্ঠে ঠেকিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। গোলমাল শুনিয়া চাকর বাকর ও দেওয়ানজী দৌড়িয়া আসিলেন, এবং অখিলচন্দ্র তাড়াতাড়ি দত্ত মহাশয়ের হাত ধরিল।

দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া তিনি গর্জ্জন করিতে লাগিলেন, "বের করে দাও ও হতভাগাটাকে আমার সাম্‌নে থেকে বের করে দাও, ও আমার ছেলে নয়!"

ক্রমশঃই তাঁহার রাগ চড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া সকলে মিলিয়া টানিয়া তাঁহাকে কক্ষান্তরে লইয়া গেল. গৃহিণী মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

পিতার শেষোচ্চারিত বাক্য অগ্নিবাণের মত অনাদির মর্ম্ম দহন করিতেছিল, গম্ভীর ভাবে সে মায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "মা, কেঁদনা এখন, স্থির হয়ে আমার কথা শোন, বাবা যখন আমায় ত্যাগ কল্লেন তখন আমি আর থাক্‌বো না, আমি চল্লাম।"

উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে ছেলেকে জড়াইয়া ধরিয়া গৃহিণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ওরে আমায় খুন করে তুই কোথায় যাবি রে! তোকে না দেখে আমি বাঁচবো কি করে!"

মায়ের কান্নায় অনাদির ও কান্না আসিতে লাগিল, চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া সে মাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "যাচ্ছি ব'লে ত আর

একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যাচ্ছি না, তুমি অত ব্যাকুল হচ্ছ কেন? বাবার রাগ না পড়া পর্য্যন্ত আমি ক'দিন তফাৎ থেকে আসি গিয়ে! এতদিন যে কল্‌কাতায় পড়্‌বার জন্য ছিলাম, তাতে ত কাঁদ নি! মনে কোরো আমি বিদেশে পড়্‌তে গেছি; যাব বল্‌ছি, কিন্তু যাব কোথা? তোমার কোল ছাড়া এ বিশ্ব সংসারে ঠাঁই কোথা আছে!"

অনাদির গলা অশ্রু-রুদ্ধ হইয়া আসিল।

চক্ষু মুছিতে মুছিতে গৃহিণী বলিলেন "বৌর কি গতি হবে? ওরে আমার ষেঠের বাছা, তার দশমঙ্গলটা ও যে হোল না গো"—

গৃহিণী উচ্ছ্বসিত বেগে আবার কাঁদিয়া উঠিলেন। অনাদি বলিল "আমি অপরাধ ক'রেছি বলে সে ত আর অপরাধী নয়! বাবাকে জিজ্ঞাসা কোরো—ইচ্ছুক হন্ আর অনিচ্ছুক হন্ তোমরা ছাড়া তার গতি কি! তোমরাই তাকে এনেছো, এখন তোমরা বিমুখও যদি হও তবু তোমরাই তার আশ্রয়!"

"মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব?"

"না। যাবজ্জীবন ভার সইলে এখন এইটুকু ভার কি বোঝা লাগবে?"

গৃহিণী সস্নেহে ছেলের পিঠে হাত বুলাইলেন, অনাদি তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া নীরবে রিক্ত হস্তে এক বসনে গৃহত্যাগ করিল, গৃহিণী পিছন হইতে চেঁচাইয়া বলিলেন "রোজ আমায় একখানা ক'রে চিঠি দিস্ বাবা, আমায় যে মেরে রেখে গেলি!"

অনাদি বাহিরে আসিলে পর অখিলচন্দ্র তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, অনাদি বলিল "একটা কথা; তার সঙ্গে দেখা কর্‌লাম না, বাবা আমায় এই মুহূর্ত্তে চলে যেতে বলেছেন তাই যাচ্ছি! অজ্ঞান বালিকা—বিনা দোষে তাকে অপার দুঃখে ভাসিয়ে গেলাম, আমার

হ'য়ে তুমি তাকে সান্ত্বনা দিয়ো, বোলো আমি আবার আস্‌বো, সে যেন হতাশ হয়ে পড়ে না!" বলিতে বলিতে দুই চক্ষু ছাপাইয়া অনাদির গণ্ড বাহিয়া জল পড়িতে লাগিল, অখিলচন্দ্র নীরবে তাহার সহিত যোগ দিল।

(৪)

হরমোহন দত্ত লোকটী অত্যন্ত কড়া মেজাজের ও একগুঁয়ে স্বভাবের ছিলেন, যখন যাহা বলিতেন তাহা আর ফিরান যাইত না, সে যেন ষষ্ঠী-রাত্রির বিধাতার লেখা—কিছুতেই আর তাহা মোছা সম্ভবপর হইত না। জমিদারী শাসন হইতে আরম্ভ করিয়া পুত্র দৌহিত্রের শিক্ষা বিধান পর্য্যন্ত কোনও খানে তাহার একটি রেখা কোমল ভাবে পড়িত না, করাতের টানের মত তাহা যেখান দিয়া চলিয়া যাইত সেখানেই একটা সুস্পষ্ট বিদারণের রেখা টানিয়া যাইত।

অনাদিকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া দত্ত মহাশয় মনের ভিতর কোনও প্রকার ক্ষোভ বোধ করিলেন না, চারিদিকে যখন তাঁহার পরিবারবর্গ আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি অন্দর ছাড়িয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া বসিলেন এবং স্ত্রীলোকের মূর্খতার দোষটা হৃদয়ের সহিত অনুভব করিতে লাগিলেন। কুল-কলঙ্ক যে পুত্র তাহার জন্য আবার মমতা কিসের! ঘরের ভিতর গৃহিণী যতই কাঁদিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ললাটের উপর ভ্রুকুটির রেখা গভীরতর হইতে লাগিল!

দুপুর বেলা লাবণ্য তাহার ঘরে একলা জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়াছিল, মেজবৌ তাহার ছেলের জন্য একটা কাঁথা সেলাই করিতে দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে তাহা সেলাই করিতেছিল না, তাহার হাত দুখানি অবশভাবে তাহার কোলের উপর বিশ্রাম করিতেছিল ও তাহার দৃষ্টি সম্মুখের শীর্ণ জলধারা ও তরুশ্রেণী ছাড়াইয়া কুসুমফুলের রক্তিম

শিখাময় মাঠ পার হইয়া দূর দিগ্‌রেখার ভিতর ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার মুখে একটা কঠিন বেদনার ছায়া ও নিশ্বাসে একটা দারুণ উৎকণ্ঠার বেগ ফুটিয়া উঠিতেছিল এবং আর্দ্র নেত্র-পল্লবে পতনোন্মুখ অশ্রু কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সে তাহার নিজের চিন্তায় এমন গভীর ভাবে মগ্ন ছিল যে কপাট ঠেলিয়া অখিলচন্দ্র যখন ঘরে প্রবেশ করিল তখনও সে তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। স্তব্ধ মধ্যাহ্নে বৈশাখের তপ্ত বায়ু বাহির হইতে রৌদ্রতাপ ও পথের ধূলা লইয়া তরুর মর্ম্মর স্বরে ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, জলের ধারে অবনমিত তরু-শাখার উপরে চঞ্চল খঞ্জন নৃত্য ভুলিয়া বিরাম সুখ উপভোগ করিতেছিল, বারান্দার কোণে পোষা কুকুর ভুলো শ্রান্তিময় খিন্নতায় তন্দ্রাতুর হইয়া ঝিমাইতেছিল।

বালিকা শালাজের বিষণ্ণ বেদনাতুর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অখিলচন্দ্রের হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া আসিতে লাগিল, অখিলচন্দ্র ডাকিল "বৌঠান! আপনার উত্তর এনেছি"

একটু খানি চমকিয়া উঠিয়া লাবণ্য ফিরিয়া চাহিল, তাহার [illegible]হ দৃষ্টি অখিলচন্দ্রের শূন্য হস্ত হইতে ফিরিয়া আসিল। অখি[illegible]হা বুঝিতে পারিয়া বলিল "আপনি যা খুঁজ্‌ছেন, তা আমি আন্‌[illegible]র নি, অনাদি মনের অস্থিরতায় চিঠি লিখতে পার্‌লে না।"

মৌন চাঞ্চল্যে লাবণ্যের বক্ষস্পন্দন দ্রুত হইতে লাগি[illegible]ত নেত্রে সে অঞ্চলের শিথিল সূত্রগুলি টানিয়া ছিঁড়িতে লাগিল। অখিলচন্দ্র বলিল "নাঃ! তাকে কিছুতেই ফিরাতে পারলাম না! তার কতগুলো * notion আছে যা নাকি সচরাচর কেউ গ্রাহ্য করে না, কওয়া কথা মাত্রকেই সে অলঙ্ঘ্য মনে করে, তার থেকে কিছুতেই তাকে

* ধারণা

* dissuade করা যায় না। প্রথম যখন আমি তার সভার কথা শুনি তখনই আমি অমনিতর একটা কিছুর আশঙ্কা কোরেছিলাম, ভবিতব্য কে খণ্ডাবে!"

লাবণ্য কোনও উত্তর দিল না। চুপ করিয়া রহিল, তাহার মুখ-মণ্ডল হইতে রক্তের আভা অপগত হইয়া ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, অখিলচন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কিন্তু সে বড় কষ্টে গৃহত্যাগ কোরেছে, কায়া রেখে সে ছায়া নিয়ে গেছে, আনন্দ রেখে সে শোক নিয়ে গেছে! এখন সে কল্‌কাতায়-ই যাচ্ছে, টিউশনি করে বি এ দেবে, তার পর যা হয় একটা ঠিক কর্ব্বে। আপনাকে সে তার শূন্য স্থানের স্থলীপদ দিয়ে গেছে, আপনি যেন তার মা বাপের সেবায় কখনও হতশ্রদ্ধ না হন, এইটে সে বার বার বলে দিয়েছে। "পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা" সকলের উপরে আপনাকে এই কথাটা সে স্মরণ রাখ্‌তে বোলেছে, তার নিজের জীবনে যা বিফল হোল, আপনার জীবনের ভিতর তার সফলতার আশা সে রাখ্‌বে।

কর্ত্তিত-কণ্ঠ কপোত-শিশুর মত লাবণ্যের হৃদয় তাহার বক্ষপিঞ্জরের ভিতর ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অখিলচন্দ্রের সমস্ত কথা সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, বিগলিত জলধারার নিকট চাতকবধূ যেমন করিয়া চঞ্চু প্রসারণ করে, তেমনি আপনার অজ্ঞাতসারে সে প্রিয়তমের একমাত্র দান গ্রহণের জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। অখিলচন্দ্র তাহার পকেট হইতে একখানা ছোট্ট ফটো বাহির করিয়া লাবণ্যের হাতে দিল, লাবণ্য ফটোখানি হাতে করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল, ফটোর নীচে অনাদি নিজের হাতে লিখিয়া দিয়াছে "এই ছায়া—কিশোর হৃদয়ের নিষ্কলঙ্ক সুকুমার প্রেম; প্রভাত-পুষ্পের মত সুন্দর, চন্দ্রলেখার মত উজ্জ্বল,

* নিরস্ত

বারিধির মত অগাধ এই প্রেম, আমার এই ছায়ার সঙ্গে তোমায় দিলাম, রক্ষা কোরো”

অখিলচন্দ্র যেরূপ ধীরে ধীরে আসিয়াছিল সেইরূপ ধীরে ধীরে আবার বাহির হইয়া গেল, খোলা দরজা তাহার পিছনে বায়ু-বেগে সশব্দে বন্ধ হইয়া গেল, চৌকাঠের মাথায় একটা গিরগিটি অলস ভাবে স্থির হইয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া তাহা দরজার নীচে গিয়া লুকাইল, বারান্দায় সুপ্ত মিনি চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া অন্যত্র উঠিয়া শুইল।

(৫)

“ওমা শুনেছিস্! ছোট বৌ তার বাপের বাড়ীর লোক ফিরিয়ে দিয়েছে, সেখানে নাকি সে যাবে না,” চুল বাঁধিতে বাঁধিতে বড়বৌ মেজবৌকে এই অত্যন্ত বিস্ময়কর সংবাদটি জানাইলেন।

“তাই নাকি ?” বলিয়া মেজবৌ বেণীরচনা স্থগিত করিয়া সমবেত প্রতিবেশিনী গণের মুখের দিকে তাকাইল। তাঁহাদের মধ্যে যিনি একটু প্রাচীন গোছের ছিলেন, তিনি বলিলেন “তা চাইবে-ই ত না, বাছা, এখনকার কলিকালের মেয়ে ত।”

দরজার কাছে কিরণ দাঁড়াইয়াছিল, সে দিন সে লাবণ্যের খাতা পড়িতে গিয়া যেরূপ অপ্রস্তুত ও স্বামীর কাছে ভংসিত হইয়াছিল, তাহাতে তাহার মনে একটা উত্তাপ জমাট হইয়াছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিল “এটা আর একটা আশ্চর্য্যের কথা কি! মা ত বিয়ে দিতে ভিটে বেচেছেন, গিয়ে থাক্‌বেন কোথা যেতে যে চাইবেন!”

মেজবৌ বলিল “তুমি বোঝ না ঠাকুরঝি, আপন জন যারা, তাদের সঙ্গে দুঃখু কল্লে ও সুখ আছে।”

বড়বৌ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন “কি লো, তুই যে বড় সমঝ্‌দার হয়ে উঠ্‌লি।”

"আহা দিদির যে কথা" বলিয়া মেজ বৌ তাহার বেণী রচনায় পুনশ্চ মনঃসংযোগ করিল। অবিনাশের মাসী বলিলেন "হাঁ গা তোমার শ্বশুরের যে বড় ব্যায়রাম শুন্‌ছি তা তিনি কেমন আছেন?"

বড়বৌ বলিলেন "ভুগ্‌ছেন ত খুব, এরির মধ্যে বড় কাতর হয়ে পড়েছেন! আজ সাতদিন ধরে জর—জ্বরে যেন একেবারে বেহুঁশ হয়ে আছেন।"

"শেষ বয়সে অমন চোটে জ্বর, বড় আশঙ্কার কথা" বলিয়া অবিনাশের মাসী নিশ্বাস ফেলিলেন।

অন্নদা ঠাকুরাণী বলিলেন "হাজার হোক্ বাপের প্রাণ ত বটে, ছেলেটাকে অমন ধারা নিষ্ঠুর হয়ে বার করে দিলেন, আঁতে ত একটা ঘা লেগেছে, আহা তোমার শাশুড়ীর কি কষ্ট!"

বড়বৌ বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন "তা আর বল্‌তে? যুগ্যি ছেলে ত্যাজ্যপুত্র হোল, আবার এ দিকে কি হয় তার ঠিক নেই!"

পাশের ঘরে লাবণ্য মেজবৌ'র ছেলেকে ঘুম পাড়াইতেছিল, বারান্দায় যে সব কথাবার্ত্তা চলিতেছিল তাহা সে পরিষ্কার শুনিতে পাইতেছিল। শিশু যেমন কৌতুকের জন্য পতঙ্গ ধরিয়া তাহার কোমল অঙ্গ ছিন্ন করিতে থাকে, তেমনিতর অকুণ্ঠিত ঔদাসীন্যে তাহারা তাহার অসহায় হৃদয়টুকুকে শত ভাগে ছিন্ন করিতেছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া লাবণ্য খাটের উপর বসিল, তাহার বুকের উপর ভারটা আরো ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, বাহিরে নদী-জলে বিম্বিত তরু লতার অন্ধকারের মত তাহার চক্ষু অন্ধকারময় হইয়া উঠিতে লাগিল। সে বারবার তাহার মনকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, স্নেহ—সে কি সংসারে এতই দুর্ল্লভ; সহানুভূতি—এতই দুষ্প্রাপ্য! লুণ্ঠিত-নীড় বিহগ-শিশুর মত যে চির-পরিচিত প্রিয়জনের স্নেহ-বেষ্টন হইতে তাহাকে সহসা

উৎপাটিত করিয়া আনা হইয়াছে, তাহার জন্য তাহার হৃদয় কিরূপ রুধিরাক্ত হইতেছিল তাহা সে কিরূপে জানাইবে! সে যে স্বেচ্ছায় আপনাকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে! তাহার হৃদয়ের সমস্ত শাখানদী গুলি রুদ্ধ হইয়া গিয়া যে একটি বৃহৎ স্রোতের আবর্ত্ত সৃষ্টি করিয়াছে তাহাকে যে সে আপনার তৃপ্তি দ্বারা খর্ব্ব করিতে পারে না, লঙ্ঘন দ্বারা দুর্ব্বল করিতে পারে না, চাঞ্চল্য দ্বারা হ্রস্ব করিতে পারে না—এ কথা সে তাহাদের কি করিয়া বুঝাইবে! অখিল চন্দ্রের দ্বারা প্রেরিত অনাদির সেই বিদায়বাণীর—সেই তাহার কর্ত্তব্য পালনের উপদেশ ও অনাদির ফিরিয়া আসিবার প্রতিশ্রুতি—ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনের ভিতর ঝঙ্কৃত হইতেছিল, এবং চাতক যেমন বহ্নিময় আকাশের তলে জলের আশায় পক্ষ প্রসারণ করিয়া উড়িতে থাকে, তেমনি করিয়া সে সকলের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের ভিতর বিরাগ ও কঠোরতার ভিতর পরম ধৈর্য্যে দিন যাপন করিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে হরমোহন দত্তের ব্যারাম বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্কটাপন্ন হইতে লাগিল। লাবণ্য প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিল, আহার নিদ্রা ভুলিয়া সে রোগক্লিষ্ট বৃদ্ধের শয্যা-পার্শ্বে অবিরাম উপস্থিত থাকিয়া অক্লান্ত শুশ্রূষা করিতে লাগিল। দেখিয়া একদিন একজন প্রতিবেশিনী বলিল "তা, বউ কিন্তু বাছা শ্বশুরের খুব সেবা করছে।"

শুনিয়া কিরণ ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিল, "এমন কি-ই বা কর্‌ছে, অমন লোকে করে-ই থাকে, আর কোনও কাজ ত আর নেই! আজ ক'দিন ধরে ত আর হেঁশেলের দিক্ দিয়েও যান্ না। ভাগ্যে মা আছে নইলে সংসারের কি উপায় হোত!"

বিস্ময় প্রকাশ করিয়া প্রতিবেশিনী বলিলেন "ওমা তাইত গা ; সে কথা কি আর বল্‌তে ! তোমার মা যে কটা দিন আছেন সেই কটা দিন সব আছে ! কলিকালের মেয়ে—তাদের পেটে কি আর আমরা সেঁধুতে পারি !"

কথা গুলি যে লাবণ্যের অসাক্ষাতে বলা হইল বা তাহাকে গোপন করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল, এমন কিছুই বুঝা গেল না, তাহার সম্মুখেই তাঁহাদের কথা চলিতে লাগিল, লাবণ্য শ্বশুরের জন্য যেমন প্রলেপ বাঁটিতেছিল, তেমনি বাঁটিতে লাগিল, ঘোমটার ভিতর হইতে শুধু একটি ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস বাতাসে মিলাইয়া গেল।

ঔষধ বাঁটা হইলে পর লাবণ্য চলিয়া গেল, কিরণসুন্দরী চোখ ঠারিয়া বলিলেন "দেখ্‌লেন কি দেমাক, তবু যদি দাদা ত্যাগ না করে যেত ! সবাই বাবার দোষ দেয় বটে কিন্তু বৌ যদি দাদার মনের মত হতো তবে বুঝি আবার অমন করে চলে যেতে পারত ! স্ত্রী ত্যাগ অমনি মুখের কথা কিনা !"

প্রতিবেশিনী বলিলেন "তা হবে বাছা, লোকের কত রকমের স্বভাবই থাকে ! এই দেখ না মিত্তিরদের বাড়ীর গিরীশ ছোঁড়া—বলা না কওয়া না, একদিন হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সবাই বলে কি হোল কি হোল, তা আগুণ কি আর ছাই চাপা থাকে গা—তার পর সব কথা বেরিয়ে পড়্‌ল। পোড়ারমুখী বউ ছুঁড়িকে তখন বাপের বাড়ী পার করে দিয়ে এল, তারপর ছেলে ঘরকে এল।"

তাহাদের কথোপকথন নিঃসঙ্কোচে চলিতে লাগিল, এবং কিরণসুন্দরী আপনার বুদ্ধির প্রাখর্য্য মনে মনে অনুভব করিয়া স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

লাবণ্যের সঙ্গে বড়বৌ পালা করিয়া দত্ত মহাশয়ের কাছে রাত্রি জাগরণ

করিতেন, অখিলচন্দ্র ও তাহাতে যোগ দিতে আসিত, কিন্তু বধূরা তাহাকে বড় আমল দিত না, তাহাকে প্রায়ই ফিরিয়া যাইতে হইত।

সেদিন রাত্রে বড়বৌর পালা। ক্রমাগত রাত্রি জাগিয়া বড়বৌ একটু ক্লান্তি অনুভব করিতেছিলেন, দত্ত মহাশয়ের মাথার কাছে বসিয়া তিনি পাখা হাতে করিয়া ঝিমাইতেছিলেন। টং করিয়া ঘড়িতে একটা বাজিল, ক্ষীণ কণ্ঠে দত্ত মহাশয় বলিলেন "আমার ওষুধটা দাও বড় বৌমা"

বড়বৌ উঠিয়া চোখ কচলাইতে কচলাইতে ঔষধ ঢালিয়া দিলেন, দত্ত মহাশয় ঔষধ গলাধঃকরণ করিয়া বলিলেন "কি ওষুধ দিলে বৌমা? ওষুধ ভুল কোরেছ বুঝি, দেখ দেখি।"

বড়বৌ বাতি উস্‌কাইয়া দিয়া শিশিটা আলোর কাছে ধরিলেন, দত্ত মহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এ ওষুধ সে ওষুধ নয়, আমার খেয়েই শরীর যেন কেমন কর্‌ছে, শীগ্‌গীর ছোটবৌমাকে ডাক।"

লাবণ্যকে ডাকিতেই লাবণ্য শশব্যস্তে উঠিয়া আসিল, দত্ত মহাশয় অর্দ্ধ ভগ্ন স্বরে বলিলেন "দেখ দেখি ছোট বৌমা, বড়বৌমা আমায় কি কি ওষুধ খাওয়ালে"।

আলোর কাছে শিশি ধরিয়াই লাবণ্যের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, দত্ত মহাশয় তাহার দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলেন বড়বৌ কি সাংঘাতিক ভুল করিয়াছে, ভয়বিহ্বল স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমায় আপন হাতে বিষ খাওয়ালে বৌমা!"

শিশি হাতে করিয়া লাবণ্য অবশ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দত্ত মহাশয়ের কপালে বড় বড় ঘর্ম্মবিন্দু ফুটিয়া উঠিতে লাগিল ও তাঁহার শরীর এলাইয়া আসিতে লাগিল, তিনি বালিশের উপর পড়িয়া গেলেন। ক্রন্দনোন্মুখী হইয়া লাবণ্য বড়বৌকে বলিল "শীগ্‌গীর ঠাকুর জামাইকে আর মাকে ডাকুন"

বড়বৌ বাহির হইয়া গেল। জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে উঠিয়া বসিয়া দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমার কাছে বোস ছোটবৌমা"

লাবণ্য নত শিরে তাঁহার পায়ের কাছে বসিল, দত্ত মহাশয় তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন, এই শুশ্রূষাকারিণী পরম ধৈর্য্যময়ী বালিকা—যে তাহার সকল দুঃখ ভুলিয়া দুহিতার মত অক্ষুন্ন শ্রদ্ধা ও অনুরাগে তাঁহার সেবা করিতেছে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিরপরাধ পরিত্যক্ত পুত্রের স্মৃতি তাঁহার মনে প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল, পতি-সঙ্গ বঞ্চিতা বধূর দিকে চাহিয়া তিনি তিক্ত আত্মানুশোচনায় জর্জ্জরীভূত হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অনাদির প্রত্যেক কথার স্মৃতি, প্রত্যেক কার্য্যের স্মৃতি, প্রত্যেক ব্যবহারের স্মৃতি পুঞ্জে পুঞ্জে তাঁহার হৃদয় ছাইয়া আসিতে লাগিল, বিষের প্রভাবে যখন তাঁহার চক্ষু আবিল হইয়া আসিতে লাগিল, ইন্দ্রিয় নিস্তেজ হইতে লাগিল, তখন তাঁহার চক্ষের কাছে সেই বশম্বদ শ্রদ্ধাশীল সুপুত্রের মুখচ্ছবি জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল,—জীবনে যে কখন ও তাঁহাকে লঙ্ঘন করে নাই, অমান্য করে নাই, আপনার বৃহত্তম ইচ্ছা দ্বারা ও যে তাঁহাকে একটি ক্ষুদ্র আঘাত প্রদান করে নাই!

দত্ত মহাশয়ের ঘর হইতে বাহির হইয়া বড়বৌ তাড়াতাড়ি গৃহিণীর ঘরে গেলেন ও তাঁহাকে জাগাইয়া বলিলেন "শীগ্‌গীর উঠুন, ছোটবৌ ওষুধ খাওয়াতে ভুল করে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে"

"ওমা বল্‌ছ কি গো, ওগো কি সর্ব্বনাশ কল্লে গো, একি কাল সাপ ঘরে এনেছি গো" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহিণী অসম্বৃত স্খলিত বসনে দত্ত মহাশয়ের কক্ষাভিমুখে দৌড়িলেন, বড়বৌ অখিলচন্দ্রের দরজায় গিয়া করাঘাত করিলেন। শশব্যস্তে উঠিয়া কপাট খুলিয়া অখিলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি হয়েছে?"

বড়বৌ কহিলেন "সর্ব্বনাশ হয়েছে, শীগ্‌গীর চল। ছোটবৌ ভুলে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দিয়েছে"

অখিলচন্দ্র চটি ফেলিয়া ছুটিল সঙ্গে সঙ্গে কিরণসুন্দরী ও ছুটিল, গোলমাল শুনিয়া মেজবৌও জাগিয়া গেল, চাকর বাকর ও অন্যান্য লোকজন উঠিয়া পড়িল, মিনিট দশেকের ভিতর দত্ত মহাশয়ের কক্ষ লোকে লোকারণ্য হইয় গেল।

ডাক্তার আসিবার অগেই দত্ত মহাশয়ের বাক্‌রোধ হইল, লাবণ্য তাঁহার শিয়রে বসিয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া কিরণ চীৎকার করিয়া বলিল "ও রাক্ষুসীকে এখান থেকে বের করে দাও, ওগো কি খুনে মেয়ে গো, কি ডাকাত মেয়ে গো!"

দত্ত মহাশয় চক্ষু খুলিয়া কন্যার দিকে চাহিয়া তাহাকে নিরস্ত হইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন, অনাদি যদি ফিরিয়া না আসে তবে এই অভাগিনী বালিকার কি গতি হইবে তাহা ভাবিয়া তাঁহার চক্ষে দরবিগলিত ধারা বহিতে লাগিল।

বৃদ্ধ দেওয়ান অগ্রসর হইয়া বলিলেন "উইল করিবেন কি?"

দত্ত মহাশয় মাথা নাড়িলেন, অনাদির স্মৃতি মৃত্যু-যন্ত্রণা অপেক্ষা উগ্রতর যন্ত্রণায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছিল তিনি তাঁহার চিন্তাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না। একজন বলিল "উইলের সময় এখন আর নেই, এখন হরিনাম শোনাও"

গৃহিনী চীৎকার করিয়া মুমূর্ষু স্বামীর পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন, কিরণ সুন্দরী, বধূরা ও ছেলেরা ও তৎসঙ্গে যোগ দিল। দেওয়ান মহাশয় অখিলচন্দ্রকে বলিলেন "মেয়েমানুষের মত আপনি যে কাঁদতে আরম্ভ করলেন! ধরুন আগে বাইরে নি, বল তোমরা হরি হরি বল হরি বোল"

অখিলচন্দ্র অশ্রুবিগলিত চক্ষে দত্ত মহাশয়ের পদ ধারণ করিল, দেওয়ান মহাশয় মুমূর্ষুর মস্তক উঠাইলেন। ধরাধরি করিয়া বাহিরে আনিয়া সকলে উচ্চকণ্ঠে বলিল "হরি হরি বল হরিবোল!" নিঃস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রিতে তাহাদের ভয়াবহ কণ্ঠস্বর গ্রামের দূর সীমান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া গেল।

(৬)

শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে লাবণ্যের গৃহের শান্তি বিদায় গ্রহণ করিল। চারিদিক হইতে কঠিন বিদ্বেষ তাহাকে অহরহ বিদ্ধ করিতে লাগিল, চারিদিক্ হইতে ক্রুদ্ধ চক্ষের উদ্গীরিত অগ্নি তাহাকে দহন করিতে লাগিল; কিন্তু সে, সেদিন সেই বজ্রগর্জ্জিত নিশায় সমস্ত আলোড়ন ও আঘাত যেমন অবিচলিত মৌন সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিয়াছিল তেমনি করিয়া তাহার এই নূতন পুরস্কার গ্রহণ করিল। শতকণ্ঠে যখন তাহার উপর চারিদিক্ হইতে প্রশ্ন ও অভিশাপ বর্ষিত হইতে লাগিল, তখন সে ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া মৌন হইয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা ঘরের প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া লাবণ্য নির্জ্জন শয্যায় শুইয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল, পাশের ঘরে তাহার শাশুড়ীর ও অন্যান্য আত্মীয়াবর্গের উচ্চ ক্রন্দন ধ্বনিত হইতেছিল এবং বারান্দায় বধূদের ও সান্ত্বনার্থে আগত প্রতিবেশিনীগণের মৃদু আলাপ শোনা যাইতেছিল। তাঁহাদের ভিতরে কিরণসুন্দরীও ছিলেন, তিনি বলিতেছিলেন "তোমরা যা-ই বল বাপু, আমি ত আগেই বলেছি, ও রাক্কুসে বৌ! কে জানে ঘুমের চোখে ভুল করে খাইয়েছে না ইচ্ছে করে-ই খাইয়েছে।"

কিরণের কথা আশ্রয় করিয়া চারিদিক্ হইতে নানা মতামত প্রকাশিত হইতে লাগিল, অখিলচন্দ্র ঘরের ভিতর হইতে তাহাদের

কথা শুনিতে পাইয়া কিরণের উপরে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইল এবং লাবণ্যকে কিছু বলিয়া সান্ত্বনা দিতে পারে কি না দেখিবার জন্য তাহার ঘরে গেল।

দরজার কাছে দাঁড়াইয়া অখিলচন্দ্র ডাকিল, "বৌঠান!"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল, অখিলচন্দ্র বলিল "আমায় দেখে ভয় পাবেন না, এঁদের কথার উপর আমি খুব কম-ই নির্ভর করি, বাতাসে উড়িয়ে-নেওয়া ধূলোর মত যাদের মন জনরবের সঙ্গে উধাও হয়ে চলে, তাদের কথা পাগলের প্রলাপের চেয়ে ও অবিশ্বাস্য।"

লাবণ্য কিছু বলিল না। তাহার সাম্‌নে খোলা জানালা দিয়া নবোদিত পঞ্চমীর চন্দ্র ঘরের ভিতর উঁকি দিতে লাগিল, দূর প্রান্তর হইতে কুসুম ফুলের পরাগ এবং নদী-গর্ভ হইতে জলজ উদ্ভিদ ও আর্দ্র মৃত্তিকার গন্ধ বহন করিয়া একটা দমকা বাতাস ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল ও ওপারের তরুতল হইতে লুণ্ঠিত কতকগুলি শুষ্ক-পত্র ঘরের মেঝেতে ছড়াইয়া দিয়া গেল, জানালার কাছের তরু শাখা হইতে একটা পাখী তাহার সঙ্গে সঙ্গে পাখা নাড়া দিয়া উঠিল। অখিলচন্দ্র চেয়ার টানিয়া জানালার কাছে বসিয়া বলিল "কিছু যদি মনে না করেন তা'হলে আপনারে কাছ থেকেই আমি এ কথার উত্তর শুন্‌তে চাই, আচ্ছা ওষুধ সেদিন কে খাইয়েছিল?"

লাবণ্য বলিল "আমি সে দিন ওষুধ খাওয়াই নি।"

"তা হ'লে এটি বড় বৌঠানের কল কাঠি? সাবাস্ বটে! নিজে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আপনার উপর দোষ চাপিয়েছেন!"

লাবণ্য কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল, তাহার চক্ষু জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অখিলচন্দ্র বলিল "তা আপনি অমন দোষ স্বীকার করে নিচ্ছেন কেন? কেন এটা সবাইকে ভেঙ্গে বল্‌ছেন না?"

"আমার দোষ নেই, একথা বলতে গেলে দিদির অপরাধটা আগে প্রমাণিত করা হবে। তিনি না বুঝে আমার সঙ্গে যা-ই করুন আমি কি করে তাঁর চরিত্রে দোষারোপ কর্‌ব! আমি তা পারবো না।"

অখিলচন্দ্র বড় বধূর প্রতি একটা সঘৃণ ভাব প্রকাশ করিয়া বলিল "জানি না, বড় বৌঠান কি করে আপনার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন! আপনাকে কিন্তু ধন্যবাদ, কি ক'রে আপনি মিছিমিছি এতটা সহ্য কর্চ্ছেন?

"ভারবাহী গাধার সহিষ্ণুতা না থাক্‌লে চলে না, ওটা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়, ওটা না থাকলে হয়ত তাকে পৃথিবী হতে লুপ্ত হয়ে যেতে হোত"

ক্ষুণ্ণ ভাবে অখিলচন্দ্র বলিল "তা আপনি ঠিক্ বোলেছেন আপনাদের আমরা ভারবাহী গর্দ্দভের চেয়ে বড় বেশী উঁচুতে রাখিনি।"

লাবণ্য ম্লান মুখে একটু হাসিয়া বলিল "এবার আপনি বিপথে চল্‌ছেন ঠাকুর জামাই, সমাজ ও সংসারের ভিতর যারা আবর্জ্জনার ভিতর স্থান পেয়েছে।

তাহার জন্য এতটা * sympathy খরচ কর্লে লোকে আপনার বুদ্ধি জিনিসটার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হবে।"

আপনারা যদি এত † oppression bear কর্ত্তে পারেন তবে এইটুকু সহ্য করা কি আমাদের পক্ষে এতই কঠিন?"

"সম্ভবতঃ! চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথীর বেদন—

তাহার কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে অখিলচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বিধাতার সৃষ্টিতে সব জায়গায়ই মাপকাঠি থাকে না, এটা আপনি ভুলে যাচ্ছেন"

---

* সহানুভূতি।
† অত্যাচার সহ্য।

লাবণ্য বলিল "আমি * ingratitude এর প্রমাণ দিচ্ছি বটে, হাতের কাছের প্রমাণ ফেলে দূরের অনুমাণকে সত্য ধরছি।"

লাবণ্য কথাটা যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে, অখিলচন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিল, এবং নিজের সেই কথাটাকে ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল এমন সময় কিরণ প্রদীপ-হস্তে লাবণ্যকে খুঁজিতে সে ঘরে আসিল ও অখিলচন্দ্রকে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কুপিত কটাক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া প্রস্থান করিল। লাবণ্য শশব্যস্তে উঠিয়া তাহার অনুগমন করিল; অখিলচন্দ্রের সহানুভূতি যে তাহার নয়ননীরে শোধ করিতে হইবে তাহা সে চকিত দীপালোকে কিরণের ভ্রুকুটিবদ্ধ ললাটে পাঠ করিয়া লইল। অখিলচন্দ্র বসিয়া বসিয়া একটা ঝটিকা কল্পনা করিতে লাগিল।

সেদিন রাত্রে অখিলচন্দ্র যখন আপনার ঘরে শুইতে গেল, তখন মানভঞ্জনের জন্য কোন্ সরস পন্থাটি অবলম্বন করিবে তাহার জন্য তাহাকে বিস্তর ভাবিতে হইল। দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহার অনুমান অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল, সে ঘরে গিয়া দেখিল কিরণ বিছানার এক পাশে সরিয়া মাথায় ও গায় কাপড় জড়াইয়া শুইয়া আছে। বহু সুললিত ব্যক্যালঙ্কার-বিশিষ্ট সম্বোধন কারকের ব্যয় করিয়াও সে তাহার মলিন মুখচন্দ্রমা দেখিতে পাইল না তখন সে মৃদু গুঞ্জনে গান ধরিল "গৃহিণী আমার সচিব আমার প্রেয়সী আমার প্রাণের বল, কেন গো তোর এ মলিন বসন, কেন গো তোর এ নয়ন জল" কিন্তু কিরণ তাহাকে ভ্রুকুটি শাসন করিয়া কোনো অপবাদ দিতে উদ্যত হইল না, বরঞ্চ ঘোমটাটা আরো লম্বা করিয়া টানিয়া দিল। তখন অখিলচন্দ্র তাহাকে হাতে ধরিয়া নিজের কাছে টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল, রাগিয়া উঠিয়া কিরণ

* অকৃতজ্ঞতা।

তাহার হাত ছাড়াইয়া নিয়া বলিল, "আর ন্যাকামি করতে হবে না আমার সব জানা আছে"

একটুখানি আহত হইয়া অখিলচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল "কি তোমার জানা আছে কিরণ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার ভণ্ডামী আমি সব জানি"

"কি ভণ্ডামি?"

"যে তোমার প্রেয়সী, প্রাণ, তাকে গিয়ে এসব সম্ভাষণ শুনাও আমায় কেন?"

গম্ভীর হইয়া অখিলচন্দ্র বলিল "বুঝে কথা বোলো, রাগের মাথায় যা-ইচ্ছা-তাই বোল না"

"কল্লেই বলতে হয়, না কল্লে আর কে বলতে যায়"

"কেন আমি কি করেছি?"

"তুমি না হয় অন্ধ হয়ে গেছ, তা বলে আমরাত আর হইনি"

অখিলচন্দ্র উত্তপ্ত হইয়া উঠিল বলিল "জান; তুমি কি ভয়ঙ্কর কথা বোলছো! তুমি বলে, অপরে এরকম কথা বলে আমার কাছ থেকে কখনই সেরে যেতে পারত না"

মুখের কাপড় ফেলিয়া কিরণ উঠিয়া বসিয়া বলিল "ইস্! ভারী ভয় দেখাচ্ছ যে? অত ঘুরিয়ে কথা বলবার দরকারটাই বা কি, সোজাসুজি বল্লেই হয় যে আমায় তুমি মারতে চাও; তা আমিও বলি, তুমি বলে এরকম শাসাচ্ছ, আর কেউ হলে ভেবে দেখত যে কার বুঝে কথা বলা উচিত" বলিয়া সে উঠিয়া ঝনাং করিয়া বেগে কপাট খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেজবৌ তাহার শয়নকক্ষে বসিয়া ছেলেকে দুধ খাওয়াইতেছিল, বড়বৌ সেখানে বসিয়া রোরুদ্যমান খোকা বাবুর নিকট বোয়াল মৎস্যের

নৌকা অপহরণ দেখিয়া নর্ত্তনশীল ভোঁদড়ের কথা ও লাল গামছা দ্বারা টিয়ের মায়ের বিবাহ ব্যাপারের কথা সাড়ম্বরে বলিতেছিল, এমন সময় কিরণ ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে সেখানে গিয়া পড়িল, মেজবৌ বিস্ময়ে হাতের ঝিনুক মাটিতে ফেলিয়া বলিয়া উঠিল "ওকি ঠাকুরঝি" !

বড়বৌ তখন ক্ষীরনদীর কূলে খোকা বাবুর মৎস্য ধরিতে যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন, ছিপ ও মৎস্য ঘটিত দুর্ঘটনাটি তিনি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন, বলিলেন "তাইত! ও কিরণ, কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে এলি কেন?"

কিরণ কাহার ও কথার উত্তর দিলনা, দ্বিগুণ বেগে কাঁদিতে লাগিল, তখন বড়বৌ উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া কাছে বসাইলেন, বলিলেন, "আহা বল্‌না অখিল বকেছে নাকি? এর-ই ভিতর এত রাগ, আর ত দিন পড়েই আছে!"

হাসিয়া মেজবৌ বলিল "তার পর যখন এই 'আগাগোড়া মধুর'-ব্যাপার 'পুরাতনে অম্ল মধুর' হয়ে উঠ্‌বে তখন না জানি কত 'ঝাঁঝালো' হবে"

বড়বৌ তাহাকে চোখ ঘুরাইয়া বলিলেন "নে তোর রঙ্গ রাখ্‌, মেয়ে কেঁদে খুন হচ্ছে, আর ওর রঙ্গ উঠ্‌ছে! বল্‌ না লো কাঁদছিস্‌ কেন? ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কিরণ বলিল "আমি ও ঘরে শুতে যাব না"

বড়বৌ বলিলেন "যাবিনে কি! সে আবার কি কথা?

কিরণ বলিল "আমায় গাল দিয়েছে"

ঝঙ্কার দিয়া মেজবৌ বলিয়া উঠিল "ওমা, মানুষ চেনা ভার! এই শান্ত শিষ্ট মানুষ সে অমন গোঁয়াড়?"

ঠোঁট ফুলাইয়া কিরণ বলিল "আমায় নাকি সে খুন করে ফেল্‌বে"

উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল যেখানে মাথার উপর অনবরত কঠিন রৌদ্র তাপ ও পদতলের সদাবিক্ষিপ্ত অপরিমেয় শিথিল বালুকার পরিবর্ত্তন একেবারে অসম্ভব।

সেদিন সন্ধ্যা বেলা অখিলচন্দ্র একলা ঘরের ভিতর পাইচারী করিতে-ছিল। কিরণের মৃত্যুতে সে যে খুব বেশী কাতর হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, কারণ ইতিমধ্যে তাহাদের ভিতর এমন সব ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছিল যাহা তাহাদের দাম্পত্য-বন্ধনটিকে কথঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু শোকে মুহ্যমান না হইলে ও সংসারের বিচিত্র বর্ণোচ্ছ্বাস তাহার নিকট বিবর্ণ বোধ হইতেছিল, ও তাহার সমস্ত নিরানন্দ ভবিষ্যৎটা মৃতের শীতল স্পর্শের মতন তাহার বক্ষ-লগ্ন হইয়া ফিরিতে ছিল। জানালার কাছে একটু খানি দাঁড়াইয়া অখিলচন্দ্র আবার তাহার পরিমিত পাদক্ষেপ পুনরায় আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, এমন সময় লাবণ্য হাস্যমুখে তথায় প্রবেশ করিল; অখিলচন্দ্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কি বৌঠান আজ আপনাকে এত * Jolly দেখাচ্ছে যে যমুনায় জল আনতে গিয়ে—"

লাবণ্য কুপিত চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া গমনোদ্যত হইল, অখিলচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল "আরে না না, যাবেন না, আমার কথা আমি ফিরিয়ে নিলাম, "কিন্তু আজ হঠাৎ এ + Change কেন!"

"ছেলে বেলার একটা গল্প মনে পড়ছিল"

"কি গল্প?"

"এক রাজা এক রাক্ষসী বিয়ে করে এনেছিলেন। মাস না যেতে

* প্রফুল্ল।

\+ পরিবর্ত্তন।

হাতীশালে হাতী মল্ল´, ঘোড়াশালে ঘোড়া মল্ল´, গোশালায় গরু মল্ল´ দাস দাসী প্রজারা মল্ল´, রাজা মল্লে´ন রাণী মল্লে´ন—

"বিলক্ষণ! আপনি 'ঠাকুরমার ঝুলির' দ্বিতীয় সংস্করণ ব'ার কর্ত্তে যাচ্ছেন নাকি?"

"আমি বার কচ্ছি না বটে, কিন্তু শুনে এলাম"

"কোথায়?"

"ঘাটে"

"বটে? কিরকম শুনলেন?"

"শুনুন। আমি ঘাটে জল আন্‌তে গিয়েছিলাম, হঠাৎ আমায় দেখে আর যাঁরা সেখানে জল আন্‌তে গিয়েছিলেন তাঁরা হাসির মাঝখানে থেমে গেলেন, একজনের কোলে একটি ছোট ছেলে ছিল, তাড়াতাড়ি তিনি তাকে আঁচল দিয়ে ঢেকে ফেল্লেন, বিয়ের জন্য একদল মেয়ে জলকে আমন্ত্রণ কর্ত্তে এসেছিল তারা আমাকে এঘাটে দেখে অন্য ঘাটে ফিরে গেল—তারা সবাই কাণাকাণি কর্চ্ছি´ল যে এই বাড়ীটিতে যে পরিবর্ত্তন হয়েছে তার মূলে আমি, যাঁরা এখান থেকে চলে গিয়েছেন তাঁদের দিয়ে আমি নাকি ক্ষুন্নিবারণ করেছি"

অখিলচন্দ্র বলিল * "This is the honour which vice pays virtue! কিন্তু এই কথায় আপনার এত কৌতুক?"

হঠাৎ লাবণ্যের মুখ পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, সে বলিল "এতেও আমার কৌতুক! বাইরে ঐ নদী দেখ্‌তে পাচ্ছেন ঠাকুর জামাই? ঐ রবি-ছবিময়, ফুল-পল্লব-বিম্বময়, ফেন-পুঞ্জময় নদীবক্ষ কি সুন্দর! কিন্তু তার নীচে তার গোপন অন্তঃস্থলে কি কণ্টক, কি কর্দ্দম, কি

* অধর্ম্ম ধর্ম্মকে এইরূপ সম্মান-ই প্রদর্শন করিয়া থাকে।

আবর্জ্জনা! ভয়াল জলচর সমূহে উপদ্রুত সে কি শব্দহীন অন্ধকার! একটা নিস্তরঙ্গ সুবৃহৎ শোক অনন্ত নিশার মত সেখানে অহরহ জেগে আছে সেখানে আলো নাই বিশ্ব নাই, পরিবর্ত্তন নাই—আছে শুধু তার দুঃসহ ভার!"

লাবণ্যের শেষ কথাগুলি তাহার উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে কাঁপিয়া গেল, আজ তিন বৎসর অনাদির কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তাহার সেই নিঃস্তব্ধ বেদনার অপার কাতরতা তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। ব্যথিত মনে অখিলচন্দ্র বলিল "আমায় ক্ষমা করুন বৌঠান, আমি অতটা বুঝ্‌তে পারিনি।"

লাবণ্য বলিল "অনেকেই এরকম বলে। তারা মনে করে শোকের জন্য সন্তাপিত হওয়ার যে কোমলতা বিধাতা আমায় তা দেন নি। কিন্তু জবার সান্নিধ্যে মণির যে লালিমা, তা যেমন তার নিজস্ব নয়—তেমনি এই প্রফুল্লতা, এ শুধু বহমান বহিঃপ্রকৃতির একটা ছায়াপাত মাত্র, এ আমার হৃদয়গত নয়।"

অখিলচন্দ্রের নিশ্বাস পড়িল, তাহার হৃদয় মধ্যে যে বেদনা সুপ্ত ছিল, লাবণ্যের বিষণ্ণ কণ্ঠস্বরে তাহা জাগিয়া উঠিল, লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া সে নিজের মনোভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

(৮)

"আমার ত আর কিছুতেই মন ঢোকে না বাবা, আমায় একবার তীর্থ দর্শন করিয়ে আন" গৃহে অতিষ্ঠ হইয়া গৃহিণী একদিন অখিলচন্দ্রকে এই কথা বলিলেন। শুনিয়া অখিলচন্দ্র বলিল "তা বেশ ত, চলুন এই পূর্ণিমার আগেই আমরা রওনা হই।"

চক্ষের জল ফেলিয়া গৃহিণী বলিলেন "যা হবার তা ত হোল, এখন অনাদির একটা খবর পেলেও আমার বুক জুড়োত! আহা, নিরপরাধ

বাছা আমার, তাকে অমন করে তাড়িয়ে দিলে—সে চোখের জলে ভেসে চলে গেল! কি করে আমি আমার মনকে বোঝাব? আমার বুকের ভেতর চিতার আগুন নিভে এল কিন্তু এ তুষের আগুন ত নেভে না!"

অখিলচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "কেন আপনি অত ভাব্‌ছেন? অনাদি হয় ত অভিমান ক'রে খবর দিচ্ছে না, কিন্তু আর কতদিন চুপ করে থাকবে! খবর এই পেলেন বলে!"

"তোমার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক বাবা তাই যেন হয়" বলিয়া গৃহিণী মালা জপ করিতে লাগিলেন।

লাবণ্য অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে এই পর্য্যটনের বার্ত্তা গ্রহণ করিল, তাহার মনে একটা ক্ষীণ আশা জাগিতে লাগিল যদি দৈবাৎ ইহার কোন খানে অনাদির কোনো সন্ধান পাওয়া যায়।

কয়েকদিন পর্য্যন্ত লাবণ্যের আর কোন অবকাশ রহিল না, গৃহস্থালীর অশেষবিধ দ্রব্যের রক্ষণ-ব্যবস্থা ও শৃঙ্খলা-বিধান করিয়া আবশ্যকীয় জিনিস পত্র সঙ্গে লইবার জন্য প্রস্তুত করিতে লাগিল, ক্ষীণ সূতার মত সেই একটি আশা, অস্পষ্ট রেখার মত সেই একটু আলো, প্রবলবেগ প্রস্রবণের মত তাহার হৃদয়ে একটা অক্লান্ত উদ্যমের ধারা ঢালিয়া দিতে লাগিল। অবশেষে একদিন প্রত্যূষে গৃহদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া যাত্রীত্রয় নৌকা খুলিয়া দিল।

লাবণ্য নৌকার দুলুনি সহিতে না পারিয়া শুইয়া পড়িল, বাহির হইতে অখিলচন্দ্র ডাকিয়া বলিল "এবার বৌঠান, আপনি কিন্তু বড় সদ্দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন না" বলিয়া লাবণ্যের দিকে চাহিতেই অখিলচন্দ্র থামিয়া গেল, কারণ লাবণ্য বাহুদ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, ও তাহার উপাধানের উপর সদ্য পতিত অশ্রুর চিহ্ন দেখা যাইতেছিল।

বাস্তবিক লাবণ্য কাঁদিতেছিল। নৌকা বহিয়া যাইতেছিল, একটির পর একটি করিয়া বাড়ী ছাড়াইয়া, তাহার পরিচিত প্রিয় পথগুলি ও ছায়াচ্ছন্ন ঘাটগুলি ছাড়াইয়া, নদীর শীর্ণ শাখাটুকু ছাড়াইয়া ক্রমশঃ অকূল বিস্তারের ভিতর নৌকা অগ্রসর হইতেছিল। এই গ্রামের শেষ সীমানা—ওই তাহাদের বাড়ীর শেষ রেখা—নিশ্বাস ফেলিয়া লাবণ্য মনে মনে বলিল "তীর্থ? আমার তীর্থ আমি ফেলে এলাম! তাঁর প্রথম পদবিক্ষেপের চিহ্ন এই বাড়ীর ভিত্তিতে লীন হয়ে আছে, দেয়ালের গায় সেই সব ধূলি-মলিন চিহ্নগুলি তাঁর করস্পর্শ ধারণ করে আছে—এই গৃহে তিনি শৈশব হ'তে কৈশোরে, কৈশোর হ'তে যৌবনে উপনীত হয়েছেন, তাঁর চিহ্ন, তাঁর ছায়া তার অণুতে অণুতে জেগে আছে—আমার এ পরম তীর্থ আমি ছেড়ে এলাম" বাহুর নীচে মুখ লুকাইয়া লাবণ্যলেখা নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। তরুর মর্ম্মর ও জলের অশ্রান্ত কলকল্লোল তাহার কাণে আসিতে লাগিল, মধ্যাহ্নের সূর্য্য-কর-দীপ্ত কুসুমফুলের রক্তিম শিখাময় মাঠের দীপ্তি তাহার চক্ষে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, চারিদিক হইতে আর্দ্র মৃত্তিকা ও জলজ উদ্ভিদের গন্ধ তাহার নাসারন্ধ্রে ভরিয়া আসিতে লাগিল, তাহার সর্ব্বদেহে সমস্ত গ্রামের ছায়া-স্নিগ্ধ সৌকুমার্য্য ছাইয়া আসিতে লাগিল, ধীরে ধীরে সে ঘুমাইয়া পড়িল।

যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন সূর্য্য সম্মুখের দিকে নদীর জলের ভিতর অবতরণ করিতেছিল, দিবসের উত্তাপ কমিয়া গিয়া নদী-নীর-স্নাত স্নিগ্ধ বাতাস মাঠের উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছিল। নৌকা এতক্ষণে নদীর মোহানা ছাড়িয়া একটা খালের ভিতর আসিয়া পড়িয়াছিল লাবণ্য বাহিরে আসিয়া নদীর জলে পা ডুবাইয়া বসিল, অস্তগামী সূর্য্যের আলোক-বিম্বিত তরল কাঞ্চন-সন্নিভ জল তাহার পায়ের উপর দিয়া মধুর কল্লোলে বহিয়া যাইতে লাগিল, মাঠের উপর হইতে বাতাস আসিয়া অঙ্ক-

লোভী শিশুর মত তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল, লাবণ্যের বিষাদক্লিষ্ট মুখ তাহার স্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের নৌকা গ্রামের পথ দিয়া চলিতেছিল, চারণভূমি হইতে প্রত্যাগত গাভীর দল ঢালু তীর হইতে জল পান করিতেছিল, ছোট ছোট কুটীরগুলির অঙ্গনে ছেলের দল কল-হাস্যে প্রসন্ন-কান্তি সন্ধ্যাকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল, কিশোর-বয়স্কা একটি বালিকা একটা তক্তার উপর লাল একখানা সাড়ী পরিয়া পদ-তাড়নায় কুসুমফুলের রেণু নিষ্কাশ করিতেছিল, লাবণ্য অখিল-চন্দ্রকে ডাকিয়া বলিল "ঠাকুর জামাই, দেখে যান"

অখিলচন্দ্র বাহিরে আসিল, লাবণ্য বলিল "মালবিকাগ্নিমিত্রের একটা দৃশ্য দেখ্‌বেন?"

হাসিয়া অখিলচন্দ্র বলিল "আপনার যে আবার ষ্টেজের বিদ্যাও আছে তা ত জানতাম না"

"যান আপনি ভারি বিদ্‌ঘুটে লোক! ঐ দেখুন অশোকের দোহদ ক্রিয়া" বলিয়া লাবণ্য সেই বালিকাকে দেখাইয়া দিল।

অখিলচন্দ্র বলিল "আপনার মত কবির সঙ্গ পেলে মালবিকা কেন, স্বয়ং কালিদাসকেও দেখ্‌তে পেতে পারি"

নৌকায় পড়িবার জন্য লাবণ্য সঙ্গে একটা বই আনিয়াছিল, বাক্সের উপর হইতে সেখানা তুলিয়া নিয়া অখিলচন্দ্র বলিল "এই বইখানা কি?

"The murder of Delicia."

"মেরি করেলির? রক্ষা করুন, ঐবই গুলো পড়ে আপনার কাজ নেই"

"কেন?"

ও'র বই অত বেশী পড়লে আপনি বদ্‌লে যাবেন—উনি একজন * man-hater."

* পুরুষ-দ্বেষ্টা।

"আপনারা তাঁকে * misjudge কচ্ছেন! তিনি জগতের সেই অনাবৃত বাস্তব ছবিটি দেখান যাতে অভিযুক্ত দল নিজের প্রতিকৃতি দেখে শিহরিত হয়! লোকে লেখাকে একটা † pleasure মনে করে- যা শুধু তাদের ‡ sense কে পুলকের দোল দিয়ে যাবে, তার ভিতরে তারা বিচারকের সেই কঠোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চায় না যা তাদের সমস্ত আবরণকে ছিন্ন করে তাদের নগ্ন প্রকৃতির মূলে গিয়ে পৌছুবে।

অখিলচন্দ্র বলিল "আপনি ঠিক্ বলেছেন বটে! § mankind সভ্যতার দ্বন্দ্বে এত কৃত্রিমতায় পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ছে যে প্রত্যেক বিষয়েই সে আসল বিষয়ে অভাবগ্রস্ত হচ্ছে, লেখার ¶ divine aspect টিকে সে ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলছে, তাই তার চার দিক্ দিয়ে অসংখ্য প্রবাহ থাকা সত্বেও সে একটি নির্ম্মল স্বচ্ছ ধারার অভাবে তৃষ্ণা বারণ কর্‌তে পার্‌ছে না"

লাবণ্য বলিল "কাজে কাজেই! যখন দেখা যায় যে লেখক তাঁর নিজের লেখার ভিতর যে সুরটি ঝঙ্কারে বাজিয়ে তুলছেন তার গোড়াটিকে তিনি নিজের জীবনের তারের ভিতর বেঁধে না রেখে দক্ষিণের অলস বায়ুর মত শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠার উপর দিয়ে ভাসিয়ে দিচ্ছেন তখন তা অন্তঃসারহীন বীচির মত পচে যায়, অঙ্কুর উদ্গত কর্ত্তে পারে না!

"আপনি এই বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখুন না!"

সহসা লাবণ্যের মুখে বেদনার কালিমা দেখা দিল। ঠিক্ এই ভাবের একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধ অনাদির পুরাতন খাতায় সে পাঠ করিয়াছিল। তখন তাহার অসম্পূর্ণ পদটি বুভুক্ষিত আত্মীয়ের মত নীরবে তাহার নিকট

* অবিচার।
† সন্তোষ।
‡ অনুভূতি।
§ মনুষ্যজাতি।
¶ মহান্ মূর্ত্তি।

যে কাতর আকুতি প্রেরণ করিয়াছিল, সেই নিঃসহায় পীড়িত ভাবটি তাহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল, চোখের পাতা নত করিয়া সে সঞ্চর মান অশ্রু বিন্দু গোপনের প্রয়াস পাইতে লাগিল।

(৯)

কাশীতে আসিয়া গৃহিণী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। লাবণ্য ও অখিলচন্দ্র প্রাণপণ যত্নে তাঁহার সেবা করিতে বাগিল। বার্দ্ধক্য ও রোগের সঙ্গে সম্মিলিত রোগের গতি দিন দিন তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। রোগশয্যায় পড়িয়া গৃহিণী শুধু অনাদির নাম নিতেন, কিন্তু অনাদির কোনও খবর পাওয়া গেলনা, কক্ষভ্রষ্ট তারার মত সংসারের গতিপথ হইতে স্খলিত হইয়া সে যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহার কোনো সন্ধান মিলিল না।

অখিলচন্দ্র গৃহিণীর মাথার কাছে বসিয়া বাতাস দিতেছিল; এমন সময় লাবণ্য তাঁহাকে ঔষধ খাওয়াইতে গেল, গৃহিণী অখিলচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিল "আমার ওষুধটা তুমিই দিয়ো বাবা এই শেষ বয়সে অপঘাত মৃত্যু হ'লে ম'লে সদ্গতি হ'বে না"

গৃহিণী তদবধি লাবণ্যকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই, বাৎসল্যের পরিবর্ত্তে তাঁহার উপর তাহার একটা কঠিন বিদ্বেষ সঞ্জাত হইয়াছিল, তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছিলেন না যে তাঁহার এই কঠিনতম দুর্ভাগ্য তাহার হস্তের ফল।

গৃহিণীর কথায় লাবণ্য আহত হইয়া অখিলচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল, অখিলচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেলাসটা হাতে নিল, বলিল " এটা আপনার অত্যন্ত ভুল, আপনি যে বৌদের এত প্রশংসা কর্ত্তেন, তাঁরা ত সময় দেখে সব সরে পড়্লেন, আপনার সেবার জন্য সেই ছোট বৌ-ই আপনার কাছে পড়ে আছে "

"পড়ে আছে গতিকে, অনাদি থাক্‌লে সেও তফাৎ হোত! তবে অনাদি আমার সে ছেলে ছিল না, সে যে 'মা' 'মা' ক'রে প্রাণ দিয়েছে" বলিয়া গৃহিণী নিশ্বাস ফেলিলেন। লাবণ্য উঠিয়া গিয়া বাহিরে দাঁড়াইল একটা কঠিন বেদনায় তাহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে কি করিয়া বুঝাইবে যে কত খানি ভক্তি ও অনুরাগে সে আপনার ব্যর্থ জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাহার পতি-হীনা পুত্র-পরিত্যক্তা শ্বশ্রূকে জড়াইয়া রহিয়াছে! তাহার সেই অপরিমেয় নিষ্ফল দাবী তাহাকে কঠিনরূপে পীড়ন করিতে লাগিল রেলিং এর উপর ললাট রক্ষা করিয়া সে নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

খানিক পরে অখিলচন্দ্র উঠিয়া আসিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইল, ক্ষুব্ধ স্বরে সে বলিল "অন্ধ আর কাকে বলে! আপনার মত বৌ পেয়েও চিন্‌তে পাল্লে না"

তাহাকে বাধা দিয়া লাবণ্য মাথা উঠাইয়া বলিল "না না ঠাকুর জামাই এ রকম কথা আপনি আমাকে বল্‌বেন না, আমি জানি আমি তাঁদের স্নেহের যোগ্য নই! ম'র যে রকম অবস্থা দেখ্‌ছি তাতে তিনি এ যাত্রা টিঁক্‌বেন না—বিধাতা যে একটি মাত্র সান্ত্বনা আমায় দিয়ে ছিলেন তা হ'তেও আমি বঞ্চিত হ'ব, যাঁর পদসেবা করে আমার সমস্ত নিষ্ফলতার বেদনা আমি বিস্মৃত হ'তাম,—সমস্ত নিরাশার নিপীড়নকে তুচ্ছ কর্ত্তাম—তা আর আমি পাব না" বলিতে বলিতে লাবণ্যের কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল, বাম হস্তে চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া সে নীরবে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু অশ্রুপাতে জগতের গতি-চক্র পরিবর্ত্তিত হয় না, সে দিন রাত্রিতে গৃহিণীর অবস্থা খারাপ হইয়া আসিল, পরদিন প্রত্যূষে তাঁহার সমস্ত যন্ত্রণার পরিসমাপ্তি হইল।

(১০)

লাবণ্যদের বাড়ীটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত ছিল। রেলিং দেওয়া বারান্দা, তাহার নিম্নে গঙ্গার দুরবিস্তৃত প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে। পাথরের সিঁড়ীতে অবিরাম খর স্রোত আহত হইয়া আবর্ত্ত-ভঙ্গে ক্রুদ্ধ কল্লোলে ছুটিয়া চলিয়াছে ; শুক্লা রাত্রির জ্যোৎস্না তাহার সর্ব্বাঙ্গে নাচিতেছে ঝিকি-মিকি করিতেছে, তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। স্থানে স্থানে ভাসমান পূজার নির্ম্মাল্য পুঞ্জীভূত হইয়া অন্ধকার রচনা করিয়াছে। তীরের অগণিত সৌধ চূড়া ও দেব মন্দিরের পিত্তল ও কাঞ্চন-গোলকের দীর্ঘ ছায়া তাহাতে কম্পিত হইতেছে।

রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া লাবণ্য একদৃষ্টে গঙ্গার দিকে চাহিয়াছিল, চাহিয়া, চাহিয়া শ্রান্ত অবসন্ন ভাবে নিশ্বাস ফেলিয়া লাবণ্য বলিল "কত দিন আর কতদিন!" গৃহিণীর মৃত্যুর পর তাহার শূন্যতা আরো দ্বিগুণ হইয়া উঠিতেছিল, সে কিছুতেই আর স্বস্তি পাইতেছিল না। কর্ম্ম-হীন দীর্ঘ দিবস পাষাণ-চক্রের মত তাহার বুকের উপর দিয়া গড়াইয়া নামিতেছিল, সে আর তাহা বহন করিতে পারিতেছিল না! তাহার নির্জ্জন শয়নকক্ষের দেয়াল গুলি কারাকক্ষের মতন তাহাকে চারিদিক্ হইতে চাপিয়া ধরিতেছিল! ক্লান্ত মনে সে মাটির উপর বাহু উপাধান করিয়া শয়ন করিল, তারকালুপ্ত আকাশের মাঝখান হইতে শুক্ল পক্ষের অসম্পূর্ণ ম্লান চন্দ্র তাহার মুখের উপর চাহিয়া রহিল একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল ; সে ঘুমাইয়া পড়িল।

বৈশাখ মাস, অসহ্য উত্তাপে অখিলচন্দ্র বিনিদ্রনেত্রে বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল, অনেকক্ষণ এ পাশ ও পাশ করিয়া সে বাহির হইয়া আসিল, তাহার পায়ের শব্দে লাবণ্যের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু অখিল চন্দ্র সে দিন তাহাকে দেখিয়া ফিরিয়া গেল না, চারিদিক্ হইতে

তাহার চক্ষু ফিরিয়া আসিয়া লাবণ্যের জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত সুপ্ত মুখের উপর লগ্ন হইয়া রহিল, লাবণ্য তাহার নিষ্পলক দৃষ্টির প্রবলতা আপনার মুখের উপর অনুভব করিয়া সহসা কুণ্ঠিত হইয়া গেল। একটা অভূতপূর্ব্ব ভীতি—যাহা সে কখনও অনুভব করে নাই, একটা দারুণ বিভীষিকা—ভাষায় যাহাকে প্রকাশ করিয়া তোলা যায় না, একটা দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য—যাহার উত্তাপ প্রতি মুহূর্ত্তে বাড়িয়া উঠিতে থাকে—সহসা যেন তাহাকে পাইয়া বসিল, সে যাহাকে এত প্রিয় এত অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে করিয়াছে তাহাকে সহসা আজ তাহার ক্রূর শ্বাপদের মত মনে হইতে লাগিল, তাহার দৃষ্টি তাহার অসহ্য বোধ হইতে লাগিল।

অখিলচন্দ্র লাবণ্যের কাছে আরো কাছে আসিয়া দাঁড়াইল নতজানু হইয়া লাবণ্যের ললাটের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার কম্পিত নিশ্বাস লাবণ্যের উৎকণ্ঠিত নিশ্বাসের সহিত আসিয়া মিশিল। সহনাতীত সংশয়ে লাবণ্যের বক্ষের ভিতর রক্তের স্রোত তুষারের মত জমাট হইয়া গেল ও তাহার মাথার ভিতর বিশ্ব সংসার কেন্দ্রচ্যুত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। অখিলচন্দ্র তাহার মুখের উপর নত—আরো নত হইল, অতি সন্তর্পণে তাহার ওষ্ঠপুট লাবণ্যের অম্লান কুসুম কোরকের মত শঙ্কা-শুষ্ক অধর স্পর্শ করিল। ভ্রম ক্রমে সুপ্ত নাগিনীর কুণ্ডল পদ দলিত করিলে সে যেমন প্রচণ্ড ক্রোধে গর্জ্জিয়া ফুঁসিয়া ফণা ধরিয়া দাঁড়ায়, মুহূর্ত্তের মধ্যে লাবণ্য তেমনি লাফাইয়া উঠিয়া উদ্যতফণা ফণিনীর মত দাঁড়াইল, তাহার নাসারন্ধ্র ঘন ঘন স্ফুরিত হইতে লাগিল, তাহার বক্ষের রক্ত তপ্ত ধাতুর মত ফুটিতে লাগিল, দন্তে অধর দংশন করিয়া বজ্র-গর্জ্জিত শব্দে লাবণ্য বলিল "কে? আপনি? আপনি ঠাকুরজামাই?"

•

অখিল চন্দ্র মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু ধরা পড়িয়া যাওয়ায় তাহার মনে একটা দুঃসাহসিকতার সঞ্চার হইতেছিল ; আকুল আগ্রহে সে লাবণ্যের হাত ধরিয়া বলিল "ক্ষমা—ক্ষমা কর বৌঠান।"

দারুণ ক্রোধে ও ঘৃণায় ক্ষিপ্তবং হইয়া লাবণ্য তাহার হাত অতি বেগে দূরে নিক্ষেপ করিল, লোহার তীক্ষ্ণাগ্র রেলিংএ আহত হইয়া তাহা ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল, অখিলচন্দ্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, লাবণ্য তাহার দিকে ভ্রুক্ষেপ মাত্র না করিয়া গিয়া সশব্দে আপনার ঘরে দুয়ার বন্ধ করিল।

(১১)

গত রাত্রির ঘটনার পরের দিন হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া অখিলচন্দ্র তাহার ঘরে বসিয়াছিল। আজ সমস্ত দিন লাবণ্য তাহার ঘরের কপাট খোলে নাই। হয়ত তাহাদের সম্পর্কের এই শেষ। বিগত রাত্রিতে অখিলচন্দ্রের একটি মাত্র মুহূর্ত্তের চাঞ্চল্য তাহাদের সেই নিবিড় অব্যাহত ভাবের মাঝখানে এমন একটি অসির রেখা টানিয়া গিয়াছে—দ্বিখণ্ডিত দেহের মত যাহাকে আর সংযুক্ত করা যাইবে না, মুহূর্ত্তের বিভ্রমে সে আপনাকে এমন গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে, যে শ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিলেও কোনো সহানুভূতি পাইবে না, পলকের অসতর্কতায় হঠাৎ সে এমন একটি মরুর মাঝখানে স্খলিত হইয়াছে যে নিঃসঙ্গ বিশ্বলোকের মাঝখানে স্নেহের সেই শুচিস্মিত ধারাটি তাহাকে আর কখন ও স্পর্শ করিবে না! অখিলচন্দ্র হৃদয়ের ভিতর তীব্র কশাঘাত অনুভব করিতে লাগিল!

বাস্তবিক তাহাদের সম্পর্ক শেষ হইয়া গিয়াছিল, সেই চির হাস্যময় চিরস্নেহময় সুকোমল নারী—সহসা রক্তচক্ষু রুদ্রের মতন সেদিন পলকে অতীতের নিবিড় বন্ধনটিকে ভস্ম করিয়া দিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষের

ভিতর তাহার নিঃস্তব্ধ মৌন গাম্ভীর্য্য অখিলচন্দ্রকে জীবন্ত সমাধির জাগ্রত বিভীষিকা দ্বারা পীড়ন করিতে লাগিল, তাহার কাছে সে কপাট আর কিছুতেই উন্মোচিত হইল না, সেই মৌন স্তব্ধতা তাহার কাছে আর ভঙ্গ হইল না!

সে দিন অখিলচন্দ্র ঘরে ছিল না, লাবণ্য বাহিরের জানালার কাছে উৎকণ্ঠিত হইয়া দাঁড়াইয়া ডাক-হরকরার অপেক্ষা করিতেছিল। বড় বৌএর কাছে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সে বম্বেতে চিঠি লিখিয়াছিল সেই উত্তর টুকুর উপর তাহার ভবিষ্যৎ দোলায়মান হইতেছিল। যাহা হোক্ লাবণ্যকে বেশী ক্ষণ সেখানে অপেক্ষা করিতে হইল না একটু পরেই পিয়ন একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল, লাবণ্য উদ্বিগ্ন মুখে তাহা তুলিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠি খানি বড় বধূরই, আকারে কিছু বৃহৎ। পূজনীয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর মৃত্যুর জন্য বহু আক্ষেপোক্তি তাহার পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া ছিল। লাবণ্যের প্রতি সহানুভূতি ও তাহাতে বাদ যায় নাই, তবে বম্বেতে তাহার কাছে থাকিবার কথাটা তিনি ভাবিয়া দেখিলেন সম্প্রতি তাহা সম্ভবপর দেখা যাইতেছে না, কারণ প্রথমতঃ তাহাকে এখন আনিতে যাইবে কে, দ্বিতীয়তঃ যে বাড়ীটিতে তিনি আছেন সেখানে তাহার স্থান সংকুলান হইবে কিনা সন্দেহ। চিঠিটা পড়িয়া লাবণ্য ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া জানালা দিয়া ফেলিয়া দিতে যাইবে, এমন সময় হঠাৎ সিঁড়ীর উপর এক টুক্‌রা ছেঁড়া খবরের কাগজে একটি নামের উপর তাহার নজর পড়িল, রক্তিম মুখে তাড়াতাড়ি কপাট খুলিয়া সে সেটা কুড়াইয়া লইল। কাগজটির বহু স্থানে কর্দ্দম লিপ্ত হইয়াছিল, তথাপি কিয়দংশ বেশ পড়া যাইতেছিল, তাহাতে এইরূপ লিখিত ছিল, "ইতিপূর্ব্বে আমরা জানাইয়াছিলাম কলিকাতা—নম্বর মির্জ্জাপুরষ্ট্রীটের মেসে একজন ছাত্র দ্বিখণ্ডিত

অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল, সেই মেসের অন্যতম ছাত্র শ্রীপুর নিবাসী শ্রীঅনাদি চরণ দত্ত উক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা বলিয়া ধৃত হইয়া তিন মাস যাবৎ হাজতে ছিল, আগামী পরশু দিন মাননীয় বিচারপতি জষ্টিশ রাদারফোর্ডের অভিমতে তাহার ফাঁসীর হুকুম বাকি অংশটা ছিন্ন, কাগজ খানা হাতে করিয়া লাবণ্যের মাথা ঘুরিতে লাগিল সে মূর্চ্ছিত-প্রায় হইয়া পড়িয়া গেল।

লাবণ্য সেই দিন-ই কলিকাতা যাইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্প হইয়া গৃহ ত্যাগ করিল, অখিলচন্দ্রকে সে বিষয়েও কিছু জানিতে দিল না। গাড়ী যখন ছাড়িল, তখন অপরাহ্ন। হরিৎ শস্য-শীর্ষ-তরঙ্গিত কন-কাঞ্চিত মাঠের ভিতর দিয়া ও ঘন বেতস-লতাচ্ছন্ন নীর-মগ্ন জলা ভূমির ধার দিয়া মেল ট্রেণ বিকট কর্ণবধির-কর শব্দে নক্ষত্র-বেগে ছুটিতে লাগিল, লাবণ্য জানালার ধারে বসিয়া উদাস নেত্রে চাহিয়া রহিল, চারিদিক্‌কার এই সব রমণীয় দৃশ্যের বিদ্যুচ্চকিত প্রকাশের মত তাহার জীবনের অরুণালোক চকিত স্পর্শে কোথায় লীন হইয়া গিয়াছে তাহার অশ্রু-আকুল দৃষ্টি তাহার তীর অনুসন্ধান করিয়া মরিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে গাড়ী একটা জংসনে থামিল। এখানে তাহাকে গাড়ী বদ্‌লাইতে হইবে। অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সেও নামিয়া পড়িল। কিন্তু ট্রেণ সেখানে মাত্র পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করে। অবতরণ ও আরোহণকারী যাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল, লাবণ্য কুণ্ঠিত ও ভীত হইয়া তাহাদের ভিতর হইতে হঠিয়া আসিল, পর মুহূর্ত্তে সশব্দ কম্পনে গাড়ী ছাড়িয়া দিল, রাত্রির অন্ধকারে প্ল্যাট-ফর্মের এক কোণে দাঁড়াইয়া লাবণ্য শঙ্কাকুল মনে দ্রুতগামী ট্রেণের

দিকে বিহ্বল নেত্রে চাহিয়া রহিল। সহসা তাহার পিছনে বিজাতীয় ভাষায় একটা বিকৃত শব্দ শুনিয়া তাহার চমক ভাঙ্গিল, লাবণ্য পিছন ফিরিয়া দেখিল একজন ফিরিঙ্গি গার্ড ষ্টেশনের একটা আলো উঁচু করিয়া ধরিয়া তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। লাবণ্যকে ফিরিতে দেখিয়া সে বলিল "টুমি এখানে কি করিটেছে ?"

লাবণ্য বলিল "আমি প্যাসেঞ্জার"

"প্যাসেঞ্জার ? ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে, এখন টুমি কোঠায় যাইবে ?"

"আমি ট্রেণ মিস্ করেছি"

"টুমি জানে না, এখানে ডিটীয় গাড়ী ভোরের সময় আসিবে ?"

লাবণ্য সংক্ষেপে বলিল "না"

গার্ড বলিল "টোমার সঙ্গে কাহাকেও ডেখিটেছি না, টুমি একা আছে ?

"সম্প্রতি সেই রকম-ই"

"হামি টোমার ঠাকিবার ষ্টান ডেখাইয়া ডিটে পারে। আমার সাঠে আসিলে হামি ভালো বণ্ডোবষ্ট করিয়া ডিবে"

লাবণ্য ষ্টেশনের দিকে ফিরিয়া বলিল "কোথায় যাব ?"

"ঐখানে অন্য কম্পার্টমেণ্ট আছে, হামি ঠিক্ করিয়া ডিটে পারে"

লাবণ্য তাহার সঙ্গে যাইতে সম্মত হইল, কিন্তু তাহার বুকের ভিতর দুর্ দুর্ করিতে লাগিল। কিছু না বলিয়া সে গার্ডের অনুসরণ করিল। পথে আর একজন গার্ড তাহাদের সহিত মিলিত হইল, সে বলিল

"Hallo Jim where are you oh to ?" Who is there with you ?

"বাঃ জিম যে ! কোথায় যাইতেছ ? সঙ্গে এ কে ?"

"Hush fool, don't you see that fortune has smiled on us?

"By Jove! an awfully beautiful girl!

"Is the station-master in his room?"

"Why? do you go there?"

"Oh! Where else can I go?"

"Will not the fellow set his face against it?"

"Damn your station-master. The devil will dare not raise his finger against us for his life."

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া লাবণ্য তাহাদের কথা শুনিতেছিল ও মর্ম্মে মর্ম্মে শিহরিতেছিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা, ষ্টেশনের পরের লাইটপোষ্ট-গুলির আলো নিভিয়া গিয়াছে, অন্ধকারাচ্ছন্ন মাঠের ভিতর এক একটি নিঃসঙ্গ গাছ প্রেতের মত দেখা যাইতেছে, সাহেবরা তাহার ভিতর দিয়া লাবণ্যকে লইয়া চলিল। সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে কেহ তাহাকে স্পর্শ করিল, চমকিয়া লাবণ্য ফিরিয়া দাঁড়াইল অন্ধকারের ভিতর একটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই সে দেখিতে পারিল না।

যিনি তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিলেন তিনি নিঃশব্দে তাহার কাণের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন "আমার সঙ্গে আসুন।"

"নির্ব্বোধ চুপ কর, দেখ্‌ছ না ভাগ্য আমাদের প্রতি প্রসন্ন!
"নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই! বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটি ত!"
"ষ্টেশন মাষ্টার ঘরে আছে না কি?
"কেন, তুমি সেখানে যাচ্ছ না কি?
"তা ছাড়া আর কোথায়?"
"সে লোকটা কোনও গোল কর্‌বে না ত?"
"তার কাঁধে যদি দুটো মাথা থাকে তবু ও সে সাহস কর্‌বে না!"

সংশয়-শঙ্কিত হইয়া লাবণ্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মনে হইল খড়্গ যখন দুদিকে-ই ঝুলিতেছে তখন নিশ্চিত দিক্ ছাড়িয়া অনিশ্চিত দিক্ অবলম্বন-ই শ্রেয়ঃ। তিলমাত্র অপেক্ষা না করিয়া লাবণ্য নিঃশব্দ পদক্ষেপে আগন্তুকের পশ্চাদনুগমন করিল. মদিরামত্ত ফিরিঙ্গি-পুঙ্গব দুটি তাহা দেখিতে পাইল না।

একটু দূরে আসিয়া আগন্তুক মৃদুস্বরে বলিল "ভগবানকে ধন্যবাদ যে ওরা মাতাল অবস্থায়—তাই আপনাকে পিছনে যেতে দিয়েছে, তা না হ'লে আপনাকে বাঁচাতে পার্‌তাম না; আমি ষ্টেশন থেকে প্রথম হ'তেই আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলাম" লাবণ্যের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল, কম্পিত স্বরে সে বলিল "বিধাতা আপনাকে——

বাধা দিয়া আগন্তুক তাড়াতাড়ি বলিল "না না এখন ধন্যবাদের সময় নয়, এরা যখন-ই বুঝ্‌তে পার্ব্বে যে আপনি পালিয়েছেন, তখনি খুঁজ্‌তে আসবে। এখানে আমিও একজন যাত্রী মাত্র; আপনাকে নিয়ে যাবার মত কোনো স্থান আমার জানা নেই, আপনাকে একটা কাজ কর্ত্তে হবে।"

লাবণ্য বলিল "কি কর্ত্তে হবে বলুন, অসাধ্য হ'লেও আমি তা কর্ত্তে প্রস্তুত আছি"

"আমি ঐ দিকে একটা পুকুর দেখেছিলাম, তার পাড়ে ঘন নলবন, আপনি তার ভিতরে নেমে পড়ুন। ভয় পাবেন না, প্ল্যাটফর্‌ম থেকে আমি আপনার দিকে লক্ষ্য রাখ্‌ব। চলুন এখন"

দ্বিরুক্তি না করিয়া লাবণ্য তাহার পথ-প্রদর্শকের সহিত নলবনে সেই পুকুরের ভিতর অবতরণ করিল। অন্ধকার, কর্দ্দমাক্ত, শৈবালাচ্ছন্ন জলে গ্রীবা পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া সে অপেক্ষা করিতে লাগিল, তাহার সঙ্গী পুনশ্চ প্ল্যাটফর্‌মে ফিরিয়া গেলেন।

খানিক দূর গিয়া সাহেবরা যখন বুঝিতে পারিল যে শিকার

পলাইয়াছে, তখন অগ্রবর্ত্তী জিম ও পশ্চাদ্বর্ত্তী সণ্ডারসনের ভিতর খুব একটা বচসা বাধিয়া গেল, দূর হইতে তাহাদের ক্রোধোন্মত্ত গালি জলমধ্যে আকণ্ঠ-মগ্ন লাবণ্য ও প্ল্যাটফর্‌মে তাহার সঙ্গী নীরবে শুনিতে লাগিল। খানিকক্ষণ পরে সাহেবরা লণ্ঠন দোলাইতে দোলাইতে প্ল্যাটফর্‌মে আসিয়া উপনীত হইল। ভদ্রলোকটি চুপ করিয়া বেঞ্চের উপর বসিয়াছিলেন সাহেবরা ভ্রূকুটি-কুটিল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া ষ্টেশনের দক্ষিণ দিকে খুঁজিতে গেল। একটু পরেই ফিরিয়া উত্তরের সেই পুকুরের দিকে গেল। তখন তাঁহার মুখে একটা শঙ্কিত ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল, তিনি উঠিয়া দূরে দূরে লাইনের উপর দিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। লণ্ঠনের দূরপ্রসারিত আলো জলের উপর পড়িবা মাত্র লাবণ্য নিঃশব্দে জলতলে মগ্ন হইল। সাহেবরা পুকুরের পাড়ে দাঁড়াইয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। কিছুই যখন দেখা গেল না তখন চারিদিকের নলবন খুঁজিয়া তাহারা চলিয়া গেল। তখন আগন্তুক পায়ের জুতা জঙ্গলের ভিতর ফেলিয়া দিয়া দৌড়াইয়া পুকুরের ধারে গেলেন। কালীর মত কালো জল, তাহাতে তারাখচিত আকাশের ছায়া স্থির হইয়া আছে, তাহার ধারে দীর্ঘ নলবনের অন্ধকার শীর্ণ অবতরণের পথ লুপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। পথ দেখিতে না পাইয়া নলবনের ভিতর দিয়া তিনি নীচে নামিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "উঠে আসুন, তারা চলে গেছে"

কিন্তু লাবণ্যের কোনো সাড়া পাওয়া গেলনা। ভীত হইয়া তিনি গায়ের কোট ও চাদর খুলিয়া তীরের দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া তাড়াতাড়ি জলে নামিয়া পড়িলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর জলের নীচে লাবণ্যকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় পাওয়া গেল, তখন তিনি তাহাকে দুই বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া উপরে উঠাইলেন।

লাইনের অপর দিকে আরেকটা ট্রেন দাঁড়াইয়াছিল, তাঁহার চক্ষু সেই দিকে পড়িবা মাত্র তিনি লাবণ্যকে বহন করিয়া তাহার একটি কাম্‌রায় উঠিয়া পড়িলেন্। ট্রেনে উঠিয়া তাঁহার প্রথম চিন্তা হইল লাবণ্যের চৈতন্য-সম্পাদন, তখন ষ্টেশন হইতে নিজের পোর্টম্যাণ্টোটি লইয়া আসিয়া তিনি লাবণ্যের পাকস্থলীতে সঞ্চিত দূষিত জল উদ্গীরণ করাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

২।৩ ঘণ্টা চলিয়া গেল, কোনও ফল দর্শিল না, অবশেষে ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল, তিনি পোর্টম্যাণ্টো খুলিয়া তাঁহার নিজের র‍্যাপার দিয়া তাহাকে আবৃত করিয়া দিয়া নিজে অপর দিকের বেঞ্চে হেলান দিয়া বসিয়া রহিলেন।

প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িল। লাবণ্যের সঙ্গী জানালার উপর ঝুঁকিয়া বসিয়া মাথা বাহির করিয়া সূর্য্যোদয় দেখিতেছিলেন. অন্ধকার বনান্তলীন চক্রবালে প্রভাতের গর্ভ হইতে বালারুণ বাহির হইয়া আসিতেছিল, দিক্‌দিগন্ত ব্যাপিয়া তাহার লজ্জারক্তিম গণ্ডের আভা ফুটিয়া উঠিতেছিল, ক্রমশঃ তাহা দীপ্ত হইতে দীপ্ততর হইয়া উঠিল, এইবার গাছ পালায় মাঠে ঘাসে রৌদ্র ঝিকিমিকি দিয়া উঠিল, বাহির হইতে মুখ ফিরাইয়া তিনি তাহার নিদ্রিত সঙ্গিনীর দিকে চাহিলেন, সহসা একটা অস্ফুট চীৎকার তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইল।

লাবণ্য তখন জাগিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া সে উঠিয়া বসিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। মুহূর্ত্তের ভিতর তাহার অপরিচিত স্থানের অপরিজ্ঞাত সঙ্গীটি তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল তাহার মাথার ভিতর যখন বিশ্ব সংসারের চেতনা লুপ্ত হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তাহার কাণের কাছে বাসর রাত্রির সেই প্রিয় কণ্ঠের মধু সম্বোধন গুলি পথহারা ভ্রমরের মত গুঞ্জরণ করিতে লাগিল।

(১২)

"তারপর ? যার জন্য সাত সমুদ্র পার হয়ে ছুটে আস্‌ছিলাম আমার সেই চির সাধনার ধন পথের মধ্যে কেন ?"

ষ্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসিয়া অনাদি লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিল। ঠোঁট ফুলাইয়া লাবণ্য বলিল "হ্যাঁ, সাধনার ধন ব'লেইত পায়ের ধূলোর মত ত্যাগ ক'রে গিয়েছিলে"

সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া অনাদি বলিল "জান না লাবণ্য আমি কি বিপদে পড়েছিলাম !"

"জানি বলেই-ত আজ এখানে দেখা পেলে! কিন্তু আমি যে ভয়ানক সংবাদ পেয়েছিলাম !"

"তা হ'লে তোমার কাছেও একথা পৌঁছেচে ! তুমি যা বোল্‌ছো তা ঠিক্-ই। আমি যে মেসে ছিলাম সেই মেসে একটা খুন হয়, আমাকে প্রথমে তারা ধরেছিল, তিনমাস হাজতেও থেকে এসেছি, তারপর হঠাৎ একদিন প্রকৃত খুনী ধরা পড়ে গেল, আমি অব্যাহতি পেলাম"

একটু খানি হাসিয়া লাবণ্য বলিল "কিন্তু তুমি খুনী-ই বট"

"কি রকম ?"

"এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে আর একটি বার খবরও কি দিতে নেই !"

"না, আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল"

"উদ্দেশ্য কি ছিল তা জানি"

"কি ?"

"আমায় কাঁদাতে"

"না গো না, তোমার চোখের জল কি আমি দেখ্‌তে পারি" বলিয়া অনাদি লাবণ্যের গাল টিপিয়া ধরিল, লাবণ্য বলিল "আচ্ছা শুনি কি জন্য খবর দাও নি"

"আমি আশা করে ছিলাম অনেক দিন খবর না পেলে বাবার মন হয়ত আপনি গলে যাবে—তখন হয়ত তিনি আমায় গ্রহণও কর্ত্তে পারেন, কিন্তু সে আশা যে আমার একেবারে লুপ্ত হয়েছে তা জান্‌তাম না। আমি পাষণ্ড—তাই বাপ মার শেল স্বরূপ হ'লাম, মা হয়ত অন্তিম মুহূর্ত্তেও আমার জন্য চোখের জল ফেলেছেন।"

বলিয়া অনাদি চুপ করিয়া রহিল, তাহার চক্ষু হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

খানিক পরে অনাদি উঠিয়া গাড়ী ডাকিয়া আনিল, লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যাবে ?"

"তারিণী চরণ দত্ত ব'লে আমাদের দূর-সম্পর্কীয় একজন আত্মীয় এখানে আছেন চল তাঁর বাসায় উঠে পড়া যাক্, তারপর যা হয় একটা স্থির কর্ব্ব"

লাবণ্য বলিল "তা বেশ্ ত"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহাদের সেখানে পৌছাইয়া দিয়া গাড়ী বিদায় হইয়া গেল। অনাদি লাবণ্যকে নিয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। প্রথমেই তাহারা যে ঘর খানায় গেল, সে খানা খুব সম্ভবতঃ বৈঠকখানা। প্রকাণ্ড হল্ নানা প্রকার আস্‌বাবে চেয়ারে কাউচে ভরা, দেয়ালের গায়ে নানা আকারের ছবি, নানা রকমের মূর্ত্তি। ঘরের এক কোণে একটা গোল টেবিল, তাহার উপর নত হইয়া বাড়ীর দেওয়ান রামগতি বাবু এক তাড়া কাগজ দেখিতেছিলেন, অনাদির পায়ের শব্দ পাইয়া তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন, বলিলেন "আপনারা কোথা থেকে আস্‌ছেন ?"

নমস্কার করিয়া অনাদি বলিল "আমরা আস্‌ছি কাশী থেকে"

"এই বাড়ী কি তারিণী চরণ দত্তের ?"

"এই বাড়ী-ই তাঁর বটে, ইনি আপনার স্ত্রী ?

"হ্যাঁ"

সুসম্ভ্রমে রামগতি বাবু লাবণ্যকে বলিল "যান্ মা বাড়ীর ভিতর যান্ ও ঝি! এঁকে নিয়ে যাও"

রামগতি বাবুর ডাক শুনিয়া একজন চাকরাণী আসিয়া লাবণ্যকে লইয়া গেল। অনাদি জিজ্ঞাসা করিল "তারিণী বাবু বাড়ীতে আছেন ?" আপনি দেখ্‌ছি তাঁর প্রধান খবরটাই জানেন না, আজ ছয় মাস হোল তিনি পরলোক গমন কোরেছেন।"

"বটে ? আমিত কিছু শুনিনি, এঁর সঙ্গে আমাদের কিছু জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে। হঠাৎ কি ক'রে মারা গেলেন ?

"না, হঠাৎ মারা যান্ নি, "অনেক দিন থেকে ভুগ্‌ছিলেন।"

"তাঁর পরিবার এখানে ?"

"সে কথা আর বল্‌বেন না মশয়! ভদ্রলোক ক্রমান্বয়ে তিনটি বিবাহ কর্‌লেন, কিন্তু তার কোনো চিহ্ন নেই, একটা নাবালক মেয়েও না!

"তবে তাঁর সম্পত্তি কোর্ট-ওফ-ওয়ার্ডস্ এ যাচ্ছে ?

"না, তাঁর এক দূর-সম্পর্কীয় ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি তা উইল ক'রে দিয়েছেন। যাঁকে দিয়েছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ দুই ভাই আছে, কিন্তু বাবুর তাঁকে বড় পছন্দ হয়েছিল, জীবদ্দশায় প্রায়ই তাঁর কথা বল্‌তে শুন্‌তাম, বল্‌তেন এমন ছেলে আর হয় না।"

"তিনি কার ছেলে বলুন দেখি চিন্‌লে চিন্‌তে পারি।"

"দেবীপুরের হরমোহন দত্তকে চেনেন মশায়? ইনি তাঁর ছোট ছেলে নাম অনাদিনাথ। বেড়ে ছেলেটি, বিয়েতে পণ নেওয়া বন্ধ কর্ব্বে বলে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছিল—মতিচ্ছন্ন বুড়ো তার জন্য তাকে

ব'ার করে দিলে, সেই অবধি তার কোনো খোঁজ নেই! কাগজে বিজ্ঞাপন পর্য্যন্ত দিয়েছি তবু কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না!"

অনাদি হাসিয়া বলিল "এর জন্য আপনারা এত হাবুডুবু খাচ্ছেন? আমি তাকে খুব ঘনিষ্ঠ রকম চিনি, আমি বলে দিতে পারি সে কোথায় আছে।"

"আঃ! বাঁচালেন! অনেক দিন থেকে এঁর কাছে আছি, মমতা পড়ে গেছে, মরবার সময় একটা অনুরোধ করে গেছেন রাখ্‌তে না পার্‌লে বড় কষ্টের বিষয় হোত! তা আপনি জানেন যখন তখন ত তা হাতের মুঠোয়, এখন আপনাদের নাওয়া খাওয়ার যোগাড় করে দি" বলিয়া তিনি বাড়ীর ভিতরে গেলেন।

খাওয়া দাওয়ার পরে তামাক টানিতে টানিতে রামগতি বাবু অনাদির কাছে আসিয়া বসিলেন। অনাদির পোর্টম্যাণ্টোর উপর অনাদির নাম লেখা ছিল, অনাদি সেটা কাছে রাখিয়া বসিয়াছিল, রামগতি বাবুর চোখ তাহার দিকে পড়িবা মাত্র তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "অনাদিনাথ দত্ত আপনার নাম?"

হাসিতে হাসিতে অনাদি বলিল "বাপ মা এই রকম নামকরণ কোরেছিলেন বলেই মনে হচ্ছে।"

"আপনার নিবাস?"

"দেবীপুর"

"পিতার নাম?"

"হরমোহন দত্ত"

"বলেন কি মশাই, আপনি কি সেই তিনি?"

"সেটা আপনারা বিচার করে নিন, আমি আমার পরিচয় মাত্র দিয়েছি"

হুঁকা ফেলিয়া রামগতি বাবু সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া বলিলেন "কেন আর মিছে ছল কচ্চে্ন, ভগবান এনে মিলিয়ে দিয়েছেন! তাইত বলি এমন নইলে কি আর এমন ভাগ্য হয়! সুপ্রভাত মশায় সুপ্রভাত! আপনার বিষয় আপনি বুঝে নিন্, আঃ বাঁচলাম এত দিনে!

প্রণাম করিয়া রামগতি বাবু বাড়ীর ভিতর গেলেন এবং খানিক পরে বাড়ীর চাকর চাকরাণী সকলকে লইয়া আসিয়া অনাদির কাছে উপস্থিত হইলেন। অনাদি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "একি!"

"এরা আপনার লোকজন, চিনে নিন" বলিয়া তিনি তাহাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "ইনি তোমাদের নতুন কর্ত্তা বুঝলে হে বাপু সব?"

তাহারা সকলে মিলিয়া অনাদিকে প্রণাম করিলেন. রামগতি বাবু বলিলেন, "চল এখন মা ঠাক্রুণের পদধূলা নি-ই গে!"

(১৩)

ঘনবর্ষা। ঝম্ ঝম্ করিয়া চারিদিকে জল পড়িতেছিল। শান বাঁধানো-চত্বরে ও ছাদের প্রশস্ত কার্ণিশে বড় বড় ফোঁটা চড়বড় শব্দ করিতেছিল, পাথর-বাঁধা রাস্তা দিয়া তাহার খর স্রোত কল কল করিয়া ছুটিতেছিল।

কপাট খুলিয়া দিয়া লাবণ্য টেবিলের কাছে বসিয়া লিখিতেছিল, এমন সময় অনাদি আসিল. লাবণ্য তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া কলম রাখিয়া দিল "কি লেখা হচ্ছে" বলিয়া অনাদি তাহার কাঁধের উপর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল, "আজ এই আষাঢ় দিবসে"

পড়িয়াই অনাদি লাবণ্যের হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল "খবরদার! আর লিখ্তে পাবে না! আবার সেই 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে? কাজ নেই আর ওতে! তুমি যে কাছে আছ সে কথা তা হলে ভুলে যাব, মনে পড়বে শুধু আমার সেই গোপন নিবাসের নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গ দিনগুলি—এই আষাঢ়স্য প্রথম দিবসের ধারাও যা শীতল কর্ত্তে পারে নি"

লাবণ্য হাসিয়া বলিল "মিথ্যা কথা!"

অনাদি তাহার অভিযোগ সহাস্য মুখে মানিয়া লইয়া পকেট হইতে একটা বড় লেফাফা বাহির করিল, লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল "ওটা কি?"

অনাদি বলিল "এইটে-ই তোমায় দেখাতে এসেছিলাম লাবণ্য! আমার বিয়েতে পণ স্বরূপ যে পাঁচ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল আমি তা শোধ কল্লা'ম, এ টাকা তোমার মাকে পাঠিয়ে দেও"

লাবণ্যের চক্ষে জল আসিল,' লাবণ্য বলিল "টাকা পয়সার প্রয়োজন মা ছেড়ে গেছেন, আর সম্বৎসর আগে হ'লে হয় ত তাঁকে ফিরান যেত! দুর্ভাবনা, মনোকষ্ট ও দারিদ্র্য তাঁর শেষ দিনগুলি সংক্ষিপ্ত করে দিয়েছে"

ঝর ঝর করিয়া লাবণ্যের চোখের জল গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল। অনাদি কি বলিতে যাইতেছিল এমন সময় ঝী একখানা চিঠি লইয়া আসিল। লাবণ্য চক্ষু মুছিয়া তাহা হাতে নিল। হঠাৎ চিঠির হস্তা-ক্ষরের উপর চাহিয়া তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল ও তাহার হাত হইতে চিঠিখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

অনাদি লাবণ্যের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা কুড়াইয়া লইল। ঠিকানার দিকে চাহিয়া তাহারও ললাট ভ্রুকুটি-বদ্ধ হইয়া উঠিল, চিঠিটা লইয়া সে অপর কক্ষে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে অনাদি ফিরিয়া আসিল, তাহার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর। হাতের ভিতর মুখ লুকাইয়া লাবণ্য টেবিলের উপর নত হইয়াছিল, অনাদি সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল "লাবণ্য শোন, একটা কথা আছে"

মুখ তুলিয়া লাবণ্য বলিল "কি?"

"বাতব্যাধিতে অখিল কাশীতে হাঁসপাতালে পড়ে আছে—তার সময় ফুরিয়ে এসেছে। অনুতপ্ত হয়ে সে তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছে, চিঠিটা একবার পড়", বলিয়া অনাদি তাহা তাহার সামনে

ধরিল, লাবণ্য তাহার উপর চোখ বুলাইয়া গেল। অনাদি বলিল "তাকে ক্ষমা কর লাবণ্য—আজ—এই সময়ে ভুলে যাও সে মুহূর্ত্তের জন্য কি অপরাধ কোরেছে!"

লাবণ্য স্থির হইয়া রহিল, তাহার নিষ্পলক চক্ষু বহ্নি-দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, একান্ত বিচলিত হইয়া অনাদি বলিয়া উঠিল "এসময়ে নিষ্ঠুর হোয়ো না—একবার বল তাকে ক্ষমা কোরেছো" তাহার হাতে অখিলচন্দ্রের চিঠিখানা তখনো ছিল, তাহার প্রতি ছত্রের ভিতর দিয়া যে অব্যক্ত যাতনা মৌন চক্ষে চাহিয়া আছে তাহা অনাদির হৃদয়কে নিপীড়ন করিতে লাগিল। গম্ভীর কণ্ঠে লাবণ্য বলিল "ইহ জীবনে নয়।"

অনাদি আর কিছু বলিল না, চিঠিটা হাতের নীচে মুষড়িয়া ধরিয়া সেই ঘর হইতে সে বাহির হইয়া গেল।

সপ্তাহ পরে অনাদির কাছে অখিলের মৃত্যুসংবাদ পঁহুছিল। অনাদি চিঠিখানি হাতে করিয়া লাবণ্যের কাছে গেল। চিঠির উপর কাল বর্ডার দেখিয়া লাবণ্য যেখানে দাঁড়াইয়াছিল সেখানে ভূপ্রোথিতের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অনাদি তাহার কাছে আসিয়া বলিল "কাশীর চিঠি," অখিলচন্দ্রের নাম তাহার মুখে সরিল না।

লাবণ্য নিস্পন্দ হইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ উচ্ছ্বসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিয়া বিছানার উপর পতিত হইল। তাহার সমস্ত অবরুদ্ধ প্রীতি প্রবাহ ভরা গাঙ্গের জোয়ারের মত হুহু করিয়া কূল ছাপাইয়া উঠিল, তাহার বেদনাতুর স্নেহ সদ্য নির্ব্বাপিত চিতার দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, সে আপনাকে আর সম্বরণ করিতে পারিল না। অনাদি তাহার পাশে বসিয়া নীরবে তাহার হাতখানি আপনার হাতের ভিতর নিয়া বসিয়া রহিল।



দৃষ্টান্ত।

(১)

মিষ্টার পিটার পার্লি ঢাকার একজন খ্যাতনামা ডাক্তার। সার্জ্জারিতে তাঁহার খুব হাতযশ ছিল এবং মস্তিষ্কের চিকিৎসায় ও লোকে তাঁহার মত অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিত।

মিষ্টার পার্লির জীবনের ইতিহাসটি অতি সংক্ষিপ্ত ছিল। তাঁহার পত্নী স্বাস্থ্যের অপটুত্বের জন্য লণ্ডনে থাকিতেন, একটি মাত্র মেয়ে—সেও তাঁহার সঙ্গে থাকিত, বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যেও তাঁহারা এখানে আসিবার সুযোগ পান নাই।

সকাল বেলা ডাক্তার চা খাওয়া শেষ করিয়া ড্রয়িং রুমে বসিয়া ছিলেন, বায়ু-চঞ্চল ফাল্গুনের প্রভাত বাগানে ঝাউর শাখায় একটা অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করিতেছিল। ইলেক্ট্রিক ফ্যানের নীচে বসিয়া ডাক্তার চুরুট ফুঁকিতেছিলেন ও মনে মনে সঙ্কল্প করিতেছিলেন যে সেদিন আর রোগী দেখিতে বাহির হইবেন না, শরীরটা ও মনটা যেন কিরকম ভারগ্রস্ত বোধ হইতেছিল, ঠিক্ কাজে বসিতেছিল না।

এমন সময় বাহিরে গাড়ী বারান্দায় একটা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল, বেয়ারা একখানা কার্ড লইয়া আসিল, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া কার্ডখানি লইয়া চশমার সাহায্যে পড়িলেন "মিস্ এলিনর ষ্টেপল্‌স্"

রোগীর সম্ভাবনায় ডাক্তারের মন যে বিশেষ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এমন কোন ও লক্ষণ দেখা গেল না, তথাপি অভ্যাসমত মিস্‌কে লইয়া আসিতে আদেশ দিলেন।

বেয়ারা চলিয়া গেল, একটু পরে একটি অল্পবয়স্কা ইহুদি তরুণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, ডাক্তার সসম্ভ্রমে উঠিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলেন।

আসন গ্রহণ করিয়া মিস্ যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে বলিলেন "আমি একজন রোগী, আপনি মস্তিষ্কের চিকিৎসা ভাল জানেন বলিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি।"

ডাক্তার বলিলেন "তা বেশ্ ত, আপনার অবস্থা কি বলুন"

মিস্ বলিলেন "তাহা পরেই বলিব, আমি আজ শুধু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। এই নিন্ আমার ঠিকানা, ওয়ারীতে র‍্যাঙ্কিন্ ষ্ট্রীট, চেনেন ত? আপনার সুবিধামত কাল একবার সেখানে যাবেন।"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন এখানে আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এই সহরে প্রত্যেকটি রাস্তা ও অলিগলির সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে"

"আপনি তবে এখানকার একজন নেটিভ ?"

ডাক্তার বেশ্ একটু পরিহাস-রসিক ছিলেন, তিনি বলিলেন "জানেন না, আমি এদেশের একজন প্রণয়ী!"

মিস্ হাসিতে লাগিলেন। ডাক্তার বলিলেন, "আপনাকে দেখিয়া আমার মেয়ের কথা মনে পড়িতেছে, তাহার সঙ্গে আপনার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিতেছি"

"বটে? তিনি কোথায়?"

"আমার স্ত্রী ভারী রুগ্ন, এখানকার জল বাতাস তাঁর সহ্য হয় না, তিনি লণ্ডনে আছেন, মেডেলিন তাঁর সঙ্গে আছে।"

"আপনি বরাবর একলা আছেন ?"

ডাক্তার একটি ছোট রকমের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "এক রকম তা-ই বটে।" দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তা জমিয়া আসিতে লাগিল, সমুদ্র-পারবর্ত্তী দুহিতার কথা বলিতে বলিতে ডাক্তারের চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর মিস্ বিদায় গ্রহণ করিলেন, ডাক্তার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। অবসরের জন্য কল্পিত এই একটি মাত্র দিনকে তিনি কোনো মতেই বাজে খরচ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

মিস্ চলিয়া গেলে ডাক্তার হাই তুলিতে তুলিতে ইজি চেয়ারে শুইয়া পড়িলেন, মিস্ এর সঙ্গে এই মাত্র তাঁহার যে কথোপকথন গুলি হইয়া গিয়াছে তাহার স্মৃতি তাঁহার মনে একটা স্নিগ্ধ প্রসন্নতার সঞ্চার করিতে লাগিল।

মিস্ ষ্টেপল্স্ চলিয়া গেলে পর আর একজন ভিজিটর আসিলেন, ইনি ডাক্তারের সহকারী মিষ্টার র‍্যাসেন্‌ডল্, ইনি একজন আমেরিকান। বয়সে তিনি ডাক্তারের বহু কনিষ্ঠ হইলেও ডাক্তারের সঙ্গে তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। ডাক্তার তাঁহাকে প্রায় সকল কথা-ই বলিতেন, এমন কি নিজের হাতের বড় বড় রোগীদের লইয়া ও আলোচনা করিতেন।

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ আসিলেন পরে ডাক্তার হ্যাণ্ডসেক্ করিয়া কাছে বসাইলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "কি, আজ যে বড় চুপচাপ্ দেখিতেছি ?"

"শরীরটা বড় ভাল নাই, তাই বাহির হইব না ঠিক্ করিয়াছি"

"তা বেশ করিয়াছেন, আগে থাকিতে সাবধান হওয়া ভাল, এই মাত্র গাড়ী খানা গেল কার ?"

"মিস্ এলিনর ষ্টেপল্‌স্ আসিয়াছিলেন, চেন না কি হে?"

"এলিনর ষ্টেপল্‌স্? নামটা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে যেন! ভিজিটর না রোগী?"

"দুই-ই। বছর সতেরো বয়স হইবে, এরির ভিতর মাথার বিকৃতি ঘটিয়াছে। আমায় কাল তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলিয়া গেলেন"

"মাথায় দোষ?" বলিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ একটু অন্যমনস্ক হইলেন, ডাক্তার চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ" ?

"না কিছু না, যাই আমি, আমার "মিটফোর্ড" হস্পিটালে একটু কাজ আছে" বলিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

(২)

মিস্ এলিনর ষ্টেপল্‌স্ বিপুল ধনের অধিকারিণী ছিল। কিন্তু তাঁহার আত্মীয় স্বজন কেহই ছিল না, পিতা স্বোপার্জ্জিত অগাধ সম্পত্তি বালিকা কন্যার জন্য রাখিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন।

এলিনরের শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল, এবং তাহার মানস-প্রকৃতি ও তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর ছিল না। পিতৃ শোকে সে একটু বেশী রকম কাতর হইল, ক্রমে তাহার মস্তিষ্ক বিকার ঘটিতে আরম্ভ করিল। মাঝে মাঝে তাহার জ্ঞান লুপ্ত হইয়া যাইত, তখন তাহাকে প্রেত-গ্রস্তের মত বোধ হইত।

প্রথম পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার দুইদিন পরে ডাক্তার ও মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ কথা বলিতেছিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার নূতন রোগীটি কেমন আছেন?"

ডাক্তার বলিলেন "এখন পর্য্যন্ত ভালই আছেন, কিন্তু দুর্লক্ষণ দেখা যাইতেছে, হয়ত ফিটের অবস্থা আসিতে বেশী দেরী নাই"।

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ কিছু বলিলেন না, নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "অত কি ভাবিতেছ ?"

"বিশেষ কিছু নয়"

"উহুঁ, তোমার মুখের ভাবে আদতেই তাহা প্রকাশ হইতেছে না"

"তা বটে, একটা কথা ভাবিতে ছিলাম"—

"তাহা বলিতে কোনো আপত্তি আছে নাকি ?

"না, তবে কথাটাকে আপনি শুধু একটা প্রস্তাবনা বলিয়াই মনে করিবেন, তার বেশী কিছু নয়"

"আচ্ছা, তুমি বল"

"না, আমি আপনার এই নূতন রোগিটির কথাই ভাবিতেছিলাম"

"কি ভাবিতেছিলে ?"

"ইঁহার মস্তিষ্কে বেশ্‌ দোষ আছে, না ?

"তাত আছে, তাতে কি ?"

"তাতে আর কিছু না, তবে আমাদের একটা প্রয়োজন তাহাকে দিয়া সিদ্ধ হইতে পারে।"

"কিরূপে" ?

"আপনি এত প্রশ্ন করিলে আমি আর বলিতে পারিব না, সহজেই আপনি প্রস্তাবিত বিষয় ভুলিয়া যান"

"আরে না না, চট কেন ? বল, আমি বেশ মনে রাখিব"

"মাথার শিরা কাটিয়া দিলে তাহাতে স্মৃতি শক্তি লোপ হয় কি না সেটা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কথা অনেক দিন হইতেই চলিতেছে, আমি বোধ করি ইহাই তাহার উপযুক্ত অবসর।"

ডাক্তার গম্ভীর হইলেন, তাঁহার রেখাঙ্কিত ললাটের চিহ্ন আর ও একটু গভীরতর হইল, তিনি বলিলেন "তুমি কি মনে কর এই মেয়েটি তাহার ঠিক্ পাত্র হইবে?"

"নিঃসন্দেহ"

"কেন?"

"প্রথমতঃ স্ত্রীলোক—তাহার জন্য বেশী কৌশল বিস্তার করিতে হইবে না, দ্বিতীয়তঃ অল্প বয়স—তাহাতে মনে কোনো ভয় বা সন্দেহ হইবে না, তৃতীয়তঃ তাহার আত্মীয় স্বজন কেহ নাই; সুতরাং তজ্জন্য কোনো বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।"

"কিন্তু এরকম প্রস্তাব আমার কাছে ভয়াবহ ঠেকিতেছে! নিঃসহায় বালিকা—বিশ্বস্ততার সহিত আমার উপর তাহার আরোগ্যের নির্ভর করিতেছে আর আমি তাহার সর্ব্বনাশ সাধন করিব? সম্ভবতঃ ইহা হইতে তাহার জীবনের খুব একটা অকল্যাণ ঘটিবে"—

বাধা দিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "ঐ ত আপনি ভুল বুঝিতেছেন; বলিতে পারেন আমাদের এই ডাক্তারী শাস্ত্রটা কিসের উপর প্রতিষ্ঠিত? সহস্র লোকের জীবনের মূল্যে যাহা ক্রীত হয়, লক্ষ লোকের জীবন রক্ষার্থে আবার তাহাই ব্যয়িত হইতেছে। হত্যা শুধুই হত্যা নয়, তাহার ভিতরে ও খানিকটা মঙ্গল আছে ত। হিতবাদ যদি স্বীকার করেন, তবে ছোট খাটো ক্ষতির দিকে চাহিলে চলিবে না! ধরুন না কেন, আপনি যত লোককে চিকিৎসা করিয়াছেন তাহার মধ্যে শতকরা ক'জন লোককে বাঁচাইতে পারিয়াছেন?"

নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন "সে কথা অস্বীকার করিবার ত আর যো-ই নাই"

একটুখানি উত্তেজিত ভাবে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "তবে? সমুদ্রের জলে ফোঁটা মাত্র যোগ—তাতে কি আসে যায়! মরণ ত খেলা মাত্র—একটা বেশ কৌতুক!

ডাক্তার অন্ধকার হাসি হাসিলেন, বলিলেন "তোমার রোমান যুগে জন্ম নেওয়া উচিত ছিল হে! অন্ততঃ ব্রিটিশ অধিকারের বাহিরে হইলেও চলিত, এখানে—এই যুগে—ওরকম কথা উচ্চারণ করিয়ো না, বড় ভয়াবহ অসঙ্গত শোনায়!"

দুই জনেই কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, এই মাত্র যে প্রস্তাবটি করা হইয়াছে, তাহার অন্ধকার ছায়া তাঁহাদের চিত্তের উপর প্রসারিত হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ ঘড়ি খুলিলেন, ডাক্তার বলিলেন "এত তাড়াতাড়ি করিতেছ কেন? একটু দাঁড়াও"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "না, আমার ৯টার সময় এক জায়গায় উপস্থিত থাকিতে হইবে, আমি চলিলাম"

ডাক্তার উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে গাড়ী-বারান্দা পর্য্যন্ত আসিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তাঁহার করপীড়ন করিয়া গাড়ীতে উঠিলেন।

গাড়ী চলিয়া গেল, ডাক্তার কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তারপর বলিলেন "শয়তান—এ সব শয়তানের কাণ্ড, র‍্যাসেন্‌ডিল্‌কে আজ শয়তান পাইয়াছে"

পর্দ্দা ফেলিয়া দিয়া ডাক্তার বহির্কক্ষ ছাড়িয়া তাঁহার শয়ন-কক্ষে আসিলেন, কিন্তু শয়তান তাঁহাকে ছাড়িল না, চুপি চুপি গিয়া তাঁহার কাণের কাছে দাঁড়াইল, বলিল "মরণ? সেত খেলা—একটা কৌতুক মাত্র!"

(৩)

ইহার সপ্তাহ খানেক পরে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ ডাক্তারের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। সেদিন রবিবার, ডাক্তার গীর্জ্জার পোষাকে

বাগানে বসিয়াছিলেন, দূরে ক্যাথিড্রেলের বৃহৎ চূড়া হইতে পিত্তল-দোলকের অবিশ্রান্ত আহ্বান শোনা যাইতেছিল, ও রাস্তায় গীর্জ্জাযাত্রী নর নারী দল অবিশ্রান্ত চলিতেছিল। মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ ডাক্তারের কাছেই একটা স্থান গ্রহণ করিলেন, ডাক্তার বলিলেন "একটা সুখবর আছে। কি, তা আন্দাজ কর দেখি ?"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ হাসিয়া বলিলেন "সম্ভবতঃ মিসেস্ পার্লির বিষয় কিছু"

"ঠিক বলিয়াছ, তিনি আসিতেছেন"

"বটে ? একেবারে আসিতেছেন ? বলেন কি !"

"আমার পক্ষে ইহা একটি আশ্চর্য্য ঘটনা-ই বটে !"

"আসিতেছেন যখন, তখন অবশ্য তাঁহার স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে একটা ভাল রকম কিছু আশা করা যায়"

"তা ত নিশ্চয়ই, মেডেলিন ও তাঁহার সঙ্গে আসিতেছে, তাহার স্কুল-কোর্স শেষ হইয়াছে"

"তাঁহারা কবে আসিতেছেন ?"

"সেখান হইতে তাঁহারা ১৬ই রওনা হইয়াছেন আজ কালই পৌছিবেন !"

"আমায় কিন্তু সেদিন খবর দিবেন, আমি তাঁহাদের ষ্টেশনে আনিতে যাইব"

"তা ত নিশ্চয়-ই দিব"

"পাঁচ বছর পরে দেখা—মেডেলিন আপনাকে হয়ত ঠিক্ চিনিতে পারিবে না"

ডাক্তার তাঁহার কেশ-বিরল ধবল মস্তকের ভিতর হাত চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "এই পাঁচ বছরে কি আমি এতটা পরিবর্ত্তিত

হইয়াছি'' ? দুহিতার কথা স্মরণ করিতে ডাক্তারের গলা স্নেহার্দ্র হইয়া আসিল, আসন্ন মিলনের সুমধুর স্মৃতি তাঁহার বহুদিনের বিচ্ছেদ-তপ্ত হৃদয়ে একটা অশ্রান্ত পুলকের সঞ্চার করিতে লাগিল।

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন ''মেডেলিন না চিনিলেও মিসেস্ পার্লি যথেষ্ট চিনিবেন, যথেষ্ট চিনিবেন, তজ্জন্য কিছু ভাবিতে হইবে না''

এরূপ বহু হাস্যপরিহাস তাঁহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ এলিনুরের কথা পাড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিলেন অথচ নিজে সে কথাটা পাড়িতেও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলেন। ডাক্তার মনে মনে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিজে সে দিক্ দিয়া যাইতেছিলেন না, সে কথা মনে করিতেই তাঁহার মনে একটা বিভীষিকার উদয় হইতেছিল, এবং তাহাকে এড়াইবার জন্যই তিনি বেশী করিয়া স্ত্রী কন্যার কথা আলোচনা করিতেছিলেন, তাঁহার ভীতিগ্রস্ত শঙ্কাতুর হৃদয় তাহাদের সঙ্গ-কামনাকে অন্তিম নির্ভরের মত করিয়া আঁকড়িয়া ধরিতেছিল।

ডাক্তার যখন নিজে কথাটা কিছুতেই তুলিলেন না তখন মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন ''আপনার সেই রোগীর খবর কি ?''

ডাক্তার তাঁহার প্রশ্নে মনের ভিতর একটা অস্বস্তিকর ভাব অনুভব করিতে লাগিলেন, বাহিরে সেটুক্ প্রকাশ না করিয়া তিনি বলিলেন, ''এলিনর ষ্টেপল্‌স্ এর কথা বলিতেছ ? ওঃ আমাকে নিয়োগ করিতে করিতেই তাঁহার ব্যারাম বাড়িয়া উঠিয়াছে। এই সেদিন কেমন হাস্যময় প্রফুল্লতা দেখিয়াছি, ইতিমধ্যেই সব গোলমাল হইয়া গিয়াছে, কি সাংঘাতিক এরকম ফিট ! শুধু কান্না ! কান্না ! কান্না !''

''তাইত, দুর্ভাগ্যের বিষয় বটে ; আপনি কি করিতেছেন ?''

"চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছি, কিন্তু বিশেষ কিছু হয় নাই। আর হইবে-ই বা কি, মাত্র পাঁচ দিন হইল ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছি"

"কতদিনের ব্যারাম ?"

"পাঁচ সাত বছরের"

"এঃ! তবে ত আরো মুস্কিল। আপনি কি মনে করেন এ রোগ আরোগ্য হইবে ?"

"মনে ত করি, তবে কতদূর হইবে বলা যায় না; মস্তিষ্কে যদি খুব বেশী রকম কিছু না হইয়া থাকে তবে সারাইতে পারিব আশা করি"

ডাক্তার কাছে আসিয়া ও সরিয়া যাইতেছেন দেখিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ কথাটা পাড়িয়া ফেলিলেন, বলিলেন "তারপর ? আমার কথাটা ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি ?

ডাক্তার ভ্রূকুটি করিলেন, র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ বলিলেন "দেখুন না কেন ইহার মধ্যে আরো একটা কথা আছে, ইনি রেওয়ারিশ্‌—"

ডাক্তার সভয়ে বলিলেন "তুমি সীমা ছাড়াইতেছ"

"সীমা ? মিষ্টার পার্লি আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন কিনা তাই চোখের কাছে শুধু দেয়ালটাকেই বড় দেখিতে পান, তার পরে যে বিস্তৃত মাঠ তাহাতে পৌছিবার সাহস আপনার নাই"

"তা নিশ্চয়ই নাই। এই বৃদ্ধ বয়সে দেয়ালের বেড়টাকেই চরম আশ্রয় বলিয়া মনে হয়, কারণ তাহার ভিতর সবটাই জানা শোনা, হোঁচট্‌ খাইবার বা গর্ত্তে পড়িবার ভয়টা সেখানে নাই। ইহার পরে বিস্তৃত মাঠ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার ভিতর বহু বন্ধুর স্থান আছে ও বহু গুপ্ত গহ্বর আছে"

"ও গুলি শুধু শক্তিহীন অক্ষমের কল্পনা। মিস্‌ এলিনর ষ্টেপল্‌স্‌ এর যাহা বিষয় আছে তাহা তাঁহার অবর্ত্তমানে সরকারী ধনাগার পূর্ণ

করিবে। তা ছাড়া তাঁহার জীবদ্দশায় ও তিনি কখনই ইহা বিকৃত মস্তিষ্ক নিয়া ভোগ করিতে পারিবেন না, এরূপ স্থলে আমরা কাহাকেও বঞ্চিত করিতেছি না”

ডাক্তার অতিশয় বিচলিত হইলেন, একটা উত্তপ্ত উত্তেজনায় তাঁহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, তিনি বলিলেন “থাম, এসব কথা এরকম লঘু ভাবে বলিয়ো না, দেয়ালের ও কাণ আছে”

ডাক্তার স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ তাঁহার পায়ের কাছে ফুলের চারাগুলি ছড়ির মাথা দিয়া নাড়িতে নাড়িতে শীষ দিতে লাগিলেন।

(৪)

ইহার কয়েকদিন পরে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া গেলেন, মিসেস্‌ পালি ও মেডেলিন সেই দিন-ই আসিয়া ঢাকায় পৌঁছিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের অভাব তাহার পুত্র রিচার্ড কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিল। বহুদিন পরে ডাক্তারের নীরব গৃহ হাস্য কৌতুকের উচ্ছ্বাসে মুখরিত হইয়া উঠিল। মিস্‌ ষ্টেপল্‌স্‌ ইঁহাদের মধ্যে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিল, এবং মেডেলিনের সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব প্রতিদিন প্রগাঢ়তর হইতে লাগিল। বাৎসল্য-পরায়ণ ডাক্তার তাহাদের দিকে চাহিয়া নিবিড় প্রীতি অনুভব করিতে লাগিলেন। তুল্যাকৃতি এই দুইটি মেয়ে যখন বাহুর ভিতর বাহু নিবদ্ধ করিয়া উদ্যানের পুষ্পাকীর্ণ পথে বিচরণ করিত, তখন ডাক্তার দূর হইতে তাহাদের বাছিয়া লইতে পারিতেন না, এবং অন্যান্য লোকেরা তাহাদের যমজ-ভগিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করিত।

গভর্ণমেন্ট-হাউসে বলনাচ হইতেছিল, বিরাট হলের ভিতর সহস্রাধিক বৈদ্যুতিক আলো ও পাখার নীচে প্রায় ছয় শত নরনারী ওয়ালট্‌জ্‌ এর

থর নৃত্যে মাতোয়ারা। শুধু একটা উদ্দাম গতি, শুধু একটা চঞ্চল আবর্ত্তন, শুধু একটা প্রমত্ত ঘূর্ণন-বেগ—অতি চকিত অতি ত্বরিত বিদ্যুদ্বিলাসে সমস্ত ঘরখানার ভিতর একটা ঢেউ বহাইতেছিল।

মেডেলিন ও মিসেস্ পার্লি ইহার ভিতর ছিলেন। মেডেলিন যাঁহার সঙ্গে নাচিতেছিলেন, তিনি একজন বৃদ্ধ জর্ম্মাণ পরিদর্শক, নৃত্য-কলায় তিনি অত্যন্ত পটু, মেডেলিনকে তাঁহার কণ্ঠে একটি বিলম্বিত পুষ্প-মালার মত দেখাইতেছিল, সমস্ত ঘরখানা তাহার কাছে বিদ্যুচ্চকিতের মত বিভাত হইতেছিল, তাহার মাথার উপরে সিল্কের ড্রেপারীতে ঘেরা বৈদ্যুতিক আলোর ঝাড়গুলি ও ফুল-পল্লব-সমাকীর্ণ দেয়াল, চারিদিকে সহযোগী নৃত্যকারী দলের ভিতর হইতে এক একবার ত্বরিত সে দেখিতে পাইতেছিল। বাহিরে সুমধুর ব্যাণ্ড বাজিতেছিল, বাজনার তালে একটা উত্তপ্ত উন্মাদনা চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছিল। হলের বাহিরে বারান্দা হইতে উদ্যানপথ দিয়া সিংহদরজা পর্য্যন্ত সমস্তটা পথটা চাইনিজ লণ্ঠনের আলোতে লাল দেখাইতেছিল ও কুসুমাকীর্ণ ফুলের কেয়ারির উপর তাহার রঙ্গীন্ আলো আরও রঙ্গীন্ হইয়া উঠিতেছিল।

মেডেলিনের স্বাস্থ্য মিসেস্ পার্লির মত-ই অপটু ছিল, তৃতীয়বারের নাচ শেষ না হইতেই তাহার মাথা ধরিল, কষ্টে নাচ শেষ করিয়া মেডেলিন ইহার পরবর্ত্তী নাচে যাঁহার সহিত তাহার নাম গ্রথিত হইয়াছিল তাহার কাছে ক্ষমা চাহিতে গেল। মিসেস্ পার্লি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলেন, অসুস্থতার কথা শুনিয়া তিনি মেডেলিনকে বাড়ী চলিয়া যাইতে বলিলেন, মেডেলিন বাড়ী চলিয়া আসিল।

রাত্রি তখন ১টা। মিসেস্ পার্লির জন্য গাড়ী লইয়া "কোচম্যানকে" আবার ফিরিয়া যাইতে বলিয়া মেডেলিন তাহার শয়ন-কক্ষের দিকে গেল। ডাক্তারের কক্ষ তাহার সংলগ্ন ছিল, সে শুনিতে পাইল ঘরের

ভিতর কে যেন কথা বলিতেছে। মেডেলিন বিস্মিত হইল, কারণ ডাক্তার কখনও রাত্রির এই সময় পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকিতেন না। ঘরের ভিতর যে কথা বলিতেছিল সে একটা কথা জোরে বলিয়া উঠিল, মেডেলিন সেই গলা চিনিল, তাহা মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের। সে দিন সকালে তিনি ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। মেডেলিন আরও বিস্মিত হইল, সে শুনিল মিঃ র‍্যাসেনডিল্ বলিতেছেন "ওঁরা তা হলে এখন ফিরিবেন না, ষ্টেট বল—শেষ হইতে দেরী হইবে; আসুন ততক্ষণ কথাটা পরিষ্কার করিয়া ফেলি। আমি আপনাকে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা করিয়াছেন ত? অপারেশনটা সকালেই হইয়া যাক্, কি বলুন?"

ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "আমায় ছাড়িয়া দাও র‍্যাসেন্‌ডিল্, আমি পারিব না। মিস্ ষ্টেপল্‌স্ এর সঙ্গে মেডেলিনের এমন বন্ধুত্ব জন্মিয়াছে যে আমি যদি মিস্ ষ্টেপল্‌সএর কোনও অনিষ্ট করি তবে আমি মেডেলিনের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অপরাধী হইব! ছাড়িয়া দাও, আমায় ছাড়িয়া দাও, আমাকে ইহার ভিতর টানিয়া নামাইয়ো না, এ বড় ভয়ানক পথ"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন "ছি ছি, এত ভীরু আপনি? কি আশ্চর্য্য! রাখিয়া দিন ওসব কাল্পনিক কথা, এখন এটা মিসেস পার্লি ও মেডেলিন্ আসিবার আগেই নিষ্পত্তি করিয়া ফেলা যাক্"

"তুমি ইহা যত সহজ ভাবে নিতেছ আমি তত সহজ ভাবে নিতে পারিতেছি না"

"কেন? এত ভয় কিসের জন্য? আমরা মিস্ ষ্টেপল্‌সকে হত্যা করিতে যাইতেছি না। মাথার একটি শিরা কাটিয়া দেওয়া বইত নয়, তাহাতে শুধু স্মৃতি লোপ ছাড়া আর কিছুই হইবে না, ইহার জন্য

এতটা ভাবনার দরকার কি আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। মিস্ ষ্টেপল্স এই ব্যাধি হইতে যদি মুক্ত না হন, তবে আমরা কিছু না করিলেও তাঁহার স্মৃতিশক্তি লুপ্ত হইয়া থাকিবে, ইহাতে আমাদের কোনো দোষ স্পর্শ হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না। আপনি সময় ঠিক্ করিয়াছেন ?

"করিয়াছি"

"কখন ?"

"কাল সকালে"

"ব্যারাম পূর্ব্ববৎ আছে ?"

"হাঁ"

"তাহা হইলে লোকে কিছু সন্দেহ করিতে পারিবে না"

"সম্ভবতঃ"

"আমরা হাতে পাইয়া মূর্খের মত ছাড়িয়া দিতে চাহিতেছি কিন্তু অপর কেহ হইলে ইহার জন্য প্রভূত আয়োজন করিত। এত অর্থ পাগলকে ভোগ করিতে দিলে তাহার অপব্যবহার হয়"

নিশ্বাস ফেলিয়া ডাক্তার বলিলেন, "দেখিয়ো, সাবধান মিসেস্ পার্লি কি মেডেলিন যেন এর ঘুণাক্ষরেও কিছু না জানে।"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন "আপনি অবশ্য স্মরণ করিবেন যে আমি আমার যৌবনাবস্থাও প্রায় পার হইয়া গিয়াছি।"

ডাক্তার অস্থির ভাবে গৃহ মধ্যে পদচারণা করিতে লাগিলেন, তাহার পর মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের কাছে আসিয়া থামিয়া বলিলেন "আমার মন বড় বিচলিত হইতেছে, আমি পারিব না আমার হাত কাঁপিবে! এই বুড়ো বয়সে যদি এসব কথা বাহির হইয়া পড়ে,তবে তাহা আমার আপন-হাতে-রচা সমাধির মত হইবে।"

"আপনি যদি এত ভয় পান তবে আপনি কাল বাড়ীতেই থাকুন, অপারেশন আমি করিব। মিস্ ষ্টেপল্‌স্‌এর কাছে একখানা চিঠি লিখিয়া দিবেন, যে আমি আপনার চেয়ে দক্ষ বলিয়া আপনি আমায় পাঠাইলেন, শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন নিজে উপস্থিত থাকিতে পারিলেন না। আর তা ছাড়া আমিও তাঁহার একেবারে অপরিচিত নহি"

"চিঠি কাহাকে দিব? তাঁহার ত এখন ফিটের অবস্থা, তিনি চিঠি পড়িতে পারিবেন না, পড়িলেও বুঝিতে পারিবেন না"

"তা হ'লে ত সেটা আমাদের-ই সুবিধা"

"তোমার যাহা ইচ্ছা তাহা তুমি করিতে পার, আমি কিছু করিতে পারিব বলিয়া আমার মনে হইতেছে না"

"উত্তম, আমি একাই পারিব"

"তা তুমি জান"

"তবে এই কথাই ঠিক রহিল"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ডাক্তার অতি ধীর স্বরে বলিলেন "দেখিয়ো সাবধান", তাঁহার কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনা গেল।

মেডেলিন পর্দ্দার ওপিঠে বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার তরুণ হৃদয়ের সমস্ত প্রমোদস্বপ্ন সমস্ত আনন্দ-জ্যোতি ফুৎকারে নিভিয়া গেল! তাহার বুকের উপর পুষ্প স্তবকের সুরভিময় কোমল স্পর্শ পাষাণের মত গুরুভার হইয়া উঠিল, চোখের কাছে নক্ষত্র খচিত নীলাম্বর শুধু একটা কালো মৃতাবরণের মত হইয়া গেল, পায়ের তল হইতে পৃথিবী সরিয়া যাইতে লাগিল, হাতের মুঠি হইতে কপাটের চৌকাঠ অস্পর্শ হইয়া যাইতে লাগিল, মেডেলিন একটা অপরিমেয় গুরুভার লইয়া মহা শূন্যের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইল!

(৫)

দুই হাতে আপনার পরিচ্ছদের নিম্নাংশ গুটাইয়া ধরিয়া মেডেলিন তাহার আপন কক্ষে ফিরিয়া আসিল। তাহার ঘরে তখনো আলো জ্বলিতেছিল, বাহির হইতে বাতাস খোলা জানালা দিয়া ড্রেপারি কাঁপাইয়া আসিতেছিল, ইলেক্ট্রিক লাইটের আলোতে চারিদিককার রমণীয় গৃহসজ্জা সমুজ্জল দেখাইতেছিল, মেডেলিন রুদ্ধ নিশ্বাসে কম্পিত বক্ষে ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত অনুভূতি একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবায়ুর বেগে পাক খাইতে লাগিল, প্রভাতের মৃদুল মারুতান্দোলিত তাহার জীবন তরণী খানি তরঙ্গের তরল দোলা হইতে নিমেষের ভিতর পাল ছিঁড়িয়া অগাধ জলের আলোড়নের ভিতর আসিয়া পড়িল। সামনে তাহার বৃহৎ দর্পণে তাহার সমস্ত প্রতিবিম্বটা অপর একজন আগন্তুকের মত দেখাইতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া মেডেলিন চমকিয়া উঠিল, তাহার নিজের মুখের বিবর্ণতায় তাহার রক্তের ভিতর দিয়া একটা শীতল প্রবাহ বহিয়া গেল। মেডেলিন বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিল এই কি তাহার প্রতিমূর্ত্তি? আয়নার ভিতরে আলো লাগিয়া তাহার নীলাব্জ সিল্কের গাউন জ্বলিতেছিল, মাথায় বহুমূল্য পাথর বসানো টায়রা ঝলকিতেছিল, তাহার মুক্ত শুভ্র কণ্ঠের নীচে গভীর রক্তবর্ণ গোলাপগুচ্ছ আরো গভীরতর লাল দেখাইতেছিল, গলার নেকলেস ও হাতের ব্রেসলেট চমকিতেছিল, কিন্তু এই সমস্ত অপেক্ষা উজ্জ্বলতর, এই সমস্ত অপেক্ষা শোভনতর সরলা বালার সেই পুলকদীপ্ত বিহসিত আনন কোথায় গেল! মেডেলিন আর সেখানে দাঁড়াইল না, দুই হাতে কপালের শিরা টিপিয়া ধরিয়া সোফার উপর বসিয়া পড়িল।

রাত্রি ক্রমশঃ গভীর হইতে লাগিল, ঝাউ গাছের মাথার উপরে সপ্তর্ষি-মণ্ডলের সর্ব্বশেষ তারাটি ক্রমশঃ সরিয়া যাইতে লাগিল, চারিদিক্

হইতে ঝিল্লীর অবিরাম শব্দ শোনা যাইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেডেলিন স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, এলিনরকে রক্ষা করিবার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় তাহার হৃদয়ের প্রত্যেকটি শিরা টন্‌টন্ করিতে লাগিল, সে আপনার মনে মনে বলিতে লাগিল "আমি দিব না—কিছুতেই ইহা ঘটিতে দিবনা, বাবাকে এই ভয়ানক পাপে কিছুতেই জড়িত হইতে দিব না; আর যেমন করিয়াই হৌক্ এলিনরকে আমি বাঁচাইব"

মেডেলিন উঠিয়া টেবিলের উপর যেখানে যীশুখ্রীষ্টের ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তিটি দণ্ডায়মান ছিল, সেখানে গিয়া জানু পাতিয়া বুকের উপর হাত জোড় করিয়া বসিল, সোণার ক্রুশের উপর অপার করুণা-বিভাসিত সেই মৌন মূর্ত্তির নীরব চাহনি তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িল। তাহার মনে সেই নরঘাতী দস্যু বারাব্বাসের কথা মনে পড়িতে লাগিল,—প্রাণদণ্ডের নির্ব্বাচনের সময় জনসাধারণ খ্রীষ্টের বিনিময়ে যাহার জীবন যাচ্ঞা করিয়া লইয়াছিল, কিন্তু খ্রীষ্ট যাহার কাছে আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাহার সমস্ত পাপ পুণ্য করিয়া দিয়াছিলেন!

মেডেলিন খ্রীষ্টের মুখের দিকে চাহিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল "শুনিয়াছি তুমি দীন দুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়াছিলে, পতিত অধমের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, নরঘাতী দস্যুকে স্নেহ দান করিয়াছিলে, তবে আমাকে ও দেখাইয়া দাও, এ পাপ মোচনের কোথায় পথ আছে, বলিয়া দাও! নিরাশ করিয়ো না, ফিরাইয়া দিয়ো না, দয়া কর প্রভু দয়া কর" মেডেলিন মুদ্রিত নেত্রে সেই ধাতু-মূর্ত্তির চরণে মস্তক লগ্ন করিল। তাহার প্রাণের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল "এ পাপ মোচনের পথ তোমার অন্তরে, নিজেকে দান না করিলে পাপ মোচন হয় না, দেখ আমার দিকে চাহিয়া—এই ক্রুশ তার দৃষ্টান্ত"

মেডেলিন চক্ষু মেলিয়া খ্রীষ্টের স্নেহ-স্মিত মুখের দিকে চাহিল, তাহার দুই চক্ষে জল ঢলঢল করিতে লাগিল।

পরদিন সকালে মিসেস্ পার্লি উঠিবার আগে মেডেলিন বাহির হইয়া গেল। ডাক্তার উঠিয়া কেমন একটু বিমনা হইয়া রহিলেন। সমস্ত রাত্রি যে তাঁহার ঘুম হয় নাই তাঁহার মুখে চোখে তাহার স্পষ্ট একটা আভাষ পাওয়া যাইতেছিল। মিসেস পার্লি প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইতেছিলেন হঠাৎ স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া তিনি চিন্তিত হইলেন, বাহির হইবার কথা ভুলিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে তিনি কহিলেন "পিটার তোমার কি হইয়াছে, কোনও অসুখ করিয়াছে? এমন দেখাইতেছে কেন?"

ডাক্তার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, হঠাৎ পিছনে মিসেস্ পার্লির গলা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, তাঁহার হৃদয়ের ভিতর যে কালো দাগটা পড়িয়াছে সেটা যেন তাহার বুকের পাঁজর ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে তাঁহার মনে হইতে লাগিল—স্ত্রীর দিকে তিনি সাহস করিয়া চাহিত পারিলেন না। মিসেস পার্লির উৎকণ্ঠা আরো বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, কাছে আসিয়া তিনি ডাক্তারের কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলেন "পিটার! প্রিয়তম! কি হইয়াছে বলিবে না? আমায় দেখিয়া চমকাইতেছ কেন?"

ডাক্তার অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "চমকাইয়াছি? কৈ? না!"

মিসেস্ পার্লি মনের ভিতর একটা আঘাত অনুভব করিলেন, কিন্তু তাহাকে একটা সুস্পষ্ট আকার দিতে তাঁহার সাহস হইল না পাছে এই পঞ্চবিংশ বৎসরের যে চিহ্ন তাঁহার মনে জাগ্রত আছে তাহা তাহার আঘাতে চূর্ণ হইয়া যায়! তিনি বলিলেন "তোমার মুখ কেমন বিবর্ণ দেখাইতেছে, কাল রাত্রিতে তুমি ঘুমাও নাই?"

ডাক্তার অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন "না, ভয়ানক মাথা ধরিয়াছিল" এই প্রথম তিনি স্ত্রীর নিকট মিথ্যা বাক্য উচ্চারণ করিলেন! মিসেস পার্লি বলিলেন "তা হলে স্মেলিং সল্ট্‌টা একটু টান" বলিয়া তিনি ছাতি রাখিয়া দিয়া স্মেলিং সল্ট্ এর শিশি লইয়া আসিলেন, ডাক্তার হাত বাড়াইয়া তাহা গ্রহণ করিলেন।

মিসেস্ পার্লি স্নেহমিশ্রিত আদরের সহিত তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "আমি বেড়াইতে বাহির হইতেছি, তুমি যাইবে না?"

"না, আজ আর আমি আসিতে পারিব না, তুমি যাও"

"কেন? শরীর কি বেশী অসুস্থ বোধ হইতেছে?"

চক্ষু বুজিয়া চেয়ারের পিছন দিকে হেলিয়া পড়িয়া ডাক্তার বলিলেন "বাস্তবিক আমি আজ বড় খারাপ বোধ করিতেছি, তুমি বেড়াইয়া এস গিয়া"

মিসেস্ পার্লি আর কিছু বলিলেন না, ক্ষুন্ন মনে কক্ষ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার মনেও একটা অন্ধকারের ছায়া ভাসিতে লাগিল। হৃদয়ের ভিতর তাঁহার সেই পরিচিত পুরাতন সুরটি সহসা যেন আগা গোঁড়া বেসুর হইয়া বাজিতে লাগিল, কিন্তু তাহার কোন্ জায়গায় তারটা যে ছিঁড়িয়া গিয়াছে তিনি তাহা খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার প্রাণের ভিতর একটা বেদনা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল।

(৬)

সকালে ৯ টার সময় অপারেশনের সময় ঠিক্ করা হইয়াছিল। তদনুসারে 'মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তাহাকে খুব উল্লসিত দেখা যাইতেছিল, হাসিতে হাসিতে হ্যাণ্ডসেক্ করিয়া তিনি ডাক্তারকে বলিলেন "আপনি বিমর্ষ হইয়া রহিয়াছেন কেন?" এই সাহস লইয়া আপনি ডাক্তারী চালান নাকি?"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন "আমার অবস্থা তুমি বুঝিবে না র‍্যাসেন্‌ডিল্! তোমার কি, তুমি নিঃসঙ্গ, একলা—নিজেকে ছাড়া তোমার আর কিছু ভাবিবার নাই, নিজেকে ছাড়া তোমার আর কাহাকে ও ভয় করিবার নাই, তোমার নিজের বাইরে তোমার আর কোনও অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ—নিজেকে একবার আমার অবস্থায় আনিয়া ভাবিয়া দেখ, তোমার কাছে যা নিতান্ত সহজ, আমার কাছে তা একান্ত অসম্ভব নয় কি?" বলিয়া ডাক্তার একটু থামিলেন, তারপর অস্থির ভাবে ঘরের ভিতর পাইচারী করিতে করিতে বলিলেন "এই পরামর্শে মত দিয়া অবধি আমি মিসেস্ পার্লির মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছি না, আমার তখন মনে হয় যেন আমি একটি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখীন হইতেছি, যাহার দিকে চাহিবা মাত্র আমি আমার সমস্ত জঘন্যতার প্রতিচ্ছায়া দেখিতে পাইব! ওঃ! র‍্যাসেন্‌ডিল্ তুমি আমার সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছ"! ডাক্তার চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "আপনার যথেষ্ট ভাবুকতার দোষ আছে দেখিতেছি! আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে এত মড়া কাটিয়া আপনার এরূপ বালিকাবৃত্তি কিরূপে সজীব আছে! মিসেস্ পার্লির সঙ্গে আপনি কিছুতেই ওরূপ করিবেন না। কেন? কি হইয়াছে? আপনি কি মনে করেন পুরুষের প্রত্যেক কাজই স্ত্রীদের মন্ত্রণায় নিয়মিত হইবে? আর, যুক্তির কথা যদি ধরেন, তবুও দেখিবেন প্রকৃতি নিজে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে, তাঁহাদের সমস্ত কোমলতা বাহিরের সংঘর্ষণের বিরুদ্ধে প্রমাণ দিতেছে! এসব রাবিশ কেন আপনার মনে আসে!"

বলিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ ঘড়ি খুলিলেন, তাহার পর বলিলেন, ৮টা বাজিবার উপক্রম হইয়াছে, আমার নিশ্চয়ই এখন যাইতে হইবে; আপনি যাইবেন ত?"

ডাক্তার বলিলেন "কখন যাইতে বল ?"

"৯॥ টায়"

"আচ্ছা, তাহাই হইবে"

"কিন্তু আপনি ঐ গাম্ভীর্য্যটা ছাড়ুন, মিসেস্ পার্লি যেন কোনও রকমে সন্দেহ না করেন ! আসুন দেখি একবার, আমি দেখিয়া যাই"

ডাক্তার তাঁহার কথা শুনিয়া হাসিয়া ফেলিলেন, "বিদায়" বলিয়া হাসিতে হাসিতে মিঃ র্যাসেন্‌ডিল্ গাড়ীতে উঠিলেন, বলিলেন "আপনার পৌরুষত্বের প্রমাণ দিন্ মিষ্টার পার্লি, বালিকার মত অবোধ হইবেন না।"

কোচম্যান গাড়ী হাঁকাইয়া দিল, মেহেদি গাছের বেড়ায় ঘেরা বৃত্তাকার ফুলের বাগান ঘুরিয়া লাল সুড়কি-বাঁধা পথ দিয়া নিমেষের মধ্যে গাড়ীখানা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া মিঃ র্যাসেন্‌ডিলের মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইল, একটু আগে তাঁহার সহযোগীর নিকট যে উল্লাস তিনি দেখাইতেছিলেন, তাহা নিভিয়া গেল, তাঁহার কৃত্রিম প্রফুল্লতা—যাহা শুধু তিনি ডাক্তরের প্ররোচনার জন্য নিপুণ ভাবে বয়ন করিতেছিলেন, আপনার নিঃসঙ্গ আত্মার কাছে তাহা উর্ণার মত লোপ হইয়া গেল, ভ্রুকুটী করিয়া অন্ধকার মুখে তিনি আপনার কল্পিত কর্ম্মের ভবিষ্যৎ ভাবিতে লাগিলেন।

মিঃ র্যাসেন্‌ডিল্ চলিয়া গেলে ডাক্তার বসিয়া আবার ভাবিতে লাগিলেন, মিসেস্ পার্লি বেড়াইয়া ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এখন "কেমন বোধ করিতেছ ?"

কৃত্রিম হাসি হাসিয়া ডাক্তার বলিলেন, "এখন একটু ভাল বোধ করিতেছি, কাল রাত্রিতে বড় খারাপ বোধ হইয়াছিল। মেডেলিন কোথা ?"

"আমি উঠিবার আগেই আজ সে বাহির হইয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ মাষ্টার রিচার্ডের সঙ্গে তাহার দেখা হইয়াছে, নহিলে ফিরিতে এত দেরী হইতেছে কেন!"

"এরি মধ্যে তাহাদের পরিচয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে?"

"আমার সেই রকমই বোধ হইতেছে"

"তা হওয়া খুব সম্ভব-ই, রিচার্ড ছেলেটি বেশ্"

সহসা মিসেস্ পার্লি বলিলেন "আচ্ছা ধর উহারা যদি পরস্পরকে ভালবাসিয়া ফেলে?"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন, "তোমাদের শুধু ঐ এক ভাবনা"

"মিথ্যাবাদী" বলিয়া মিসেস্ পার্লি ডাক্তারের চসমা-আঁটা স্থূল নাসিকাটি ধরিয়া নাড়িয়া দিয়া বলিলেন "আমি কিন্তু জানি তাহার বিপরীত"। ডাক্তার তাহার ভিতরকার রহস্যটুকু বুঝিতে পারিয়া স্নিগ্ধ হাস্য করিলেন, পঞ্চবিংশ বৎসরের পূর্ব্বকার একটি মধুর দিনের স্মৃতি—যে দিন তিনি শঙ্কিত দ্বিধায় মিসেস্ পার্লির কাছে প্রথম তাঁহার প্রেম জানাইতে গিয়াছিলেন—তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তার স্বপ্নাতুরের মত হাসিলেন।

"তোমরা দেখাইয়া দাও তবে আমাদের মনে পড়ে, তোমরা স্পর্শ কর তবে আমাদের হৃদয় জাগিয়া ওঠে" বলিয়া মিসেস্ পার্লি প্রগাঢ় অনুরাগ-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। নিমেষের জন্য ডাক্তার তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত গ্লানি ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার প্রাণের ভিতর শুধু সেই দুটি ধূসর চক্ষের সজল দৃষ্টি বর্ষার জলভারান্ধকার মেঘের শীতল ছায়ার স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিতে লাগিল। মিসেস্ পার্লি বলিলেন "না ঠাট্টা না, আমার কিন্তু বাস্তবিক-ই এইরূপ মনে হইতেছে। তুমি লক্ষ্য কর নাই পরস্পরের সাক্ষাৎ হইলে ইহাদের মুখে কি

আনন্দ উথলিয়া উঠে! লণ্ডনে ও অনেক ছেলের সঙ্গে মেডেলিনের আলাপ ছিল, কিন্তু শুধু ভদ্রতা ও বিনয় কিম্বা কখনও একটু বন্ধুত্বের আভাষ ছাড়া এ পর্য্যন্ত বেশী কিছু আর দেখি নাই। এই কয় দিনেই মেডেলিন আমার পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে"

ডাক্তার স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সত্য বলিতেছ ?"

মিসেস পার্লি বলিলেন "তোমরা পুরুষ—চোখ বুজিয়া চল, ইহা ত আমার প্রথম দিনেই নজরে পড়িয়াছে"

"বটে ? তাহা হইলে আমার বেলায় পড়ে নাই কেন ?"

"তা বুঝি পড়ে নাই, আমি শুধু পরখ করিয়া লইতেছিলাম যে সে সোণায় খাদ ছিল কি না"

"তোমাদের মন বোঝা শক্ত বটে"

"এখন বল দেখি ইহাদের প্রতি কি ব্যবস্থা করিব ?"

"র‍্যাসেন্‌ডিলের যদি কোনো রকম আপত্তি না থেকে থাকে তবে এ বিয়ে ত খুব একটা সুখের বিষয় হইবে"

প্রফুল্ল মুখে মিসেস্ পার্লি বলিলেন "যাহোক্ একটা ভাবনা হইতে বাঁচিয়া গেলাম"

এমন সময় ঢং ঢং করিয়া ৯টা বাজিয়া উঠিল, ডাক্তার চমকিয়া উঠিলেন, মিসেস্ পার্লি বলিলেন, "তুমি বারবার এরূপ চমকাইতেছ কেন ?"

বিমর্ষ হইয়া ডাক্তার বলিলেন "না, আমায় এখন যাইতে হইবে, একটা অপারেশন আছে। ভারী শক্ত ব্যাপার, মাথার ভিতর কাটিতে হইবে। বৃদ্ধ হইয়াছি অত সূক্ষ্ম কাজ—যদি একটু বেশীকম হয় তাহা হইলেই শেষ। সেই জন্য বড় ভাবনা হইতেছে"

ডাক্তার উঠিয়া দাঁড়াইলেন, মিসেস্ পার্লি বলিলেন, "না পার যদি

তবে করিয়া কাজ নাই, অপরকে দাও, দেখিয়ো কখনও যেন কাহারও অনিষ্টের ভিতর না পড়”

ডাক্তার একটু বিচলিত হইলেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল মিসেস্ পার্লি সমস্ত কথা জানিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহার বুকের ভিতরটা কাঁপিতে লাগিল, স্ত্রীর দিকে আর না চাহিয়া তিনি পোষাক বদলাইতে ড্রেসিং রুমে গেলেন।

একটু পরেই তিনি সিণ্ডারেলা কটেজ্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন, একটা শকুনি ছাদের আলিসার উপর বসিয়াছিল সেটা বিকট চীৎকার করিয়া তাঁহার মাথার উপর দিয়া ঝাপট্ মারিয়া গেল, ডাক্তার সহসা তাহার দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

(৭)

ওয়ারি র‍্যাঙ্কিন্ ষ্ট্রীটে সিণ্ডারেলা কটেজের একটি সুসজ্জিত ঘরে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ দাঁড়াইয়াছিলেন। এলিনরের অপারেশন হইয়া গিয়াছিল। মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের মুখ অতিশয় গম্ভীর ও চিন্তাযুক্ত, সাম্‌নে তাঁহার সোফার উপর এলিনর শয়ানা। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ করা ও তাহার মুখ স্বতন্ত্র একটা রুমাল দিয়া আবৃত।

এমন সময়ে ডাক্তার সেখানে পঁহুছিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ প্রফুল্ল মুখে বলিলেন “দেখিতেছেন কি, শেষ করিয়া ফেলিয়াছি”!

“শেষ?” বলিয়া ডাক্তার সোফার উপর শয়ানা এলিনরের দিকে চাহিলেন, সহসা তাঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; একটা দারুণ বিভীষিকা তাঁহার প্রাণের ভিতরে অন্ধকার করিয়া আসিল, ডাক্তার মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জ্ঞান আছে?”

“আছে”

“অপারেশন ঠিক্ মত হইয়াছে?”

"নিশ্চয়ই"

"ইহার পরিণামটা কি রকম দাঁড়াইবে তুমি মনে কর ?"

"এঁর যখন মাথার ব্যারাম তখন পরিণাম যাহা-ই হোক্ না কেন তাহাতে আমাদের কিছু আসিবে যাইবে না"

"কথা বলিতে পারেন কি না দেখিয়াছ ?"

"প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা ইঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হইবে, আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন দেখিতেছি"

"না আমি ভুলিতেছি না, এই অপারেশনের ফল এঁর উপর কিরূপ ভাবে প্রকটিত হয় জানিবার জন্য উৎকণ্ঠিত আছি, আমি নানা বিষয়ে সন্দেহ করিতেছি"

"কিছু না কিছু না ওসব কিছু ভাবিবেন না, ভাবাটাই যত অনিষ্টের হেতু"

"তুমিত বলিতেছ, কিন্তু—"

ডাক্তারের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল, সহসা নিম্নতল হইতে নারী-কণ্ঠের তীব্র ক্রন্দন-ধ্বনি শোনা গেল, ডাক্তার চমকিয়া উঠিয়া মিঃ র‍্যাসেন্-ডিলের স্কন্ধে হাত দিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার মুখ একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল। মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল বলিলেন "ও কি, ও ?"

ভীতস্বরে ডাক্তার বলিলেন "নিশ্চয় এ বাড়ীটা প্রেতগ্রস্ত, এ যে মিস্ এলিনরের গলা"

"বলেন কি ?"

"নিশ্চয়-ই এতে কোনও সন্দেহ নাই, আমি তাঁহার গলা খুব ভাল রকমেই চিনি"

ডাক্তারের কপালে ঘাম ফুটিতে লাগিল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন "না, না তাহা হইতে পারে না, নিশ্চয়ই অন্য কোনও স্ত্রীলোক, চলুন দেখিয়া আসি"

ডাক্তার স্তব্ধ, তাঁহার মুখে কোনো কথা নাই, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌- তাঁহাকে টানিয়া লইয়া চলিলেন। সিঁড়ীতে নামিতেই দেখিলেন একজন বেয়ারা ত্রস্তপদে উপরে আসিতেছে, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেয়া হুয়া ?"

বেয়ারা সেলাম করিয়া বলিল "মেম সাব্‌ বড়ি হল্লা কর্‌তি হ্যায়, রোতি হ্যায়, আপ্‌ লোক আইয়ে, জল্‌দি আইয়ে"

মিঃ র‍্যাসেনডিল্‌ মুখ বিকৃত করিয়া বলিলেন "কেয়া বোল্‌তা তোম্‌ উল্লুক ? কোন্‌ মেম সাব্‌ রোতি হ্যায় ?"

বেয়ারা শঙ্কিত মনে দুই সিঁড়ী পিছনে নামিয়া গিয়া বলিল "হামারা মেম সাব্‌ হুজুর, আলুনি মেম সাব্‌ হুজুর"

মুষ্ট্যালাপের ভয়ে বেয়ারা আগে আগে নামিতে লাগিল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ ও ডাক্তার ত্বরিত পদে তাহার অনুসরণ করিলেন। বাড়ীর শেষ দিকে একটি অব্যবহার্য্য ঘর, পুরাণো গৃহসজ্জা সব সেখানে স্তূপ করা, তাহার ভিতরে একটা রকিং চেয়ারের উপর শুইয়া এলিনর কাঁদিতে ছিল, ও এক একবার ভয়াবহ রকম চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল। ডাক্তার ও মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ তাহার দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌. বলিলেন "সর্ব্বনাশ হইয়াছে ! চলুন, চলুন উপরে চলুন, একটা ভয়ানক ভুল করিয়াছি, জানি না মিস্‌ ষ্টেপল্‌স্‌ এর জায়গায় আমি কাহাকে অস্ত্র করিয়াছি !"

বলিয়াই তিনি পিছনে দাঁড়ানো বেয়ারাকে বলিলেন "বরফ লেআও, আউর এই দাওয়াইঠো লাও"। বেয়ারা লম্বা সেলাম ঠুকিল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ তাড়াতাড়ি ড্রয়িং রুমে ঢুকিয়া এক টুক্‌রা কাগজে যা তা একটা ঔষধের নাম লিখিয়া বেয়ারাকে দিলেন, বেয়ারা কাগজ লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "চলুন এখন উপরে চলুন, বেয়ারা আসিবার আগে আমাদের সব সারিয়া ফেলিতে হইবে।"

ডাক্তার বলিলেন " আমি বুঝিতে পারিতেছি না তুমি এরূপ মারাত্মক ভুল কিরূপে করিলে। যাঁহাকে অস্ত্র করিয়াছ তাঁহার মুখ তুমি দেখ নাই ?"

"তাহা দেখিলে আর এরূপ ঘটিবে কেন ? আমি আসিয়া এঁকে মুখ ঢাকা অবস্থায় শুইয়া থাকিতে দেখিয়াছি, তখন আমি মনে করিয়াছিলাম, বালিকা অস্ত্র দেখিলে ভয় পাইবে বলিয়া মুখ ঢাকিয়া রাখিয়াছে।"

বলিতে বলিতে মিঃ র‍্যান্‌ডিল্ ডাক্তারকে লইয়া দ্রুতপদে উপরে উঠিতে লাগিলেন, সমস্ত ঘটনাটা তাঁহাদের কাছে একটা অদ্ভুত মায়া-কাণ্ডের মত মনে হইতে লাগিল। ঘরে গিয়াই মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ রোগিণীর মুখের উপরকার রুমালখানা খুলিয়া লইলেন, কিন্তু ওঃ! ভগবান! এ কে ? চীৎকার করিয়া ডাক্তার রোগিণীর শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন, তাঁহার চক্ষু অক্ষিকোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, এ যে তাঁহার মেডেলিন !

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ স্তম্ভিত হইয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া রহিলেন, যে অস্ত্র তিনি এই বালিকার মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া চালাইয়া নিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের মর্ম্মকোষের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল, তাঁহার চোখের কাছে সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেল, তিনি আর ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিতে পারিলেন না !

(৮)

মিসেস্ পার্লি একজন বিখ্যাত ভিওলিনিষ্ট ছিলেন, স্বামীর সঙ্গে যখন তিনি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন প্রথম ইহা শিক্ষা করেন, এই বিগত পঞ্চ বৎসরের ভিতর তিনি তাহার অসাধারণ উন্নতি করিয়

ফেলিয়াছিলেন। ঘরের ভিতর টবে সাজানো ছায়া-পুষ্প ও বিলাতী খেজুরের চারার স্নিগ্ধ অন্তরালে বসিয়া তিনি ভিওলিন বাজাইতেছিলেন, কিন্তু আজ তাঁহার আঙ্গুল শুধু ভুল মার্গে গিয়া পড়িতেছিল, ও সেই সব চির-পরিচিত সুরগুলি—স্পর্শমাত্রে যাহা তরঙ্গ-কল্লোলের মত উচ্ছ্বল বেগে আসিয়া পড়িত, আজ তাহা কোন ক্রমেই সাড়া দিতেছিল না। পদে পদে তিনি পদ ভুলিতেছিলেন, রাগিণীর মাত্রা বেঠিক্ করিয়া ফেলিতেছিলেন, তাঁহার মনের ভিতর কেমন একটা অজানা বেদনার ছায়া ভাসিতেছিল। ভিওলিন যখন কিছুতেই ভাল বাজিল না তখন তিনি তাহা বিরক্তির সহিত রাখিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন; ঘড়ির দিকে চাহিলেন, দেখিলেন দশটা বাজিয়া গিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি বলিলেন "জানিনা পিটার আজ কতক্ষণে ফিরিবে, আমার যেন কি রকম ভয় হইতেছে, কেমন যেন একটা অমঙ্গলের ভাবনা আসিতেছে" তখনই তাঁহার স্বামীর সেই অনভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য ও উচ্চকিত ভাব মনে পড়িল, প্রাণের ভিতর কেমন একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহা বিদূরিত করিবার প্রয়াস করিয়া বলিলেন "নাঃ! আমি মিছামিছি এত ভাবিতেছি, এই জন্যই ত পুরুষের কাছে আমাদের হাস্যাস্পদ হইতে হয় বাস্তবিক, অকারণে এ রকম বিচলিত হওয়া নির্ব্বোধের মতই হয়।"

ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, ডাক্তারের গাড়ী তখন ফুলের বাগান ঘুরিয়া আসিতেছিল, মিসেস্ পালি তাঁহার দিকে চাহিবা মাত্র তাঁহার মনটা কি রকম অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, তিনি কিছু বলিবার আগেই গাড়ী আসিয়া তাঁহার সাম্‌নে দাঁড়াইল এবং ডাক্তার তাহার ভিতর হইতে নামিয়া, আসিলেন। তাঁহাকে অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত দেখা যাইতেছিল, এই এক ঘণ্টার ভিতর তাঁহার উপর দিয়া

যেন এক যুগ চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষু অন্ধকার, ললাট আরো রেখাময়। মিসেস্ পার্লির বুকের ভিতর রক্তস্রোত থামিয়া গেল, তিনি বলিয়া উঠিলেন "ওঃ পিটার বলিবে না তুমি আমায় বলিবে না, আমার নিকট হইতে তুমি কি গোপন করিতেছ? কিন্তু তুমি না বলিলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছি একটা কিছু ঘটিয়াছে, একটা কিছু হইয়াছে! আমি কি তোমার বিশ্বাসের যোগ্য নই? কেন আমায় বঞ্চনা করিতেছ—বল, বল, কি হইয়াছে?"

ডাক্তার শূন্য দৃষ্টিতে স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন, মিসেস্ পার্লি সে চাহনি দেখিয়া অধিকতর আকুল হইয়া উঠিলেন। হাত ধরিয়া তাঁহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন "দেখ, তুমি আর আমি একা—এখানে কেউ নাই, কোনো সাক্ষী নাই; বল তোমার হৃদয় আমার কাছে প্রকাশ করিয়া বল! আমি তোমার জীবন-সঙ্গিনী, তোমার ধর্ম্ম যেমন আমার, তোমার পাপও তেমনি আমার, তোমার সুখ দুঃখ তেমনি আমার; বল, বল, কেন এমন করিতেছ?"

ডাক্তার তাঁহার কথার কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না, রুমালে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

(৯)

রিচার্ড তাহার শয়ন-কক্ষে টেবিলের কাছে বসিয়া একটা কবিতা লিখিতেছিল, তাহার ভাবার্থ এই——

আমি, দেখেছিনু তারে চকিতে
বিজলী যেন ত্বরিত
আঁখি, ঢল ঢল তার লাজেতে
অমিয়ে বাণী জড়িত—

খাতার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া রিচার্ড কবিতার পরবর্ত্তী চরণ

ভাবিতেছিল এমন সময় মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ অতি দ্রুত বেগে ঘরে প্রবেশ করিলেন রিচার্ড তাঁহাকে দেখিয়া কবিতাটি উল্টাইয়া ফেলিলেন মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তৎ প্রতি কোনো লক্ষ্য না করিয়া বলিলেন "রিচার্ড আমাদের এখানে আর থাকা হইবে না, লাগেজ গুছাইয়া লও আজই আমাদের হল্যাণ্ডে রওনা হইতে হইবে।"

চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রিচার্ড অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল "সে কি বাবা ?"

"আমাদের এখানে থাকা শেষ হইয়াছে।"

"কেন ?"

"কেন, তাহা আমি তোমায় বলিতে পারিব না, যদি আমার জীবন বাচাইতে চাও ও নিজের সম্মান বজায় রাখিতে চাও তবে ওঠ, আর এক মুহূর্ত্ত দেরী করিয়ো না।"

"আমরা খুনী ও নহি জালিয়াং ও নহি, কেন আমরা এরূপে পলায়ন করিব ?"

"না তুমি তাহা জানিতে পারিবে না"

"আমি তোমার ছেলে, আমি জানিতে পারিব না ?"

"বাচালতা করিয়ো না, যাহা বলিতেছি তাহা কর"

রিচার্ড একটু খানি একরোখা ছিল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ যখন কথাটা কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না, তখন তাহার ও জেদ চড়িয়া উঠিল, চেয়ারের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া সে দৃঢ়তার সহিত বলিল "কেন যাইতে হইবে তাহা না শোনা পর্যন্ত আমি যাইতে পারিব না"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ রাগত ভাবে বলিলেন "তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের মত আচরণ করিতেছ"

রিচার্ড বলিল "তুমি অন্যায় কথা বলিতেছ, আমরা খুনী আসামী নই যে আমাদের গোপনে পলায়ন করিতে হইবে!

"নাঃ! তুমি না বলাইয়া ছাড়িবে না, আচ্ছা, শোন তবে" বলিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ সকল কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। মিস্ এলিনর ষ্টেপল্‌স্ এর জায়গায় মেডেলিনকে অপারেশন করা হইয়াছে এই কথা শুনিবা মাত্র রিচার্ড চীৎকার করিয়া উঠিল "কাহাকে অপারেশন করিয়াছ!"

"মেডলিনকে, কিন্তু—একি তুমি অমন করিতেছ কেন?"

রিচার্ড দারুণ অভিমানে ও ক্রোধে আরক্তমুখ হইয়া কহিল "সে কথা দিয়া তুমি কি করিবে, বরঞ্চ তদপেক্ষা তোমার ক্যাশ বাক্সের হিসাব তোমার কাছে রমণীয় হইবে! অপারেশন কোথায় করিয়াছ আমায় শীঘ্র বলিয়া দাও"

"ওয়ারি—নম্বর র‍্যাঙ্কিন ষ্ট্রীটে সিণ্ডারেলা কটেজে"

রিচার্ড কিছু না বলিয়া গমনোদ্যত হইল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন "কোথা যাও?"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রিচার্ড বলিল "তুমি আমার যে ভাগ্য বিধান করিয়াছ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ আপনার কপালের শিরা টিপিয়া ধরিলেন, বলিলেন "যাইয়ো না, অপমানিত হইবে"

উত্তেজিত হইয়া রিচার্ড বলিল "অপমান? যদি সম্ভবপর হইত তবে আমার রক্ত দিয়া তাহার এ ক্ষতি পূরণ করিতাম"

রিচার্ড পিতার হাত ছাড়াইয়া লইতে উদ্যত হইল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তাহাকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন "যাইয়ো না; আজ বিকালেই আমাদের রওনা হইতে হইবে।"

"না আমি যাইব না" বলিয়া রিচার্ড ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের চোখে জল আসিল, ছেলের উপর তাঁহার যথেষ্ট মমতা ছিল, তাহার সহিত এরূপ ভাবে বিচ্ছেদ হইবে তাহা তিনি কখনও কল্পনা করেন নাই, তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিল তিনি বলিলেন "রিচার্ড! আমায় ক্ষমা কর, আমি না জানিয়া করিয়াছি, আমাকে ইহার জন্য ত্যাগ করিয়ো না"

রিচার্ডের রক্ত তখন তপ্ত হইয়া ফুটিতেছিল, হাত ছাড়াইয়া নিয়া উচ্ছ্বসিত তীব্র কণ্ঠে সে বলিল, "আমার হত্যাকারী আমার যাহা করিত তুমি আমার তদপেক্ষা বেশী করিয়াছ, আমায় আর ডাকিয়ো না"

ভয় দেখাইয়া তাহাকে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "রোমান্স দিয়া জীবিকা উপায় হয় না তুমি জান; ইহা দ্বারা তুমি আপনাকে আমার উত্তরাধিকার হইতে ভ্রষ্ট করিতেছ"

"তোমার উত্তরাধিকার, তোমার অর্থ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিলাম" বলিয়া রিচার্ড একবার পিছন দিকে না ফিরিয়া বেগে বাহির হইয়া গেল, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ তাহার পরিত্যক্ত চেয়ারের উপর বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই দিন সকালের ট্রেণেই তিনি ঢাকা ছাড়িলেন, কিন্তু প্লাইমাউথ বন্দরে নামিয়া তাঁহার আর অগ্রসর হইতে হইল না, তাঁহার হিসাবের খাতা উল্টাইয়া গিয়া তাঁহার জমার ঘরে বৃহৎ শূন্য আসিয়া পড়িল, তাঁহার দেনা শোধ আরম্ভ হইল।

(১০)

অপারেশনের পর একদিন পরিপূর্ণ বিশ্রামের দরকার, কাজেই সেই দিন মেডেলিনকে আর বাড়ীতে আনা গেল না, ডাক্তার মিসেস্ পালিকে লইয়া সেখানে মেডেলিনের শয্যাপার্শ্বে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের আর কোনও খবর পাওয়া গেল না, রিচার্ড তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল গ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত ছিল,

সেও তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া অশ্রুপাত করিতেছিল। পরের দিন সকালে ডাক্তার মেডেলিনকে লইয়া বাড়ী আসিলেন।

স্বামী স্ত্রী দুইজনে ধরাধরি করিয়া মেয়েকে লইয়া খাটে শোয়াইলেন, ডাক্তার বলিলেন "এই পোষাকটা বদলাইয়া রাত্রির পোষাক পরাইয়া দাও"। স্ত্রীকে সান্ত্বনার্থে তিনি একটি কথাও বলিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার ভয় হইতেছিল পাছে তাহা ব্যঙ্গের মত শোনায়! বিচারকের কাছে অপরাধীর মতন তিনি কেবলই আপনার কঠোর অন্তর্দাহের উপর দুঃসহ কুণ্ঠার গুরু বেদনা অনুভব করিতে ছিলেন, তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছিল তথাপি তিনি একটি কথা বলিতে পারিতেছিলেন না।

মিসেস পার্লির মুখ বেদনা-নিবিড় ভয়াবহ গাম্ভীর্য্যে ভরাট হইয়া ছিল, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তিনি অত্যন্ত স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতেছিলেন, তাঁহার দ্বিখণ্ডিত হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে উৎসারিত স্নেহরস যেন তাহাতে আসিয়া মিশিতেছিল, তাহাতে অভিমানের বা ক্রোধের কোনও লেশ ছিল না।

মিসেস্ পার্লি ধীর হস্তে মেডলিনের বুকের বোতামগুলি খুলিতে লাগিলেন, তাহার শুভ্র কোমল বসন-স্তরের ভাঁজের ভিতর হইতে যীশু-খ্রীষ্টের একটী ক্রুশবিদ্ধ মূর্ত্তি বাহির হইল, তাহার সঙ্গে ডাক্তারের কয়েকখানি চিঠি জড়িত, সেগুলি তিনি মেডেলিন্‌কে লণ্ডনের ঠিকানায় লিখিয়াছিলেন। চিঠি গুলি ও ক্রুশটি মিসেস্ পার্লি হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, বেদনায় তাঁহার মুখাবয়ব কুঞ্চিত হইয়া যাইতে লাগিল। ডাক্তার উদ্বিগ্ন মুখে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মিসেস্ পার্লির চক্ষু হইতে বড় বড় জলের ফোঁটা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার নীরবে চিঠিগুলি ও ক্রুশটি হাতে নিলেন, এই ক্রুশটি এই

সেদিন তিনি মেডেলিনকে তাহার সপ্তদশ বাংসরিক জন্মদিনের উৎসবে উপহার পাঠাইয়াছিলেন, তাহার সঙ্গে তাঁহার লিখিত সেই সব স্নেহপুর্ণ উপদেশ সম্বলিত চিঠিগুলি—যাহার ভিতর তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া লিখিয়াছেন, কত আদর করিয়া কত সোহাগ করিয়া তিনি তাহার মধ্যে পরার্থে আত্মোৎসর্গের খ্রীষ্টের সেই মহনীয় ছবিটি দেখাইয়াছেন ও তাহার তরুণ জীবন তাঁহার-ই পুণ্যময় আদর্শে গঠিত করিবার জন্য কত স্নেহমধুর বাক্য লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই বাক্যগুলির সঙ্গে জড়িত তাঁহার সেই বর্ণিত আদর্শটি যখন তিনি মেডেলিনের নিস্পন্দ বক্ষ হইতে হাতে তুলিয়া লইলেন তখন তাহার ভিতর যে মৌন অর্থটি লুক্কায়িত ছিল তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়া মৃত্যুবাণের মত তাঁহাকে আঘাত করিল। তাঁহার সেই উপদেশগুলিকে মেডেলিন কত যত্নে রাখিয়াছিল, কত আগ্রহে পালন করিতেছিল, অবশেষে সে আজ তাঁহারই উদ্ধার-কল্পে আপনাকে আহুতি দিয়া খ্রীষ্টের সেই অলৌকিক দৃষ্টান্তের সর্ব্বথা অনুসরণ করিয়াছে, তাহার প্রাণের সমস্ত অকথিত ভাব অপ্রকাশিত চিন্তা এই একটি মৌন অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া এমন উজ্জ্বল এমন দীপ্তভাবে প্রকাশিত হইতে লাগিল যে ডাক্তার কঠিন ভাবে আপনার হস্ত নিপীড়ন করিতে করিতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

মেডেলিনকে ভিতরে পৌছাইয়া দিয়া রিচার্ড বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে কেহ ডাকে নাই তবু সে আসিয়াছে, তাহাকে কেহ কিছু করিতে বলে নাই তবু সে কিছু করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়া চাহিতেছে না তবু সে সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া অশ্রুপাত করিতেছে, তাহার নিজের মথিত প্রাণের বেদনা তাহাকে এই শয্যাখানির কাছে নিগড়বদ্ধ করিয়া রাখিতেছিল। ডাক্তারের আর্ত্ত-

নাদ শুনিয়া রিচার্ড ঘরে ঢুকিল। মিসেস্ পার্লি মেডেলিনের বক্ষের উপর নত হইয়া কাঁদিতেছিলেন, ডাক্তার তাঁহার কাছেই মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিলেন, কনভাল্সনের মত তাঁহার সর্ব্বদেহ কম্পিত হইতেছিল। বিছানার উপর যে চিঠিগুলি পড়িয়াছিল রিচার্ড যন্ত্রচালিতবৎ তাহা হাতে নিল; সেগুলি সব ডাক্তারের লেখা, শুধু একখানি চিঠির উপরে মেডেলিনের নিজের হস্তাক্ষর, রিচার্ড তাহার দিকে চাহিবা মাত্র তাহার নিজের নামটি দেখিতে পাইল, কম্পিত হস্তে সে চিঠিখানি খুলিল, তাহার বুকের ভিতর নূতন আশা মুঞ্জরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চিঠির ছেঁড়া খামখানি রিচার্ডের কোলের উপর পড়িয়াছিল, মিসেস্ পার্লি ও ডাক্তার মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিলেন, সেই চির-পরিচিত রমণীয় সুস্পষ্ট অক্ষর গুলিতে খামের উপর একটি মাত্র নাম সাজানো "মাষ্টার রিচার্ড র্যাসেন্‌ডিল্"। ঐ নাম টুকুর ভিতরে যেন তাহার অন্তর্নিবিষ্ট সমস্ত কথা প্রকাশ পাইতেছে, তাহার ভিতর একটি বালিকা হৃদয়ের প্রথম প্রেমোন্মেষের সমস্ত লালিত্য টুকু যেন বিগলিয়া পড়িতেছে, প্রথম যৌবনের লজ্জা-মধুর জড়িমা যেন তাহার গায়ে জড়িত রহিয়াছে, তাহার সমস্ত আবেগ সমস্ত পুলক সমস্ত মোহ যেন তাহা ঘিরিয়া রহিয়াছে! চিঠিখানি পড়িয়া রিচার্ড মিসেস্ পার্লির দিকে চাহিল, মিসেস্ পার্লি বলিলেন "আমি জানি উহাতে কি লিখিত আছে! মেডেলিন তোমাকে ভালবাসিয়া ছিল, কিন্তু সে কথা সে আর তোমায় শুনাইবে না, শুধু এই চিঠি টুকু তাহার সাক্ষী"। মিসেস্ পার্লির চক্ষু হইতে অবিশ্রান্ত জল ধারা বহিতে লাগিল।

রিচার্ড উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমার জীবনে আমি আর কাহাকেও ভালবাসিব না, মেডেলিন জ্ঞান হীন হোক্ আর শব দেহই

হোক্, আমার হৃদয় কখনও পরিবর্ত্তিত হইবে না! কিন্তু এ কথার মৃত ভার আমরণ আমায় বহন করিতে হইবে—আমি একবার বলিতে পারিলাম না মেডেলিন তোমায় আমি কতখানি ভালবাসিয়াছি''

বলিতে বলিতে রিচার্ড অধীর ভাবে মেডেলিনের রক্তহীন ওষ্ঠপুটে তাহার প্রেমের চির-শপথ চিহ্নিত করিয়া দিল, তাহার চক্ষের জলে মেডেলিনের ললাট ও গণ্ড ভিজিয়া গেল।

(১১)

''মেডেলিন!''

''কাহাকে ডাকিতেছ?''

''তোমাকে''

''আমাকে?''

''হাঁ মেডেলিন''

''আমার নাম মেডেলিন?''

মেডেলিনের প্রশ্নে রিচার্ডের চক্ষে জল আসিল, রিচার্ড বলিল ''তোমার নাম-ই মেডেলিন, তোমার কি মনে হয় না?''

''না''

''তোমার বাবাকে মনে পড়ে''

''আমার বাবা?''

''হাঁ মেডেলিন, তোমার বাবা''

''না আমার তাহা মনে পড়ে না''

''মিষ্টার পিটার পার্লি কে?''

''জানি না''

''মাকে মনে আছে?''

''মা? কে? জানি না''

"আমি কে ?"

"চিনি না"

রিচার্ড অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিল, মেডেলিনের হাত দুখানা ধরিয়া সে কাতরভাবে বলিল "আমি তোমায় ভালবাসি মেডেলিন!"

মেডেলিন শুধু হাসিল, কিন্তু সে হাসি সম্পূর্ণ আর এক রকম; তাহাতে সেই নিবড় প্রীতি নাই, আনন্দের সেই গভীর দীপ্তি নাই, স্নেহের সেই স্নিগ্ধ লাবণ্য নাই, সে যেন মনুষ্যেতর জাতির চক্ষু—তাহাতে শুধু একটা ক্ষণিক সন্তোষের আভা মাত্র প্রতিফলিত হইতেছিল! রিচার্ড আবার বলিল "মেডেলিন! প্রিয়তমে! আমি তোমায় ভালবাসি।"

মেডেলিন হাসিয়া চুম্বনের জন্য মুখ বাড়াইয়া দিল, সহসা সর্পদংশনের মত রিচার্ড চমকিয়া তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল, একি সেই রমণী! তাহার ঐ শুভ্র বসনের অন্তরালে যে শুভ্রতর হৃদয় খানি ছিল তাহা কোথায়? তাহার এই মাধুরীময় তনুর ভিতর আত্মার যে অমৃত বিভাতি ছিল তাহা কোথায়? তাহার এই প্রদীপ্ত সৌন্দর্য্যের ভিতর যে দীপ্ততর পুণ্যতর রমণীত্ব ছিল তাহা কোথায়?

মেডেলিন তাহার দিকে চাহিয়া আবার হাসিল। জীব মাত্রের সহজাত সংস্কার সম্ভোগ-প্রবৃত্তি ছাড়া তাহার আর কিছু অনুভব করিবার শক্তি ছিল না, তাহার এই মানুষের আকারের ভিতর তাহার মানুষের চিৎশক্তি মরিয়া গিয়াছিল তাহার জায়গায় যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল সে একটি উন্নত ধরণের জীব মাত্র, তাহাতে তাহার অন্তরস্থিত প্রজ্ঞার একটু ও ছাপ ছিল না!

হৃদয়ে দ্বিগুণ ভার লইয়া রিচার্ড ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল, বারান্দার একধারে ডাক্তার দাঁড়াইয়াছিলেন, রিচার্ড তাঁহার কাছে

গিয়া বলিল "আপনার কাছে আমি একটি প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি"

ডাক্তার তাঁহার বিষণ্ণ উদাস নেত্র রিচার্ডের মুখের উপর স্থাপন করিয়া বলিল "কি চাও?"

রিচার্ড বলিল "আমি মেডেলিনের পাণি-প্রার্থী, আমায় তাহাকে দান করুন"

"তুমি কি বলিতেছ তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ?"

"হাঁ দেখিয়াছি—তাহা সত্ত্বেও সে আমার—একান্তই আমার!"

ডাক্তার রিচার্ডকে আলিঙ্গন-বদ্ধ করিয়া অজস্রধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন তাঁহার সমস্ত বেদনা সমস্ত অন্তর্দাহ আগ্নেয় গিরির ধাতু-নিঃস্রাবের মত বিগলিত হইয়া তাহাতে বহিয়া আসিতে লাগিল।

(১২)

ডিসেম্বর মাস। ভয়ানক শীত পড়িয়াছে। প্লাইমাউথ বন্দরে সমুদ্রের উপকূলে ডাক্তার বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। মেডেলেনকে লইয়া সস্ত্রীক তিনি নানা জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। যেখানে মেডেলেনকে একটু প্রফুল্ল দেখা যাইতেছিল, যে জায়গাটি দেখিয়া মেডেলিন প্রীতি প্রকাশ করিতেছিল, সেই খানেই তাঁহারা থামিতে ছিলেন।

প্লাইমাউথে আসিয়া মেডেলেনের স্বাস্থ্য উন্নতি লাভ করিতেছে দেখিয়া ডাক্তার সেখানে কিছু বেশী দিন রহিয়া গেলেন। মেডে-লিনের সহিত রিচার্ডের পরিণয় ব্যাপার সেখানেই সম্পন্ন হইল, ডাক্তার তাঁহার অর্দ্ধেক সম্পত্তি বিবাহে যৌতুক দান করিলেন। বিবাহান্তে রিচার্ড মেডেলিনকে লইয়া মধুচন্দ্র যাপন করিতে চলিয়া গেল। ডাক্তার গভীরতর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন।

রাত্রি প্রায় ২টা বাজিয়াছে। কৃষ্ণ পক্ষের জ্যোৎস্না অন্ধকার তরঙ্গালোড়িত সমুদ্রের গর্ভ হইতে একটু একটু করিয়া দেখা দিতেছিল, মসীময় জল থাকিয়া থাকিয়া এক এক দিক্ দিয়া রূপার পাতের মত ঝিকিমিকি দিয়া উঠিতেছিল, অন্ধকার দিক্-চক্রবাল তাহার অস্পষ্ট আভায় ঈষদ্ উদ্ভাসিত দেখা যাইতেছিল। টেবিলের উপর বাতি জ্বলিতেছিল, ডাক্তার একটা বৃহৎ গ্রন্থের উপর নত হইয়া নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিলেন। তাঁহার চারিদিকে পুস্তকের রাশি, নানা আকারের, নানাবর্ণের—ক্ষুদ্র বৃহৎ নূতন পুরাতন গ্রন্থ সমূহ আলমারিতে, হোয়াটনটে টেবিলের উপর স্তূপীকৃত।

ডাক্তারকে আরও জরাগ্রস্ত দেখাইতেছিল, তাঁহার মাথার চুল প্রায় সাদা হইয়া গিয়াছিল, চক্ষু ভিতরে বসিয়া গিয়াছিল, কপালে গভীর রেখা পড়িয়াছিল, তিনি যেন আরও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিলেন। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায়, তিনি পড়িয়া যাইতেছিলেন; পড়িতে পড়িতে গ্রন্থের অক্ষর গুলি সব একাকার হইয়া যাইতেছিল, বাতির আলো নানা বর্ণের দেখাইতেছিল, ঘরের চারিদিক্ ঝাপ্‌সা হইয়া যাইতেছিল।

বায়ুবেগ-মুখর রাত্রি। সমুদ্রের উপকূলে প্রকাণ্ড অতিকায় ঢেউ গুলি এক একবার গর্জ্জিত কলোচ্ছ্বাসে চারিদিক্ মগ্ন করিয়া দিয়া আছাড়িয়া পড়িতেছিল, পড়িতে পড়িতে উন্মনা হইয়া ডাক্তার তাহার বিষণ্ণ ভয়াবহ শব্দ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন। যাহা পড়িতেছিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাহা সমস্ত মন হইতে অপসৃত হইয়া যাইতেছিল, আবার পরক্ষণে চমকিয়া উঠিয়া বই'র উপর দ্বিগুণ ঝুঁকিয়া গভীরতর মনোনিবেশ সহকারে পড়িতেছিলেন।

দুইটা বাজিয়া গেল। বাহিরে বাতাসের বেগ এক একবার

প্রবল হইয়া দূরে মিলাইয়া যাইতে লাগিল, তটের উপর ঢেউএর অবিরাম পতনের শব্দ এক একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া আবার অস্পষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।

এমন সময় রিচার্ডের গাড়ী দরজায় লাগিল, তাঁহাদের মধুচন্দ্র শেষ হইয়া গিয়াছিল। তাহারা উপরে পৌঁছিবার আগেই মিসেস্ পালির সঙ্গে সিঁড়ীর মাথায় সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার কুশলপ্রশ্নে মেডেলিন কোনও উত্তর দিল না, অপরিচিত আগন্তুকের মত শুধু শিষ্টাচার করিল। রিচার্ডকে এই কয়দিনে আরো বিষণ্ণ ও চিন্তাক্লিষ্ট দেখাইতেছিল, সে বলিল "তেমনি আছে, কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই"

মিসেস্ পালি তথাপি বলিলেন "কিছুই না ?"

"কিছুই না !"

মেডেলিনের হাত আপনার হাতের ভিতর নিয়া মিসেস্ পালি নিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; রিচার্ড বলিল "উনি কেমন আছেন ?"

মিসেস্ পালি বলিলেন, "সে কথা তোমার আর কি বলিব রিচার্ড ! তোমরা গিয়াছ অবধি তিনি ইহার বিধান খুঁজিতেছেন। রাশীকৃত বই টেবিলের উপর জড় করিয়াছেন, আর দিনরাত তাহা পড়িতেছেন। নাওয়া নাই, খাওয়া নাই, বিশ্রাম নাই, অন্য কিছুতে মনোযোগ নাই; সকালে, সন্ধ্যায়, রাতে শুধু বই'র উপর ঝুঁকিয়া আছেন। চিকিৎসাতত্ত্বের জটিল জালের ভিতর হইতে সেই একটী অদৃশ্য সূতাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এস দেখিবে এস, রাত্রি দুইটা বাজিয়াছে, তবু তিনি তেমনি বই'র পাতা উল্টাইতেছেন। এই গ্রন্থ-সমুদ্রের ভিতর হইতে সেই একবিন্দু মাণিক জানি না তিনি কি করিয়া উদ্ধার করিবেন"

রিচার্ড বলিল "আপনি এঁর কাছে থাকুন, আমি তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেছি"

মিসেস্ পার্লি মেডেলিনকে লইয়া তাঁহার কক্ষে গেলেন, রিচার্ড ডাক্তারের পাঠাগারে প্রবেশ করিল

বই'র উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাক্তার তেমনি পড়িয়া যাইতে ছিলেন, রিচার্ড তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "আমরা আসিয়াছি।"

ডাক্তার চমকিয়া মাথা উঠাইলেন, রিচার্ড তাঁহার সম্মুখ হইতে বই সরাইয়া রাখিয়া বলিল "এ কি করিতেছেন আপনি! চলুন, এখন ঘুমাইবেন চলুন।"

রিচার্ড ডাক্তারকে বালকের মত হাত ধরিয়া উঠাইলেন, ডাক্তার অবনত মস্তকে দাঁড়াইলেন, রিচার্ডকে দেখিয়া তিনি অপরাধীর মত নীরব কুণ্ঠায় বিদ্ধ হইতে লাগিলেন। রিচার্ড তাঁহাকে তাঁহার শয়নকক্ষে পৌছাইয়া দিয়া মিসেস্ পার্লিকে পাঠাইয়া দিলেন।

ডাক্তারের রাত্রির পরিচ্ছদ তাঁহার হাতে তুলিয়া দিয়া মিসেস্ পার্লি বলিলেন "পিটার, কাপড় বদলাও, দেখ সকালবেলাকার কাপড় তুমি পরিয়া রহিয়াছ"!

মিসেস্ পার্লি ডাক্তারের কোট খুলিয়া লইলেন, ডাক্তার নীরবে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করিলেন।

রাত্রি নিঃশেষ হইবার পূর্ব্বে মিসেস্ পার্লি জাগিয়া দেখিলেন, ডাক্তারের বিছানা শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। নিঃশব্দে উঠিয়া তিনি ডাক্তারের পাঠাগারের দিকে চলিলেন, দেখিলেন টেবিলের উপর বাতি রাখিয়া ডাক্তার বই খুলিয়া বসিয়া আছেন। নিঃশ্বাস ফেলিয়া মিসেস্ পার্লি দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, থাকিয়া থাকিয়া বই'র পাতা উল্টাইবার ধীর শব্দ তাঁহার কাণে আসিতে লাগিল

(১৩)

সকাল বেলা রিচার্ড মেডেলিনকে লইয়া সমুদ্রের ধারে বেড়াইতেছিল। উপকূলের যেই দিক্‌টি সর্ব্বাপেক্ষা নিভৃত, সেই দিকে সে অগ্রসর হইতেছিল। দুই জনেই নীরব। মেডেলিনকে খানিকটা স্থির দেখাইতেছিল, থাকিয়া থাকিয়া সে নির্নিমেষ হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিতেছিল। অনেকক্ষণ পরে রিচার্ড ডাকিল "মেডেলিন, কি দেখিতেছ?"

মেডেলিন বলিল "সমুদ্র"

"সমুদ্র তোমার ভাল লাগে?"

"হাঁ" বলিয়া মেডেলিন আবার নিষ্পলক হইয়া চাহিয়া রহিল। চাহিতে চাহিতে তাহার মুখে একটা অস্পষ্ট চেতনার আভাষ্ ভাসিতে লাগিল; যেন সে শুধু একটা অদৃশ্য-প্রায় ছায়া—তাহাকে ভাল করিয়া চেনা যায় না, সম্পূর্ণ করিয়া স্বীকার করা যায় না, তাহার মনুষোতর জাতির বোধবিরল চক্ষু তাহার ক্ষণিক আভায় একবার ঈষৎ আলোকিত হইল। রিচার্ডের অবসন্ন মনে একটা প্রবল আশা বেদনিয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু তাহা পরক্ষণেই বিলীন হইয়া গেল।

হঠাৎ দূরে একটা চীৎকার শোনা গেল, একজন লোক ঊর্দ্ধশ্বাসে সমুদ্রের ধার দিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল। পিছনে তাহার একদল ছেলে, তাহারা তাহাকে নানা রকম মুখভঙ্গি করিয়া খেপাইতেছিল ও ঢিল ছুঁড়িতেছিল। একটা ঢিল লোকটার মাথায় লাগিয়া মাথা দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। রিচার্ড ছেলেদের ভৎর্সনা করিয়া তাড়াইয়া দিল।

লোকটা পাগল। তাহার মাথায় রাশি রাশি ধূলা, গায়ের সার্ট কাদামাখা, পিঠের দিকে তাহার অর্দ্ধেকটা নাই। খালি পা, একদিক্‌কার পেণ্টুলুন হাঁটু পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, হাতে একটা অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন রুমাল। পাগল সেখানে আসিয়া সভয়ে চারিদিকে চাহিল,

তাহার পর বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রুমাল দিয়া মুখ ঢাকিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিতে লাগিল "না, আর চেনা যায় না, এক, দুই আট, সাত, দশ, বাস্, এইবার!" বলিয়া পাগল বালুর উপরে আঙ্গুল দিয়া অতি সন্তর্পণে একটা রেখা টানিল, তারপর হাঁটু গাড়িয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "বাঃ কি টান্টাই দিয়াছি, একদমে শেষ্! কিন্তু ও বাবা! এটা ত কুকুরছানা নয় এটা যে দেখি হাতীর বাচ্চা! তা দে না তোর দাঁত দুটো দিয়ে আমার মাথা জোড়া লাগাই। দিবি না? দিবি না? উহু হু গেলাম" বলিতে বলিতে পাগল দুই হাত দিয়া মাথা টিপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রিচার্ড মেডেলিনের হাত ছাড়িয়া দিয়া লোকটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখের দিকে চাহিতেই সে তাহাকে চিনিয়া ফেলিল, এ যে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্! রিচার্ড পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, মেডেলিন পাগল দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল "পাগল কাঁদিতেছে কেন, ওকে গান গাহিতে বল।"

কাঁদিতে কাঁদিতে থামিয়া গিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ রিচার্ডের দিকে চাহিয়া বলিল "তুই বেটা কে রে? পার্লির প্রেতাত্মা? তা হবে, একটা শূকর পার্লির পেট ফাড়িয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। কোথা যাইতেছ? এলিনর ষ্টেপল্‌স্‌কে ডিনারে নিমন্ত্রণ করিতে যাইতেছ? হাঃ হাঃ! ওরকম মেয়েরা বুঝি রুটী খায়! ওরা মাথার শিরা খায়! এই দেখ আমার মাথার সব শিরা খাইয়া ফেলিয়াছে। পালাও, পালাও এই বেলা সরিয়া পড় নহিলে তোমায়ও খাইবে।"

রিচার্ডের চক্ষে জল আসিল। রিচার্ড তাহার হাত ধরিয়া বলিল "আমি রিচার্ড বাবা, আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?" চক্ষু ঘুরাইয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্ বলিলেন "বেটা সহিস আবার বথ্‌সিস্ চাস্! আর একটু

হইলেই আমার সময় গিয়াছিল!" বলিয়াই রিচার্ডকে সে ঘুঁষি উঠাইল, রিচার্ড একটু সরিয়া গেল, মেডেলিন তাহা দেখিয়া প্রবল বেগে হাসিতে লাগিল। পাগল আপন মনে বলিতে লাগিল "আচ্ছা দাঁড়া, কিছু বখ্‌সিস্‌ দেব। রিচার্ডকে থেমস্‌ এর সুরঙ্গের নীচে যদি এখনি রাখিয়া আসিতে পারিস্‌ তবে পাবি। এই নে রুমালটা, এইটা দিয়া তাহার মুখ ঢাকিয়া নিয়া যা, নহিলে সে মেডেলিন হইয়া যাইবে। কাল আমি একটা কুকুর পুষিয়াছিলাম, সেটা আজ শূওর হইয়া গিয়াছে, তাহার মাথার শিরাটা একটু কাটিয়া দিতে হইবে, তাহা হইলেই সে আবার কুকুর হইবে।"

মেডেলিন মাণিব্যাগ বাহির করিয়া পাগলের হাতে একটা টাকা দিতে গেল, বলিল "টাকা নিবে?"

মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া শঙ্কিতভাবে মেডেলিনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ও বাবা! তুমি সার্জ্জন, আমাকে চোর ধরিতে আসিয়াছ? দেখ আমি চোর না আমি এলিনর ষ্টেপল্‌স্‌, প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। লাঠি দেখাইতেছ? মারিয়ো না আমায় মারিয়ো না আমি তাহাকে দেখি নাই" বলিয়া চীৎকার করিয়া মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ আবার উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িল, মেডেলিন বলিল, "ও লোকটা চোর সাজিয়াছে, এস আমরা উহাকে খুঁজিয়া বাহির করি। কিন্তু ধরিতে না পারিলে আমরা চোর হইব না"

রিচার্ডের তরুণ হৃদয় দুর্দ্দশার পূর্ণ বেদনায় দীর্ণ হইবার উপক্রম করিতে লাগিল, রুমাল বাহির করিয়া সে চক্ষের জল মোচন করিতে লাগিল।

১৪

সকাল বেলা মেডেলিনকে লইয়া বাহির হইবার সময় রিচার্ড মিসেস্‌

পার্লির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিল। মিসেস্ পার্লি তাঁহার অসম্মতি জানাইলেন। রিচার্ড বলিল "এই রকম করিয়া আপনার শরীর ও অসুস্থ হইয়া পড়িতেছে, অন্ততঃ তাহার জন্য আমার কথা রাখুন"

নিশ্বাস ফেলিয়া মিসেস্ পার্লি বলিলেন "আমার স্বাস্থ্যে আর কি প্রয়োজন আছে যে তাহার জন্য চেষ্টিত হইব!"

রিচার্ড বিমর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মিসেস্ পার্লি বলিলেন, "জানি না এরূপভাবে আর কতদিন যাইবে। আমার ভয় হইতেছে রিচার্ড, এ রকম আর কিছু দিন চলিলে উনি হয়ত উন্মাদ হইয়া যাইবেন। দিনরাত বই'র পাতা উল্টাইতেছেন, এত অন্যমনস্ক যে কখনও কখনও ডাকিলে শুনিতে পান না। তাঁহার কাছে যাইতে আমার সাহস হয় না; তিনি আমায় দেখিলে আরো সঙ্কুচিত হন, আরো মাথা হেঁট করিয়া থাকেন, ভাল করিয়া কথা বলিতে পারেন না। আমি বেশ্ বুঝিতে পারি আমায় দেখিলে তাঁহার যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। মেডেলিনের কথা এক বারও তিনি উচ্চারণ করেন না, কিন্তু মনে মনে তাহার জন্য এত ব্যগ্র থাকেন, যে, যখনই কেহ তাঁহার ঘরে প্রবেশ করে, উৎকণ্ঠায় রুদ্ধশ্বাসে তিনি তাহার মুখের দিকে তাকান, যেন একটা সংবাদ প্রতীক্ষা করিতেছেন। আবার পরক্ষণেই গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতে আরম্ভ করেন, যেন কিছুই হয় নাই।"

রিচার্ড শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, সে যে মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌কে দেখিয়াছে, তিনি যে উন্মাদ হইয়া এই বন্দরেই ছুটিয়া বেড়াইতেছেন, তাহা সে তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিল না। সমুদ্রের ধারে সেই আকস্মিক সাক্ষাতের শোচনীয় দুর্দ্দশাপূর্ণ স্মৃতি তাহাকে নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন, রিচার্ড একাকী সে বেদনা বহন করিতে লাগিল।

হঠাৎ সিঁড়ীতে খুব দ্রুত পায়ের শব্দ শোনা গেল, যেন কেহ দৌড়াইয়া আসিতেছে।

রিচার্ড ও মিসেস্ পার্লি অগ্রসর হইয়া সিঁড়ির রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া দেখিলেন একটা বই হাতে করিয়া মিঃ পার্লি আসিতেছেন। তাঁহার চক্ষু বিস্তৃত, কপালের শিরা স্ফীত, মাথার চুলগুলি সব সাদা হইয়া গিয়াছে। মিসেস্ পার্লি তাঁহার দিকে চাহিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন, অস্পষ্ট স্বরে তিনি বলিলেন "ওঃ রিচার্ড! অবশেষে পিটার পাগল হইল." রিচার্ড তাঁহাকে ধরিয়া দাঁড়াইল।

ডাক্তার হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন "পাইয়াছি পাইয়াছি! দেরী করিয়ো না রিচার্ড, দেখিয়া লও—এই ৭৮৮ পৃষ্ঠা ত্রিংশতিতম অধ্যায়!"

ডাক্তার কম্পমান হস্তে বই খুলিয়া রিচার্ডের সাম্‌নে ধরিলেন, রিচার্ড একহাতে বই লইয়া অপর হাতে তাঁহার হাত ধরিল। ডাক্তার মাতালের মত টলিতে লাগিলেন, একটা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের মত "মেডেলিন" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহার পর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

তৎক্ষণাৎ স্থানীয় ডাক্তারের কাছে লোক দৌড়িল, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বিছানায় শোয়াইল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া খানিকটা অভয় দিয়া গেলেন। ইহার একমাস পরে মিঃ পার্লি সুস্থ হইয়া কক্ষ হইতে বাহির হইলেন।

(১৫)

বেলা ৯টা বাজিয়াছে। মেডেলিন বিছানায় শুইয়া আছে, জানালা গুলি সব স্থূল পর্দ্দায় ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, দিনের আলো ছায়াময় হইয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে। মেডেলিনের চক্ষু মুদ্রিত, তিন দিন

ধরিয়া সে অচেতনের মত হইয়া আছে ডাক্তার নিজে তাহার চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছেন। আজ ঔষধ প্রয়োগের শেষ দিন, আজ তাহার চেতনার সঙ্গে সঙ্গে তাহার লুপ্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিবে ; সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়া ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছে। শুধু ডাক্তার সেথানে অনুপস্থিত। বিনম্র মুখে একজন নার্স নিকটে আদেশ অপেক্ষা করিতেছে। খানিক-ক্ষণ পরে মেডেলিন একবার পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিল, একবার একটু জোরে নিশ্বাস পড়িল। মিসেস্ পার্লি উঠিয়া আসিয়া মেডেলিনের শিয়রে দাঁড়াইলেন।

আবার খানিকক্ষণ গেল, মেডেলিন এবার চোখ মেলিয়া চাহিল, নিয়মিত শ্বাস প্রশ্বাস বহিতে লাগিল। প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত সে বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল, তাহার পর সাগ্রহে ঘরের চারিদিকে নেত্রপাত করিতে লাগিল, যেন কাহাকেও খুঁজিতেছে। মেঘমুক্ত দিনের মত তাহার মুখের জড়ভাব অপসারিত হইয়া গিয়া একটা প্রবল উৎকণ্ঠা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রিচার্ডের হৃদয় দ্রুত স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চারিদিকে চাহিয়া মেডেলিন ডাকিল "বাবা"।

মিসেস্ পার্লির দুই চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আজ কতদিন পরে তিনি মেডেলিনের মুখে সেই প্রিয় সম্বোধন শুনিলেন! মেডেলিনের উপর নত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তিনি কহিলেন "বাবাকে ডাকিতেছ মেডেলিন?"

মেডেলিন বলিল "হাঁ মা"

মিসেস্ পার্লির কর্ণে সুধাসিঞ্চিত হইল, তিনি মেডেলিনকে চুম্বন করিলেন, তাহার হৃদয়ের সমস্ত সন্তাপ তাহাতে জুড়াইয়া গেল। নিঃশব্দে তিনি মিঃ পার্লিকে ডাকিবার জন্য ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

ডাক্তার বারান্দায় রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, পিছন হইতে মিসেস্ পার্লি ডাকিলেন "পিটার"!

ডাক্তার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার বক্ষ কম্পিত হইতে লাগিল, তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না, তাঁহার জিহ্বা তালুতে লগ্ন হইয়া রহিল।

মিসেস্ পার্লি কাছে আসিয়া ডাক্তারের হাত ধরিয়া বলিলেন "আজ আমাদের সুপ্রভাত পিটার, আমাদের সমস্ত শোকের আজ অবসান হইয়াছে"!

ডাক্তার নীরবে স্ত্রীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে, হৃদয়াবেগ একটু প্রশমিত হইলে মিসেস্ পার্লি বলিলেন "চল, মেডেলিন তোমায় ডাকিতেছে"।

ডাক্তার পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া চক্ষু মুছিলেন, মিসেস্ পালি তাঁহার হাত ধরিয়া তাঁহাকে মেডেলিনের কক্ষে লইয়া গেলেন। ধাত্রী তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

মেডেলিন ডাকিল "বাবা"!

ডাক্তার অশ্রুচক্ষে তাহার বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মেডেলিন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "তোমাকে একটা কথা বলিব বাবা" রিচার্ড উঠিয়া বাহিরে গেল; মিসেস্ পার্লি তাহার অনুগমন করিলেন।

মেডেলিন ঘরের চারিদিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে বলিল "মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিলের কথা তুমি শুনিয়ো না। ওঃ বাবা, আমি এমন ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখিতেছিলাম যে তাহা তোমায় বলিতে পারি না। আমার নিজের মনেও আমি তাহা ভাবিতে পারিতেছি না।"

ডাক্তার সস্নেহে মেডেলিনের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, "না,

সে সব কোনও ভয় নাই। সে দুঃস্বপ্ন কাটিয়া গিয়াছে মেডেলিন, মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ বাড়ী চলিয়া গেছেন।”

“আঃ! ভগবানকে ধন্যবাদ! আমি ভয়ানক ভয় পাইয়াছিলাম বাবা!”

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত মেডেলিন নিঃস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর বলিল “আমি কোন্‌ ঘরে আছি? আমার কি কিছু হইয়াছিল? আমি কিছুই স্মরণ করিতে পারিতেছি না।”

ডাক্তার বলিলেন “তোমার অসুখ হইয়াছিল, দুর্ব্বল বলিয়া তুমি কিছু মনে করিতে পারিতেছ না। আমরা তোমাকে লইয়া লণ্ডনে যাইতেছিলাম।”

“লণ্ডনে?”

“হাঁ লণ্ডনে।”

“এটা কোন্‌ জায়গা?”

“প্লাইমাউথ।”

“আজ কত তারিখ?”

ডাক্তার একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন “তাহা পরে শুনিয়ো” মেডেলিন একটা কিছু জিজ্ঞাসা করিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু তাহা করিল না। ডাক্তার বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন “তুমি আর কিছু জানিতে ইচ্ছা করিতেছ কি?”

মেডেলিন বলিল “না, বিশেষ কিছু না। মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌ কবে গিয়াছেন?”

“অনেকদিন।”

মেডেলিন বলিল “তিনি একলা গিয়াছেন?” রিচার্ডের নাম সে মুখে আনিতে পারিল না, তাহার নাম মনে করিতেই লজ্জায় তাহার কপোল রঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার মনের ভাব

খানিকটা বুঝিতে পারিলেন, একটা নিবিড় আনন্দ তাঁহার মনে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। ডাক্তার বলিলেন, "হাঁ, তিনি একলাই গিয়াছেন রিচার্ড আমাদের সঙ্গে আছেন।"

মেডেলিন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া চুপ করিয়া রহিল, ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন "ক্ষুধা বোধ হয় কি? কিছু খাইবে?

মেডেলিন সম্মতি জানাইল, ডাক্তার উঠিয়া গেলেন। রিচার্ড আসিয়া মেডেলিনের শয্যাপার্শ্বে বসিল।

তাহার একটু পরে নার্স যখন মেডেলিনের আহার্য্য লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, তখন তাহার মুখে গোপন হাস্যের রেখা দেখা দিল।

মেডেলিন রিচার্ডকে অঙ্গুলি দিয়া ঠেলিয়া বলিল "সরিয়া যাও, নার্স আসিয়াছে।"

রিচার্ড বলিল "আমি চোরের মত চুরি করিব না, মেডেলিন, আমি ডাকাতের মত কাড়িয়া নিব।"

মেডেলিনের চক্ষু রিচার্ডের হাতের বিবাহ-অঙ্গুরীয়ের প্রতি পড়িল, মেডেলিন বিস্মিত হইয়া বলিল "এ কি?"

রিচার্ড মেডেলিনের হাত ধরিয়া আদর করিয়া নাড়িয়া বলিল "ওটা ডাকাতির নিশানা।"

"কার?"

"তোমার।"

"আমরা স্বপ্ন দেখিতেছি রিচার্ড!"

রিচার্ডের হৃদয় আনন্দের ভারে প্রপীড়িত হইতে লাগিল; অস্পষ্ট বাষ্পরুদ্ধ স্বরে সে বলিল "না মেডেলিন, এ স্বপ্ন নয়, এ চিরজীবনের, অনন্তকালের, লোক লোকান্তরের সত্য!"

নার্স খাবার রাখিয়া নীরবে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

(১৬)

রিচার্ডের অনুরোধে ডাক্তার আরো কিছু দিন প্লাইমাউথে রহিয়া গেলেন কিন্তু মিঃ র‍্যাসেন্‌ডিল্‌কে অনেক খুঁজিয়াও আর পাওয়া গেল না, কয়েকদিন প্লাইমাউথে অপেক্ষা করিয়া আবার তাঁহারা ঢাকায় ফিরিয়া আসিলেন।

মিঃ পার্লি ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া মিস্ ষ্টেপল্‌স্ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তাহার উন্মাদ অবস্থা তখন চলিয়া গিয়াছিল। কার্ড পাঠাইয়া দিতেই ডাক্তার নিজে আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেলেন। মিস্ ষ্টেপল্‌স্ বলিলেন "সুপ্রভাত ডাক্তার।"

ডাক্তার স্নিগ্ধস্বরে বলিলেন "সুপ্রভাত মিস্! আপনার কুশল ত? আমি আপনাকে অত্যন্ত অসময়ে ফেলিয়া গিয়াছিলাম, আশাকরি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিবেন।"

"না, না, ও রকম বলিবেন না, মেডেলিনের অসুখের জন্য আপনাকে তখন তাড়াতাড়ি যাইতে হইয়াছিল, তাহা আমি জানি। সে কেমন আছে? আমি এখন অনেকটা ভাল আছি।"

ঠিক সেই সময় রিচার্ড ও মেডেলিন ঘরে প্রবেশ করিল; ডাক্তার বলিলেন "মিস্ এলিনর ষ্টেপলস্, ইনি তোমার সখীর স্বামী রিচার্ড র‍্যাসেন্‌ডিল্"

মিস্ ষ্টেপল্‌স্ হাসিয়া মেডেলিনের দিকে হস্ত প্রসারণ করিয়া বলিল "মিসেস্ র‍্যাসেন্‌ডিল্? আমি মিস্ পার্লির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলাম, ওঃ! আপনি আমাকে ভয়ানক রকম নিরাশ করিলেন" বলিয়া মিস্ ষ্টেপল্‌স্ বিষণ্ণতার অভিনয় করিল।

হাসিতে হাসিতে ডাক্তার বলিলেন "রিচার্ড এ ক্ষেত্রে প্রথম দণ্ডার্হ"

মিস্ ষ্টেপল্‌স্ ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল "রোমান্স পড়িয়া

পড়িয়া ছেলে মেয়ে গুলো সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে ডাক্তার! একমাসের ভিতর কোর্টশিপ আর বিয়ে? এ একেবারে গাঁজাখুরী ব্যাপার!"

মেডেলিন প্রগাঢ় প্রীতির সহিত এলিনরের কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিল, "তোমাকে আমি অভিশাপ দিতেছি যে আর এক মাসের মধ্যে যেন তুমি এই গাঁজাখুরী ব্যাপারের ভিতর পড়"

ডাক্তার বলিলেন "মেডেলিন তোমাকে তাহার দলে টানিতে চাহিতেছে মিস্"

রিচার্ড এতক্ষণ বিস্ময়ের সহিত তাহাদের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য দেখিতেছিল, সে তাহাদের কাছে আসিয়া বলিল "আপনারা দুজন কি আশ্চর্য্য রকম এক আকৃতির!"

মেডেলন হাসিয়া এলিনরের হাত খানি আদর করিয়া নাড়িয়া বলিল "তুমি আর আমি অভেদ এলিনর"

রিচার্ড বলিল "আর আমি বেচারা?"

এলিনর বলিল "আপনি বাদ"

"বাদ? নিশ্চয়-ই নয়! আপনি হিসাবে ভুল করিতেছেন মিস্ ষ্টেপল্‌স্! আমার মূল সংখ্যায় যখন আরেকটি সংখ্যা যোগ হইতেছে তখন আমার দুনো লাভ দেখা যাইতেছে"

এলিনর রাঙ্গিয়া উঠিয়া রিচার্ডকে ভ্রুকুটি-শাসন করিল, মিঃ পার্লি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া তাহাদের মাঝ খানে আসিয়া বলিল "তোমরা সব কলহপ্রিয় বালক বালিকার দল! তোমাদের আবার স্কুলের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।"

তখন খুব একটা হাসির ধূম পড়িয়া গেল।

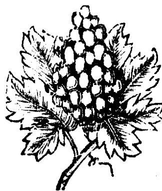
ডাক্তারের হাসির শব্দ শুনিয়া মিসেস্ পার্লি সেখানে আসিলেন, এলিনর অগ্রসর হইয়া তাঁহার করপীড়ন করিল। মিসেস্ পার্লি

বলিলেন "তোমাকে দেখিয়া আজ আমি কত সুখী হইলাম মিস্ ষ্টেপল্‌স্, তাহা বলিতে পারি না"

এলিনর বলিল "আপনি ও আমাকে মিস্ ষ্টেপল্‌স্ বলিয়া ডাকিবেন? না, তাহা হইবে না, আমি আপনাদের মুখে আমার ক্রিশ্চিয়ান নাম শুনিবার আশা করি, এই পাঁচ বৎসর আমাকে কেহ সেই নামে ডাকে নাই"

"ঈশ্বর তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন এলিনর, মেডেলিন যখন তাহার স্বামীগৃহে গমন করিবে, তখন আমি তোমার মুখ দেখিয়া নূতন আনন্দ লাভ করিব, অন্য কোন সন্তান আমার নাই!"

মিসেস্ পার্লি সস্নেহে এলিনরের হস্ত চুম্বন করিলেন, তাঁহার চোখের পাতা অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল ডাক্তার মুখ ফিরাইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন, তাঁহার শুষ্ক মালঞ্চে নব বসন্তের বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল।





পোষ্যপুত্র।

(১)

ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে বারুণী স্নানের মেলা বসিয়াছে, উপরে বালুকাময় সৈকত ও নীচে তরঙ্গ-বিভঙ্গে বিস্তৃত, সূর্য্যালোক উদ্ভাসিত, তরল কাঞ্চনের মত জল অসংখ্য স্নানার্থীর সমাগমে ভরিয়া উঠিয়াছে। ভিড়ের উপর ভিড় জমিতেছে, জনতার উপর জনতা বাড়িতেছে, নৌকার গায়ে নৌকা লাগিতেছে। গায়ে গায়ে সকলে স্নান করিতেছে, স্ত্রী পুরুষের ভেদাভেদ নাই, শুচিসম্পন্না অসূর্য্যম্পশ্যা পুরস্ত্রীগণ—স্বজন ভিন্ন কাহাকেও যাঁহারা দেখা দেন না, তাঁহারা লক্ষ লক্ষ বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন লোকের সঙ্গে একত্রে অবগাহন করিতেছেন, কোনও দ্বিধা নাই, কোনও কুণ্ঠা নাই কোনও মালিন্য নাই, বর্ষান্তে এই ক্ষণস্থায়ী পুণ্য মুহূর্ত্তটি যেন একটি অপরূপ মায়া-দণ্ড লইয়া এই বিপুল জনতার উপরে দাঁড়াইয়াছে, পরশপাথরের মত তাহার স্পর্শে সব যেন পুণ্যময় হইয়া গিয়াছে! এত কাছাকাছি তবু কেহ কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, অসংখ্য জনতা একটি মাত্র আগ্রহের আবেগে স্থির হইয়া রহিয়াছে ও একটি মাত্র আকাঙ্ক্ষার ভিতর তাহাদের সমস্ত চঞ্চল মনোবৃত্তিগুলি নিশ্চল হইয়া গিয়াছে।

এই অগণিত স্নানার্থীদের ভিতর একদিকে বিলাসপুরের দত্ত বাড়ীর মোক্ষদা ঠাকুরাণী স্নান করিতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর এবং তাঁহার দেবর হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও তৎপত্নী সরমাসুন্দরী।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী বিধবা, তাঁহার বয়স কত তাহা আমরা জানি না। তবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার দুই হাতের আঙ্গুলের সমস্ত রেখা গুলি গুণিয়া তিনি বলিতেন "এই ডুকুড়ি দশ বছর হবে"

বিলাসপুরের এক প্রান্তে নিবিড় তরুপুঞ্জের তলে তাঁহার গোময়লিপ্ত পরিচ্ছন্ন ঘরখানি—অধিকাংশ সময়ই তাহা ছায়াচ্ছন্ন থাকিত। ঘরের ভিতর একদিকে হরিণের ছাল বিছানো, তাহার কাছেই পিতলের একটি জাফরি কাটা ছোট খাটের উপর বালগোপালের মূর্ত্তি, মোক্ষদা ঠাকুরাণী প্রায় সারাদিন তাহার পূজায় দিন কাটাইতেন। তিনি একটু বেশীরকম শৌচাচার সম্পন্ন ছিলেন, শিশুর কল-কাকলীবর্জ্জিত তাঁহার মৌন দিন গুলির সহচর ছিল সেই রঙ্গিন্ ছোট ছোট লেপ বালিসের ভিতর হসিত-আনন মৃন্ময় মূর্ত্তিটি, আর ঘরের চারিদিক ঘেরিয়া তাঁহার নিজের অবিরাম শৌচাচার।

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাঁহার বালগোপালকে ছাড়িয়া কোথাও নড়িতেন না। কিন্তু এবারকার মত যোগ আর শীঘ্র বড় হয় নাই, তা ছাড়া হেমেন্দ্রপ্রসাদও বধূসহ স্নানে যাইতেছে, এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি ও পাড়ার অন্নদা পিসীর উপর বালগোপালের ভোগ সাজাইবার ভার দিয়া গলবস্ত্র হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া এক দিনের জন্য বিদায় নিলেন।

যোগ-ক্ষণ এবার খুব প্রত্যূষে ছিল, সময় পাছে বহিয়া যায় তজ্জন্য যাত্রীদের ভিতর খুব একটা ঠেলাঠেলির হট্টগোল পড়িয়া গেল। মোক্ষদা ঠাকুরাণী তখন স্নান সারিয়া মালা ফিরাইতেছিলেন, হেমেন্দ্রপ্রসাদ স্নানান্তে

সরমাসুন্দরীকে নৌকায় তুলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে বলিল "বৌঠান উঠুন"

"এই উঠ্‌ছি" বলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী নৌকায় উঠিবার জন্য ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সহসা শিশু-কণ্ঠের আর্ত্তনাদে সেই কোলাহলাকুলিত তটভূমি ভরিয়া গেল, চমকিয়া উঠিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী যে দিক্ হইতে কান্নার শব্দ আসিতেছিল, সেইদিকে ফিরিলেন, বালুকাময় তীরের উপর বিসূচিকা রোগে একজন বর্ষীয়সী নারী বিগত-জীবন হইয়া পড়িয়াছিল আর একটি চার বছরের ছেলে তাহার বুকের উপর পড়িয়া 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিতেছিল। স্নানার্থীরা উচ্চকিত হইয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল কিন্তু কেহ কিছু বলিল না, বালক তেমনি ভাবে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল, ও তাহার চক্ষু হইতে বিগলিত অশ্রুধারা মৃতা রমনীর বক্ষ-বসন সিক্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। মোক্ষদা ঠাকুরাণী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন, সম্বৎসর ও হয় নাই হেমেন্দ্রপ্রসাদের শিশু পুত্রটি তাঁহার বক্ষ খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তাঁহার শূন্য হৃদয়ের সেই সুপ্ত বেদনা সহসা জাগিয়া উঠিয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সেও ঠিক্ এতখানি ছিল; এমনি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, পরিপুষ্ট কমনীয় গঠন, এমনি স্কন্ধ-বিলম্বিত স্তবকাভিনম্র গুচ্ছ গুচ্ছ চুল—তাহার দিকে চাহিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর চোখে জল আসিতে লাগিল, তিনি সেই রোরুদ্যমান বালকের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিকটবর্ত্তী কয়েকজন স্নানার্থিনী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো ছুঁয়ো না, ও যে অন্‌জাত!"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ নৌকায় উঠিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহার আসিতে বিলম্ব দেখিয়া নৌকা হইতে মুখ বাড়াইয়া সে ডাকিল "ও বৌঠান আসুন না, আর কখন নৌকো ছাড়ব, বেলা হোল যে!"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী দ্বিধাযুক্ত হইয়া একটু দাঁড়াইলেন, তাহার পরে দুই হাতে সেই রোরুদ্যমান ধূলা মাখা ছেলেটিকে উঠাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "কেঁদো না বাছা, বল দেখি তোমার আর কে আছে ?"

স্নেহস্নিগ্ধ কণ্ঠ শুনিয়া বালক ক্রন্দন ভুলিয়া একবার মোক্ষদা ঠাকুরাণীর মুখের দিকে চাহিল, তাহার সাম্‌নেই যে স্ত্রীলেকটি দাঁড়াইয়াছিল, সে মোক্ষদা ঠাকুরাণীর কথার উপরে বলিল "থাক্‌বে আর কে ? থাক্‌বার মধ্যে ছিল ঐ এক মা, তা ত গিয়েছে। তা তুমি বাপু ভদ্দর নোকের মেয়ে হাঁড়ি বাগ্দীর ছেলে নিয়ে তুমি কি কর্ব্বে !"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহার কথার কোনো উত্তর না দিয়া বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি ?"

"আমাল্ নাম বিনোদ" বলিয়া বালক দুই হাতে চোখ রগড়াইতে লাগিল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইলেন৷ হেমেন্দ্র প্রসাদ আবার হাঁকিল "শীগ্‌গীর আসুন বৌঠান্ দেরী হয়ে গেল।"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তখন নৌকায় উঠিতে গেলেন, বিনোদকে কোলে করিয়া তাঁহাকে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া হেমেন্দ্রপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিল "ও আবার কে ?"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন, "কুড়িয়ে পেলাম"

ঘোমটার ভিতর হইতে সরমাসুন্দরী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কার না কার ছেলে, ওকে নিয়ে নৌকায় উঠবেন কি করে ?"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিল "না বৌঠান, আপনার যত্তু অনাছিষ্টি কথা! বারুণীস্নান করে শেষকালে একটা ডোমের ছেলে নিয়ে বাড়ী ওঠ !"

কিন্তু মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহার কথায় কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, দুই চার কথার কাটাকাটির পর শেষে বলিলেন, "আমায়

তাহ'লে অন্য নৌকো ক'রে দাও, একে ফেলে আমি যেতে পার্‌ব না।"

বেলা বাড়িতে দেখিয়া নৌকার মাঝি তখন নদী পাড়ি দিবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিতেছিল ইঁহাদিগের সমস্যার বিলম্ব সহিতে না পারিয়া সে বলিল "লিন বাবু লিন্ তুলে, না হয় বাড়ী গিয়ে আবার একবার চান্ করবেন দুপুর হ'লে বাতাস ছাড়বে, তখন লা সামলাতে পার্‌ব না।"

অগত্যা হেমেন্দ্রপ্রসাদ সেই ডোমের ছেলেটিকে নৌকার একপ্রান্তে ঠাঁই দিল, মাঝি কর্দ্দম-গৈরিক জলের উপর দাঁড় বাহিয়া নৌকা তীর হইতে মাঝ নদীতে লইয়া গেল।

(২)

ছেলেবেলায় হেমেন্দ্রপ্রসাদের বাপ মা মরিয়াছিল বড় ভাই দেবেন্দ্রপ্রসাদ তাহার কিছুকাল পরেই তাঁহাদের অনুবর্ত্তী হন, তাঁহার নিঃসন্তান বিধবা পত্নী মোক্ষদা ঠাকুরাণী তদবধি ইঁহাদের লইয়া আছেন।

দেবেন্দ্রপ্রসাদ যখন পরলোক গমন করিলেন, তখন হেমেন্দ্রপ্রসাদ ছোট, বালক দেবরকে বহু কায়-ক্লেশে ও বহু দুঃখে মোক্ষদা ঠাকুরাণী পালন করিয়াছেন, তাহার পর একদিন শুভদিনে শুভলগ্নে তাহার উদ্বাহ ক্রিয়া সমাধা হইল বধূর নুপূরশিঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকণ্ঠের মধুর কাকলী তাঁহার তৃষিত হৃদয় মনকে অনির্ব্বাচনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত করিতে লাগিল, কিন্তু এ ভাবে বেশী দিন গেল না, সহসা এক বৃষ্টি-মুখর রাত্রে মেঘের তারকালুপ্ত অন্ধকারে প্রচণ্ড একটা ঝঞ্ঝা ফুংকার দিয়া সমস্ত উড়াইয়া লইয়া গেল, তাঁহাব মুকুলিত লতাবিতান ছিন্ন হইয়া গেল, তিনি "যে তিমিরে সে তিমিরেই" আবার পতিত হইলেন।

কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে বারুণীস্নান করিতেগিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী যখন এক অন্ত্যজ জাতির ত্যক্ত সন্তান কুড়াইয়া লইয়া আসিলেন তখন তাঁহার উপর আপামর সাধারণ সকলেই অল্পাধিক বিরক্ত হইয়া উঠিল। আবার শুধু কি কুড়িয়ে নিয়ে আসা! সেটাকে আবার নিজের হাতে খাওয়ানো নিজের বিছানায় শোয়ানো—মা গো! কি অনাছিষ্টি কথা! ইহাতেও কি কেহ 'রা' না করিয়া পারে, জাতটা একেবারে উচ্ছন্ন গেল যে! কাজেই উচিতবক্তাদের নিকট হইতে মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে বহু 'উচিত কথা' শুনিতে হইল। গ্রামে যাঁহারা মাতব্বর ছিলেন, তাঁহারা তাঁহার এরূপ মতি ভ্রংশ ও উচ্ছন্ন যাইবার বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন, এবং প্রাচীন সম্প্রদায়ের ভিতর কলিযুগের অসংশয়িত নিঃশেষ-ভাবনা ঘনায়িত হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহারা বলিতে লাগিলেন, "এত অনাচার কখনও ধর্ম্মে সইবে না।"

তা ধর্ম্মে সহিলেন কি না সহিলেন জানা যায় না তবে মোক্ষদা ঠাকুরাণী যে সহিলেন তাহা এক বাক্যে বলিতে পারা যায়। প্রত্যূষে উঠিয়া তিনি যেমন স্নান করিতে যাইতেন এখনও তেমনি যাইতেন, ও বহু ভ্রুকুঞ্চন ও বক্রদৃষ্টির ভিতর স্নান সারিয়া আসিয়া পূজায় বসিতেন, তাহার পর বিনোদকে চারটি রাঁধিয়া খাওয়াইয়া আপনার রান্নার উদ্যোগ করিতেন। এই অজানিত কুলের অস্পর্শ্য ছেলেটির কালো কালো বড় বড় চোখের চাহনি প্রতিদিন তাঁহার চারিধারে এমন একটি নিবিড় জাল রচনা করিতে লাগিল যে বিদ্বেষের সমস্ত খর শর গুলি তাহাতে ঠেকিয়া চূর হইয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও একদিক হইতে তিনি আপনাকে বাঁচাইতে পারিলেন না, তাঁহার সহিষ্ণুতার পুরু দেয়ালটি সেই দিক্ দিয়া অনবরত ফাটিয়া যাইতে লাগিল, ও তাহার ফাঁক দিয়া পতিত তীরের ফলাগুলি তাঁহার বুকের পাঁজরের ভিতর গিয়া বসিতে লাগিল।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও সরমাসুন্দরী মোক্ষদা ঠাকুরাণীর এত বড় একটা বিসদৃশ আচরণকে কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারে নাই, তাঁহাদের কথা ও চাহনির ভিতর দিয়া একটা উত্তাপ প্রায়শঃ বাহির হইয়া পড়িতেছিল, সে যেন একরকম আগুন—যাহার শিখা দেখা যায় না, কিন্তু যাহা স্পর্শমাত্রে ভস্ম করিয়া ফেলে!

মুখে কিছু না বলিলেও হেমেন্দ্রপ্রসাদ মোক্ষদা ঠাকুরাণীর ঘরে খাওয়া ত্যাগ করিল, সরমাসুন্দরী তাঁহার সেবা ত্যাগ করিল, পাড়ার ছেলের দল, প্রতি পালপার্ব্বণে যাহারা তাঁহার নিকট একটা বৃহত্তর অংশের দাবী করিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র অপরিসর অঙ্গন কোলাহলে ভরিয়া তুলিত, তাহারা তাহাদের সমস্ত দাবী ত্যাগ করিল, বৎসর-অন্তে পুরাণো হিসাবের খাতার মত মোক্ষদাঠাকুরাণীর জগতের অকেজো কাগজের ঝুড়িতে স্থান লাভ করিলেন; তাঁহার এতদিনের পাতানো সংসার গোঁড়া সমেত আল্‌গা হইয়া গেল, তাঁহার এত দিনের জড়ানো বাঁধন গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে খুলিয়া গেল, তাঁহার এতদিনের আঁকড়িয়া-ধরা সমাজ একেবারে তাঁহাকে ত্যাগ করিল! নিশ্বাস ফেলিয়া গলদশ্রু-লোচনে মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাঁহার বালগোপালের মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলেন "ঠাকুর, যা করেছি, তোমার মুখ চেয়েই করেছি, তুমি আমায় ত্যাগ করো না, তুমি আমায় ঠাঁই দিয়ো!" বাহির হইতে আঘাত যতই তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিতে লাগিল, ততই তিনি এই কুড়িয়ে-পাওয়া অন্‌জাতির ছেলেটিকে বুকের কাছে টানিয়া আনিতে লাগিলেন ও তাঁহার আহত প্রত্যাখ্যাত হৃদয়ের সমস্ত রুদ্ধপ্রবাহ তাহার দিকে ততই বেগে উৎসারিত হইয়া বহিতে লাগিল!

কিন্তু বিনোদকে আনিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর কাজ বাড়িল অনেক। বিধবা মানুষ, রাত্রিদিন আপনার সন্ধ্যাপূজা ও শৌচাচারের নিয়ম লইয়া

থাকিতেন, তাঁহাকে এখন মাছ রাঁধিতে ও উচ্ছিষ্ট কুড়াইতে হইত ও তাহার অনর্থক আব্‌দার রক্ষার জন্য বহু অনর্থক ব্যাপারের সংঘটন করিতে হইত, এমন কি, এক একদিন তাঁহার বালগোপালের ভোগের সময় বহিয়া যাইত, বালকের মুখে অন্ন তুলিয়া দিতে দিতে মোক্ষদা ঠাকুরাণী ভাবিতেন, যেন তিনি বালগোপালকে-ই খাওয়াইতেছেন, তখন অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসে তাঁহার চোখের পাতা ভিজিয়া আসিত।

ক্রমে বিনোদের হাতে খড়ির দিন আসিল, সমাজচ্যুতা নিরাশ্রয়া বিধবা—গুরুপুরোহিত তাঁহার ঘরে আসিলেন না, মোক্ষদা ঠাকুরাণী বিনোদকে স্নানান্তে নববস্ত্র পরাইয়া বালগোপালের সম্মুখে নিয়া বসাইলেন, তারপর সাশ্রুনেত্রে, কৃতাঞ্জলিপুটে, ভূমিতে প্রণত হইয়া কহিলেন, "ঠাকুর, তুমি এনে দিয়েছ, এখন তুমি-ই রক্ষে কর, তোমার আশীর্ব্বাদে বাছা যেন আমার নেকাপড়া শিখ্‌তে পারে, দয়া কোরো ঠাকুর দয়া কোরো" বলিয়া তিনি বারম্বার ভূমিতে ললাট স্পর্শ করিলেন, তাঁহার দেখাদেখি বিনোদও নমস্কার করিল। মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহার হাতে খড়ি দিয়া বলিলেন "বল্ , টং টং সরস্বতী নির্ম্মল বদনে,

কুণ্ডল কর্ণে
শিরে জটা, গজমোতি হার
দেমা সরস্বতী বিদ্যাভার"

বিনোদ শ্লোক আবৃত্তি করিল মোক্ষদা ঠাকুরাণী নিজেই তাহার হাতে ধরিয়া ক খ লেখাইয়া দিলেন। এইরূপে রুদ্ধদ্বার গৃহের ভিতর মনুষ্যের অগোচরে এবং দেবতার গোচরে বিনোদের বিদ্যারম্ভ-অনুষ্ঠান সমাধা হইল।

(৩)

সেদিন সন্ধ্যা বেলা হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাহির বাড়ীর ঘরে বসিয়াছিলেন। টিনের চৌচালার ভিতরে পাশাপাশি যোড়া দেওয়া দুখানা তক্তপোষ,

তাহার উপরে আধ ময়লা ফরাস, একদিকে গুটি দুই তাকিয়া, তাহার উপরে সাজাহানী পাঞ্জার মত তৈলাক্ত মস্তকের ছাপ, হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাহার একটিতে হেলান দিয়া ধূমপান করিতেছিল। ঘরে তখনো বাতি জ্বালা হয় নাই, অন্ধকারে সমস্ত আবছায়া দেখা যাইতেছিল. খাটের কাছে তাঁহার দশ মাসের ছেলে দেবীপ্রসাদ দাঁড়াইয়া খাটের একটা কোণ দন্তহীন মাড়ি দ্বারা লেহন ও চর্ব্বণ করিতেছিল, এবং তাহা হইতে কোনো প্রকারে রস নির্গত করিতে না পারিয়া 'বা ব্বা ব্বা' করিয়া খাটের উপর সশব্দে হাত চাপ্ড়াইতেছিল, এমন সময় মোক্ষদা ঠাকুরাণী হেমেন্দ্রপ্রসাদের সঙ্গে তাঁহার খোরাক পোষাকের বিষয়টা পরিষ্কার করিয়া লইতে আসিলেন। কিন্তু দরজার কাছে আসিয়া তাঁহার পা আর চলিতে চাহিল না, তাঁহার বুকের ভিতর সমস্ত সুপ্ত অতীতটা সহসা জাগিয়া উঠিয়া পাখা নাড়া দিয়া উঠিল, নিঃস্তব্ধ সন্ধ্যার এই ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে বহু দীপালোকিত রাত্রির কাকলীময় স্মৃতি তাঁহার অশ্রু সজল চোখের কাছে ভাসিতে লাগিল. কে জানিত তখন সেই মধুময় দিনগুলি,—অন্ধের মত যাহার হাত ধরিয়া তিনি চলিতেছিলেন, তাহা সহসা তাঁহাকে এমন করিয়া প্রান্তর-পথে ছাড়িয়া দিয়া অন্তর্হিত হইবে! তাঁহার বিবাহিত জীবনে স্বামীর স্মৃতি অতি সংক্ষিপ্ত ছিল, অসীম গগন-প্রান্তে সে যেন ক্ষুদ্রতম একটি তারা—তাহার অতি ক্ষীণ দীপ্তি তাহার জীবনের আঁধার বিদূরিত করিত না. বাড়াইয়া দিত। বাসর ঘরের ফুলের গন্ধ, খর আলোক ও খরতর রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত একটি মাত্র রাত্রির স্মৃতি—সে আর কতখানি! তবু থাকিয়া থাকিয়া একদিন তাহা গানের একটা অনিঃশেষিত রাগিণীর মত তাঁহার বুকের ভিতরে গুঞ্জিত হইয়া উঠিত, তাঁহার ঝলসিত বক্ষ পঞ্জর মুহূর্ত্তের জন্য তখন একবার গীতিময় হইয়া যাইত!

মোক্ষদা ঠাকুরাণী দরজার কাছে দাঁড়াইতেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ মুখ হইতে একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কে ?"

"আমি হেম !" বলিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী চৌকাঠ ধরিয়া দাঁড়াইলেন, উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগে তাঁহার গলার স্বর কাঁপিয়া গেল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল "কি চান ?"

তাহার নীরস রূক্ষস্বর মোক্ষদা ঠাকুরাণীর বুকে একটা ঝাঁকুনি দিল, একটু খানি চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমায় একটা বন্দোবস্ত করে দাও"

"কিসের বন্দোবস্ত ?"

"খারাক পোষাকের"

"কেন, যা দেই তাতে আপনার চলে না নাকি ? আমি গরীব—আশীটি টাকা স্কুলে কাজ করে পাই তার থেকে মাসিক আপনাকে পাঁচ টাকা দেই, এর বেশী ক্ষমতা আমার নাই—আমার নিজেরও ত একটা সংসার আছে—তার জন্য আমি আকণ্ঠ ঋণে জড়াচ্ছি—আপনাকে আমি কোত্থেকে দেব ?"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী নীরব হইলেন, পনরো বছর আগেকার বহু দুঃখ দুর্দ্দশার কথা তাঁহার হৃদয়ে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, সেই সমস্ত অসহায়, উপায়হীন দিনগুলি—যখন নিজের মুখের গ্রাস দিয়া তিনি এই পিতৃমাতৃহীন বালকটিকে লালন করিয়াছিলেন, লোকের বাড়ী ধান ভানিয়া রান্না করিয়া তাহার স্কুলের বেতন ও পাঠ্য গ্রন্থ যোগাইয়াছিলেন, ভাঙ্গা ঘরের ফাটল দিয়া পৌষের দুরন্ত শীত যখন অস্থি পর্য্যন্ত কম্পিত করিয়া প্রবেশ করিত তখন নিজের গায়ের ছেঁড়া লুই টুকু ও নামাবলী খানি দিয়া কত যত্নে তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়া নিজে বিনিদ্র নিশাতিপাত করিয়াছিলেন, শীতের কন্‌কনে হাওয়ার মত তাহা তাঁহার

হৃদয়কে কণ্টকিত করিয়া বহিয়া গেল, তিনি বলিলেন "আমি তোমার উপার্জ্জনের কোনো অংশ চাচ্ছিনা, সম্পত্তিতে আমার যে টুকু অংশ আছে, সেটুকু আমায় আল্‌গা ক'রে দাও"

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ভ্রূকুটি করিলেন, কিছু বলিলেন না, তাহার পর কলিকা উঠাইয়া নিঃশব্দে আবার তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন, মোক্ষদা ঠাকুরাণী দরজার বাহিরে চৌকাঠ অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

দেবীপ্রসাদের সঙ্গে মোক্ষদা ঠাকুরাণীর একটু গোপন পরিচয় ছিল। দুপুর বেলায় সরমাসুন্দরী যখন তাহাকে কাঠের ঘোড়া দিয়া বসাইয়া রাখিয়া ঘুমাইতেন, তখন দেবীপ্রসাদ নির্জ্জীব কাষ্ঠ-ঘোটকের সজীবতা-সম্পাদন অপেক্ষা উঠানে নামিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণীর ঘরের মৃন্ময় সোপান আরোহণ করা অধিকতর পুরুষোচিত মনে করিত। বিশেষতঃ তাহার পরে যখন মোক্ষদা ঠাকুরাণী আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার কোমল কমল-গণ্ড অজস্র চুম্বনে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়া নানারূপ ভোজ্য পদার্থে তাহার তৃপ্তি সাধন করিতেন, তখন সে তাহার রং-করা কাঠের ঘোড়াটির উপর একেবারে বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাইত।

খাটের কোণার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া দেবীপ্রসাদ এতক্ষণ পিতার অঙ্গুলি অভিনিবেশ সহকারে মাড়ি দ্বারা পেষণ করিতেছিল, মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে অন্ধকারের ভিতর প্রথমটা সে চিনিতে পারে নাই, শেষটা গলার স্বরে চিনিতে পারিয়া পিতার অঙ্গুলি চর্ব্বন ত্যাগ করিয়া টলিতে টলিতে মোক্ষদা ঠাকুরাণীর কাছে গিয়া তাহার অস্ফুট হর্ষ কাকলীতে স্তব্ধ গৃহ মুখরিত করিয়া তাঁহার জানুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাহাতে বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল "আপনার বিষয় আপনি পৃথক করে নেবেন তাতে আমরা কথা বলার কে? তাই দেওয়া যাবে।"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী হেমেন্দ্রপ্রসাদের সম্মুখে দেবীপ্রসাদকে কোলে লইতে কুণ্ঠা বোধ করিতে লাগিলেন, আস্তে আস্তে তাহার হাত ছাড়াইয়া তিনি চলিয়া গেলেন, দেবীপ্রসাদ অভিমানে মাটিতে পা ছড়াইয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া দিল। সরমাসুন্দরী তখন রাঁধিতেছিলেন ছেলের কান্না শুনিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন, দেবীপ্রসাদ মাকে পাইয়া কান্নাটা কিছু নরম করিলেন তারপর দুই হাত বাড়াইয়া বলিল "কোয়ে"

আঁচল দিয়া মাটি ঝাড়িয়া সরমাসুন্দরী ছেলে কোলে তুলিয়া লইয়া বলিল "পড়ে গেছে বুঝি ? তোমার কাছে রেখে একটু ও ভরষা নাই !"

হুঁকা নামাইয়া রাখিয়া হেমেন্দ্র প্রসাদ বলিল "না গো না পড়েনি, বড়বৌর কোলে উঠ্‌তে গিয়েছিল, ঠেলে ফেলে দিয়ে গেছে তাই কাঁদ্‌ছে"

"বড় বউ কে ?"

"আহা ! বড়বৌকে চেন না যেন ; বৌঠান।"

"ওমা, তিনি আবার এখানে এসেছিলেন নাকি ?

"হুঁ"

"কেন" ?

"সম্পত্তি বাটোয়ারা কর্ত্তে।"

"বল কি !"

বলিয়া সরমা সুন্দরী খাটের উপর বসিল, হেমেন্দ্রপ্রসাদ বলিল "তাঁর সম্পত্তির ভাগ তিনি আলাদা করে নিতে এসেছিলেন"

"হাঁগা তা সে কথা বল্‌তে একটু লজ্জা হোল না ?"

"আর লজ্জা ! যেদিন থেকে ঐ ছোঁড়াটাকে এনেছে, সেদিন থেকে সব গেছে"

"সত্যি বাপু, ঐ ছোঁড়াটাকে নিয়ে যেন উন্মত্ত আছেন ! ডোম না হাঁড়ির ছেলে—ওটাকে দেখলে আমার গা কেমন করে !"

"আর দেখেছ, সেদিন থেকে অবধি আমাদের সঙ্গে কি ব্যবহারই করছেন ?"

"তা আর দেখছি না! সে ঘা যে আঁতে লাগ্‌ছে গো!".

"ছোঁড়াটা উড়ে এসে জুড়ে বস্‌ল"!

"যার যেমন কপাল!"

"কপাল ত হোল, এখন এই বাটোয়ারার কি করি বল দেখি!"

"তা আর আমি তোমায় কি বল্‌ব, যেমন বোঝা তেমন কর। কিন্তু মনিষ্যিকে আর পের্‌তয় নেই! ও মা, এত দরদ এত মমতা, কোথায় গেল এখন আমরা যেন ওঁর শত্তুর হয়েছি!"

সরমাসুন্দরী পরিবর্ত্তনশীল জগতের অস্থির গতি দেখিয়া ব্যথিত মনে নিশ্বাস ফেলিল, হেমেন্দ্র প্রসাদ বলিল এই সম্পত্তিটুক দুভাগ কর্‌লে আর কি টিঁকবে!"

"তা ত টিঁকবে-ই না, কিন্তু না দিয়েত পার্‌ছ না, ছেলে বেলায় মানুষ কোরেছেন, এখন তাঁকে বঞ্চিত কর্‌লে গাঁয়ের লোক সব ছি ছি কর্‌বে"

বলিয়া সরম্মা সুন্দরী মানুষের ধর্ম্মজ্ঞানের গুরুত্ব সম্বন্ধ বহু সারবান্ উক্তি করিয়া বলিল "পৃথিবীর লোক যদি এখন অধর্ম্ম করে তা ব'লেত আর আমরাও তা কর্ত্তে পারি না, দাও ভাগ করে, যার কপালে আছে সেই পাবে"

দেবীপ্রসাদ মায়ের কোলে উঠিয়া স্তন্যপান করিতেছিল, এতক্ষণে সে মাথা নাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল ও আপনার দুই হাতের সমস্ত অঙ্গুলি মাতার মুখ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তখন সরমা সুন্দরী হাসিয়া তাহাকে চুম্বন করিল ও মোক্ষদা ঠাকুরাণীর অন্ধকার ছায়াটা মনের উপর হইতে সরিয়া গেল।

(৩)

বিকাল বেলা খালের ধারে বসিয়া বিনোদ মাছ ধরিতেছিল। এখন আর সে ছোট ছেলেটি নয়, তাহার ওষ্ঠের উপর দিয়া গুম্ফের নূতন রেখা দেখা দিয়াছে, মাথার বড় বড় চুল গুলি হ্রস্ব হইয়া আরো নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণ আরো উজ্জ্বল হইয়াছে। লেখা পড়া বিনোদ বড় বেশী কিছু শিখিতে পারে নাই, ঘরে যাহাদের অনটন থাকে শিক্ষা তাহাদের পাকস্থলীর উপর কিছু গুরুতর ক্রিয়া করে। শিক্ষা যেন দশাননের গৃহে হনুমানজীর মত, তাহার বিপুল আয়তন সাধারণের চিত্ত-ভবনের সঙ্কীর্ণ দ্বার-পথে কিছুতেই প্রবিষ্ট হয় না, অবশেষে তাহাকে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া বাহিরের সিংহ দুয়ার উড়াইয়া দিয়া বহু দুষ্কর ও আয়াস সাধ্য ব্যাপারের দ্বারা যখন আনিতে হয়, তখন তাহাকে গ্রাসকারী ধূমকেতুর মত দেখা যায়।

বিনোদের বুদ্ধিটা কিছু প্রখর ছিল, বর্ণমালা শেষ করিতে না করিতে সে এই অসামঞ্জস্য টুকু বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ফেলিল, তখন তাহার উক্ত ধূমকেতুর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে আর প্রবৃত্তি হইল না, বিশেষতঃ যখন গুরু মহাশয়ের বেত্র সশব্দে তাহার পৃষ্ঠচর্ম্ম অভিভাষণ করিতে লাগিল তখন তাহার মন একেবারেই বৈরাগ্যময় হইয়া গেল, বগল হইতে পাততাড়ি জলে ফেলিয়া দিয়া বিনোদ বীণাপানির নিকট চির বিদায় লইল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন "তা হোক্ গে, ভগবান মুখ দিয়েছেন যখন, তখন আহার দিবেন-ই"

বিনোদ মাছ ধরিতেছিল, খালের নিস্তরঙ্গ জল সূর্য্যাস্তের রক্ত-পীত আলোকে ঝলমল করিতেছিল, তাহার উপর দিয়া মুকুল-ভারাবনম্র চূতশাখা অর্দ্ধপথ পর্য্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছিল, গুল্মাবৃত তীরের উপর

তাহার স্খলিত অপর্য্যাপ্ত কেশর শুভ্র আস্তরণের মত দেখাইতেছিল। হঠাৎ জল চঞ্চল হইয়া ছল ছলাৎ করিয়া উঠিল, তাহার ঢেউ লাগিয়া আহার্য্য-লুব্ধ মৎস্যকুল টোপ ছাড়িয়া দিয়া দ্রুত-গতি পলায়ন করিল, বিরক্ত হইয়া বিনোদ মুখ ফিরাইয়া দেখিল একটি মেয়ে জল ভরিতেছে। বিনোদ বলিল "তুমি কে গা ?"

"আমি গিরিবালা" বলিয়া গিরিবালা জলভরা কলসী টানিয়া আনিয়া পায়ের কাছে উঠাইল। বিনোদ অনেকক্ষণ ধরিয়া মাছ ধরিতেছিল কিন্তু গোটা দুই বাটা ও একটা কৈ ছাড়া আর কিছুই পায় নাই. ক্রমে তাহার বিরক্ত ধরিয়া উঠিতেছিল, ক্ষুণ্ণ মনে একবার মাছের চুবড়ির দিকে চাহিয়া বিনোদ বলিল "তুমি রোজ এমনি সময় জল নিতে এস নাকি ?"

গিরিবালা বলিল "না, আজ বেলা হয়ে গেছে"

"তোমায় আর কখন ও ত আস্‌তে দেখিনি"

"আমরা এদেশে থাকি না"

"কোথায় থাক তবে ?"

"মুর্শিদাবাদ"

"মুন্সিদাদার কাছে ?"

মুখে কাপড় দিয়া হাসিয়া গিরিবালা বলিল "মুন্সী দাদা নয়, মুর্শিদাবাদ"

"মুর্শিদাবাদ ? সেটা আবার কোন দেশ ?"

গিরিবালা এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল "ও মা তা জাননা বুঝি ! সে রাজ পুরীর মত দেশ, এমন ধারা শেওলা পাঁক আর ঝোপের রাজ্যি নয়"

বিনোদ একটা ছোট খাট নিঃশ্বাস ফেলিল, শোভাহীন, বৈচিত্র্যহীন রৌদ্র ঝলসিত তেপান্তর মাঠের মাঝখানে এই ছোট গ্রামখানির বাহিরে বিচিত্র শোভাস্বাদময় যে জগৎটা আছে, তাহা দেখিবার একটা নিদারুণ

আকাঙ্ক্ষা তাহার বুকের ভিতর বেদনিয়া উঠিতে লাগিল, তাহার অপরিণত-পক্ষ মন-বিহঙ্গ অনন্ত আকাশ-পথে উড়িবার প্রয়াসে পাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া মরিতে লাগিল। বিনোদ বলিল "তুমি কোথা থাক ?"

"ঐ যে চৌধুরীদের বাড়ী, ঐ বাড়ীতে আমার মা কাজ করে, আমিও তার সঙ্গে থাকি"

"বল্‌ছিলে এদেশে থাক না, তবে কবে এসেছ ?"

"এই মাস খানেক হবে"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিনোদ বলিল "বটে ? সেদিন যে বিয়ে গেল, সেটা তোমাদের বাড়ীর বিয়ে ?" তাহার মূঢ় কল্পনা-বিমুগ্ধ মনে সেদিনকার রাত্রির ব্যাণ্ডের উদ্দীপনার দৃপ্ত তাল ও গ্যাস লাইটের ঝলসিত আলোর পুলক জাগিয়া উঠিল, প্রশংসমান নেত্রে সে গিরিবালার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

গিরিবালা বলিল "হাঁ, সে বিয়ে আমাদের বাড়ীর ছিল"

অবজ্ঞায় অধর কুঞ্চিত করিয়া বিনোদ বলিল "আচ্ছা, আমাদের ভজহরি কাকা যে সানাই বাজায় তা ত অমন বাজে না"

গিরিবালা আবার মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল, কাঠের পাটাতনের উপর বহু পরিমাণ শেওলা সঞ্চিত হইয়াছিল, হাসিতে হাসিতে অনবধানতা বশতঃ পা হড়কাইয়া সে পড়িয়া গেল, বঁড়শী ফেলিয়া বিনোদ তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল, বলিল "আহা লাগে নি ত ?"

হঠাৎ অমন করিয়া পড়িয়া যাওয়ায় গিরিবালা ভয়ানক রকম লজ্জা পাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও কিছু হয় নাই এই রকম ভাব দেখাইয়া বলিল "না লাগে নি"

বিনোদ গম্ভীর হইয়া রহিল, তাহারি নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য যে গিরিবালা পড়িয়া গিয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাহার অত্যন্ত ক্ষোভ হইতে লাগিল।

সূর্য্যাস্তের আলো দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল, খালের জল কালো হইয়া উঠিল, তীরে ছায়ায় ঢাকা পথ অন্ধকার হইয়া আসিল। গিরিবালা তাহার দিকে চাহিয়া সচকিতে বলিল "ওমা আঁধার হয়ে গেল যে গো! গিন্নী ঠাক্‌রুণ মুখ কর্ব্বে, যাই এখন!"

কলসী কাঁখে তুলিয়া গিরিবালা গমনোদ্যত হইল, বিনোদ ব্যস্ত হইয়া বলিল "দাঁড়াও না, আমি কলসী দিয়ে আসি, তুমি চোট পেয়েছ, নিতে কষ্টহবে"

গিরিবালা একটু হাসিয়া বলিল "না, না, আমিই নিয়ে যাব, লোকে দেখ্‌লে কি বল্‌বে? তুমি এই খানেই থাক, আমার সঙ্গে আস্‌ছো কেন?"

বিনোদ দাঁড়াইয়া বলিল "কাল আবার আস্‌বে ত?"

মুখ ফিরাইয়া হাসিয়া গিরিবালা বলিল "আচ্ছা"

(৪)

পৃথিবীতে সমস্ত জিনিষই কার্য্য কারণের নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না, নব বসন্তে চূত-মুকুলের ভিতর হইতে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষীবিশেষ যখন তাহার কুহু কুহু কুহরণে দিগন্ত প্লাবিত করিতে থাকে, তখন তাহার স্বরে বিরহীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের কি হেতু ঘটে তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এবং দক্ষিণ বাতাস যখন মলয় গিরির বক্ষ-কুহর হইতে পুষ্পগন্ধ বহন করিয়া আনিতে থাকে, তখন তাহার সহিত কতগুলি উতলা চিত্ত উধাও হইয়া নীল মেঘমণ্ডিত আকাশের প্রান্তে ভাসিয়া যাইতে থাকে কেন তাহাও ঠিক্ বোঝা যায় না। সুতরাং এই রকমই একটা অনির্দ্দিষ্ট কারণে যখন বিনোদের প্রতিদিনকার জীবনে অকস্মাৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল, তখন সকলে বিস্মিত হইলেও কৈফিয়ৎ দাবী করিতে পারিল না। নিঃস্তব্ধ মধ্যাহ্নে তরুনিবিড় পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া নিবিষ্ট চিত্তে

মৎস্য আহরণ ও গাছের উচ্চতম শাখায় উঠিয়া নীড়ত্যক্ত পক্ষিশাবক অপহরণ প্রভৃতি চিরদিনের আনন্দময় কৌতুকগুলি সহসা বিনোদের কাছে বিরস হইয়া গেল, ও ষড়ঋতু-ঐশ্বর্য্যময়ী বসুন্ধরার সমস্ত বিচিত্র শোভা ও স্বাদ নিখিল জগত হইতে অন্তর্হিত হইয়া চৌধুরীদের বৃষ্টিধারা-বিবর্ণ দেয়ালের গায় আবাস স্থাপন করিল। সুতরাং মোক্ষদা ঠাকুরাণী ঘরে যখন তাহার আহার্য্য লইয়া পথ চাহিয়া বসিয়া থাকিতেন তখন সে মধুলুব্ধ মধুকরের মত সেই বৃহৎ দালানটির চারিদিকে ঘুরিয়া মরিত, এবং ক্বচিৎ যদি তাহার একপ্রান্তে কোন গবাক্ষ দিয়া হাসিভরা একখানি মুখ মুহূর্ত্তের জন্য দেখা দিত, তবে তাহার চোখের কাছ হইতে মোক্ষদা ঠাকুরাণী সমেত সমস্ত গ্রাম খানি অদৃশ্য হইয়া যাইত।

ইতিমধ্যে চৌধুরীদের পল্লীবাসের দিন শেষ হইয়া আসিল, গিরিবালাকে সঙ্গে লইয়া তাহারা মুর্শিদাবাদ চলিয়া গেল, বিনোদ গোপনে তাহাদের অনুবর্ত্তী হইল মোক্ষদা ঠাকুরাণীকে কিছু জানাইয়া গেল না!

সন্ধ্যাবেলা ভাত রাঁধিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে লাগিল, তথাপি তাহার আসিবার কোনো লক্ষণ পাওয়া গেল না, ভাত সামনে করিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী ঢুলিতে লাগিলেন, তারপর থামে ঠেস্ দিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইতে ঘুমাইতে এক একবার চমকিয়া উঠিয়া চাহিতে লাগিলেন, দেয়ালের গায় তাঁহার নিজের বৃহদাকার ছায়া একটা প্রকাণ্ড ব্যঙ্গ-মূর্ত্তির মত তাঁহার উৎকণ্ঠিত চক্ষের কাছে নাচিতে লাগিল, বাহিরে বংশবনের ভিতর থাকিয়া থাকিয়া বাতাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে লাগিল, ক্ষণে ক্ষণে সুপারী গাছের নিবিড়পত্র ডালে গম্ভীর-কণ্ঠ পেচকের ঘুৎকার শব্দ শোনা যাইতে লাগিল; প্রহরে প্রহরে কোরাল পক্ষী ডাকিয়া উঠিয়া রজনীর যাম ঘোষণা করিতে লাগিল! আম্র-তরুর তল দিয়া

পুকুরের পাড় ঘুরিয়া দূর্ব্বা-ঢাকা শীর্ণ পথের মাঝখানে তাঁহার নিষ্পলক চক্ষের আশা বারবার ঘুরিয়া মরিতে লাগিল, তাঁহার আবিল নেত্র আরো আবিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাঁহার বার্দ্ধক্যে জরাবনমিত মেরুদণ্ড আরো বাঁকিয়া যাইতে লাগিল, চলিতে গিয়া তাঁহার কম্পমান পেশীহীন পদদ্বয় আরো কাঁপিতে লাগিল, তাঁহার ষষ্ঠিতম বর্ষ বয়সের উপর আরো ষষ্ঠিতম বর্ষ আসিয়া যেন মিলিত হইল।

রাত্রিতে মোক্ষদা ঠাকুরাণী ঝাঁপ দেওয়া বন্ধ করিলেন পাছে বিনোদ আসিয়া ঘর খোলা না দেখিয়া ফিরিয়া যায়, ঘর হইতে বাহির হওয়া ত্যাগ করিলেন, পাছে বিনোদ আসিয়া শূন্য ঘর দেখিয়া চলিয়া যায়! চারিদিকে তাঁহার গ্রামের লোক যখন ব্যস্তভাবে আনাগোনা করিত, ছেলের দল হাস্যরোলে ছায়ান্ধকার পথ মুখর করিয়া খেলিতে যাইত, গ্রামান্তর হইতে বিবাহ বাড়ীর সানাইর করুণ স্বর আসন্ন বিচ্ছেদ-কল্পনায় অশ্রু-সজল হইয়া বাজিতে থাকিত, তখন তিনি খোলা ঝাপের কাছে পা ছড়াইয়া বসিয়া উদাস নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন; প্রতি শব্দের ঝঙ্কারে তাঁহার বুক দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিত,—এই বুঝি এই লোকগুলি বিস্ময়-চকিত হইয়া থামিয়া দাঁড়াইবে, সানাইএর স্বর মুহূর্ত্তের জন্য বিরত হইবে, ছেলেরা ক্রীড়া কৌতুক ভুলিয়া তাঁহার আঙ্গিনার ধারে ছুটিয়া আসিবে, আর তিনি সহসা দেখিতে পাইবেন তাঁহার দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া সেই প্রিয়দর্শন ছেলেটি—যে তাঁহার জীবন প্রদীপের তৈল অপহরণ করিয়া পলাইয়া গিয়াছে!

সন্ধ্যাবেলা তাঁহার সম্মুখ দিয়া বিনোদের সঙ্গী ছেলেগুলি হাসিতে হাসিতে ঘরে ফিরিতে লাগিল, চালের পিছনে বাঁশবনে অসংখ্য পাখী পাখা নাড়া দিয়া রাত্রির বিশ্রামের জন্য স্থির হইয়া বসিতে লাগিল, আকাশে লক্ষ লক্ষ তারা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তিনি তেমনি করিয়া

দুয়ারের কাছে বসিয়া চাহিয়া রহিলেন, কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না পাছে তাহারা বিনোদকে গাল দিয়া ওঠে, কাহারও কাছে আপনার মনোবেদনা প্রকাশ করিলেন না পাছে তাঁহারা তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া ওঠে, তাঁহার হৃদয়ের অপার শূন্যতা যাহা বিশ্বভুবনের কোনো কিছুর দ্বারাই পূরণ করিবার নহে, তাহা তিনি শুধু এই বেদনার দ্বারা ভরিয়া রাখিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার কাহাকেও না জানিতে দেওয়া সত্ত্বেও কথাটা কাহারও জানিবার বাকি রহিল না মাসেকের মধ্যেই তাহা প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। কলসী কক্ষে স্নানার্থিনীরা ঘাটে যাইতে যাইতে কতবার তাঁহার দুয়ারের কাছে থামিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "ওগো বিনোদের মা, তোমার বিনোদ এয়েছে ?" মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাহাদের দিকে শুধু একবার শূন্য দৃষ্টিতে চাহিতেন, যখন কেহ কোনো সহানুভূতির কথা বলিত তখন শক্ত করিয়া ঠোঁটের উপর ঠোঁট চাপিয়া ধরিতেন পাছে ক্রন্দন বাহির হইয়া পড়ে।

খবরটা সকলে যখন শুনিল তখন কাজেই হেমেন্দ্রপ্রসাদ ও সরমাসুন্দরীও শুনিল। হেমেন্দ্রপ্রসাদ শুনিয়া ভ্রূকুটি করিল, সরমাসুন্দরী একটু হাসিয়া বলিল "যাই দেখে আসি গে কি কচ্চেন"

মোক্ষদা ঠাকুরাণী তখন রাঁধিতেছিলেন, উনুনের উপর ভাত টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল, রোয়াকে ঝাঁপের কাছে দাঁড়াইয়া বাহির হইতে মুখ বাড়াইয়া সরমাসুন্দরী বলিল, "কি কচ্চো গো দিদি ?"

পনরো বছর পর সে স্বর যেন অচেনা অচেনা বোধ হইতে লাগিল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী মুখ ফিরাইয়া তাকাইলেন, কিন্তু বার্দ্ধক্য-স্তিমিত চক্ষে ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, বলিলেন "কে ? বগলার পিসী নাকি ?" "না গো দিদি আমি যে" বলিয়া সরমাসুন্দরী ঝাঁপটা ঠেলিয়া সরাইয়া

দিলেন, মোক্ষদা ঠাকুরাণীর নিজ্জীব শিরার ভিতর দিয়া একটা উষ্ণ প্রবাহ বহিয়া গেল, তিনি সরমাসুন্দরীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সরমাসুন্দরী বলিল "ছোঁড়াটা বুঝি আর ফিরে এলো না ? গোখ্‌রোর ছা দুধ দিয়ে পাল্‌লে পরে কি আর দংশাতে ছাড়ে! যখন আন্‌লে তখনই ত আমরা কত নিষেধ কর্ল্লাম, শুন্‌লেন ত না তখন, এখন দেখুন!"

সরমাসুন্দরী ভাবিয়া আসিয়াছিলেন সম্পত্তি আলাদা করিয়া নিয়া বিনোদের নামে দিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী তাঁহার সন্তানদের যেরূপ বঞ্চিত করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে দুই চারিটা কথা এই অবসরে বলিয়া নিবে। কারণ উচিত কথা গুরুকে বলিতেও দোষ নাই, এবং তাহার মত উচিত বক্তার এরূপ একটি বিসদৃশ ব্যাপারে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিলে আর চরিত্রের মান থাকে না। কিন্তু মোক্ষদা ঠাকুরাণীর সাম্‌নে আসিয়া সে সঙ্কল্পটা টিঁকিলনা। এই শীর্ণমূর্ত্তি লোলচর্ম্ম মৃত্যুযাত্রী নারী—ইহার অঙ্গত্বকের কুঞ্চনরেখায় যে সাংঘাতিক আঘাতের মৌন বেদনা প্রকাশিত হইতেছিল, তাহা তাহার মনেও একটা অস্পষ্ট করুণার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতে লাগিল।

মোক্ষদা ঠাকুরাণীর নিকট কোনো উত্তর না পাইয়া সরমাসুন্দরী হাই তুলিতে তুলিতে বলিলেন, "না, যাই খোকাকে একলা ফেলে এসেছি"

সরমাসুন্দরী চলিয়া গেলেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ দরজার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সরমাসুন্দরীকে চলিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি সংবাদ ?" ভ্রূ বাঁকাইয়া সরমা সুন্দরী বলিল "মর্‌তে চলেছেন, তার আবার দেমাক দেখ! কথার একটা জবাব দিলে না বল্লে 'বগলার পিসী না কি ?' যেন একেবারে চেনাই নাই।

হেমেন্দ্র প্রসাদ বলিল "তা ত আমি অনেক আগে-ই বলেছি, তোমাদের মেয়ে মানুষের স্বভাব-ই ঐ, চুপ করে থাক্‌তে পার না! অমন গায়ে পড়ে আলাপের দরকারটা-ই বা কি, যা হবার তা ত হয়েই গেছে"

সরমাসুন্দরী চলিয়া গেলে পর মোক্ষদা ঠাকুরাণী উঠিয়া ভাতের ফেন গালিতে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ তাঁহার পা অবশ হইয়া আসিল, তিনি সামলাইতে পারিলেন না, ভাতের হাঁড়ি সমেত আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার লোলচর্ম্ম পুড়িয়া গিয়া অনেক জায়গায় একেবারে উঠিয়া গেল তাঁহার দক্ষিণ অঙ্গ প্রায় ত্বকহীন হইয়া গেল। ঠোঁটের উপর ঠোঁট আরো দৃঢ়তর করিয়া চাপিয়া ধরিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী মাটির উপরে ফেনলিপ্ত অঙ্গে পড়িয়া রহিলেন,, যন্ত্রণায় একবার উঃ পর্য্যন্ত করিলেন না, পাছে তাহা সরমাসুন্দরীর কাণে যায়, পাছে তাহার' তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য দৌড়াইয়া আসে!

দ্বিপ্রহর ক্রমে সন্ধ্যায় পর্য্যবসিত হইল, বেড়ার পিছনে বাঁশবনে পাখীর পাখা ঝটপটির শব্দ শোনা যাইতে লাগিল, দূরে কোথায় সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল তাহার গানের শব্দ, করতাল ও মৃদঙ্গের শব্দ তাঁহার কাণে আসিয়া পঁহুছিতে লাগিল—

"হরি নামের তরী বেয়ে ভব পারে যাচ্ছি ভাই
আয় কে যাবি মোদের সাথে চেয়ে দেখ আর বেলা নাই
আছে যে কিছু বেলা গেলে পরে ঘটবে জ্বালা
সে অকূল পাথার হ'বে আঁধার আয় এবেলা তরী ভাসাই।"

গান শুনিতে শুনিতে মোক্ষদা ঠাকুরাণী চোখের জলে ভাসিয়া বলিলেন "আমার বালগোপাল, আমায় পার কর এখন পার কর! তুমি বিনে আর কে তরাবে ঠাকুর! ভবনদীর নেয়ে তুমি, আমায় তোমার নায়ে তোল"

যন্ত্রণা ভুলিয়া, দাহ ভুলিয়া, বেদনা ভুলিয়া নিঃশেষ-স্তিমিত জীবনালোকে প্রাণপূর্ণ ঐকান্তিকতায় তিনি সেই দূরাগত আহ্বানের প্রতি ছত্র অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অবস্থা আরো খারাপ হইয়া আসিতে লাগিল, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুকাইয়া যাইতে লাগিল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিলেন "পোড়া কপালী আমি, না জানি কত লোককে তেষ্টায় জল দি নি, তাই মরণ কালে এক ফোঁটা জল পেলেম না!"

সহসা অন্ধকারের ভিতর তাঁহার শিয়রের কাছে কেহ ডাকিল "জ্যেঠিমা!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মোক্ষদা ঠাকুরাণী বলিলেন "কে?"

"আমি দেবীপ্রসাদ"

"কি বাপ্?"

"তোমাকে ঘরে না দেখে খুঁজ্তে এলেম, তুমি আজ ঘরে যাওনি যে?"

"আর কোন্ ঘরে যাব যাদু, একেবারে নিজের ঘরে যাব যে আজ! ভাতের হাড়ি শুদ্ধু আছাড় খেয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ যে পুড়ে গেছে"

"তুমি পুড়ে গেছ জোঠিমা?"

"দেখ্ না নড়বার শক্তি নেই"

দেবীপ্রসাদ অন্ধকারে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী উহু উহু করিয়া উঠিলেন। বালকের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, বলিল "তুমি এমনি ক'রে এখানে পড়ে আছ, তোমায় কেউ দেখেনি?"

"যিনি দেখ্বেন তিনি এসে কাছে-ই দাঁড়িয়েছেন এখন একটা কাজ কর্ত বাপ্, অন্তিমে আমার মুখে একটু জল দে"

"দাঁড়াও আমি বাতি নিয়ে আসি"

"আর বাতি আনিস্ নি, এই বাঁ দিকে জলের ঘড়া আছে, জল গড়িয়ে একটু আমার মুখে দে"

দেবী প্রসাদ সাবধানে উঠিয়া ঘটীতে জল গড়াইয়া তাঁহার মুখে দিল, মোক্ষদা ঠাকুরাণী অতি কষ্টে তাঁহার অবশ হস্ত তুলিয়া তাহার মাথায় বুলাইয়া বলিলেন "চিরজীবি হও বাবা আমায় যেমন সুখী কল্লে, এমনি সুখী হও" তাঁহার অবশ হস্ত আরো অবশ হইয়া আসিতে লাগিল, নিশ্বাসের টানে সর্ব্ব দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, চক্ষু বুজিয়া বিজড়িত স্বরে তিনি বলিলেন "আমার বালগোপাল ঠাকুর আমায় পার কর"

খানিকক্ষণ পরে দেবীপ্রসাদ সভয় চিত্তে ডাকিল জ্যেঠিমা"

ঝিল্লিমুখর অন্ধকারে ঘরের পিছনে সুপারীর ডালে একটা পেঁচা ভয়াবহ কণ্ঠে ঘুংকার করিয়া উঠিল, বাঁশবনের ভিতর বাতাস একটা উচ্ছ্বসিত বিলাপের মত বহিয়া গেল, দূর বনান্তর হইতে কতগুলি শিয়াল তারকণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল, দেবীপ্রসাদ ভয়-কম্পিত চরণে সেখান হইতে ছুটিয়া তাহার মায়ের নিকট প্রস্থান করিল। মা বলিল "কিরে অমনতর দৌড়ে এলি যে?"

দেবীপ্রসাদ অন্যদিকে মুখ ফিড়াইয়া বলিল "না কিছু না"

•

অজ্ঞাতবাস।

(১)

অসম্ভব হেতু হইতে যে আনন্দ পাওয়া যায়, তাহাকে দরিদ্রের ধন-প্রাপ্তির সহিত তুলনা দিলেও, বেচারা ইন্দ্রনাথ—জ্ঞান সঞ্চারের সময় হইতে যে এ পর্যান্ত আপনাকে শুধু রাজবাড়ীর অশ্বশালার ভিতর দেখিয়া আসিতেছে—সে, যখন মুমূর্ষু রাজা কর্ত্তৃক আহুত হইয়া শুনিল যে সে তাঁহার বিবাহিতা পত্নীর প্রথম গর্ভজাত পুত্র এবং শ্রীপুর-রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী, এবং চামেলী—রাজার একমাত্র কন্যা—রাজ্যের উত্তরাধিকারীত্ব যাহার উপর বর্ত্তিবে বলিয়া সকলে প্রতীক্ষা করিতেছে, সে রাজ্যের কেহ নয়—তখন তাহার এই আকস্মিক রাজ্যলাভের জন্য মোটেই কোন ও আহ্লাদ হইল না, সে শুধু আপনাকে বহু দায়ীত্ব ও বহু দুরূহ ব্যাপারে বিজড়িত দেখিয়া ভারগ্রস্ত বোধ করিতে লাগিল।

তাহার জীবনের সরল পৃষ্ঠা গুলি—যেখানে বিদ্যাচর্চ্চার কঠিন রেখার পাশে শুধু ভোরের আলো, পাখীর গান, নদীর কলরোল, বনের ছায়া ও আকাশের নীলিমার সঙ্গে মিশিয়া রং এর উপর রং ফলাইতেছিল, নব বসন্তে চারিদিকে একান্ত সজাগ ও উন্মুখ বিশ্ব প্রকৃতির ভিতর তাহার চিত্ত এতদিন যে শুধু পরিপুষ্ট লতার মত শ্যামলিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল—সহসা তাহার উপর যেন তুষার ঝটিকার স্পর্শ লাগিল, তাহার এতদিনকার সাধা সুর হঠাৎ নিখাদে পড়িয়া রুদ্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হরিল।

রাজা মরিলেন। মরিবার সময় হঠাৎ তাঁহার মনে পড়িয়া গেল যে, ন্যায্য অধিকারীকে সম্পত্তি দিয়া না গেলে আত্মার সদ্গতি সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটিতে পারে, বিশেষতঃ প্রখরদৃষ্টি চিত্রগুপ্ত যখন হিসাবের খাতা খুলিয়া-ই বসিয়া আছে—তখন ত সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই!

সুতরাং ঔষধের তিক্ত বটিকার মত লজ্জাকে গলাধঃকরণ করিয়া রাজা ইন্দ্রনাথের নিকট সমস্ত ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলেন, ও তাঁহার কাল-প্রাপ্তি পরে যাহাতে তাহার উত্তরাধিকার লাভে কোন ও বিসম্বাদ উপস্থিত না হয়, তজ্জন্য তাঁহার লাইব্রেরীর চাবির বিষয় ও তাহার মধ্যে কোন্ লৌহ সিন্ধুকে ইন্দ্রনাথের জননীর বিবাহের রেজেষ্টারী পত্র রক্ষিত আছে তাহা বলিয়া দিলেন, এবং আরো বলিলেন যে রাজ্যে স্বত্ব স্থাপনের সময় ইন্দ্রনাথকে শুধু এই দলিল দেখাইতে হইবে, কোন হাঙ্গাম করিতে হইবে না। কিন্তু চামেলী যতদিন যোগ্য পাত্রে ন্যস্ত না হইবে ততদিন ইন্দ্রনাথ আপনার দাবী যাহাতে উপস্থিত না করে তজ্জন্য রাজা ইন্দ্রনাথকে বারংবার কাতর অনুরোধ করিলেন, এবং ইন্দ্রনাথ ও তাহাতে সাগ্রহে সম্মতি জানাইল।

এখন, ইন্দ্রনাথ চামেলীর প্রতি পূর্ব্ব হইতেই আকৃষ্ট ছিল, সে যখন ছোট মেয়েটি ছিল তখন হইতে সে তাহার বালক ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত ছিল, তাহার পরিচর্য্যায় সে আনন্দ লাভ করিয়াছে, তাহার আদেশ পালন করিয়া সে একটা গর্ব্ব অনুভব করিয়াছে। আজ যখন তাহার সহিত এত বড় একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তাহার নিকট প্রকাশিত হইল, তখন তাহার প্রতি তাহার স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ নিবিড় হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার স্নেহোৎকণ্ঠিত চিত্ত প্রবাসস্থিত চামেলীকে স্মরণ করিয়া আপনার বিশ্বস্ততার একটা প্রবল প্রমাণ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল, সে বলিল "চামেলীর কল্যাণের জন্য আমার জীবন আমি পণ রাখিলাম" রাজা প্রসন্ন মনে দেহত্যাগ করিলেন।

২

সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল, ইন্দ্রনাথ একাকী অশ্বারোহণে নদীর ধার দিয়া নিভৃত পথটিতে চলিতেছিল। ঘোড়া প্রথমে ধীরে চলিতেছিল,

পরে হঠাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিল, নদীর ধারে বালুর উপর তাহার পদশব্দ অস্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল। খানিক দূর না যাইতে সূর্য্য ডুবিয়া গেল, আকাশে অল্প অল্প মেঘ জমিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ যেখান দিয়া যাইতেছিল, তাহার সম্মুখে একটি স্ত্রীলোক একটি ক্ষুদ্র শিশুকে বুকে করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইন্দ্রনাথ অন্ধকারে তাহার অস্পষ্ট আভাষ পাইয়া চেঁচাইয়া বলিল "সরিয়া যাও সরিয়া যাও, কে ওখানে ? দেখিতেছ না ঘোড়া ক্ষেপিয়াছে—রাশ মানিতেছে না" ?

আকাশ তখন মেঘে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছিল, গাছ পালার ভিতর দিয়া বাতাস সোঁ সোঁ করিয়া বহিতে আরম্ভ করিতেছিল, ইন্দ্রনাথের কথা শুনিতে না পাইয়া হৌক, অথবা ইচ্ছা করিয়াই হৌক, রমণী সরিল না ; অশ্ব দুই তিন লম্ফে তাহার উপর আসিয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথ তখন তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল "সর ময়না সর, এখনি মারা পড়িবে"

ময়না তবুও সরিল না, ইন্দ্রনাথ ঘোড়া হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং রাশ টানিয়া ধরিয়া ধাক্কা দিয়া তাহাকে পিছনে হঠাইয়া দিল।

ময়না ধীরে ধীরে বলিল "ইন্দ্রনাথ, তোমাকে আমার একটি কথা বলিবার আছে"

ইন্দ্রনাথের ঘোড়া তখন পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, ইন্দ্রনাথ বলপূর্ব্বক তাহাকে নিরস্ত করিতে করিতে বলিল "কি বলিবে শীঘ্র বল, আমার এখন সময় নাই"

একটু খানি ইতস্ততঃ করিয়া ময়না বলিল "তুমি কি জান, কুমারী চামেলীর সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইতেছে ?"

লাগাম ছাড়িয়া দিয়া ইন্দ্রনাথ ময়নার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "কাহার কথা বলিতেছ ?"

ময়না চুপ করিয়া রহিল, তাহার লজ্জা তাহার গভীর মনোবেদনার ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল, বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল "কুমার সুরথলাল রাণীকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু ওঃ! ইন্দ্রনাথ তোমায় আমি কি বলিব! রাণী যদি তাহাকে বিবাহ করেন তবে শয়তানের গলায় মালা দিবেন, সে ভয়ানক লোক, কোনও দুষ্কর্ম্মেই সে পিছ-পা নয়!"

ইন্দ্রনাথ অনুসন্ধিৎসু ভাবে ময়নার মুখের দিকে চাহিল। ময়নার জীবনের ইতিহাস খানিকটা তাহার জানা ছিল, যে জন্য সমাজ ও পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া অভাগিনী নির্জ্জনবাসে নিরাশ্রয় ভাবে দিন কাটাইতেছে তাহা সে জানিত, কিন্তু তাহার বক্ষস্থিত শিশুর পিতা কে তাহা সে কিছু শোনে নাই, আজ সহসা তাহাকে এই ভাবে কুমার সুরথলালের কথা বলিতে শুনিয়া সেই কথা তাহার মনে পড়িল।

কুমার সুরথলালকে ইন্দ্রনাথ একবার মাত্র দেখিয়াছিল, সুরথলাল তখন রাজবাড়ীতে অতিথি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না জানিলে ও ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত না, কেমন একটা অপ্রীতিকর ভাব প্রথম হইতেই তাহার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। ময়না যখন বলিল সুরথলাল চামেলীকে বিবাহ করিবার চেষ্টা করিতেছে, তখন সে উদ্দীপ্ত ক্রোধে হাতের চাবুক আস্ফালন করিয়া গর্জ্জন করিয়া বলিল। "তাহার আগে আমার চাবুকের সহিত তাহার একবার আলাপ করিতে হইবে"

ময়নার চোখের জল গণ্ড ভাসাইয়া বহিতে লাগিল, ইন্দ্রনাথ অন্ধকারে তাহা দেখিতে পাইল না, ময়না বলিল "তোমার পায় পড়ি ইন্দ্রনাথ, তুমি ও সব কিছু করিয়ো না। আমি তোমার কাছে প্রতিশোধের জন্য আসি নাই, আমি শুধু একটা উপায়ের জন্য আসিয়া ছিলাম, যদি ও জানি না তুমি কি করিয়া তাহা করিবে"

অসহায় রমণীর কাতর কণ্ঠস্বর ইন্দ্রনাথকে বিচলিত করিয়া তুলিল ইন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল "আচ্ছা, আমি তাহা করিব না"

বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিয়া ঝড় বহিতেছিল, তাহাদের মাথার উপর হইতে ছোট ছোট তরুশাখা ও পল্লব ভাঙ্গিয়া তাহাদের গায় পড়িতে লাগিল ময়নার ছিন্ন তালিবিশিষ্ট পরিধেয় ঝড়ের দাপটে উড়িতে লাগিল, শীতে তাহার অবশপ্রায় পদ-দ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ময়না এক হাতে বাতাসে উড্ডীয়মান বসন সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিয়া অপর হাতে ভীত রোরুদ্যমান শিশুকে শান্ত করিতে লাগিল।

ময়নাকে কাঁপিতে দেখিয়া ইন্দ্রনাথ তাহাকে ধরিয়া বলিল "শীতে তুমি কাঁপিতেছ! চল, এই বাগানের পথ দিয়া লাইব্রেরীতে যাই, সেখানে আমি তোমার সকল কথা শুনিব"

একহাতে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া অপর হাতে ময়নাকে ধরিয়া ইন্দ্রনাথ, ঝড়ের ভিতর দিয়া লাইব্রেরীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, নদীর ধার হইতে উৎক্ষিপ্ত বালুতে তাহাদের মুখ চোখ আচ্ছন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

লাইব্রেরী খুলিয়া ইন্দ্রনাথ ময়নাকে ভিতরে লইয়া গেল। ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তুমি খবর কোথা পাইলে ?"

ময়না বলিল "যেমন করিয়াই জানি, কথাটা ঠিক্"

ইন্দ্রনাথ ভ্রূকুটি করিয়া বলিল "আমি বর্ত্তমান থাকিতে তাহা হইবে না"

"রাণী নিজে ইচ্ছুক হইলে তুমি কি করিবে"

"তাহা আমি এখন বলিতে না পারিলে ও তখন ঠিক্ করিয়া লইব"

ময়না আবার কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দ হইতে লাগিল, ইন্দ্রনাথ উঠিয়া দরজা অর্দ্ধেক খুলিয়া

চৌকাঠের উপর দাঁড়াইল। রাজার নায়েব লাইব্রেরীর ভিতরে ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া বিলক্ষণ উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন "তুমি এখানে কেন?"

ইন্দ্রনাথ অর্দ্ধমুক্ত দ্বারপথে আপনাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া বলিল "আমার কাজ আছে"

শ্লেষমিশ্রিত স্বরে নায়েব বলিলেন "তোমার কাজ কবে হইতে এখানে হইয়াছে?"

"আমি তাহার কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য নই"

নায়েব মহাশয়ের রক্ত ধমনীতে উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, সক্রোধে তিনি বলিলেন "থামিয়া, ইন্দ্রনাথ থামিয়া উত্তর করিয়ো, নহিলে উপরিস্থ ব্যক্তির সহিত কিরূপে কথা কহিতে হয় তাহা তোমাকে বেত্রের দ্বারা শিখাইয়া দিব! আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি লাইব্রেরীতে তুমি চোরের মত কেন ঢুকিয়াছ?"

ইন্দ্রনাথ তাহার পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া নাড়িয়া বলিল "লাইব্রেরীতে আমি যে চোরের মত ঢুকি নাই, তাহার প্রমাণ দেখুন"

"দাও আমাকে চাবি ফিরাইয়া দাও, কে তোমাকে চাবি দিল"?

"তাহা আমি বলিব না"

"আমি তোমাকে বলাইব"

"পারেন ত বলান"

নায়েব মহাশয় ক্রোধোন্মত্ত হইয়া ইন্দ্রনাথকে আক্রমণ করিল ইন্দ্রনাথ তাঁহাকে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারিল যে তিনি বারান্দা হইতে সশব্দে নীচে পড়িয়া গেলেন।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নায়েব মহাশয় কাপড়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন, এই ধাক্কার মতন আর একটা ধাক্কা তিনি

দিতে পারেন কি না, সমস্ত বৎসর সেই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রহিল।

নায়েব মহাশয় চলিয়া গেলে পর ইন্দ্রনাথ দরজা খুলিয়া ময়নাকে বাহিরে আনিয়া চাবি বন্ধ করিয়া দিল।

(৩)

সুরথলাল চামেলীকে বিবাহ করিবার জন্য চেষ্টিত শুনিয়া ইন্দ্রনাথ প্রবল উৎকণ্ঠায় পীড়িত হইতে লাগিল, কিন্তু আশু তাহার কোনও উপায় সে আবিষ্কার করিতে পারিল না। শ্রীপুরের উত্তরাধিকার তাহার জীবনের অবস্থান-জায়গাটিকে এমন সঙ্কট-শঙ্কিল করিয়াছিল, যে প্রতিনিয়ত সে তাহাকে বোঝার মত বুকের ভিতর অনুভব করিতেছিল। তাহার ঠিক্ পরিচয়টিকে সহসা সে প্রকাশ করিতে পারে না—তাহা হইলে চামেলীর কল্পিত রাণীপদ অন্তর্হিত হইয়া যাইবে এবং তাহা অপেক্ষা ও গভীরতর লজ্জায় তাহাকে নিক্ষিপ্ত করা হইবে। কারণ যেই মুহূর্ত্তে তাহার জননীর বিবাহের রেজেষ্টারী-পত্র সে বাহির করিবে, সেই মুহূর্ত্তে চামেলীর বৈধ জন্মের সম্মান চির-বিদায় গ্রহণ করিবে! বিধাতা তাহাদের দুই জনকে পর্ব্বতের এমন একটি সূচ্যগ্র-শিখরে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছিলেন, যেখানে শুধু এক জনের-ই স্থান আছে! ইন্দ্রনাথ তাহার দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল "আমি পর্ব্বতের নীচে এই অন্ধকার গহ্বরের অদৃশ্য শয্যার ভিতর চির দিনের জন্য স্থান লইতে প্রস্তুত আছি, তবু চামেলীর স্বার্থহানি করিতে প্রস্তুত নই"

কিন্তু, ইহা সত্ত্বেও, সমস্ত বিষয়টা চামেলীকে খুলিয়া বলিবার বাসনা তাহাকে পীড়ন করিতে লাগিল। সে যে তাহার ভৃত্য নয়, অনুচর নয়, আজ্ঞাবহ নয়—সে যে তাহার অগ্রজ, এক-ই রক্ত যে তাহাদের শিরায়

বহিতেছে, পৃথিবীতে এই মুহূর্ত্তে সে যে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়—তাহা তাহাকে জানাইবার জন্য তাহার হৃদয় আগ্রহে বেদনিয়া উঠিতে লাগিল।

কিন্তু তবু তাহার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী কোনো পথই সে দেখিতে পাইতে লাগিল না। চামেলী এখন আর সেই ছোট মেয়েটি নয়, প্রতিদিন সকালে উঠিয়া এখন আর সে কাহারও পরিচর্য্যার অপেক্ষায় থাকে না, অস্তোন্মুখ কৈশোর তাহাকে জীবনের প্রমোদের প্রচণ্ড ঘূর্ণাবর্ত্তের ভিতর এখন উপনীত করিয়াছে; তাহার চারিদিকে এখন নূতন লোক, নূতন সঙ্গী, নূতন আকাঙ্ক্ষা! পুরাতনের স্মৃতি পিছনে ফেলিয়া সে নূতন জগতে বিচরণ করিতেছে; সম্মুখে ঐ যে নদী দিগন্ত লুপ্ত করিয়া দিয়া, তটের শ্যামল রেখা মগ্ন করিয়া ফেলিয়া, কল্লোলরবে ছুটিয়া চলিয়াছে—তাহা যেন তাহাদের-ই মাঝখান দিয়া বিভাগের পরিসর টানিয়া নিয়া গিয়াছে, ইহার পর পারে হয়ত সে আর পৌছিতে পারিবে না, ঐ মেঘলীন সলিলের ওপারে তাহার নিবিড় স্নেহের সেই শ্যাম তটভূমি সে আর খুঁজিয়া পাইবে না! ইন্দ্রনাথের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

কি করিতে হইবে আর কি করিতে হইবে না, তাহা ভাবিয়া বৃথা দিন কাটাইবার লোক ইন্দ্রনাথ ছিল না। সে যখন যাহা মনে করিত তাহার মীমাংসা সে তখনি একটা ঠিক্ করিয়া লইত, ক্ষিপ্রহস্তে তাহার নিস্ফলতা ও সফলতার সমস্ত রেখা গুলি টানিয়া নিয়া তখনই সে তাহা সম্পন্ন করিয়া ফেলিত। চামেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যখন তাহার শ্রেয় বলিয়া মনে হইল তখন সে শ্রীপুরে বসিয়া মিথ্যা চিন্তায় সময় না কাটাইয়া চামেলীর কাছে বরাবর বম্বেতে চলিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিল।

কিন্তু বম্বেতে গিয়া ইন্দ্রনাথ খানিকটা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। চারিদিকে তাহার অসংখ্য জনপ্রবাহ কল্লোলিনী নদীর মত চলিয়াছে, কর্ম্মব্যস্ত রাজধানী কল কারখানা ও চিমনি বসাইয়া ঘন ঘন পীড়িত শ্বাস ফেলিতেছে। কাহারও কোনো কথা শুনিবার অবকাশ নাই, কিছু দেখিবার অবকাশ নাই, তাহাদের চারিদিকে কালো ধূমাচ্ছন্ন কলগুলি যেন তাহাদের আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে! ইন্দ্রনাথ দিনের পরে দিন শুধু পথের ধারে ঘুরিয়া মরিতে লাগিল, প্রদোষে তাহার শান্ত পল্লী-প্রাসাদের শুভ্র চত্বরে যে তারাটি আলোক দান করিয়াছিল, রাত্রির অনন্ত নক্ষত্রময় আকাশের ভিতর হইতে তাহাকে সে কিছুতেই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিল না!

সেদিন 'করিন্থিয়ান' থিয়েটারে একটা বিখ্যাত অভিনয় অভিনীত হইতেছিল, ইন্দ্রনাথ প্রবেশ-পথের কাছে দাঁড়াইয়া লোকের যাতায়াত দেখিতেছিল। খানিক পরে একটা প্রকাণ্ড যুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল, লোহিত পরিচ্ছদে দুইজন অনুচর আগে আগে প্রবেশ করিল, তাহার পর অত্যন্ত আড়ম্বরময় পরিচ্ছদে দুইজন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া মহিলা প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সান্ধ্যবেশ পরিহিত একজন যুবক, মহিলাদের সঙ্গে তিনি বেশ ঘনিষ্ঠ ভাবে আলাপ করিতেছিলেন। ইন্দ্রনাথ সন্দিগ্ধভাবে তাঁহার দিকে চাহিল, সে মুখ যেন তাহার চেনা চেনা বোধ হইতে লাগিল। সহসা তাহার পার্শ্ববর্ত্তিনী মহিলার দিকে চাহিয়া ইন্দ্রনাথের মুখমণ্ডল আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে একটা কিছু বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে একদল লোক ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, চামেলীকে দেখিয়া তাহারা নম্র অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেল, চামেলী প্রত্যভিবাদন করিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

ইন্দ্রনাথ বিস্ফারিত চক্ষে চামেলীর দিকে চাহিয়া রহিল, এই সেই মধুর-প্রকৃতি সদা-সলজ্জ স্নেহময়ী বালিকা? তাহার মধ্যে যে বৃহৎ পরিবর্ত্তনের স্রোতটি বহিয়া গিয়াছে তাহা তাহাকে অস্বস্তির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল, এবং তাহাদের মাঝখানকার অতলস্পর্শ গহ্বরটিকে চোখের কাছে বৃহৎ করিয়া জাগাইয়া তুলিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ ব্যথিত মনে নিশ্বাস ফেলিল।

(৪)

রাণী বিলাস কামিনী—রাজার এক দূর সম্পর্কিত ভগিনী, তিনি বম্বেতে থাকিতেন। তাঁহার সহিত রাজার পূর্ব্ব জীবনে কোনো ঘনিষ্ঠতা ছিল না, যদিও রাজার আত্মীয়ের ভিতর একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু চামেলী যখন কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিল তখন রাজা গৃহে পত্নীর অভাব শোচনীয়রূপে অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া রাজা রাণী বিলাস কামিনীর সঙ্গে তাঁহার লুপ্ত সম্বন্ধের পুনরুদ্ধার করা মনস্থ করিলেন এবং বহু স্তুতিবাদ ও স্বজনোচিত বাক্যে পরিপূর্ণ খান কয়েক চিঠির পরে একদিন স্বয়ং গিয়া চামেলীকে তাঁহার নিকট রাখিয়া আসিলেন।

ভদ্রতার খাতিরে রাণী রাজার প্রস্তাব ও চামেলী উভয়কেই গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বাড়ীতে থাকা ছাড়া চামেলীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ কোনো সম্পর্ক স্থাপিত হইল না। রাণী মানুষটি ছিলেন কিছু রুক্ষ মেজাজের—বিধাতা অসময়ে তাঁহার পতি পুত্র কাড়িয়া নিয়াছিলেন বলিয়া পৃথিবীর লোকের উপর তিনি তাহার প্রতিশোধ লইবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কাহাকেও তিনি ভালবাসিতেন না, কাহাকেও স্নেহ করিতেন না, কাহারও দুঃখে বিচলিত হইতেন না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কোপন প্রকৃতি নিত্য বাড়িয়া চলিতেছিল।

সুতরাং এহেন অভিভাবিকাকে পাইয়া বেচারা চামেলীর অশোকবনে সীতার কথা কেবল মনে পড়িতে লাগিল, এবং বহু রজনী স্বপ্নযোগে তাহার কক্ষের দেয়ালগুলি অশোক তরুতে ও রাণী বিলাস কামিনীর ক্রূর-কঠিন মুখখানা দীর্ঘ-দশনা নরাস্থি-বিভূষণা পিঙ্গলকেশা চেড়ীর মুখেতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে লাগিল। ভগবানের কৃপাতে চামেলীকে বহুদিন এই বিভীষিকা বহন করিতে হইল না, চামেলী আসিবার বছর দুই পরে রাণী পীড়িত হইয়া পড়িলেন। বার্দ্ধক্য বশতঃ পূর্ব্বেই রাণীর চক্ষু ও কর্ণের কার্য্যগুলি কিছু শ্লথ হইয়াছিল, এখন তাহা আরো বাড়িল, দেখিয়া আনন্দাতিশয্যে চামেলী তাহার ক্ষুদ্র কোমল করপুটে তালি বাজাইয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইল।

থিয়েটারের ভিতর অনুসন্ধান করিয়া রাণী বিলাস কামিনীর ঠিকানা জানিয়া এক দিন সকালবেলা ইন্দ্রনাথ চামেলীর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল, চামেলী তাহাকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "তুমি কোথা হইতে আসিলে ইন্দ্রনাথ?"

অভিবাদন করিয়া ইন্দ্রনাথ বিনম্র ভাবে বলিল "শ্রীপুর হইতে"

"কেন? সেখানে কোনও গণ্ডগোল হয় নাই ত?"

"না"

"কবে আসিয়াছ?"

"সপ্তাহ খানেক?"

"আমার ঠিকানা জানিতে না বুঝি?"

"না"

"এ কয়দিন কোথায় ছিলে?"

"হোটেলে"

"কোনও কাজে আসিয়াছ?"

"না। আমাকে আপনার কাছে রাখুন, শ্রীপুরে আর আমি থাকিতে পারিতেছি না"

ইন্দ্রনাথের নিশ্বাস পড়িল। চামেলীর হৃদয় দ্রব হইয়া আসিল, বৃদ্ধ রাজা তাহার উপর যে গভীর স্নেহ প্রকাশ করিতেন তাহার স্মৃতি তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সে বলিল, "তা বেশ্ ত, তুমি এই খানেই থাক"

"আমাকে কি কাজ করিতে দিবেন?"

"সেখানে যেমন বাবার কাজ করিতে, এখানেও তেমনি আমার কাজ করিবে।"

সে দিনকার মত সাক্ষাৎ সমাপ্ত হইল, ইন্দ্রনাথ সোৎসাহে তাহার কাজে গিয়া ভর্ত্তি হইল।

(৫)

সহিস হইলেও ইন্দ্রনাথ নিরক্ষর ছিল না, রাজা স্নেহ বশতঃ তাহাকে প্রশংসাযোগ্য শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, এবং তাহার স্বাভাবিক জ্ঞানতৃষ্ণা তাহাকে সাধারণ শ্রেণী হইতে অনেক উপরে তুলিয়াছিল।

ইন্দ্রনাথকে লইয়া ভৃত্যমহলে একটা আন্দোলন পড়িয়া গেল। পাকশালার প্রধান পাচক তাহার সহকারীকে বলিল "এই অদ্ভুত লোকটা কোথা হইতে আসিল?"

তখন সকাল বেলা, প্রাসাদে নিমন্ত্রণের জন্য কিছু আড়ম্বর চলিয়াছে, বিস্তৃত রন্ধনশালায় রন্ধন বিভাগের প্রায় প্রত্যেক ভৃত্য আসিয়া জড় হইয়াছে, প্রধান পাচকের কথায় সহকারী পাচক ভ্রুভঙ্গি করিয়া বলিল "শুনিতেছি ত কোন্ পাড়াগাঁ হইতে আসিয়াছে"

শুনিয়া একজন বলিল "এ্যাঃ! পাড়াগাঁর লোক!"

তৃতীয় ব্যক্তি তাহার কথায় যোগ দিয়া বলিল "তাই ঐ রকম!

লোকটা আমাদের রাজবাড়ীর দস্তুর টস্তুর কিছু জানে না!"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল "তা না জানুক, ছেলেটা বই খুব জানে"

প্রধান পাচক বলিল" হ্যাঁ, রাখিয়া দাও ও কথা, বই-ই যদি জানিবে তবে আর সহিসগিরি করিতে আসিবে কেন?"

পঞ্চম ব্যক্তি বলিল " ছোঁড়াটা দেখাতে চায় যে ও ভারী বিদ্বান্"

চতুর্থ ব্যক্তি সশব্দে হাসিয়া বলিল "আবার কি তামাসাটাই করে, সকাল বেলা উঠিয়া একটা বই হাতে করিয়া পুরুৎ ঠাকুরের মত মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করে, যেন ওর বাপ দাদা চোদ্দপুরুষ পুরুৎগিরি করিয়াছে"

ষষ্ঠ ব্যক্তি বলিল "কিন্তু রাণীজী ওকে ভারী পেয়ার করেন।"

চতুর্থ ব্যক্তি বলিল "তা করিবেন না, ও যে রাণীজীর বাপের চাকর"

প্রধান পাচক বলিল "তাই এত প্রতাপ! দুদিন আসিয়াছে ছোঁড়া, এরই মধ্যে নবাব বনিয়া গিয়াছে"

সপ্তম ব্যক্তি একটা কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় ইন্দ্রনাথ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তৎক্ষণাৎ চোখে চোখে একটা ইঙ্গিত বহিয়া গেল, ইন্দ্রনাথ তাহা বুঝিয়াও বাহিরে স্বীকার করিল না, দুই হাত যুড়িয়া প্রণাম করিয়া বলিল "দাদারা সব ভাল আছ ত?"

প্রধান পাচক তাহার অপ্রস্তুত ভাব গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল "আমাদের আর ভাল মন্দ কি! এই দেখ না, পরস্থু দিন কুমারকে এখানে খাওয়ান গেছে, আবার আজও তাঁর নিমন্ত্রণ! এত দিক্‌দারী আর ভাল লাগে না।"

ইন্দ্রনাথ ইহাই খুঁজিতেছিল, 'করিন্থিয়ান' থিয়েটারে কুমার সুরথলালকে দেখিয়া অবধি সে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ রকম কিছু জানিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত সফল-মনোরথ হয় নাই। রন্ধনশালায়

প্রবেশ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য তাহার ছিল এ সম্বন্ধে কিছু জানা, সুতরাং প্রধান পাচক যখন আপনা হইতেই সুরথলালের কথা উত্থাপন করিল, তখন ইন্দ্রনাথ আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া বলিল "কুমার কে ?"

সবিস্ময়ে প্রধান পাচক বলিল "তা জান না ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "কি করিয়া জানিব, আমি নূতন আসিয়াছি"

"হাঁ হাঁ তা ত বটেই, আমাদের রাণীর সঙ্গে এঁর বিবাহ হইবে"

"কুমারের নাম কি ?"

"সুরথলাল"

"শ্রীপুরে ইনি একবার গিয়াছিলেন"

"বটে ? তাহা হইলে রাণীর সঙ্গে এই নূতন পরিচয় নয়"

"না"

"তোমার সঙ্গে চেনা আছে ?"

"মোটেই না, কি রকম লোক আমি কিছু জানি না"

প্রধান পাচক অর্থপূর্ণ হাসি হাসিল, সহকারী পাচক বলিল "আমার কুমারকে একটুও পছন্দ হয় না"

প্রধান পাচক অমনি তাহাকে কটাক্ষ করিল, ইন্দ্রনাথ তাহা দেখিতে পাইয়া বলিল "কেন কেন ?"

সহকারী পাচক থতমত খাইয়া বলিল "না বিশেষ কিছু নয়, তবে—" সে কথাটা সমাপ্ত করিবার আগে ইন্দ্রনাথ বলিল "রাণীর উপযুক্ত স্বামী ইনি নন"

দলের ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল "নিশ্চয়ই না ! আমি ওর সব কাণ্ডকারখানা জানি, বেটা মাতাল ধড়িবাজ এখানে আসিয়া ফন্দী আঁটিয়া বসিয়াছে !"

ইন্দ্রনাথ বলিল "মাতাল ?"

অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া প্রধান পাচক বলিল "মাতাল ত ভাল, বেটা পূরা বদমায়েশ"

ক্রমে ক্রমে কথা জমিয়া আসিতে লাগিল, ইহার কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ যখন সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন সকলে একবাক্যে স্বীকার করিল ইন্দ্রনাথ ছেলেটি অত্যন্ত ভাল মানুষ।

(৬)

সকাল বেলা ইন্দ্রনাথ তন্ময় হইয়া শাঙ্করভাষ্য পড়িতেছিল, এমন সময় পিছন হইতে মতিয়া ঝী আসিয়া বলিল "তোমাকে রাণীজী ডাকিতেছেন"

ইন্দ্রনাথ বইখানা পকেটে ফেলিয়া উঠিল, মতিয়া বলিল, "তুমি এত বই পড় কেন ?"

ইন্দ্রনাথ হাসিল, কিছু বলিল না। মতিয়া বলিল "এত পড়িতেই যদি পার তবে সহিসগিরি করিতে আসিলে কেন ?"

ইন্দ্রনাথ কোনও উত্তর না দিয়া চামেলীর কাছে চলিয়া গেল। চামেলী তখন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কুমার সুরথলাল তখনো আসেন নাই, ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া চামেলী বলিল "ইন্দ্রনাথ, আজ আমি একলা বাহির হইব"

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ দিকে যাইবেন ?"

"কমলাপতি ধুরন্ধরের আর্টষ্টুডিও'র দিকে"

চামেলী গাড়ীতে উঠিল, বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া গাড়ীর নিঃশব্দ গমনের তাল, গতিমদমত্ত অশ্বের নিয়মিত পদক্ষেপের সঙ্গে অস্পষ্ট শোনা যাইতে লাগিল।

দূরে, নদীর ধারে কমলাপতি ধুরন্ধরের বিস্তৃত চিত্রশালা। বাড়ীখানি বেশ কবিজনোচিত রুচি ও পরিপাট্যের দ্বারা সা[illegible] এব[illegible]র

অনাবশ্যক আড়ম্বর খানিকটা দমিত করিয়া উচ্চশিক্ষা ও সুরুচি তাহাতে প্রকাশিত।

চামেলীর গাড়ী ফটকে দাঁড়াইতে-ই জানালার ড্রেপারীর ভিতর দিয়া একজন মাথা বাড়াইলেন, পরক্ষণে-ই তিনি বাহির হই আসিলেন, আনন্দের উজ্জ্বল হাসিতে তাঁহার মুখমণ্ডল দীপ্তিময় দেখাই
ইনিই কমলাপতি ধুরন্ধর; দেখিতে গৌরবর্ণ, দীর্ঘকার, শরীর খানিকটা কৃশতা-ব্যঞ্জক। মাথার চুল গভীর কৃষ্ণ, কপালের উপর দিয়া ঈষৎ তরঙ্গিত, উজ্জ্বল কজ্জল-কৃষ্ণ চক্ষু।

ধুরন্ধর অগ্রসর হইয়া চামেলীকে ঘরের ভিতর ইয়া গে ইন্দ্রনাথ পিছনে পিছনে দরজা পর্য্যন্ত গেল। পর্দার ওপিঠ হইতে ধুরন্ধরের প্রগাঢ় স্নেহাপ্লুত স্বর তাহার কাণে আসিল,
ছিলেন "আঃ, চামেলী এতক্ষণে!"

চামেলী বলিল "আমি যে বন্দিনী"

ভৎর্সনার স্বরে ধুরন্ধর বলিলেন "েচ্ছায় বন্দিনী তুমি! আমি যদি তোমার জায়গায় হইতাম তবে আমি খাঁচা ভাঙ্গিয়া উড়িয়া আসিতাম। কিন্তু থাক্, সে কথা এখন উঠাইব না, তুমি যে আসিয়াছ তাহাই আমার সকল ক্ষোভ মিটাইয়া দিয়াছে"

ঘরের ভিতর পুরু গালিচার উপর তাহাদের কোমল পদশব্দ ও মৃদু কণ্ঠস্বর কক্ষান্তরে মিলাইয়া গেল, ইন্দ্রনাথ বারান্দা হইতে নামিয়া সিঁড়ীর উপর দাঁড়াইল, সেই অর্দ্ধোচ্চারিত বাক্য গুলি তাহার তিপথে বারংবার উদয় হইতে লাগিল। একটা অস্পষ্ট আলোক তাহার চোখের কাছে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল, চামেলীর হৃদয়ের সেই গোপন সত্যটি—যাহা তাহার কাছে ও অপ্রকাশিত ছিল—তাহা তাহার কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল! ষ্টুডিও'তে আসিবার সময় তাহার

সেই ব্যগ্র ত্বরান্বিত ভাব, ধুরন্ধরকে দেখিয়া তাহার সেই লাজরক্তিম মুখচ্ছবি—তাহাকে বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিতে লাগিল যে চামেলী কুমার স্বরথলালকে হস্ত প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকিলে ও [illegible]য় প্রদান করে নাই, তাহা এই আভিজাত-গৌরব-হীন কম্র-[illegible] চিত্রকর লাভ করিয়াছে, কিন্তু চামেলী শুধু মূঢ়তা বশতঃ তাহা স্বীকার করিতেছে না! একজনকে হৃদয় দিয়া অপরকে জীবন দান করিতে উদ্যত হইয়া সে শুধু আপনাকে একটা দুঃসহ বিড়ম্বনার ভিতর [illegible]প করিবার আয়োজন করিতেছে; তাহার গর্ব্ব তাহাকে বলিদানের অ[illegible] মত দ্বিখণ্ডিত করিতে যাইতেছে, তাহার ভীরুতা জীবনের সমস্ত বিচিত্রতা ও আনন্দ হইতে তাহাকে নির্ব্বাসনের পথে লইয়া যাইতেছে, তাহার অগভীর মনোবৃত্তি তাহাকে গভীরতম দুর্দ্দশার কূপে নিমগ্ন করিতে যাইতেছে! বিষণ্ণ ও বিমনা হইয়া ইন্দ্রনাথ নিশ্বাস ফেলিল, চামেলীর জন্য একটা প্রবল উৎকণ্ঠা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে চামেলী বাহির হইয়া আসিল. ইন্দ্রনাথকে দেখাইয়া সে ধুরন্ধরকে বলিল "এই আমার বাবার পুরাতন সহিস ইন্দ্রনাথ, বাবা উহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন"

ইন্দ্রনাথ যথারীতি অভিবাদন করিল।

ধুরন্ধর স্মিতমুখে ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন "সহিস পুরাতন —কিন্তু মানুষ ত নতুন দেখিতেছি! তোমার বয়স বোধ হয় কুড়ি'র ওপরে উঠিবে না—কি বল?

ইন্দ্রনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিল "না"

"তুমি এখানে নূতন আসিয়াছ?"

"হাঁ"

চামেলী বলিল "শ্রীপুর বিদ্যালয়ের এই একটি প্রশংসনীয় ছাত্র, তা বোধ হয় তুমি জান না"

ইন্দ্রনাথ লজ্জায় কুণ্ঠিত হইয়া বিনম্র মুখে দাঁড়াইলেন, ধুরন্ধর বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন "বটে ?"

চামেলী হাসিতে হাসিতে গাড়ীতে উঠিল, ধুরন্ধর ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন "আশা করি তোমাকে আমি আরও দেখিতে পইেব"

ইন্দ্রনাথ নম্রমুখে অভিবাদন করিল, গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। বাড়ীতে পঁহুছিয়া চামেলী ইন্দ্রনাথকে বলিল "কমলাপতি ধুরন্ধরকে তুমি চিনিতে পারিয়াছিলে ?"

"হাঁ"

"উনি আমার একটা চিত্র আঁকিতেছেন, আমাকে এখন কয়েক দিন রোজ একঘণ্টা করিয়া তাঁহার কাছে বসিতে হইবে।"

চামেলীর কথা খানিকটা কৈফিয়তের মত শোনাইল, ইন্দ্রনাথ কিছু বলিল না, চুপ করিয়া রহিল। চামেলী স্বেচ্ছায় আপনাকে দুর্দ্দশার কি অবিমোচ্য জালে জড়িত করিতে যাইতেছে,—তাহা তাহাকে বুঝাইয়া বলিবার জন্য, তাহা হইতে তাহাকে সতর্ক করিবার জন্য, তাহা হইতে তাহাকে মুক্ত করিবার জন্য, তাহার হৃদয় পীড়িত হইতে লাগিল ; কিন্তু সে আবেগ সে সম্বরণ করিয়া অন্য দিকে চাহিয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ সেদিন রাত্রিতে ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না, চামেলীর শঙ্কাচ্ছন্ন ভবিষ্যং তাহাকে স্বস্তিহীন করিয়া তুলিতে লাগিল, অন্ধকার চিন্তা তাহার মনে নানা বিভীষিকা উংপাদন করিতে লাগিল। দুর্গতির এই জটিল জাল—ব্যাধের বাগুরার মত যাহা এই অবোধ পক্ষিণীর চারিদিক আচ্ছন্ন করিয়া নামিতেছিল—নীড়-ভ্রমে সে তাহার প্রতি ধাবিত হইলে ও ইন্দ্রনাথ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম দিব্যচক্ষে

দেখিতে পাইতে লাগিল। তাহার জীবনের নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে, যে সুদূর-পরাহত আশার পশ্চাতে সে ধাববান হইতেছিল ; তাহা তাহার আবিল দৃষ্টি হইতে ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইতে লাগিল, চারিদিক্‌কার বিজনতার ভিতর হইতে তাহার আপনার বেদনাতুর কণ্ঠই শুধু তাহাকে ফিরিয়া ফিরিয়া সাড়া দিতে লাগিল, এবং সেই চিহ্ন-হীন পথের অকূল বিস্তার তাহার একাগ্রতাকে আঘাত করিতে লাগিল।

কিন্তু ইহা সত্ত্বেও ধুরন্ধরের প্রতি চামেলীর আসক্তিকে ইন্দ্রনাথ সুরথলালের কবল হইতে উদ্ধার পাইবার একটা আশ্রয় স্বরূপ মনে করিতে লাগিল। সে আশা করিতে লাগিল যে চামেলীর অনুরাগে যদি সামান্য একটু গভীরতা থাকিয়া থাকে, তবে সুরথলাল কথনই তাহা পার হইতে পারিবে না, এই ক্ষীণ নির্ঝরের সঙ্কীর্ণ প্রবাহটি সমুদ্রের মত তাহাকে দিগ্বলয়ের অদৃশ্য তীরে নিয়া ঠেলিয়া ফেলিবে, কিছুতেই সে চামেলীর নিকট পঁহুছাইতে পারিবে না।

ইন্দ্রনাথের মত আরেক জন ও সেদিন বিনিদ্র নিশা যাপন করিতেছিল, সে চামেলী। নিস্তব্ধ রাত্রির শান্তিময় বিরামের ভিতর তাহার হৃদয়ের মধ্যে ঘাত প্রতিঘাতের শব্দ প্রবলতর হইয়া উঠিতেছিল, তাহার নিভৃত প্রাণের গোপন দ্বন্দ আকস্মিক ঝঞ্ঝণায় বাজিয়া উঠিতেছিল। পদগৌরব, সম্ভ্রম, সামাজিকতা লৌকিক ব্যবহারের সহস্র ছলনাময় আড়ম্বর—সব এখন দূরে, বাহিরে অনন্ত আকাশের নীচে দিগ্বিস্তৃত সমুদ্র নক্ষত্রালোকে যেমন আত্ম প্রকাশ করিতেছিল তেমনি তাহার অনাবৃত হৃদয় তাহার সচেতন প্রজ্ঞার কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল! এই অন্ধকারের ভিতর, গভীর নিঃস্তব্ধতার ভিতর বিরামময় শান্তির ভিতর, তাহার সমস্ত নগ্ন প্রাণটাকে সমস্ত দিক্‌ দিয়া সে দেখিতে পাইতে লাগিল! রাত্রির এই সুপবিত্র ক্ষণটি—

এ যেন একটি কালো পোষাক পরা প্রশান্ত-মূর্ত্তি ধর্ম্ম যাজক, মানুষের নিভৃত মর্ম্মে সে যেন আত্মার সহিত নিত্য সাক্ষাৎকার ঘটাইয়া দিতেছে! আজ যখন সে তাহার চিরাভ্যস্ত গাম্ভীর্য্য সহকারে চামেলীর হৃদয়-ভবনের দুয়ারে দীপহস্তে দাঁড়াইল, তখন ভয়ে শিহরিয়া উঠিলেও চামেলী তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিল না। কুণ্ঠায়, লজ্জায়, ধিক্কারে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল, সে ঘৃণায় তাহার নিজের দিক্ হইতে চোক ফিরাইয়া লইল।

কমলাপতি ধুরন্ধর—কে সে তাহার? শুধু একজন, পরিচিত লোক, একজন অনুগ্রহপ্রার্থী চিত্রকর, একজন প্রসাদাকাঙ্ক্ষী ব্যবসায়ী মাত্র! তাহার সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা কেন তাহাকে অহরহ দহন করিতেছে! তাহার স্মৃতি কেন তাহার বক্ষ বেষ্টন করিয়া গুঞ্জরিত হইতেছে! তাহার একটি মাত্র কথা শুনিবার জন্য কেন তাহার কর্ণ তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠিতেছে!

কুমার সুরথলালের অপেক্ষা কি সে সৌন্দর্য্যবান্? না, তাহা নয়। তবু তাহার চোখে, তাহার মুখে, তাহার স্বরে, তাহার বাক্যে, তাহার গতিতে তাহার সর্ব্ব অবয়বে মহিমার একটি দিব্য জ্যোতি আছে; সে যেন কতকটা দূর, কতকটা স্বতন্ত্র, কতকটা উন্নত ধরণের—তাহাকে যেন হঠাৎ ছোঁয়া যায় না, তাহার তল যেন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—সে যেন আয়ত্তের অতীত—ইহার সহিত কুমার সুরথলালের কোনও উপমা চলে না! তাহার মুখাবয়ব যদিও তীক্ষ্ণ নয় কিন্তু সে মুখ বেশ একটা সংযত, বিনম্র ভাবের সমাবেশে প্রীতিপ্রদ। সাধারণ ভদ্রশ্রেণীর লোক অপেক্ষা সে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় ভদ্রোচিত গুণগ্রামের পক্ষপাতী। ধুরন্ধরের সহিত সুরথলালের পার্থক্যের পরিমাণ চামেলী যত-ই ভাবিতে লাগিল, ততই তাহা অধিক হইতে অধিকতর হইয়া উঠিতে লাগিল;

এই বিনম্র, মধুরপ্রকৃতি, প্রিয়ম্বদ চিত্রকরের পাশে সুরথলালের উদ্ধত গর্ব্বিত স্বভাব তাহাকে অশ্রদ্ধার বিমুখতায় ভরিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—তাহার মনোনয়নের চন্দন-ফোঁটাটি সে সুরথলালের-ই কপালে পরাইয়াছে, আজ হোক্, কাল হোক্, এক বৎসর পরে হোক্, তাহার নাম ও পদগৌরব লইয়া তাহাকে তাহার পাশে দাঁড়াইতে হইবে; এমন কি, যদি তাহার এই নব-প্রদর্শিত অনুরাগ চঞ্চল নদীস্রোতের মত বহিয়া চলিয়া যায়—তবু সে পিছাইয়া দাঁড়াইতে পারিবে না! ভাবিতে ভাবিতে চামেলী বলিয়া উঠিল "জগদীশ্বর! কুমার সুরথলালের হৃদয়! জানিনা তাহা আছে কি না! আমি ক্রমশঃ তাহাকে এমন সব বাক্য উচ্চারণ করিতে শুনিতেছি ও এমন সব কাজ করিতে দেখিতেছি যাহাতে আমার এ বিষয়ে সন্দেহ হইতেছে! কিন্তু তবু—তবু—উপায় নাই; আমাকে তাহার হইতে হইবে, তাহার মর্য্যাদার কাছে আমি আমার জীবন বিক্রয় করিয়াছি!" চামেলী কাঁদিয়া নীরবে উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল, কুমার সুরথলালের মূর্ত্তি তাহার কাছে যত-ই ভয়াবহ বোধ হইতে লাগিল, ধুরন্ধরের মহিমা-উদ্ভাসিত মূর্ত্তি তাহার অশ্রু-ধারা-বিগলিত চক্ষের কাছে তত-ই মধুর হইয়া দেদীপ্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল।

(৭)

কুমার সুরথলাল ইন্দ্রনাথের উপরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। পল্লী হইতে আগত এই নির্ব্বোধ অসভ্য ছেলেটি তাহার বৃহৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কেন যে তাঁহার প্রতি তীব্র ভাবে চাহিয়া থাকে, তাহার কোন ও অর্থ তিনি আবিষ্কার করিতে পারিলেন না, মনে মনে তিনি চামেলীর উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন, কিন্তু বাহিরে কিছু প্রকাশ করিলেন না।

সুরথলাল খুব ভাল ঘোড়ায় চড়িতে পারিতেন এবং সেজন্য তিনি একটু গর্ব্বিতও ছিলেন। তুলনায় যদি সমালোচনা করা যাইত তবে চামেলী সুরথলালের অশ্ববর অপেক্ষা তাঁহার হৃদয়ের কতটা অংশ অধিকার করিয়াছিল তাহা ঠিক্ বলা যাইত না, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় সেরূপ সমালোচক কেহ উপস্থিত ছিল না, এবং উপস্থিত থাকিলেও চামেলী তাহা শুনিবার জন্য ইচ্ছুক ছিল না। সুরথলালের পিছনের এই কালো পর্দ্দাটিকে বরঞ্চ সে আরো দুই হাতে দাবিয়া রাখিতে প্রয়াস পাইতেছিল। তাহার ও পিঠে যাহা আছে, তাহাকে ভাগ্যের খেলায় পরাভবের পণের মত সে সর্ব্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, সেখানে পঁহুছাইবার আগে তাহার প্রতি অনাবশ্যক দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার বর্ত্তমানের আনন্দকে সে মলিন করিতে চাহিতেছিল না। দিন যত-ই অগ্রসর হইতেছিল, সেই ভয়টাকে অস্বীকার করিবার জন্যই সে দ্বিগুণ হাস্য-কৌতুকে আপনাকে আচ্ছন্ন করিতেছিল, ভীত স্বরে সে শুধু আপনার মনকে বলিতেছিল—"শুধু আজ—শুধু আজিকার দিনটি!" কূপের ভিতরে রূপার কৌটায় বদ্ধ রাক্ষসকুলের প্রাণের মত সে সেই গুঞ্জনশীল ভ্রমরটিকে প্রাণের এমন একটা জায়গায় দাবিয়া রাখিতে চাহিতেছিল, যেখান হইতে কোন ও আওয়াজ আর তাহার কাণে আসিবে না।

প্রত্যূষে উঠিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া চামেলী বাহিরে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। বিচিত্র আকার রেলিং এর পাশ দিয়া ফুলের টবের সারিতে প্রভাতী ফুল পুঞ্জে পুঞ্জে ফুটিয়া উঠিতেছিল, নীচে ছাঁটা ঘাসের উপর চূর্ণ মুক্তার মত শিশির জমিয়া রহিয়াছিল, প্রভাতের প্রথম আলো তরুশ্রেণীর পল্লব-লোহিত শির অনুরঞ্জিত করিয়া অবতরণ করিতেছিল, চামেলী ছোটখাট একটা নিশ্বাস ফেলিল। চারিদিককার স্নিগ্ধ

শীতলতা তাহার দহনশীল হৃদয়ে একটা শান্তি আনয়ন করিতে লাগিল।

সুরথলাল তখন ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন, বাহির হইতে চামেলীকে দেখিতে পাইয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া প্রাসাদে গেলেন। নিঃশব্দে চামেলীর পিছনে দাঁড়াইয়া তাহার পর হঠাৎ সাম্‌নে আসিয়া হাসিয়া সুরথলাল বলিলেন "এত দীর্ঘ নিশ্বাস কাহার জন্য ?"

লঘু্ বাষ্প আগুণের তাপ লাগিলে যেমন উড়িয়া যায় চামেলীর হৃদয় হইতে অস্পষ্ট শান্তির আভাষ তেমনি অন্তর্হিত হইয়া গেল, চামেলী তাহার শ্রান্তি গোপন করিবার জন্য হাসিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল, সুরথলাল আবার বলিলেন "এত দীর্ঘ নিশ্বাস কাহার জন্য পড়িতেছিল ?"

চামেলী বলিল "বল দেখি"

"না, তুমি বল"

"যদি আর কাহারও নাম করি"

সুরথলাল চামেলীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলে "কে সে ভাগ্যবান, শুনি"

"যদি বলি—ধর—এই"

চামেলী হাসিতে হাসিতে থামিয়া গেল, সুরথলাল বলিলেন "বল না"

"না গো কেউ নয়" বলিয়া চামেলী দ্বিগুণ হাসিয়া উঠিল, অবশেষে একটু থামিয়া বলিল "তুমি কোথায় যাইতেছিলে?" সুরথলাল চামেলীর পালটা সুর ধরিয়া বলিল "যদি বলি—ধর—এই"—

চামেলী খোঁপা-শুদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল "স্বচ্ছন্দে"

অভিমান-মিশ্রিত আদরের সঙ্গে সুরথলাল বলিল "স্বচ্ছন্দে" তুমি বলিতে পার কিন্তু আমি তাহা পারি না"

"ইস্‌ !"

"তাহা নয় ত কি!" বলিয়া সুরথলাল চামেলীকে আপনার কাছে টানিয়া লইলেন, চামেলী আপনাকে তাহার বাহুর ভিতর ছাড়িয়া দিয়া চুপ করিয়া রহিল। সুরথলালের আদরে শিশুর মত একটা মূঢ় তৃপ্তি সে অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবনের যে চুক্তি সে হাঁকিয়া বসিয়াছিল তাহাতে এইটুকে-ই সে মূল্যের লাভাংশ বলিয়া ভাবিতে লাগিল।

সুরথলাল বলিলেন "চল, আজ একটা গান শুনাইতে হইবে"

চামেলী বলিল "আজ আমি শুনিব, তুমি গাইবে"

সুরথলাল মৃদুস্বরে একটা গানের দুই চরণ গাহিলেন

ফুলের মালা গাছি তুলিয়া দিতে হাতে
হৃদয় দিয়া দিছি তারে—

চামেলী বলিল "মিছে কথা, রীতিমত দাম আদায় করিয়া তাহার পর দিয়াছ"

সুরথলাল হাসিতে লাগিলেন।

ঘরেব ভিতর গিয়া চামেলী অর্গান খুলিয়া বসিল, সুরথলাল তাহার পিছনে চেয়ার ধরিয়া দাঁড়াইলেন। চামেলী গাহিল

আমার সে প্রিয়তম যেন নভ-ছবি
আদি নাই অন্ত নাই তার
দূর অতিদূর শুধু নীলিমা গভীর,
অকুল অতল পারাবার!
যেন সে বিদ্যুন্ময় ভরা শ্রাবণের
জলভার-গুরু মেঘ খানি
বজ্রেতে গঠিত, যেন গম্ভীর অচল—

অসহিষ্ণু ভাবে সুরথলাল বলিয়া উঠিলেন, "থাম থাম! প্রেমের ভিতর দার্শনিকতা! ওরে বাবা! ওর এক বর্ণ ও যদি আমি বুঝি!"

চামেলী অর্গান ছাড়িয়া দিল।

সুরথলাল বলিলেন "আরেকটা গাও"

চামেলী মাথা নাড়িয়া বলিল "না, আজ এই পর্য্যন্ত রহিল" তাহার গলার কাছে প্রবল একটা ক্রন্দনের বেগ ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, তাহা ফিরাইবার জন্য সে তাড়াতাড়ি বলিল "ওঃ! তোমায় জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছি, শুনিলাম ঘোড়দৌড় নাকি এই সপ্তাহে হইবে?"

ঘোড়দৌড়ের কথায় সুরথলাল আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিল "হ্যাঁ তা ঠিক"

"তোমার প্রিন্স দৌড়ের ভিতর থাকিবে না কি?"

"নিশ্চয়-ই! কিন্তু আজ-ই আমার একটা ঘোড়া কিনিতে হইবে"

"কেন!"

আমার ভাল একটা ঘোড়া হঠাৎ মারা গিয়াছে"

"ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া যাইয়ো, সে ঘোড়া ভাল চেনে"

সুরথলালের গর্ব্বে আঘাত লাগিল, তিনি একটা কিছু বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু বলিলেন না, সামলাইয়া লইলেন। তাঁহার অপেক্ষা অন্য কেহ বেশী বোঝে বলিলে তাঁহার রাগ হইত, বিশেষতঃ ঘোড়ার সম্বন্ধে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে রাগটাকে তিনি নীরবে পরিপাক করিলেন। ঠিক্ তখন-ই ইন্দ্রনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল, চামেলী তাহাকে দেখিয়া বলিল "এই যে ইন্দ্রনাথ! আজ আর আমি বাহির হইব না, তুমি এঁর সঙ্গে যাও, একটা ঘোড়া কিনিতে হইবে"

ইন্দ্রনাথ অভিবাদন করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিল।

চামেলী সুরথলালকে বলিল "যাও না, এখন-ই দেখিয়া এস"

সুরথলাল চলিয়া গেলেন, ইন্দ্রনাথ তাহার পশ্চাদ্‌গমন করিল।

(৮)

সুরথলাল ঘোড়া ঠিক করিয়া কিনিতে বাহির হইয়াছিলেন ; যেখান হইতে তিনি ঘোড়া আনিতে যাইতেছেন, সেই জায়গাটি ইন্দ্রনাথের পরিচিত কিনা, রাস্তায় আসিয়া তিনি ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ইন্দ্রনাথ বলিল "হাঁ চিনি বৈ কি ! পরশুদিন কমলাপতি ধুরন্ধর সেখান হইতে ঘোড়া কিনিয়াছেন, সেদিন আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম"

সুরথলাল তাঁহার ঘোড়ায় চড়িলেন, ইন্দ্রনাথ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল।

ধুরন্ধর তখন প্রাতর্ভ্রমণ শেষ করিয়া ফিরিতেছিলেন, সুরথলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি ঘোড়া থামাইয়া তাঁহার কাছে আসিলেন, বলিলেন "কোথায় যাইতেছেন ?"

"ল্যামবার্টের ওখান হইতে একটা ঘোড়া কিনিতে যাইতেছি"

"বটে ? আমি পরশুদিন সেখান হইতে ইহাকে আনিয়াছি" বলিয়া ধুরন্ধর নিজের অশ্ববরকে দেখাইলেন। সুরথলাল প্রশংসমান নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন "বেশ ঘোড়া, আপনার নির্ব্বাচনকে আমি প্রশংসা করি।"

ধুরন্ধর হাসিয়া বলিলেন "আসল কথাটা কি জানেন, পশু শ্রেণীকে ঠিক্ পশু বলিয়া মনে করা উচিত নয়, মানুষের কতকটা অংশ তাহাদের ভিতর আছে, তাহাদের খানিকটা সমকক্ষের মত দেখা উচিত"

এই কয়দিনের পরিচয়ে ইন্দ্রনাথ কমলাপতিকে শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাঁহার এই কথায় প্রশংসমান চক্ষে সে তাঁহার দিকে চাহিল। সুরথলাল হাসিয়া বলিলেন "চলুন না আমাদের সঙ্গে"

ধুরন্ধর কোনও আপত্তি করিলেন না।

ঘোড়া কিনিবার সময় সুরথলাল ইন্দ্রনাথের কথা মোটেই গ্রাহ্

করিলেন না, বরঞ্চ ইন্দ্রনাথ যেটিকে উগ্রস্বভাব বলিয়া নির্দ্দেশ করিল, সেটিকেই-ই গ্রহণ করিলেন। ধুরন্ধর ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না, এবং ইন্দ্রনাথ সুরথলালের সুস্পষ্ট উপেক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পর চামেলী জিজ্ঞাসা করিল "কি রকম হইল?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "তাঁহার মত-ই হইল"

"সে কি?"

"আমাকে তাঁহার সহিত পাঠাইয়া ভাল করেন নাই, আমার কথা তিনি গ্রহণ-যোগ্য মনে করেন না। তিনি যে ঘোড়া কিনিয়াছেন তাহা বুনো বাঘের চেয়ে কোনও প্রকার উন্নত জীব নয়"

চামেলী হাসিতে লাগিল, বলিল, "তাঁহাকে তাঁহার নৈপুণ্য ভোগ করিতে দাও"

পরের দিন সকাল বেলা সুরথলাল তাঁহার নূতন অশ্ব লইয়া চামেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিল, চামেলী মোটের উপর তাহার পছন্দকে বিশেষ দোষ দিল না।

খানিকক্ষণ পরে সুরথলাল বিদায় গ্রহণ করিলেন, ইন্দ্রনাথ সম্মুখে থাকায় সে তাড়াতাড়ি ঘোড়ার লাগাম ধরিল, সুরথলাল তাঁহার বৃহৎ দেহ উর্দ্ধে উত্থিত করিয়া পর মুহূর্ত্তে জিনের উপর ঠিক হইয়া বসিলেন। হঠাৎ তখন ঘোড়ার মাথায় খেয়াল চাপিল, সোজা হইয়া সে পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, ইন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া বলিল "নামিয়া পড়ুন, নামিয়া পড়ুন"

কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রতি অবজ্ঞা বশতঃ সুরথলাল নামিয়া পড়িলেন না, দৃঢ়ভাবে ঘোড়ার গলদেশে আঁকড়িয়া রহিলেন, ইন্দ্রনাথ লাগাম ধরিয়া

কঠিন-হস্তে ঝাঁকি দিতে লাগিল, ঘোড়া চিৎ হইয়া সুরথলালকে লইয়া শুইয়া পড়িল।

ইন্দ্রনাথ তখন লাগাম ছাড়িয়া দিয়া সুরথলালকে টানিয়া বাহির করিল, চামেলী তাড়াতাড়ি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চোট পাইলে না কি ?"

সকলের সম্মুখে এরূপ ভাবে পড়িয়া যাওয়ায় সুরথলাল অপ্রস্তুত হইয়া আকর্ণ রাঙ্গিয়া উঠিলেন এবং ইন্দ্রনাথের দ্বারা আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন, কিন্তু মুখে তাহা প্রকাশ করিতে গেলে তাহা স্বীকার করিয়া লওয়া হয় বলিয়া কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিলেন "না বেশী কিছু লাগে নাই"

চামেলী দেখিল সুরথলাল বেদনায় স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছেন না, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে ; হাসি সম্বরণ করিয়া চামেলী বলিল "চল ঘরের ভিতর চল, এখন আর ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই"

চামেলী ও সুরথলাল ঘরের ভিতর চলিয়া গেলেন। অবশভাবে একটা চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িয়া সুরথলাল বলিলেন, "সত্য কথা বলিতে কি চামেলী, তুমি এই শয়তান ছোকরাটাকে কেন রাখিয়াছ তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না"

চামেলী তাঁহার কথায় একটু বিরক্তি বোধ করিয়া বলিল "তুমি জান, ইন্দ্রনাথ বাবার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিল"

"কিন্তু তা বলিয়া তাহাকে এতটা আস্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত নয়। আমি যে হঠাৎ এই রকম করিয়া পড়িয়া গেলাম, এটা নিশ্চয় ওর কারসাজি, নহিলে ইহার আগে ত ঘোড়া কখনও এরূপ করে নাই ! তুমি ইন্দ্রনাথকে যে রকম প্রশ্রয় দাও আর যে রকম করিয়া মানিয়া চল, তাহাতে সকলে তাহাকে তোমার অভিভাবক বলিবে, ভৃত্য বলিবে না"

সুরথলাল যে কেবলই ইন্দ্রনাথের ছিদ্র খুঁজিতেছেন চামেলীর তাহা সহ্য হইল না, একটু উষ্ণভাবে সে বলিল "ইন্দ্রনাথ যদি আমার অভিভাবক হইয়া থাকে তবে সে তাহার যোগ্যতার দ্বারাই হইয়াছে, আমি ইহা বলিতে কোনও কুণ্ঠা বোধ করি না। বৃহৎ একটা শূন্যগর্ভ পাত্র অপেক্ষা, পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র পাত্র লোক মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়!"

সুরথলাল চুপ করিয়া রহিলেন, ঠিক্ ইহার আগের দিন তিনি চামেলীর সাক্ষাতে একটি উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ করিতে পারেন নাই. কিন্তু ইন্দ্রনাথের এ বিষয়ে প্রশংসনীয় ব্যুৎপত্তি ছিল। চামেলী যে তাহার প্রতি কটাক্ষ করিয়া-ই এই কথা গুলি বলিল সুরথলালের সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র রহিল না। তিনি মনে মনে বলিলেন "বিবাহটা একবার হইয়া গেলে হয়, তখন এই "শূন্যগর্ভের" পরিমাণ বুঝিয়া লইব! যতদিন তাহা না হইতেছে, ততদিন অগত্যা চুপ করিয়াই থাকিতে হইতেছে"

সুরথলালকে মৌনী দেখিয়া চামেলী একখানা বই টানিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল, সুরথলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গেলেন।

(৯)

একদিন সকাল বেলা ইন্দ্রনাথ ধুরন্ধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল, ধুরন্ধর তখন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছেন. ফিরিয়া আসেন নাই, সাক্ষাৎ না পাইয়া ইন্দ্রনাথ বাগানে একটা নিভৃত জায়গায় বসিয়া পকেট হইতে শাঙ্কর ভাষ্য লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল।

খানিকক্ষণ পরে ধুরন্ধর ফিরিয়া আসিলেন, ইন্দ্রনাথ এত নিবিষ্ট মনে পড়িতেছিল যে ধুরন্ধর তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলে ও সে কিছুই টের পাইল না। ধুরন্ধর তাহার তন্ময়ত্ব দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। একটু অপেক্ষা করিয়া তিনি বলিলেন "আমার কাছে আসিয়াছ ইন্দ্রনাথ?"

চমক ভাঙ্গিলে ইন্দ্রনাথ বই পকেটে রাখিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া বলিল "হাঁ"

ধুরন্ধর চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, তিনি আশা করিতে লাগিলেন, হয়ত ইন্দ্রনাথ চামেলীর কোন ও চিঠি লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু ইন্দ্রনাথ যখন কোন ও চিঠি বাহির করিল না, তখন ধুরন্ধর জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি কি বই পড়িতেছিলে ?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "শাঙ্কর ভাষ্য"

ধুরন্ধর সংস্কৃত ভাল না জানিলেও মোটামুটি রকম বেশ জানিতেন। ভারতবর্ষের এই প্রাচীন গ্রন্থগুলির উপর তাঁহার একটা আকর্ষণ ছিল, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলির অনুসরণ করিতেন। ইন্দ্রনাথের কথায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন "শাঙ্কর ভাষ্য ? অনুবাদ না মূল ?

ইন্দ্রনাথ বলিল "মূল"

"তাহা হইলে তুমি আমায় ঠিক্ কথা বল নাই"

"কোন্ বিষয়ে ?"

"তোমার পরিচয়ের সম্বন্ধে"

ইন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল "আমার পরিচয় ত রাণী দিয়াছিলেন"

"তা হোক্, তুমি শাঙ্করভাষ্য কোথায় পড়িতে শিখিলে ?"

"শ্রীপুর রাজবাড়ীতে"

ধুরন্ধর বলিলেন, "চল ঘরের ভিতর চল, তোমার সঙ্গে আমার একটু ভাল করিয়া আলাপ করিতে হইবে"

ধুরন্ধর ইন্দ্রনাথকে লইয়া চিত্রশালায় প্রবেশ করিলেন এবং তাহাকে নিজের কাছে বসিতে দিয়া বলিলেন "তুমি কি করিয়া এত শিখিলে আমি তাহা মোটেই বুঝিতে পারিতেছি না। আচ্ছা, তোমার শাঙ্কর ভাষ্য আমায় পড়িয়া শুনাও ত"

ইন্দ্রনাথ পড়িতে লাগিল।

কিছুদূর শুনিয়া ধুরন্ধর বলিলেন "দাঁড়াও, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব। শঙ্কর অদ্বৈতবাদী, সে সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় ?"

ইন্দ্রনাথ বই বন্ধ করিয়া বলিল "অদ্বৈতবাদ! জানি না আপনি আমার কথায় কি মনে করিবেন, কিন্তু আপনি যখন আমার উত্তর চাহিতেছেন, তখন অবশ্য তাহা শুনিতে বিরক্তি বোধ করিবেন না। ইনি বলেন জীব ব্রহ্ম অভেদ, কোনো পার্থক্য নাই। কিন্তু আমার কাছে সেটা শুধু একটা অকূল বিস্তারের মত বোধ হয়, তাহাতে যেন কোনও বর্ণ নাই কোনও আকার নাই, মানুষের সচেতন আকাঙ্ক্ষাময় হৃদয়কে যেন তাহা পীড়ন করে, তাহার তরঙ্গ-চঞ্চল স্রোতগুলিকে যেন তাহা রুদ্ধ করিয়া দেয়, তাহার ঋতু-বৈচিত্রের সজ্জাঘরে যেন তাহা তুষার ঢালিয়া দেয়! জীব ও ব্রহ্মের ভিতর আমি শুধু দেখিতে পাই জননী আর সন্তান—সে মাধুর্য্যে আকাশ চির-নীলিমা ধারণ করিয়াছে, সূর্য্যালোক জীবন সঞ্চার করিতেছে, নদী স্তন্য দান করিতেছে; চারিদিকে শোভা, চারিদিকে আনন্দ, চারিদিকে উৎসব উথলিয়া উঠিতেছে! বিশ্ব-প্রকৃতির প্রাণ-রাজ্যে বসন্তের বাতাসের মত তাহা জরার পীত শিখাকে মূহু মূহু ফুৎকারে নিভাইয়া দিতেছে। প্রতিদিনের সঙ্গে প্রতিদিনের সমস্ত ব্যাপার তাই নূতন হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতেছে, এই বসুন্ধরা—যাহার উপর দিয়া অগণিত দিবস চলিয়া গিয়াছে—তাহাকে আমরা প্রতিদিন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিতেছি! এদেশের প্রাচীন ঋষি বলিয়াছিলেন, "আনন্দ হইতে এই বিশ্বলোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আবার আনন্দের ভিতরই তাহারা প্রবেশ করিতেছে" আমি শুধু সেই আনন্দকে আমার হৃদয়ের ভিতর অনুভব করি—বিশ্বচরাচর হইতে যাহা নিত্য ক্ষরিত হইতেছে, নিত্য বিভাসিত হইতেছে, নিত্য বিগলিত হইতেছে"

ধুরন্ধর নীরবে ইন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন, স্রোতের মত তাহা তাঁহার প্রাণের ভিতর কলতান জাগাইয়া যাইতে লাগিল, তাঁহার হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে তাহার ঢেউগুলি গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

(১০)

পরের দিন সকাল বেলা চামেলী ইন্দ্রনাথকে ডাকিল, ইন্দ্রনাথ আদেশ অপেক্ষা করিতে লাগিল; চামেলী বলিল "আমায় এখন একবার বাহির হইতে হইবে, তুমি প্রস্তুত আছ?"

ইন্দ্রনাথ চামেলীর মুখে তাহার হৃদয়ের গোপন অসহিষ্ণুতার আভাব পাইয়া বলিল "এখন বাহির না হইলে ভাল হইত"

"কেন?"

"আজ ঘোড়দৌড়"

"হোক্ না, তাতে কি?"

"এই সকালটা কুমারের গতিবিধি কিছু ঠিক থাকিবে না"

চামেলী তাহার কথায় সহসা রাগিয়া উঠিল। ইন্দ্রনাথ যে কুমারের গতিবিধির কথা উল্লেখ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিতেছে, ও তাহার বহির্গমনের উদ্দেশ্যটুকু বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাহার মনে একটা কঠিন অস্বস্তির ভাব আসিতে লাগিল, কিন্তু ইন্দ্রনাথের কাছে সে লজ্জা স্বীকার করিয়া নিতে তাহার কুণ্ঠা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, সে তাড়াতাড়ি বলিল "আজ যে ঘোড়দৌড় তাহা আমার মনে-ই ছিল না, কুমার হয়ত এখনই আসিবেন, তিনি আসিলেই আমরা বাহির হইব"

ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল, প্রতি পদে পদে সে চামেলীর অগভীর হৃদয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতেছিলে। তাহা তাহার আশাকে ক্রমাগত পীড়িত করিতেছিল ও আশ্বাসকে সঙ্কুচিত করিতেছিল। একটু খানি

অপেক্ষা করিয়া ইন্দ্রনাথ চলিয়া গেল, চামেলী তখন অলসভাবে একটা সোফার উপর শুইয়া পড়িল। আজ কয়েক দিন মাত্র ধুরন্ধরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই, প্রতেকটি দিন তাহার বুকের উপর দিয়া বোঝার মত গড়াইয়া নামিতেছিল, বিশ্রামের ভিতর সে বিশ্রাম পাইতে ছিলনা, আরামের ভিতর সে আরাম পাইতেছিল না, একটা কঠিন অতৃপ্তি প্রতিনিয়ত যেন তাহার হৃদয়ে কাঁটা ফুটাইতেছিল। কিন্তু সে তাহা ধুরন্ধরে নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হইতে দিতেছিল না, সুরথলালের সঙ্গে সে দিন তাহার যে কলহটি হইয়া গিয়াছিল সে তাহাকে তাহারই উত্তাপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছিল।

ঘোড়দৌড় হইয়া গেল, সুরথলাল একটা বৃহৎ রকমের জয়লাভ করিয়া ফিরিয়া আসিল, রাত্রিতে উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। কিন্তু চামেলী তাহার কলহের উত্তাপ কিছুতেই ভুলিতে পারিল না, একটা অভাবের বোধ তাহার প্রতি অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতে লাগিল, একটা অপ্রসন্নতার ছায়া তাহার নিবিড়তম আনন্দের ভিতরে ভাসিতে লাগিল, তাহার লঘু পদক্ষেপ অবশের মত গুরুভার হইয়া উঠিতে লাগিল।

পরের দিন সকালবেলা চামেলী ইন্দ্রনাথকে ডাকিল না, মতিয়াকে সঙ্গে লইয়া ধুরন্ধরের নিকট গেলেন। ধুরন্ধর তখন 'ইজেল' এর কাছে দাঁড়াইয়া ছবিতে রং ফলাইতেছিলেন, চামেলী নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে ঘরে প্রবেশ করিল। ধুরন্ধর হঠাৎ তুলি রাখিয়া ফিরিয়া চাহিলেন, চামেলী হাসিয়া তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ধুরন্ধর তুলি রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি আমায় চমকাইয়া দিবে ভাবিয়াছিলে! কিন্তু জান চামেলী, তোমার গাড়ী ফটকের কাছে আসিলে-ই আমি বুঝিতে পারি যে তুমি আসিয়াছ, আমার হৃদয় আমায় বলিয়া দেয় যে তুমি সন্নিকট"

চামেলার হৃদয় একটা গুরু আনন্দের ভারে কম্পিত হইতে লগিল, ধুরন্ধরের কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া অৰ্দ্ধেক আনন্দ ও অৰ্দ্ধেক বিষাদে সে বলিল "এ ভাবে কতদিন যাইবে! তোমাকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিতেছি না।"

স্নেহ-মিশ্রিত আদরের সহিত ধুরন্ধর বলিলেন "ঈশ্বর করুন, যেন তাহা না থাকিতে হয়"

"অসম্ভব, তাহা অসম্ভব" বলিয়া চামেলী ধুরন্ধরের মুখের দিকে চাহিলেন, ধুরন্ধর বলিলেন "অসম্ভব কেন চামেলী?"

"একদিন আমাদের শেষ বিন্দুতে আসিয়া ঠেকিতে হইবে"

"শেষ বিন্দুতে?"

"নি·চয়-ই"

"কেন?"

"তুমি অন্ধ নও। দেখিতে পাইতেছ না, আমি কোথায় দাঁড়াইয়া আছি?"

"আমি শুধু উচ্চভূমি দেখিতেছি"

"আমি দেখিতেছি গিরি-শিখর"

"সেটা তোমার কাল্পনিক"

"কাল্পনিক? মোটেই নয়! না এ পরিহাসের সময় নয়, আমি তোমায় জানাইতে আসিয়াছিলাম যে আমি আর সহজে এখানে আসিতে পারিব না। রাণীর কাছে এজন্য আমি যথেষ্ট ভ·ৎসিত হইয়াছি"

"তুমি আমায় ছলনা করিতেছ!"

"নিন্দুকের দল যখন পিছনে চীৎকার করিতে থাকে, ও লোকলজ্জা যখন ভ্রুকুটি করিতে থাকে, তখন ছলনার সময় থাকে না ধুরন্ধর!"

"লোকলজ্জা—তা কি এত-ই বিবেচনার বিষয়—পৃথিবীতে আর কিছু কি

তার চেয়ে ওজনে বেশী নাই? অবশ্য, তোমার আজীবনের সংস্কার ও শিক্ষার ফল তুমি ত্যাগ করিতে পার না, কিন্তু—তবু—তবুও ভাবিয়া দেখ—হৃদয়ের কি কোনও একটা আত্মগত সম্পত্তি নেই, যার জন্য সে বিশ্বলোককে দ্বন্দের আহ্বান-পত্র দিতে পারে, যার জন্য সে বিশ্বের সমস্ত অসমসাহসিকতাকে আপনার ভিতর কেন্দ্রীভূত করিতে পারে—মানুষের হৃদয়ের এমনতর একটা আত্মগত বিষয় কি কিছু নাই?"

বিষণ্ণ স্বরে চামেলী বলিল "তুমি ভাসিয়া যাইতেছ! ফের, দেখ আমি তীরে বাধা আছি"

"কোথায় তীর চামেলী; মানুষ জড়পদার্থ নয়, শুধু দেহের তৃষ্ণার তৃপ্তিতে তাহার তৃপ্তি হয় না! সে এমন একটা কিছু চায়—যাহা ক্ষয় হয় না, যাহা লোপ পায় না, যাহা ম্লান হয় না; যাহা চিরদিন প্রজ্জ্বলিত থাকে, চিরদিন যাহা নবীন থাকে, চিরদিন যাহা সরস থাকে! আজ এই ঝড়ের ধূলা দেখিয়া তাহা ত্যাগ করিয়ো না!"

"কিন্তু সুরথলালের কাছে আমি মিথ্যাচারিণী হইতেছি"

"কুমার সুরথলাল! কি সে? তুমি যদি ভীরুতা ছাড়িয়া আমাকে হস্তদান করিতে অগ্রসর হও, সে মাঝখানে কিছুতেই দাঁড়াইতে পারে না; তোমার উপর তাহার কোন ও অধিকার নাই"

"কিন্তু তুমি জান, আমার পক্ষে তাহা অসম্ভব"

খানিকটা বেদনা খানিকটা বিমুখতায় উদ্দীপ্ত হইয়া ধুরন্ধর বলিলেন "তাহা হইলে তুমি আমায় ভালবাস না, তোমার ভালবাসিবার শক্তি নাই চামেলী!"

চামেলীর চোখে রোষের আভা দেখা দিল। কে সে, যে তাহাকে এমন করিয়া ভৎ'সনা করিয়া উঠিবে! কে সে, যে তাহার রমণীত্বকে এমন ধিক্কার প্রদান করিবে! তাহার উপর কিসের অধিকার তাহার!

বহু নিম্নে তাহার অবস্থান—সে তাহার প্রসাদাকাঙ্ক্ষী অনুগ্রহজীবি মাত্র! চামেলী নীরব ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল। জল নাড়া পড়িলে তাহার তাহার নীচের কাদা যেমন ভাসিয়া উঠিতে থাকে, তেমনি তাহার হৃদয়ের নীচে থিতান আবর্জ্জনা তাহার প্রবৃত্তির আন্দোলনের বেগে উপরে জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

ধুরন্ধর স্থিরচক্ষে চামেলীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে একটা ঘৃণার সঞ্চার হইল। এই নারী—যাহার পায়ের নীচে তিনি তাঁহার সাধনা, তাঁহার ভবিষ্যৎ, তাঁহার জীবন শুষ্ক তৃণের মত ফেলিয়া দিতেছেন—যাহার জন্য তিনি সংসারের সকল কাঠিন্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত—সামাজিকতার কপট আড়ম্বরের সম্মুখে সে তাঁহার নিবেদনের পূর্ণঘট ঠেলিয়া দিতে, তাঁহার তৃষ্ণার পানীয় কর্দ্দমের ভিতর ঢালিয়া দিতে, তাঁহার অর্ঘ্যের পুষ্প পদতলে নিষ্পিষ্ট করিতে উদ্যত, তাঁহার সমস্ত গুরুত্বকে পদমর্য্যাদার এক মুষ্ঠি ধূলি দিয়া সে ওজন করিতে দাঁড়াইয়াছে; তাঁহার পুরুষের প্রচণ্ড তেজ বিদ্যুতের মতন জ্বালা উদ্গীরণ করিয়া ঝলকিয়া উঠিল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাহা নিভিয়া গেল। একটা অপরিসীম কোমলতায় তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রব হইয়া আসিতে লাগিল, তাঁহার নিষ্পিষ্ট হৃদয়ের বেদনা বন্যার জলের মত স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল, মুখ ফিরাইয়া তিনি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

(১১)

তাহার পরের দিন ধুরন্ধর অঙ্কন-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, ইন্দ্রনাথ তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহা দেখিতেছিল। খানিকক্ষণ পরে ধুরন্ধর বলিলেন "কেমন দেখিতেছ"?

ইন্দ্রনাথ বলিল "প্রশংসনীয় বটে। ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা খানিকটা

'রঞ্জন' লাইটের মত, স্থূল জগতের ভিতর হইতে তাহাতে সূক্ষ্ম জগত প্রকাশিত। এই বর্ণ, রেখা, ছায়ার আভাষ—এ ছাড়া ইহাতে আরেকটি স্বতন্ত্র রকমের দীপ্তি আছে। আপনার এ ছবিটির নাম কি?

"তপশ্চারিণী উমা"

ইন্দ্রনাথ একটু অগ্রসর হইয়া উমার দিকে চাহিয়া বলিল "এই যে উমাকে আমি দেখিতেছি, ইঁহাকে বুঝিতে আমার কোন ও বেগ পাইতে হইতেছে না। বসন্তের সঞ্চারিণী লতার মতই ইঁহার এই অপরূপ শ্রী আমার সমস্ত মনোবৃত্তির মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইয়া আত্ম পরিচয় দিতেছে, আমার শ্রদ্ধা স্বতঃ ইহার দিকে ধাবিত হইতেছে। দেবত্বের ভিতর সৌন্দর্য্যের একটা উদ্ধতম বিকাশ আছে, তাহা ফুটাইতে না পারিলে দেবত্বের আরোপ ব্যর্থ হয়, না—আমি আরো বলিতে পারি—রূপ প্রতিমার বোধন মন্ত্র—তাহা না হইলে তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। ধরুন না কেন, এই যে উমার চিত্র—জ্যোতিশিখার মত ইহা আমার আত্মার নিভৃত স্থান পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া তুলিতেছে ইহাতে আর কোন ও স্বতন্ত্র দীপ্তির দরকার হইতেছে না। ভারতবর্ষীয় চিত্রকলা সেদিন অলৌকিক দেবত্বে পঁহুছিবে যেদিন তাহার প্রাচ্য আধ্যাত্মিকতা প্রতীচ্য পরিপূর্ণতাকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইবে"

বিস্মিত হইয়া ধুরন্ধর ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "জগদীশ্বর! চিত্র সম্বন্ধে এমন সূক্ষ্ম বিচার তুমি কোথায় পাইলে?"

"বলিয়াছি ত, আমার শিক্ষা দীক্ষা সব শ্রীপুর রাজবাড়ীর। রাজা নিজে একজন এবিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন"

"তোমার কথার সঙ্গে তোমার একটুও থাপ খায় না! তুমি অকস্মাৎ এক এক দিন এক একটা কথা কহিয়া আমাকে বিস্ময়ে বিহ্বল করিয়া

দিতেছ, জানি না আমি কোন ও দিন তোমার অর্জ্জিত জ্ঞানের সীমা দেখিতে পাইব কি না!”

ইন্দ্রনাথ খানিকটা কুণ্ঠার সহিত উত্তর করিল “আপনি আমাকে অতিরঞ্জিত করিবেন না। আপনি আমাকে একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব স্বাধীনতা দিয়াছেন—তাহার জোরেই আমি আপনার কাছে এতটা বলিয়া ফেলি। কিন্তু এগুলি আমার মনের ভাব মাত্র—হয়ত তাহা ঠিক্ নয়, হয়ত তাহা সুমার্জ্জিত নয় কিন্তু তবু—নিজের একটা স্বতন্ত্র চিন্তার ভিতর আমি একটা আনন্দ পাই বলিয়াই তাহাকে প্রশ্রয় দান করিয়া থাকি”

“আচ্ছা, তুমি বলিতে পার শ্রীপুর রাজবাড়ীতে এরূপ দার্শনিক কজন আছে?”

ইন্দ্রনাথ হাসিল। খানিক পরে ধুরন্ধর বলিলেন “দেখ, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে”

ইন্দ্রনাথ বলিল “বলুন না, আমি তাহা এখনই করিতে প্রস্তুত আছি”

“তোমার সততার উপর নির্ভর করিয়া আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি। এক বিষয়ে তোমাকে আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু তুমি রাণীকে ইহার বিন্দু বিসর্গ ও জানিতে দিবে না”

খানিকটা বিস্মিত হইয়া ইন্দ্রনাথ বলিল “না আমি তাঁহাকে জানিতে দিব না”

তুলি রাখিয়া দিয়া ধুরন্ধর ইন্দ্রনাথের কাছে একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিলেন “শোন তবে। সেদিন আমি রাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম রাণীর পূর্ব্বপুরুষদের সকলের-ই প্রতিকৃতি হলের দেওয়াল অলঙ্কৃত করিতেছে, শুধু রাণীর পিতার প্রতিকৃতি সেখানে নাই। আমার ইচ্ছা যে আমি সে অভাবটুকু পূর্ণ করি।

কিন্তু এ বিষয়ে প্রধান অসুবিধা হইতেছে এই, যে, রাণীর কাছে তাঁহার পিতার যে ফটো আছে, তাহা অত্যন্ত ছোট এবং তাহাতে শুধু মাথা টুকুই আছে। তোমার সঙ্গে রাজার চেহারার আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য আছে, আমি যেদিন প্রথম তোমাকে দেখিয়াছিলাম, সেইদিনই আমি ইহা দেখিয়াছি। রাণীর মুখে রাণীর পিতার সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে আমার মনে শুধু একটা অস্পষ্ট আকার ভাসে, তোমার এই দীর্ঘায়তদেহ আমার সেই অস্পষ্ট অনুভূতিকে স্পষ্ট করিয়া তোলে। আমি যখন ছবি আঁকিব, তখন তুমি যদি আমার কাছে বসিয়া থাক তবে আমি আশা করি যে আমি কৃতকার্য্য হইব। তুমি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য দান কর"

ধুরন্ধরের কথায় ইন্দ্রনাথের হৃদয়ে একটা প্রবল ভাবানুভাব বহিতে লাগিল, সে বলিল "আপনার এ অনুরোধ আমি আনন্দের সহিত পালন করিব।"

"ঘণ্টা খানেক করিয়া ওরকম নিশ্চল ভাবে বসিয়া থাকিতে তোমার কষ্ট হইবে না ত ?"

"কষ্ট ? নিশ্চয়ই নয় ! দাঁড়ান, আমার একটা কথা মনে পড়িল, শ্রীপুরে রাজার দরবারের পোষাক আছে, আমি তাহা আপনাকে আনাইয়া দিতে পারি"

"বটে ? তাহা হইলে ত আর কথা-ই নাই ! রাজার দরবারের পোষাক পাইলে ছবিখানা একেবারে নিঁখুত হইবে"

ইন্দ্রনাথ বলিল "আজ-ই আমি শ্রীপুরে রাণীর আয়ির কাছে চিঠি লিখিব, সে নিশ্চয়-ই পাঠাইয়া দিবে। পার্শেল কিন্তু আপনার নামে পাঠাইতে লিখিব"

ধুরন্ধর বলিলেন "নিশ্চয়ই।"

১২

কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীপুর হইতে পার্শেল আসিয়া পঁহুছিল। ইন্দ্রনাথ যখন রাজার দরবারের স্বর্ণখচিত পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া ধুরন্ধরের সম্মুখে দাঁড়াইল, তখন ধুরন্ধর সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন "আমি যদি তোমায় না জানিতাম ইন্দ্রনাথ, তাহা হইলে এখন নিশ্চয় মনে করিতাম যে তুমি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র"।

ইন্দ্রনাথ হাসিল। ধুরন্ধর তাহাকে ইজেলের কাছে লইয়া গিয়া একটা কাউচের উপর বসাইয়া দিলেন ও বলিলেন "ঠিক্ এই ভাবে বসিয়া থাক। একটু নড়িবে না বা কোনও কথা বলিবে না"

ইন্দ্রনাথ নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিল, ধুরন্ধর নিবিষ্ট মনে তাঁহার অঙ্কণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই চিত্র প্রায় শেষ হইয়া আসিল। সে দিন শেষ দিন, ইন্দ্রনাথ পূর্ব্ববৎ দরবারের পোষাকে ধুরন্ধরের সম্মুখে বসিয়াছিল ও ধুরন্ধর আঁকিতে আঁকিতে তাহার দিকে এক একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেছিলেন। এমন সময় বাহিরে একখানা গাড়ী আসিয়া থামিল, চকিতে তুলি ফেলিয়া দিয়া ধুরন্ধর বলিয়া উঠিলেন "রাণীর গাড়ী! ইন্দ্রনাথ, পাশের ঘরে লুকাও! শীঘ্র!"

ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষান্তরে ঢুকিয়া পড়িল, একটু পরে চামেলী ঘরে প্রবেশ করিল।

ম্লান হাসি হাসিয়া ধুরন্ধর বলিলেন "এত দিনে বুঝি মনে পড়িয়াছে?"

চামেলী একটু অসহিষ্ণুভাবে খোঁপা শুদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল "না না, ও কথা আর বলিয়ো না, অতীত ধৌত করিয়া ফেল—এ ভাবে আর চলা যায় না! আমি যাহা ভয় করিতেছিলাম এখন তাহাও হইতে আরম্ভ হইয়াছে"

"কি হইয়াছে?"

"ছবির ছল করিয়া আমার আসা আর হইবে না। চারিদিকে একটা কাণাকাণি আরম্ভ হইয়াছে, বিছানায় থাকিয়াও রাণী সব জানিতে পারিয়াছেন, আমার সম্ভ্রমকে আমি আর বিপন্ন করিতে পারি না।"

ধুরন্ধর চামেলীর দিকে সোজা হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার ধৈর্য্য টুটিয়া যাইতে লাগিল, তিনি বলিলেন "এই কথা আমায় তুমি বার বার কেন শোনাইতে আসিতেছ? তুমি জান আমি তোমার হস্তলাভের অধিকারী নই, তবে কেন তুমি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেছ? তুমি আমায় বিনষ্ট করিতেছ—আমার আশা, আমার আনন্দ, আমার ভরসা—সব চূর্ণ করিয়া দিতেছ, আমার এই অঙ্কণ-প্রতিভা—যাহা আশ্রয় করিয়া আমি আমার দিন কাটাইতেছিলাম, তাহা হইতে তুমি সমস্ত মাধুর্য্য সমস্ত আলোক আকর্ষণ করিয়া নিতেছ! কেন আমাকে গভীর হইতে গভীরতম গহ্বরে নিক্ষেপ করিতেছ!"

চামেলী নিরুত্তর রহিল, আজ এই অভিযোগে তাহার ক্রোধের উদয় হইল না। লজ্জার আঘাতে একটা দৃঢ়তর সঙ্কল্প আজ তাহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল, ধুরন্ধরের সঙ্গে তাহার যে টুকু বন্ধন রচিত হইয়াছিল, তাহা সে আজ মোচন করিয়া লইতে আসিয়াছিল। কিন্তু দূর হইতে তাহার অগভীর হৃদয়ভাবের দ্বারা অনুমিত এই সহজ ব্যাপারটি তাহার নিকট এখন ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিতে লাগিল, তাহার এই কল্পিত পূর্ণচ্ছেদটি যে সে শুধু নিজেকে অব্যাহতি দিবার জন্য-ই জোর করিয়া অবতারণা করিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্থান যে ইহার ভিতর নাই, তাহার স্মৃতি তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতে লাগিল এবং ধুরন্ধরের যন্ত্রণা-কাতর মুখচ্ছবি তাহার রমণী-সুলভ কোমলতাকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।

ধুরন্ধরের কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া চামেলী বলিল, "আমিও কি গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতেছি না? আমি স্ত্রীলোক, যে সমাজের ভিতর আমি এত বড় হইয়াছি তাহার শাসন আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না"

ধুরন্ধর কিছু বলিলেন না, মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চামেলী ডাকিল "ধুরন্ধর!"

ধুরন্ধরের সর্ব্বদেহে একটা মৃদু কম্পনের হিল্লোল বহিয়া গেল, একটা প্রবল আবেগকে প্রবলতর শক্তির দ্বারা তিনি রুধিয়া রাখিতে লাগিলেন। চামেলী আবার ডাকিল "ধুরন্ধর!"

ধুরন্ধর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ডাকিয়ো না তুমি, আর আমায় ডাকিয়ো না, আমায় আর দেখা দিয়ো না! তুমি এখন-ই চলিয়া যাও"

চামেলী ধুরন্ধরের হাত ছাড়িয়া দিল, বলিল, "আচ্ছা যাইতেছি, মনে রাখিয়ো এই শেষ!"

ধুরন্ধরের অভিমান বিগলিত হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, "যাইয়ো না—আমায় ক্ষমা কর! আমি আমার ধৈর্য্য হারাইয়াছিলাম। চামেলী, আমি তোমায় আর কিছু কহিব না"

চামেলী ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কিছু বলিল না, ধুরন্ধর একটা আকস্মিক অনুভূতির দ্বারা চালিত হইয়া তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে কক্ষের অপর প্রান্তে রাজার চিত্রের নিকট লইয়া গেলেন।

ছবির উপর একটা আবরণ ছিল, ধুরন্ধর তাহা সরাইয়া ফেলিলেন। চামেলী বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া ছবির দিকে চাহিয়া রহিল, ধুরন্ধর স্পন্দিত হৃদয়ে তাহার অভিমতের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া চামেলীর চোখে জল আসিতে লাগিল, সহসা সে উচ্ছ্বসিত বেগে

কাঁদিয়া উঠিল, ধুরন্ধর তাহাকে ধরিয়া সোফার উপর নিয়া বসাইলেন।

চামেলীর সঙ্গে মতিয়া আসিয়াছিল, চামেলী ঘরের ভিতর গেলে পর সে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। ইন্দ্রনাথ যে ঘরে বসিয়াছিল তাহার জানালা গুলি সব খোলা ছিল, মতিয়া একটা জানালার কাছে আসিতেই ইন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইল।

মতিয়া শ্রীপুর রাজবাড়ী হইতে আসিয়াছিল, রাজাকে সে বিলক্ষণ চিনিত; হঠাৎ ইন্দ্রনাথকে রাজার দরবারের পোষাকে উপবিষ্ট দেখিয়া সে তাহাকে রাজার প্রেতমূর্ত্তি মনে করিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল, তাহার পা কাঁপিতে লাগিল। এমন সময় ইন্দ্রনাথ অন্যমনস্ক ভাবে উঠিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, মতিয়া দ্বিতীয়বার তাহার দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিয়া ফেলিল।

ইন্দ্রনাথের উপর মতিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট ছিল না, বরঞ্চ খানিকটা বিদ্বেষ-বিশিষ্ট ছিল, এই সুযোগে সে ইন্দ্রনাথকে একটু বিশেষ জব্দ করিতে পারিবে ভাবিয়া মনে মনে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তিল মাত্র দেরী না করিয়া চামেলীর কাছে গিয়া বলিল "দেখিয়া যান, ইন্দ্রনাথ মহারাজের দরবারের পোষাক পরিয়া বসিয়া রহিয়াছে"

ধুরন্ধরের বুকের ভিতর রক্ত জমাট হইয়া গেল, তিনি নিঃস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথ পাশের ঘরে ছিল, মাঝামাঝি একটা কপাট; তাহা ভেজাইয়া দিয়াছিল মাত্র। মতিয়া কপাট ঠেলিতেই খুলিয়া গেল, ইন্দ্রনাথ চমকিয়া চাহিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে রক্তিম চক্ষে স্ফুরিত নাসায় চামেলী দাঁড়াইয়া।

মুহূর্ত্ত কাল তিন জনেই স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে চামেলী ধুরন্ধরের মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল "এখন আমি তোমাদের

সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি! ইন্দ্রনাথকে বাবার পোষাক পরাইয়া তুমি এই ছবি আঁকিয়াছ এবং তাহা দিয়া আমার নিকট হইতে বাহবা লইবার আশা করিয়াছ। খুব প্রাজ্ঞ কৌশল বটে!"

ধুরন্ধরের মুখ পাংশু হইয়া গেল, তিনি মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া চামেলী বলিল "ইন্দ্রনাথ, তোমাকে আমি আর দেখিতে ইচ্ছা করি না, যে ভৃত্য প্রভুর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে, তাহার সেবা গ্রহণ-যোগ্য নয়। কি সাহসে, কোন আস্পর্দ্ধায়, তুমি বাবার পোষাক পরিয়া বসিয়াছ?"

ধুরন্ধর অগ্রসর হইয়া বলিলেন "এ বিষয়ে আমি-ই অপরাধী, আমার অনুরোধে ইন্দ্রনাথ এ পোষাক পরিয়াছে"

তীক্ষ্ণস্বরে চামেলী বলিল "কমলাপতি ধুরন্ধর যে তুলির সঙ্গে সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালনা করেন, ইহা নূতন জ্ঞাতব্য বিষয় বটে"

ধুরন্ধর পাষাণ মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন, পোষাক তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে পাঠাইয়া দিতে বলিয়া চামেলী মতিয়াকে লইয়া সেই মুহূর্ত্তে সে স্থান ত্যাগ করিল।

(১৩)

পরের দিন সকাল বেলা চামেলী মতিয়াকে রাজার দরবারের পোষাক তাঁহার কাছে আনিতে বলিলেন, মতিয়া বাক্স আনিয়া চামেলীর কাছে রাখিয়া গেল। চামেলী পোষাক গুলি লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিতে লাগিল, তাহার ছেলেবেলার শত তুচ্ছ ক্ষুদ্র কাহিনী তাহার সঙ্গে নাড়া পড়িয়া জাগিয়া উঠিতে লাগিল, সেদিন হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত তাহার জীবনে যে নিষ্ঠুর পরিবর্ত্তন গুলি আসিয়াছে, তাহার কঠোরতা নূতন করিয়া তাহার স্মৃতি-পথে উদিত হইতে লাগিল, চামেলী ব্যথিত মনে নিশ্বাস ফেলিল।

পোষাকটা নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া চামেলী আবার তাহা ভাঁজ করিয়া বাক্সের ভিতর রাখিতে গেল, হঠাৎ এক খণ্ড কাগজ তাহার ভিতর হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল। চামেলী শশব্যস্তে তাহা উঠাইয়া লইল, দেখিল, ধুরন্ধরের হস্তাক্ষর।

চিঠি খানা হাতে করিয়া চামেলী দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার ধমনীতে রক্ত প্রবাহ খরতর বহিতে লাগিল।

চামেলী যাহাকে চিঠি মনে করিয়াছিল, তাহাকে ঠিক্ একখানা চিঠিই বলা যায় না, এক খণ্ড কাগজে দ্রুত দুটি লাইন মাত্র তাহাতে সন্নিবেশিত ছিল, তাহাতে এই মাত্র পড়া যায়—"কাল সকালে আমি বোম্বে ছাড়িব, পোষাক রাণীকে পাঠাইয়া দিয়ো।" উপরে ইন্দ্রনাথের নাম।

চিঠি পড়িয়া চামেলীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। অশ্রুর পরে অশ্রু তাহার গণ্ড বহিয়া নামিতে লাগিল, তাহার সমস্ত নিষ্ঠুর আচরণ নিষ্ঠুরতর বেগে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল, তাহার সমস্ত কঠিন বাক্য কঠোরতর হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে লাগিল, তাহার ক্ষুধিত অনুরাগ জাগিয়া উঠিয়া বিদ্ধ বন্য জন্তুর মত চীৎকার করিয়া উঠিতে লাগিল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া মনের ভাব কতকটা কমিয়া গেলে পর চামেলী উঠিয়া মতিয়াকে ডাকাইল ও তখনই ধুরন্ধরের চিত্রশালা অভিমুখে গেল।

ধুরন্ধর বাড়ী বন্ধ করিয়া যান নাই, ফটকের কাছে তাঁহার দারোয়ান বসিয়াছিল, ধুরন্ধরের কথা তাহাকে জিজ্ঞাসা করায় সে কোনও উত্তর দিতে পারিল না, মতিয়াকে বাহিরে রাখিয়া চামেলী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। শূন্য কক্ষ, কেহ সেখানে উপস্থিত নাই, চামেলীর মনে কেমন একটা ভয়াবহ নির্জনতা ছাইয়া আসিতে লাগিল। পীড়িত হৃদয়ে সে চারিদিকে চাহিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার পায়ের নীচের গালিচা পর্য্যন্ত সমস্ত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, সব যেন বিকৃত হইয়া

গিয়াছে, সব যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। চামেলী নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার নিঃশ্বাস গুরুভার হইয়া পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া চামেলী রাজার ছবির কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু মুখের দিকে চাহিবা মাত্র সে একটা অস্ফুট চীৎকার করিয়া উঠিল।

সহসা তাহার পিছন হইতে দুইখানি বাহু তাহাকে বক্ষমধ্যে আলিঙ্গন করিয়া লইল, "নিষ্ঠুর" বলিয়া চামেলী আপনাকে তাহার বাহু-বেষ্টনের ভিতর ছাড়িয়া দিল, নিঃস্তব্ধ বৃহৎ কক্ষের চারিদিক হইতে তাহার মৃদু ক্রন্দন গুঞ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

চামেলীকে কাঁদিতে দেখিয়া সুরথলাল অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "একি চামেলী, তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

সুরথলালের কণ্ঠস্বরে চামেলী চমকিয়া উঠিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল ও ধুরন্ধরের পরিবর্ত্তে সুরথলালকে দেখিতে পাইয়া একটা প্রবল বিমুখতার হলাহলে তাহার হৃদয় মন ভরিয়া গেল, সুরথলালের ভুজবন্ধন হইতে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সে সরিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার স্পর্শের স্মৃতি তাহার প্রতি অঙ্গ তীব্র বিষের মতন দহন করিতে লাগিল, তাহার অজ্ঞাতসারে একটা অস্পষ্ট আর্ত্তনাদ তাহার ওষ্ঠপুট হইতে নির্গত হইল। ঠিক্ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যানভাসের ওপিঠ হইতে ঝড়ের মত একজন লোক তাহাদের মাঝখানে আসিয়া পড়িল, বিস্মিত হইয়া সুরথলাল চাহিয়া দেখিলেন, ইন্দ্রনাথ। চামেলী তাহার দিকে একবার চাহিয়াই ত্বরিত-পদে কক্ষ ত্যাগ করিল। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়িল, ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া সুরথলাল ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন ও ইন্দ্রনাথের মুখের উপর প্রচণ্ডবেগে এক ঘুঁষি মারিলেন, ইন্দ্রনাথের কাছে সব অন্ধকার বোধ হইতে লাগিল, সে মাথা ঘুরিয়া বসিয়া পড়িল।

একটু পরেই সে আঘাত সামলাইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সুরথলাল ঘোড়ায় চড়িয়া আসিয়াছিলেন, ভুলিয়া তিনি চাবুক ঘরের ভিতর টেবিলের উপর রাখিয়াছিলেন, ইন্দ্রনাথের চক্ষু তাহার উপর পড়িবামাত্র সে তাহা উঠাইয়া লইয়া সুরথলালের উপর চটাপট্ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিল। দুই এক ঘা খাইয়া সুরথলাল চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ও ইন্দ্রনাথের হাত ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, চামড়ার বেত তাঁহার হাতের উপর দিয়া সশব্দে রেখা টানিয়া গেল। সহ্য করিতে না পারিয়া সুরথলাল মিনতি করিয়া বলিলেন, "যথেষ্ট হইয়াছে ইন্দ্রনাথ, আর নয়"

ইন্দ্রনাথ চাবুক ফেলিয়া দিল, বলিল, "বাস্, ভবিষ্যতে এ কথা মনে রাখিবেন।"

সুরথলাল তাহার কথায় কোনও উত্তর দিলেন না, রক্তিম মুখে, অবনত শিরে সে স্থান তিনি ত্যাগ করিলেন।

(১৪)

বাড়ীতে ফিরিয়া গিয়া সুরথলাল ঘটনাটা স্মরণ করিয়া দারুণ লজ্জায় পীড়িত হইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, একথা চামেলীর কাণেও পঁহুছিবে এবং হয় ত ইন্দ্রনাথ নিজেই সমস্ত কথা চামেলীকে বলিবে। যে অপমান নিজের কাছে স্বীকার করা যায় না তাহা ভাবী পত্নীর কাছে স্বীকার করিবার কুণ্ঠায় সুরথলাল একান্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং তখনই চামেলীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

সুরথলালকে দেখিয়া চামেলী হাসিয়া বলিল "বেশ্ মানুষ যা হোক্! তখন আমাকে কি ভয়টাই না দেখাইয়াছিলে!"

সাড়ম্বরে হাসিয়া সুরথলাল বলিলেন "তুমি ভয় পাইয়াছিলে?"

"নিশ্চয়ই"

"কেন?"

"ধুরন্ধরের চিত্রশালায় আমি তোমার প্রতীক্ষা মোটেই করি নাই"

"কাঁদিলে কেন?"

মুহূর্ত্তের ভিতর চামেলী উত্তর ঠিক্ করিয়া লইয়া বলিল, "ও রকম অবস্থায় পড়িলে তুমিও না কাঁদিয়া পারিতে না"

"কেন, কেন, কি হইয়াছিল?"

"তুমি দেখ নাই?"

"না!"

"ধুরন্ধরকে বাবার সেই ছোট ফটোটা আনি বড় করিয়া আঁকিতে দিয়াছিলাম। আঁকা শেষ হইয়াছিল, এমন সময় অসাবধানতায় আমি বলিয়া ফেলিয়াছিলাম যে মুখ একেবারে ঠিক্ হয় নাই, ধুরন্ধর সেই কথাতেই ছবির উপর কালো রং ঢালিয়া দিয়াছে। তাহা দেখিয়া আমার কান্না আসিতেছিল, লোকটা এমন উন্মাদ, তাহা আমি কখনও জানিতাম না।"

"তা এতক্ষণ বল নাই কেন? ধুরন্ধর বেশ্ ভাল লোক, আমি তাহাকে বলিলেই সে আবার তাহা ঠিক্ করিয়া দিবে"

"সে আশা মিথ্যা"

"কিসের জন্য?"

"ধুরন্ধর চলিয়া গিয়াছে?"

"চলিয়া গিয়াছে?"

"হাঁ"

"কবে?"

"আজ সকালে"

"কিরূপে জানিলে?"

"ইন্দ্রনাথের কাছে সে খবর পাঠাইয়াছিল"

"কোথায় গেল ?"

"জানি না"

"হঠাৎ না বলিয়া কহিয়া গেল ?"

"তাই ত আমিও আশ্চর্য্য হইতেছি! আচ্ছা, তুমি ওখানে কি করিয়া গেলে ?"

সুরথলাল হাসিয়া বলিলেন "চুম্বকের আকর্ষণে"

"না ঠাট্টা না, বল না, তুমি ওখানে কি করিতে গিয়াছিলে ?"

সুরথলাল মতিয়ার কাছে খবর লইয়াছিল যে চামেলী ধুরন্ধরের চিত্রশালায় যাইতেছে, কিন্তু তাহা গোপন করিয়া বলিল "আমি ফটকে তোমার গাড়ী দেখিয়া গিয়াছিলাম"

"আসিতে এত দেরী করিলে কেন ?"

সুরথলাল তাঁহার হৃদয় মধ্যে চর্ব্বণশীল অপমানের বেদনাকে পরাস্ত করিবার জন্য প্রবল বেগে হাসিয়া বলিল "ওঃ! সেই কথাটাই জান না ? দেখ তোমার একটুখানি চীৎকারে আমার কি দশা হইয়াছে"

সুরথলাল তাঁহার হস্ত পৃষ্ঠ ও কাণের নীচ দিয়া গালের নিম্নাংশে রক্তচিহ্নিত স্ফীত তির্য্যক রেখাটি দেখাইলেন। সবিস্ময়ে চামেলী বলিয়া উঠিল "একি ?"

"যে শরীর রক্ষক তুমি রাখিয়াছ, গরীবের মাথাটা বাঁচাইয়া চলা দুষ্কর হইবে দেখিতেছি"

"কেন ?"

"তুমি কিছু দেখ নাই ?"

"না! একজন লোক ঘরে ঢুকিল, আমি তাহাকে ধুরন্ধরের কোনও চাকর মনে করিয়া বাহির হইয়া গেলাম"

"ধুরন্ধরের চাকর ? মোটেই নয়! তোমার চীৎকারের শব্দ

শুনিয়া হঠাৎ ঝড়ের মত বেগে তোমার উন্মাদ সহিসটি ক্যানভাসের পিছন হইতে লাফাইয়া আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর-ই এই ব্যাপার!"

"কি ভয়ানক!"

"আমি ও তাহাকে ইহার শোধ দিয়া দিয়াছি, বেচারা বোধ হয় আর সপ্তাহের মধ্যে ও নড়িতে পারিবে না। এই কয়দিন তাহার কাজ মাপ করিয়ো"

"ছবির পিছনে ইন্দ্রনাথ কি করিতেছিল?"

"জগদীশ্বর জানেন! কিন্তু আমি তোমায় ঠিক বলিতেছি চামেলী, এরূপ উন্মাদকে যদি তুমি তোমার পার্শ্বচর রাখ তবে শীঘ্রই তোমার নাম সংবাদপত্রে দেখিতে পাইব"

চামেলী বলিল "আচ্ছা, এবার আমি ইহার একটা নিপত্তি করিব"

সুরথলাল আর কিছু বলিলেন না, টেবিলের উপর হইতে একটা হাভানা চুরুট লইয়া ধূমোদ্গার করিতে করিতে ভাবিতে লাগিলেন যে এই সাত দিনে ব্যাপারটা চাপা পড়িবে কিনা।

(১৫)

একদিন সকালবেলা ইন্দ্রনাথ সমুদ্রের ধারে একখানি ছোট ষ্টীমার বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছিল। ষ্টীমার খানি শ্রীপুর রাজবাড়ীর, ইন্দ্রনাথ চিঠি লিখিয়া তাহা আনাইয়াছে। যাহারা ষ্টীমার লইয়া আসিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে ইন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ ধরিয়া কি পরামর্শ করিল, অবশেষে বলিল "ভুলিবে না ত?"

প্রধান নাবিক বলিল "না"

"মনে রাখিয়ো আমি শীষ দিব"

"তাহাতেই যথেষ্ট হইবে"

"তোমাদের ভিতরে কেহ-ই রাণীর সম্মুখে উপস্থিত হইবে না, এখানকার ভাড়াটিয়া লোককে নিযুক্ত করিবে"

"উত্তম"

"তোমরা কি করিবে ?"

"ষ্টীমার ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত এখানে অপেক্ষা করিব"

"তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ হইবে।"

"কখন আসিবেন ?"

"আজ সন্ধ্যার সময়। যাহারা ষ্টীমার লইয়া যাইবে, তাহারা আসিয়াছে ?"

"হাঁ"

"রাণীর নিজের কাজের জন্য আমি একজন স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম, সে আসিয়াছে ?"

"হাঁ"

"তবে আর কি! তোমরা প্রস্তুত থাকিয়ো, আমি কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তোমাদের পুরস্কার দিব"

আরও দু চারিটা কথার পর ইন্দ্রনাথ চলিয়া গেল। প্রাসাদে যখন সে গিয়া পঁহুছিল তখন বিকালবেলা, সুরথলাল কিছুক্ষণ হইল মাত্র চলিয়া গিয়াছে। ইন্দ্রনাথকে দেখিয়া, চামেলী জিজ্ঞাসা করিল "কি ইন্দ্রনাথ, কি চাও ?,,

"একটা সংবাদ আপনাকে দিতে আসিয়াছি"

চামেলী চঞ্চল হইয়া উঠিল, বলিল, "কি ?"

"কমলাপতি ধুরন্ধর ফিরিয়া আসিয়াছেন"

চামেলী ভ্রুকুটি করিল, ধুরন্ধরের প্রত্যাগমন সংবাদ যে ইন্দ্রনাথ বিশেষ করিয়া তাহার কাছে দিতে আসিয়াছে, তাহাতে ইন্দ্রনাথের

উপর চামেলীর খানিকটা রাগ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে তাহার প্রবল আকুলতাকে নিরস্ত করিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কিরূপে জানিলে ?"

"আমি তাঁহার চিত্রশালায় গিয়াছিলাম"

"অবশ্য তাঁহার দেখা পাইয়াছ"

"না"

"তবে ?"

মহারাজের চিত্রের উপর যে কালো রং ছিল, দেখিলাম তাহা নাই। নূতন করিয়া আবার চিত্র আঁকা হইয়াছে"

"বটে ?"

"তিনি ভিন্ন অপর কেহ এরূপ করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বাস করি না"

"ছবিখানা বেশ ভাল হইয়াছিল, ধুরন্ধর পাগলামি করিয়া তাহা নষ্ট করিয়াছিলেন, আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই যে তিনি ওরূপ করিবেন"

"তিনি তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া চামেলী বলিল "চল, আমি একবার তাহা দেখিয়া আসিব। প্রকৃতই যদি চিত্র সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে কাল-ই তাহা প্রাসাদে আনিব"

ইন্দ্রনাথ বলিল "কুমার যদি আসিয়া পড়েন ? তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার মোটেই ইচ্ছা নাই"

"কেন ?"

ইন্দ্রনাথ সেদিনকার ঘটনা সমস্ত বলিল, চামেলী শুনিয়া কিছু বলিল না, সুরথলাল যে তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছে তাহা মনে করিয়া তাহার ওষ্ঠপুটে অবজ্ঞার হাসি দেখা দিল।

ইন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল "তিনি এইমাত্র এখান হইতে গিয়াছেন না?"

চামেলী বলিল "হাঁ, তুমি গাড়ী ঠিক্ করিতে বল, আমি এখন-ই সেখানে যাইব।"

আধ ঘণ্টার ভিতর চামেলীর গাড়ী ধুরন্ধররের গাড়ী বারান্দার ভিতর গিয়া দাঁড়াইল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে নামাইয়া চিত্রশালার ভিতর লইয়া গেল। রাজার ছবি আবার পূর্ব্ববৎ দেখিয়া চামেলী প্রীত হইল বটে, কিন্তু যে সাক্ষাৎ-কল্পনার উল্লাস বহন করিয়া সে এখানে আসিয়াছিল, তাহা তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে লাগিল, তাহার চক্ষে আনন্দের আভা ম্লান হইয়া গেল, খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া শুষ্ক মুখে চামেলী বলিল "চল এখন ফিরিয়া যাওয়া যাক্"

ইন্দ্রনাথ জানালার কাছে দাঁড়াইয়া শীষ দিতে ছিল, চামেলীর মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল "বাঃ দেখে যান্ কি সুন্দর একখানা ষ্টীমার"

চামেলীর মন খুব সহজেই আকর্ষিত হইত, ইন্দ্রনাথের কথা শুনিয়া চামেলী অগ্রসর হইয়া বলিল "কোন্টা?"

ইন্দ্রনাথ তাহাকে সমুদ্রের ধারে শ্রীপুরের ষ্টীমার খানা দেখাইয়া বলিল "ঐ যে ঐটা, কি সুন্দর? ঠিক্ যেন আমাদের শ্রীপুরের ষ্টীমারটা"

চামেলী জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বলিল "তাইত!"

"চলুন না বাহিরে গিয়া দেখিয়া আসি"

চামেলী তৎক্ষণাৎ বলিল "চল"

নিকটে গিয়া ইন্দ্রনাথ বলিল "আজ এই জ্যোৎস্না রাত্রিতে এই ষ্টীমারে সমুদ্রে একটু বেড়াইতে পারিলে বেশ্ আমোদ হয়"

চামেলী তাহার প্রস্তাবে প্রীত হইয়া বলিল "বেশ ত, তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর না ওরা ভাড়া দিতে রাজি কি না"

ইন্দ্রনাথ ষ্টীমারের লোকদের ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা তাহাদের সম্মতি জানাইল। চামেলী উৎফুল্ল হইয়া তখন-ই ষ্টীমারে উঠিল। তাহার হৃদয়ের ভিতর যে একটা গুরুভার বেদনা ছাইয়া আসিতেছিল, তাহাকে সে নব কৌতুকের আনন্দের ভিতর নিমগ্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ চামেলীর মনোভাব পাঠ্য গ্রন্থের মত অধ্যয়ন করিয়াছিল, তাহার অন্তরের ভিতরে যে সুকুমার বালিকা-বৃত্তি সুপ্ত হইয়া ছিল, তাহাকে সে জাগাইয়া তুলিবার জন্য চারিদিক হইতে সহস্র প্রকার আয়োজন করিয়াছিল। চামেলী উপরে উঠিয়া পুষ্পিত লতা-ভূষিত কুঞ্জের ভিতর প্রবেশ করিয়া কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, ও যে ষ্টীমার খানি সাজাইয়াছে তাহাকে বারংবার প্রশংসা করিতে লাগিল।

চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া চামেলী বলিল "এ ষ্টীমারটির নাম কি?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "কমলা"

চামেলী হাসিয়া বলিল "আমি ইহার "কবি-কুটীর" নাম রাখিলাম। দেখ, ইহার প্রত্যেকটি অংশ কেমন কবিজনোচিত রুচির দ্বারা সজ্জিত"

ইন্দ্রনাথ হাসিল।

চামেলী বলিল "আচ্ছা, ষ্টীমার এখন ছাড়া যায় না?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "যায় বৈ কি?"

"তবে ছাড়িতে বল না, আমরা বেশ্ একটু বেড়াইয়া আসি"

ইন্দ্রনাথ ষ্টীমার ছাড়িবার সঙ্কেত করিল। আকাশে তখন পূর্ণিমার চাঁদ হাসিতেছিল, তরঙ্গিত জলরাশি গলিত রৌপ্যের মত জ্যোৎস্নায় দীপ্তিময় দেখাইতেছিল, চামেলী তাহার সুসজ্জিত কক্ষটি ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, সমুদ্র হইতে অবাধ বায়ুর স্রোত তাহার সর্ব্বাঙ্গে আসিয়া লাগিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে একটা অপরূপ স্নিগ্ধতা, একটা মধুর

শীতলতা, একটা নিবিড় বিশ্রাম তাহার হৃদয়ে বিস্তৃত হইতে লাগিল। নিশ্বাস ছাড়িয়া চামেলী বলিল, "আঃ! বাঁচলাম! কি ঠাণ্ডা এখানে, কি শান্তি!"

সম্মুখে তরঙ্গ ভঙ্গে এলায়িত বিস্তৃত জলরাশির দিকে চাহিয়া ইন্দ্রনাথ খানিকটা আপন মনে বলিল "এমনি একটি বিশাল অন্তঃকরণ, এমনি একটি লোকাতীত সৌন্দর্য্য,—এমনি একটি অনির্ব্বচনীয় বিরাম—মানুষ কি কখনও লাভ করিতে পারে না?"

চামেলী ইন্দ্রনাথের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে-ই মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে চামেলী বলিল "ষ্টীমারটা মাঝখানে নেওয়া যাইবে না?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "নিশ্চয়-ই"

"তবে তুমি ওদের নিতে বল"

"বলিতেছি" বলিয়া ইন্দ্রনাথ নীচে নামিয়া গেল।

চামেলী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী জ্যোৎস্না-প্লাবিত ডেকের উপর দাঁড়াইয়া রহিল, ক্রমে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইতে লাগিল, ডেক্ ছাড়িয়া সে তাহার শয়ন-কক্ষে ফিরিয়া আসিল।

এ ঘরখানা আরেকটু বেশী সাজানো, আরেকটু বেশী নিপুণত্ব তাহাতে প্রকাশিত। ঘরের গায় নানা রকম ছবি, ও গৃহসজ্জার নানা রকম বহুমূল্য আসবাব। মেঝেতে কার্পেট বিছানো, জানালা গুলি শুভ্র ড্রেপারিতে অর্দ্ধাচ্ছন্ন। এক দিকে একটা মর্ম্মর পাথরের টেবিল, লিখিবার উপকরণগুলি তাহার উপর উজ্জ্বল দেখাইতেছে; নিপুণ-গঠন লাল নীল মখমলের শোভন আকৃতি চেয়ারগুলি ও একখানা ইজি-চেয়ার তাহার চারিদিকে সাজানো, অন্য দিকে একটা কারুকার্য্যময় হোয়াটনট্, তাহাতে বিচিত্র বর্ণের বইগুলির উপরে সোনার অক্ষরগুলি

ঝলমল করিতেছে, টেবিলের উপর ফুলের তোড়া হইতে একটা মধুর গন্ধ চারিদিকে নিঃসৃত হইতেছে। চামেলী হোয়াটনটের কাছে দাঁড়াইয়া কয়েকটা বই'র নাম পড়িল, তারপর একখানা বই টানিয়া বাহির করিয়া বলিল "বাঃ! সে দিন এই বইগুলি পড়িবার জন্য আমি কত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিলাম কিন্তু লাইব্রেরীতে এই বই এখনও আসিয়া পঁহুছায় নাই"

চামেলী প্রফুল্ল মনে একটী বই লইয়া কাউচের উপর শুইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল, ঘণ্টা খানেক না যাইতে যাইতে সে গভীর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া পড়িল।

(১৬)

প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা চামেলী ঘুমাইল, যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল তখন মধ্য রাত্রি। ঘুম ভাঙ্গিয়া চারিদিকে চাহিয়া চামেলী অত্যন্ত বিস্মিত হইল,একি! এ কোথায় সে শুইয়া আছে? দুই হাতে চোক রগড়াইয়া কাউচ ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পায়ের নীচে ষ্টীমারের মৃদুগতি ঈষৎ অনুভূত হইল ও বাহির হইতে জলের ছল্‌ছল্ শব্দ তাহার কাণে আসিতে লাগিল।

উদ্বিগ্ন হইয়া চামেলী বাহিরে মুখ বাড়াইল, চারিদিকে জল ঝিকিমিকি করিতেছে, কল্‌কল্ করিতেছে, ছল্‌ছল্ করিতেছে। তীরের রেখা কোথায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর শুধু মৌক্তিকাভ জল, তরঙ্গে তরঙ্গে ফেণিল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়া আবার ছড়াইয়া পড়িতেছে।

চামেলী ভীত হইল, খানিকটা উৎকণ্ঠিতও হইল, তখন সে কক্ষ ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া ডাকিল "ইন্দ্রনাথ"

নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ইন্দ্রনাথ তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, চামেলী বলিল "একি? ষ্টীমার কোথায়?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "ঠিক্ বলিতে পারি না"

"তোমরা ষ্টীমার ফেরাও নাই ?"

"না"

"কি ভয়ানক ! রাত এখন ক'টা ?"

"বারটা"

"বারটা ?"

"হাঁ"

"কি রকম দুঃসাহসী লোক তুমি! ফেরাও, এখনি ষ্টীমার ফেরাও, তিলার্দ্ধ দেরী করিও না"

"এখন ফিরানো অসম্ভব !"

কুপিত হইয়া চামেলী বলিল "অসম্ভব ? জানি না তুমি কোন স্পর্দ্ধায় এরূপ কথা বলিতেছ! ইন্দ্রনাথ, তোমাকে আমি ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছিলাম, প্রভু নিযুক্ত করি নাই! কি সাহসে তুমি আমার কথা অমান্য করিতেছ ?" ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল, বৰ্দ্ধিত ক্রোধে চামেলী বলিল "আমার কথার উত্তর দাও, কোন্ সাহসে তুমি আমার উপর তোমার কর্ত্তৃত্ব চালাইতেছ !'

ইন্দ্রনাথ বলিল "আপনার উপর আমি কোনও কর্ত্তৃত্ব করি নাই, আমি শুধু মৃত মহারাজের কথা রাখিয়াছি।"

"তুমি উন্মাদ, বাতিকগ্রস্ত ! মহারাজ তোমায় কি বলিয়াছিলেন ?"

"তাহা আমি এখন আপনার কাছে বলিতে পারিব না"

"তোমাকে অনেকবার এ কথা বলিতে শুনিয়াছি, আমি আর ওসব শুনিতে চাই না, মহারাজ তাঁহার কন্যাকে তাঁহার সহিসের তাঁবেদারীতে রাখিয়া যান নাই"

রাগে চামেলী কাঁপিতে লাগিল ও তাহার মুখ রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিল। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "ষ্টীমার কোথায় যাইতেছে ?"

ইন্দ্রনাথ একটু থামিয়া বলিল "শ্রীপুর"

ললাটের উপর ভ্রূ তুলিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ে চামেলী বলিল "শ্রীপুর" ?

"হাঁ"

"জিজ্ঞাসা করি কিসের জন্য ?"

"আমি আপনার বিপদ দেখিতেছিলাম"

বিদ্রূপের স্বরে চামেলী বলিল, "জ্যোতিষ শাস্ত্র আবার কবে হইতে পড়া হইতেছে ? কি বিপদ দেখিতেছিলে তুমি ?"

"কুমার সুরথলালের সঙ্গে আপনি মান্দ্রাজ যাইবার কথা ঠিক্ করিয়াছিলেন। আপনি তাঁহাকে ভুল বুঝিতেছেন, আপনি যাহা মনে করেন, তিনি তাহা নন"

চামেলী গভীর ক্রোধে রক্তিমবর্ণ হইয়া বলিল "আমি কোথায় যাইব না যাইব তাহাতে তোমার কি দরকার! যাহারা কথা বলিবার উপযুক্ত নয়, তাহাদের পার্শ্বচর হইতে দিলে তাহার এই রকম ফল-ই হইয়া থাকে! যে মৃত মহারাজের নাম লইয়া তুমি এই সব আচরণ গ্রহণ করিয়াছ, জানি না তিনি এ ঘটনা দেখিলে কি বলিতেন!"

"তিনি ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা সন্তোষ প্রকাশ করিতেন" বলিয়া গম্ভীর মুখে ইন্দ্রনাথ সেখান হইতে চলিয়া গেল, চামেলী ঘরের ভিতর গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। সে ভাবিতে লাগিল, রাত্রি প্রভাতে কুমার সুরথলাল যখন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবে এবং দেখিবে সে নাই, এবং তাহার লোকজন যখন কেহ-ই বলিতে পারিবে না যে সে কোথায় গিয়াছে, তখন কি ইন্দ্রনাথের সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া উচ্চারিত হইবে না ? আর, তাহা ছাড়া রাণী বিলাসকামিনীই বা কি বলিবেন ? ধিক্কারে, লজ্জায়, ক্ষোভে অধীর হইয়া চামেলী নিরুপায় ভাবে কাঁদিয়া বিছানা ভাসাইতে লাগিল।

খানিকক্ষণ পরে ইন্দ্রনাথ আবার আসিল, বলিল, "খাবার তৈরি"

ক্রুদ্ধস্বরে চামেলী বলিল "তোমার মত বিশ্বাসঘাতকের হাতে আমি খাদ্য গ্রহণ করিব না"

আহত হইয়া ইন্দ্রনাথ বলিল "আপনি সমস্ত কথা জানেন না বলিয়া-ই এরূপ বলিতেছেন, জানিলে কখন ও বলিতেন না"

"কী সে গোপনীয় কথা এখন-ই আমায় বল! আমি তোমার হেঁয়ালি আর শুনিতে পারি না"

ইন্দ্রনাথের হৃদয় বেদনায় স্পন্দিত হইতে লাগিল, সে বলিল "একান্ত-ই যদি আপনি শুনিতে চান তবে শুনুন, আমি বলিতেছি। যিনি আপনার পিতা, তাঁহাকে 'পিতা' বলিয়া ডাকিবার আমার অধিকার আছে, এবং যদি ও আমরা এক মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করি নাই, তবু ও আপনি আমার কনিষ্ঠা ভগিনী"

চামেলী ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সমস্ত অদ্ভুত আচরণের অর্থ, মৃত রাজার সহিত তাহার আকৃতির অভ্রান্ত সৌসাদৃশ্য, তাহার জ্ঞান-গরিষ্ঠ প্রকৃতি, তাহার প্রবল শিক্ষানুরাগ, তাহার মেধা, তাহার বুদ্ধি, তাহার বিদ্যা—সমস্ত দিক্ হইতে তাহার সমস্ত প্রকৃতি—প্রহেলিকার মত যাহা এপর্য্যন্ত শুধু বিস্ময়-ই উৎপাদন করিয়াছে—তাহার সুসঙ্গত অর্থটি তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মনে একটা কোমলতার সঞ্চার হইল, এক পিতার সন্তান হইয়া যে সে রাজ্য ভোগ করিতেছে ও ইন্দ্রনাথ ঘৃণ্য ব্যবসায় কঠোরতার দ্বারা আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, এই দীর্ঘায়ত বলিষ্ঠ দেহ—যাহা প্রাসাদের একজন নিম্নতম ভৃত্যের কাজ প্রত্যহ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে—তাহা তাহার পিতার-ই প্রতিকৃতি, তাহাতে তাহার পিতৃশোণিত প্রবাহিত—তাহা মনে করিয়া তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া

আসিতে লাগিল, অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চামেলী বলিল "তোমার জন্য আমার অত্যন্ত কষ্ট হইতেছে ইন্দ্রনাথ, কিন্তু তোমার এ কথা আমায় বলা অপেক্ষা না বলাই ভাল ছিল"

ইন্দ্রনাথ বলিল "আমি ত স্বেচ্ছায় বলি নাই"

চামেলী ভ্রুভঙ্গী করিয়া ভাবিতে লাগিল, তারপর বলিল, "তুমি সব উল্টাইয়া দিলে; কিন্তু অবশ্য ইহা তুমি বিস্মৃত হইবে না যে ইহার দ্বারা তুমি আমার উপর কোন ও অধিকার স্থাপন করিতে পার না। সমাজের ভিতর আমি তোমায় কি করিয়া স্বীকার করিব"?

"কিন্তু সমাজ হইতে হৃদয়ের স্থান উচ্চে, এবং সমাজ যে অধিকার দিতে পারে না স্নেহ তাহা পারে"

চামেলী ভ্রুকুটি করিল, তাহার গর্ব্বে আঘাত লাগিল। ইন্দ্রনাথ বলিল "আমি যাহা করিয়াছি তাহা আপনার-ই মঙ্গলের জন্য। মহারাজ যদি আমাকে শপথে আবদ্ধ না ও করিতেন তবু ও আমি করিতাম—কারণ পৃথিবীতে এই একমাত্র আত্মীয়ের মুখ আমি দেখিতেছি!"

খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়ে-ই চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে চামেলী বলিল "তোমার সঙ্গে এই সম্বন্ধ আমি স্বীকার করিতে পারি না ইন্দ্রনাথ! তুমিই ভাবিয়া দেখ এরূপ সম্পর্ক থাকার চেয়ে না থাকা ভাল"

ইন্দ্রনাথ ব্যথিত মনে চুপ করিয়া রহিল, যে অদৃশ্য পথটির অনুসন্ধানে সে আপনার জীবনের সমস্ত আনন্দকে পণ রাখিয়াছিল, তাহার কাছে আসিয়াও যে সে স্খলিত হইয়া পড়িল, তাহার নিরাশ বেদনায় তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

চামেলী বলিল "আশা করি একথা তুমি কাহার ও কাছে প্রকাশ কর নাই"

ইন্দ্রনাথ বলিল "না"

"তোমার যদি কোনও বিবেচনা থাকে তবে ভবিষ্যতেও বলিবে না"

"সম্ভবতঃ না"

"তুমি যদি মনে করিয়া থাক যে একথা আমাকে জানাইলে পর আমি তোমার এই সমস্ত অনধিকারচর্চ্চা ক্ষমা করিব, তাহা হইলে তুমি ভুল বুঝিয়াছ ইন্দ্রনাথ! আমি আগেই বলিয়াছি তোমার সহিত এরূপ সম্পর্ক আমি কখনও স্বীকার করিতে পারিব না! জানি না তোমাকে লইয়া আমি এখন কি করিব!"

ইন্দ্রনাথ চুপ করিয়া রহিল। চামেলী বলিল "তোমার ও আমার মধ্যে যে একটি মাত্র পথ খোলা আছে তাহা আমি তোমায় দেখাইয়া দিতে পারি কিন্তু তুমি হয়ত তাহা অস্বীকার করিবে"

কম্পিত হৃদয়ে ইন্দ্রনাথ বলিল "কি তাহা?"

"তোমার শ্রীপুর ত্যাগ"

রুদ্ধ শ্বাসে ইন্দ্রনাথ বলিয়া উঠিল "অসম্ভব!"

অবজ্ঞায় অধর কুঞ্চিত করিয়া চামেলী বলিল, "তাহা আমি আগে-ই জানি! 'আত্মদান' 'আত্মোৎসর্গ' কথাগুলি বক্তৃতায়-ই শোভা পায়, কাজের বেলায় সেগুলি আলাদা জিনিষ হয়"

ইন্দ্রনাথ তাহার হৃদয়ের ভিতর একটা কঠিন আঘাত অনুভব করিল, নতনেত্রে সে দাঁড়াইয়া রহিল। চামেলী বলিল "সে যাহা হউক, এ সব কথা কখনও তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর করিবে না। তুমি বলিয়া থাক যে আমার মঙ্গলের জন্য তুমি জীবন বিসর্জ্জন করিতে পার—সে কথা যদি সত্য হয় তবে আশা করি এ বিষয় তোমাকে আমার দ্বিতীয়বার অনুরোধ করিতে হইবে না"

ইন্দ্রনাথ বলিল "তুমি রাণী বলিয়া আমি তোমাকে খুসী করিতে চাই নাই চামেলি! তোমার নিকট হইতে কোনও রূপ স্বচ্ছন্দতার

আশা করিয়াও আমি তোমার পিছনে দাঁড়াই নাই, তোমার আমার মধ্যে যে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে—তাহাই আমাকে তোমার কাছে আকর্ষণ করিয়াছে এবং করিবেও। তুমি আমার ছোট বোন—পৃথিবীর মধ্যে আমার একমাত্র আত্মীয়—আমায় একবার তোমার নাম ধরিয়া ডাকিতে দাও, ছেলেবেলায় যখন তোমাকে কাঁধে চড়াইয়া বেড়াইয়াছি, তখনকার মত নির্ম্মল স্বচ্ছ স্নেহে বলিতে দাও, চামেলী, আমি তোমার ভাই, বিপদে সঙ্কটে দুঃখে আমি তোমায় রক্ষা করিব"

ইন্দ্রনাথকে 'তুমি' করিয়া বলিতে শুনিয়া চামেলী অপমান বোধে রাগিয়া উঠিয়া বলিল "থাম ইন্দ্রনাথ থাম! তুমি কি বলিতেছ তাহা ভাবিয়া দেখ। তোমার মত বাতিকগ্রস্ত লোকের সঙ্গে আমি কোনও কারবার রাখিতে চাই না! আমি তোমায় স্পষ্ট বলিয়া দিতেছি যে এই রকম কথা ফের্ যদি আমি তোমার মুখে শুনি, তবে তোমাকে আমার কাজ হইতে বরখাস্ত করিব"

ইন্দ্রনাথ কিছু বলিল না, ব্যথিত ভারগ্রস্ত হৃদয়ে সেখান হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(১৭)

ইন্দ্রনাথ রাণীর আগমন সংবাদ আগেই শ্রীপুরে পাঠাইয়াছিল, ষ্টীমার তীরে লাগিতেই উদ্‌গ্রীব প্রজাপুঞ্জ আনন্দের উচ্ছ্বসিত কোলাহলে চামেলীকে মহা সমারোহে প্রাসাদে লইয়া গেল, শ্রীপুরের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত তাহার তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

প্রজাপুঞ্জের এই অকৃত্রিম অনুরাগ ও সরল শ্রদ্ধার ভিতর চামেলী একটা অভূতপূর্ব্ব সান্ত্বনার আস্বাদ পাইতে লাগিল, তাহার দ্বন্দ-ক্লান্ত হৃদয় বিরামের স্নিগ্ধ শান্তিতে জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য যে সে সুরথলাল হইতে দূরে থাকিতে পারিবে,

কিছু দিনের জন্য যে তাহার অভিযোগ ও অনুযোগ হইতে রক্ষা পাইবে, তাহা মনে করিয়া সে হৃদয়ের ভিতর একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথের উপর তাহার রাগ পড়িয়া গেল।

পরের দিন চামেলী রাণী বিলাসকামিনী ও সুরথলালের কাছে এই মর্ম্মে দুখানা চিঠি লিখিয়া দিল যে সে প্রজাদের আবেদন শুনিতে কয়েকদিনের জন্য শ্রীপুরে আসিয়াছে, আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে তাঁহাদের বলিয়া আসিতে পারে নাই।

চিঠি পাইয়া সুরথলাল শ্রীপুর যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

শ্রীপুরে আসিয়া ইন্দ্রনাথ ময়নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেল। এই দুর্ভাগিনী বালিকার জন্য তাহার হৃদয় করুণায় দ্রব হইয়া যাইতে লাগিল ; সে শুধু ভাবিতে লাগিল একই পাপের জন্য কেন একজন দুর্দ্দশার নিম্নতম গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইবে ও অপর জন বিশিষ্ট সমাজের মধ্যে থাকিয়া গৌরব ভোগ করিবে ; যে দুর্ব্বল তাহার-ই উপর সমস্ত বোঝা চাপাইয়া দিয়া, যে সবল তাহাকে কেন মুক্তি দান করা যাইবে ! ইন্দ্রনাথের হৃদয় এই ঘোর স্বার্থপর বিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। ছেলেবেলা হইতে ইন্দ্রনাথ ময়নাকে চিনিত, এই সলজ্জ-প্রকৃতি শান্ত ভীরু বালিকা—যে শুধু মূঢ়তার বশেই পদগৌরবের ও শ্রেষ্ঠত্বের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আপনার সম্ভ্রমের ব্যূহ হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহার সেই সরল অনভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া যে তাহাকে পাপের গভীরতম পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়াছে, সে নির্ম্মল বেশে সমাজের শিরোভূষণ হইয়া কেন শোভা পাইবে আর অজ্ঞান নিরক্ষর বালিকা তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ভারে দিন দিন কেন দুর্দ্দশার অতলের ভিতর নামিতে থাকিবে—ইন্দ্রনাথ ইহা যতই ভাবিতে

লাগিল ততই কুমার সুরথলালের প্রতি তাহার হৃদয় তিক্ত বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথের নিকট কুমার সুরথলাল শ্রীপুর আসিয়াছেন শুনিয়া ময়না একটু ভরসা পাইল। পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া অভাগিনী অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছিল, প্রতিদিন সে শীর্ণ হইতেছিল, প্রতিদিন সে বিবর্ণ হইতেছিল, তাহার বক্ষের শিশু প্রতিদিন মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছিল। ইন্দ্রনাথ তাহাকে দেখিয়া বিচলিত হইয়া বলিল "কুমার এখানে আসিয়াছে, তুমি তাহার সহিত একবার সাক্ষাৎ কর না কেন! অবশ্য সে তাহার ছেলের খরচ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না"

মাথা নাড়িয়া ময়না বলিল "আমি চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিছু হইল না"

"দেখা পাইয়াছিলে?"

"তাহাতে কি হইবে, তিনি আমায় চেনেন বলিয়াই স্বীকার করিলেন না! এই এক বৎসর আগে তিনি আমাকে বিবাহ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন"

ইন্দ্রনাথ ক্রোধে অধর দংশন করিল, ময়না বলিল "পৃথিবীতে আমার এখন দাঁড়াইবার একটু স্থান নাই, এই শিশু সন্তান লইয়া আমি কোথায় যাইব?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "আমি তোমার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিব, তুমি ভাবিয়ো না। কিন্তু কি ভয়ানক লোক! তোমায় চেনে বলিয়া স্বীকার করিল না? আমি এতটা কখনও ভাবি নাই ময়না!"

ময়না নীরবে অশ্রুমোচন করিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ বলিল "আমি কুমারকে তোমাকে চিনিতে বাধ্য করিব, আমি তাহাকে ছাড়িয়া দিব না"

ভীত হইয়া ময়না ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "না না

ইন্দ্রনাথ, ওসব কিছু করিয়ো না, আমাকে দুঃখের উপর দুঃখ দিয়ো না। জোর করিয়া চিনাইয়া কি লাভ হইবে, সে চেনা তুমি কতক্ষণ রাখিতে পারিবে? আমার অদৃষ্ট! নহিলে কেন আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া নিজের সর্ব্বনাশ করিলাম!"

ময়না ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। ইন্দ্রনাথ ও ময়না যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেটা নদীর ধারে একটা খোলা জায়গা, ময়নাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাহার কোলের ছেলে কাঁদিয়া ওঠাতে ইন্দ্রনাথ তাহাকে শান্ত করিতেছিল, এমন সময় সুরথলাল ও চামেলী বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িল। ময়না ও ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া সুরথলাল চামেলীকে একটা ইঙ্গিত করিল, চামেলী বাহিরে তাহা স্বীকার করিলেও মনের ভিতর করিল না।

দুই পক্ষ যখন কাছাকাছি হইল তখন সুরথলাল ময়নাকে ও তাহার কোলের কঙ্কালসার শিশুকে দেখাইয়া ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিল "আহা, এরা কারা ইন্দ্রনাথ?"

ইন্দ্রনাথের রক্ত গরম হইয়া উঠিতে লাগিল, ইন্দ্রনাথ বলিল "আমার চেয়ে আপনি সে কথা ভাল বলিতে পারিবেন"

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া সুরথলাল বলিলেন "কৈ, না! আমিত ইহাদের কখনও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না"

চামেলীর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া ইন্দ্রনাথ তাহার তীব্র উত্তর সম্বরণ করিয়া গেল। সুরথলাল তাঁহার মানিব্যাগ বাহির করিয়া ময়নার হাতে কিছু দিতে গেল, ময়না অবজ্ঞার সহিত সরিয়া দাঁড়াইল, তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিতে লাগিল।

চামেলী বলিল "হয়ত এ ভিক্ষুক নয়, ভিক্ষা নিতে তাই কুণ্ঠা বোধ করিতেছে"

আবার তাহারা চলিতে আরম্ভ করিল, সুরথলাল হাসিতে হাসিতে বলিল "আমায় কি বেয়াকুফ-ই বানাইয়া দিয়াছে!"

(১৮)

সেদিন সন্ধ্যাবেলা ইন্দ্রনাথ চামেলীর কাছে কথাটা পাড়িয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিল। একথা সেকথার পর ময়নার কথা সে তুলিল, চামেলী বলিল, "বাস্তবিক, স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় পড়িয়াছে। তা, ভিক্ষা নিল না কেন?"

ইন্দ্রনাথ বলিল "অনভ্যস্ত বিষয়ে সহজেই লজ্জা হয়"

"কে ও?"

"শ্রীপুরের-ই একজন প্রজা"

"ভদ্রঘরের মেয়ের মত বোধ হইল যেন! ওর বাপ মা আছে?"

"আছে"

"তবে এমন অবস্থা কেন?"

"সমাজ ত্যাগ করিলে বাপ মা রাখিতে পারে না"

"আমি এসব মোটেই দেখিতে পারি না, ওকে দেখিয়া অবধি আমার মন ভারী খারাপ লাগিতেছে"

ইন্দ্রনাথ সুযোগ পাইল, ময়নার সমস্ত কাহিনী সে তাহার গভীর সহানুভূতির ওজস্বীতায় উজ্জ্বল করিয়া চামেলীর চোখের কাছে চিত্রিত করিতে লাগিল, তাহার নিষ্কলঙ্ক কুমারী জীবন হইতে আজিকার দিন পর্য্যন্ত, একটি কথাও সে বাদ দিল না, শুধু সুরথলালের নাম গোপন রাখিল।

চামেলী চুপ করিয়া রহিল, এরূপ প্রসঙ্গ তাহার কাছে উত্থাপন করিয়া ইন্দ্রনাথ যে শুধু অসঙ্গত মূঢ়তার পরিচয় দিতেছে তাহা তাহার ভ্রূভঙ্গি হইতে প্রকাশ পাইতে লাগিল কিন্তু ইন্দ্রনাথ তাহাতে দমিল না,

সে বলিল "সেই শিক্ষিত সভ্য বড় লোকটিকে আমি চিনি, আমি তাহার নাম আজ আপনাকে বলিব—তিনি কুমার সুরথলাল।"

চামেলীর মুখমণ্ডল রক্তরঞ্জিত হইয়া উঠিল। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ স্বরে সে বলিল "কি সাহসে এরূপ কথা তুমি আমার কাছে বলিতেছ! আমি অনেকবার তোমার ধৃষ্টতা সহ্য করিয়াছি কিন্তু আজ আর করিবনা। তোমাকে আমার কাজ হইতে আমি বরখাস্ত করিলাম।"

চামেলী এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেল। ইন্দ্রনাথকে সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না একটা বিভীষিকার মত সে সর্ব্বদাই তাহার চারিদিকে জাগিতেছিল, একটা দুঃস্বপ্নের মত সে সর্ব্বদা তাহাকে পীড়া দিতেছিল, কণ্টকের মত প্রতিপদে সে তাহার পায়ে বিদ্ধ হইতেছিল, চামেলী আপনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য ও স্বাধীনতা লইয়া এই স্পর্দ্ধিত জ্ঞাননিষ্ঠ নীতিবেদের নিকট সঙ্কুচিত হইয়া যাইতেছিল, আজ তাহাকে চলিয়া যাইবার হুকুম দিয়া সে মনে মনে একটা উল্লাস বোধ করিতে লাগিল।

ইন্দ্রনাথ কিছু বলিল না, নীরবে চামেলীকে অভিবাদন করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

(১৯)

ইন্দ্রনাথের জননী জাত্যংশে হীন ছিলেন বলিয়া রাজা প্রকাশ্যে তাহার পাণিগ্রহণ করেন নাই, রেজেষ্টরীর লাল খাতাখানা ছাড়া সে বিবাহে অপর কেহ সাক্ষী ছিলনা। ইহার পর রূপ-মুগ্ধ রাজা অন্য এক রমণীকে লইয়া শ্রীপুরে যখন ফিরিয়া আসিলেন তখন তিনি-ই রাণী বলিয়া পরিচিত হইলেন, ইন্দ্রনাথের মাতা পিতৃগৃহে কিছুকাল দিন যাপন করিয়া অবশেষে শিশু ইন্দ্রনাথকে রাখিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন, রাজা মাতৃ-পরিত্যক্ত বালককে পালন করিবার জন্য শ্রীপুরে লইয়া আসিলেন।

মরিবার সময় রাজা ইন্দ্রনাথকে সেই রেজেষ্টরী পত্র ও তাহার

নামীয় অন্যান্য কাগজ যখন দিয়াছিলেন, তখন নায়েব মহাশয়কে তাহা দেখাইয়া যথাযথ তাহা পালন করিতে আদেশ দিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু নায়েব মহাশয় এই অদ্ভুত-চরিত্র যুবকটিকে আদৌ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারিতেন না, ইন্দ্রনাথ রাজা হইলে তাঁহাকে যে তাহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে ইহা তিনি একান্ত অসহনীয় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, এবং সমস্ত ব্যাপারটিকে নিঃশব্দে পরিপাক করিয়া ফেলিতে কোনও দ্বিধা বোধ করিলেন না। ইন্দ্রনাথ তাহা বুঝিতে পারিল, বুঝিয়া মনে মনে হাসিল।

কিন্তু আজ তাহার দিন আসিয়াছে! যে অনাগত ভবিষ্যৎটিকে সে এতদিন স্নেহাতুর বৃহৎ পক্ষিণীর মত বসিয়া তাপ দিতেছিল, আজ তাহার ফুটিবার সময় হইয়াছে, ইন্দ্রনাথ তাহার অজ্ঞাতবাসের নিভৃত কোণ ত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টতার সমস্ত খড়কুটা ঝাড়িয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ও তাহার দৃঢ় সঙ্কল্পের কঠিন চক্ষুদ্বারা আসন্নপ্রায় ক্ষণটিকে আঘাত করিয়া বিদীর্ণ করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।

চামেলীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া ইন্দ্রনাথ বরাবর নায়েব মহাশয়ের নিকট গেল। নায়েব মহাশয় তাহাকে দেখিয়া একটুখানি তটস্থ হইলেন, ইন্দ্রনাথ কোনও আড়ম্বর না করিয়া তাহার উদ্দেশ্য তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিল। চতুর নায়েব দেখিলেন যে এখন তাহাকে অস্বীকার করা কিছুতেই চলিবে না, সুতরাং ইন্দ্রনাথের স্বপদ গ্রহণের প্রস্তাবে প্রচুর উৎসাহ ও উল্লাস প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে কবে তাঁহাদের সেই শুভদিন কাছে আসিবে এবং তাহার জন্য তিনি কি করিতে পারেন।

ইন্দ্রনাথ বলিল "কল্যকার ভিতর-ই সমস্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু আপনি যাহা মনে করিতেছেন সম্প্রতি সে রকম কিছু হইবে না। আমি আপনাকে একটা বিশেষ কাজের ভার দিতে আসিয়াছি। এই

সংবাদ এখন বাহিরে প্রকাশ করিবেন না, শুধু শ্রীপুরের প্রজাদের ভিতর হইতে এই দশ জনকে (এই খানে ইন্দ্রনাথ তাহাদের নাম করিল) আপনি আমার নাম করিয়া এই সংবাদ জানাইবেন, এবং কাল সকালে তাহাদের লইয়া প্রাসাদের কাছে অপেক্ষা করিবেন। কিন্তু মনে রাখিবেন, আমার ইঙ্গিত না পাওয়া পর্য্যন্ত একজনও ভিতরে প্রবেশ করিবেন না। এই নিন আমার মাতার বিবাহের পত্র, আমি সঙ্কেত করিলে পর আপনি ইহা লইয়া প্রবেশ করিবেন।”

নায়েব মহাশয় সসম্মানে রেজেষ্টরী গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রনাথকে নমস্কার করিল, ইন্দ্রনাথ প্রতিনমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল। সেদিন রাত্রিতে শ্রীপুরের দরিদ্র পল্লীতে প্রবল ভোজনোৎসব চলিতে লাগিল, এবং সকলের মাঝখান হইতে ইন্দ্রনাথের কৌতুক-উচ্ছ্বসিত হাসির শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরের দিন সকাল বেলা চামেলী একাকী বসিয়াছিল, সুরথলালের সঙ্গে সামান্য একটু কলহের মত হওয়াতে সে দিন আর সে তাহার সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হয় নাই। অবসর বুঝিয়া ইন্দ্রনাথ গিয়া তাহাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল, চামেলী বিরক্ত হইয়া বলিল “আমি তোমার কোনও আবেদন শুনিতে চাই না”

ইন্দ্রনাথ বলিল, “আমি আপনার কাছে কোনও আবেদন করিতে আসি নাই, সে দিনকার সেই দরিদ্র স্ত্রীলোকটি আপনার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছে।”

চামেলী তাহার সৌজন্যের অনুরোধে ইন্দ্রনাথের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, বলিল, “আচ্ছা, তাহাকে লইয়া এস”

ইন্দ্রনাথ গিয়া পুত্রসহ ময়নাকে লইয়া আসিল। ময়নার সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ সুরথলালের কথা চামেলীকে যাহা বলিয়াছিল, তাহা চামেলী

মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে একেবারে অস্বীকার করিতে পারে নাই। আজ হঠাৎ ময়নাকে আসিতে দেখিয়া চামেলী একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল।

ছেলেকে মাটিতে বসাইয়া ময়না চামেলীকে প্রণাম করিল, চামেলী বলিল "কি চাও ?"

ময়না চামেলীর পায়ের কাছে জানু পাতিয়া বসিয়া দুই হাতে তাহার ক্ষুদ্রাকৃতি শীর্ণমূর্ত্তি শিশুকে তাহার দিকে তুলিয়া ধরিল, ঠিক্ সেই মুহূর্ত্তে সুরথলাল কক্ষে প্রবেশ করিলেন। একবার চাহিয়াই সমস্ত ব্যাপারটা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইলেন, কিন্তু তখন আর পিছাইবার পথ নাই ভাবিয়া হাসিয়া বলিলেন "কি চামেলী, অনাথ-আশ্রম খুলিবে নাকি ?"

চামেলী সহসা কিছু বলিয়া উঠিতে পারিল না, সুরথলাল বলিলেন "রাখিবে নাকি এই ছেলেটাকে ? তা ভাল, কারণ "দয়ালুরাই ধন্য, তাঁহারা স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইবেন"

সুরথলাল আবার হাসিতে লাগিলেন, ময়না তাহাকে দেখিয়া সহসা মূর্চ্ছা যাইবার উপক্রম করিল, তাহার হাত হইতে তাহার শিশু পড়িয়া গেল, ইন্দ্রনাথ তাড়াতাড়ি তাহাকে কোলে উঠাইয়া লইয়া একহাতে ময়নাকে ধরিল।

বিস্ময়ের ভাণ করিয়া সুরথলাল বলিলেন "একি ? এ মূর্চ্ছা যায় কেন ?"

রক্তচক্ষে ইন্দ্রনাথ তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিল "সে কথা আপনি নিজেকে জিজ্ঞাসা করুণ, সদুত্তর পাইবেন"

সুরথলাল চামেলীর প্রতি কুপিত কটাক্ষ করিল, চামেলী উঠিয়া দাঁড়াইয়া তীব্রস্বরে ইন্দ্রনাথকে বলিল "এই মুহূর্ত্তে তুমি আমার বাড়ী হইতে চলিয়া যাও, আমি যেন আর কখনও তোমার ছায়াও না দেখি"

ইন্দ্রনাথ চামেলীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল, ও তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল "আমি শুধু একটি সর্ত্তে এই আদেশ পালন করিব— এই বিশ্বাসঘাতক শঠকে আগে এখান হইতে বিতাড়িত করুন।"

ইন্দ্রনাথের কথা সমাপ্ত না হইতেই সুরথলাল ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের মত তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল "কমলাপতি ধুরন্ধরের চিত্রশালার কথা মনে করুন কুমার, এত অল্প দিনেই তাহা ভুলিয়া গেলেন?" পরে চামেলীকে সম্বোধন করিয়া বলিল "আমি আপনাকে আবার বলিতেছি ইহার হস্ত যদি আপনি গ্রহণ করেন তবে সম্বৎসর না যাইতে—আপনার সামনে এই শিশু ও তাহার মাতা যেমন করিয়া অস্বীকৃত হইল তেমনি অস্বীকৃত আপনি হইবেন, যে একজনের কাছে শপথ ভঙ্গ করিয়াছে, সে আরেক জনের কাছেও করিতে কুণ্ঠিত হইবে না।"

চামেলী রাগে কাঁদিবার উপক্রম করিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল "কে আছ এখানে, ইহাকে বাহির করিয়া দাও"

চামেলীর গলা শুনিয়া কয়েকজন ভৃত্য ঘরে প্রবেশ করিল, চামেলী বলিল "এখনই ইহাকে বাহির কর"

যাহারা আসিয়াছিল তাহারা ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, কারণ তাহারা তাহাকে উত্তমরূপে চিনিত, ইন্দ্রনাথের গায়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাহাদের সাহস হইল না।

উত্তেজিত হইয়া চামেলী বলিল "এ বাড়ীতে কি এমন কেহ নাই যে এই লোকটাকে বাহির করিয়া দিতে পারে?"

বাহির হইতে আরও কয়েক জন ভৃত্য তখন দ্রুত ঘরে প্রবেশ করিল, চামেলী তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল "তোমরা ৬।৭ জন আছ, তোমরাও কি ইহাকে বাহির করিয়া দিতে পার না?"

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে এতাবৎ কাল তাহাদের যথেষ্ট সৌহার্দ্দ্য ছিল, পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া তাহারা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল, ইন্দ্রনাথ বলিল "থামিয়া হুকুম করিয়ো চামেলী, আগে আপনার অধিকার বুঝিয়া লও। এ হুকুম আমি তোমায় দিতে পারি, তুমি আমায় পার না! এখন আমি এই শ্রীপুরের বৈধ অধিকারী—রাজা—তুমি কিছু নও"

শূন্য দৃষ্টিতে বিস্তৃত চক্ষে চামেলী ইন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া রহিল, গর্জ্জন করিয়া সুরথলাল বলিলেন "জালিয়াৎ! মিথ্যাবাদী! জুয়াচোর! দ্বিতীয়বার ও কথা বলিলে তোর জিভ্ আমি টানিয়া ছিড়িব"

ইন্দ্রনাথ শান্ত ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু শীষ্ দিল, দুইজন দুইজন করিয়া দলবদ্ধ ভাবে জন কুড়ি লোক ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সুরথলালের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ইন্দ্রনাথ তাহাদিগকে বলিল "ইহাকে ধরিয়া রাখ"

চামেলীর শুষ্ক ওষ্ঠপুট ঈষৎ নড়িল, কিন্তু কোনও শব্দ তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল না। ইন্দ্রনাথকে সে বিশেষরূপে চিনিত, তাহার কথায় অবিশ্বাস করিবার সাহস তাহার ছিল না, সে যাহা বলিতেছে ও সে যাহা করিতেছে তাহা যে কেবল মাত্র একটা খেয়ালের উপরেই করিতেছে না, তাহার পশ্চাতে যে তাহার একটা অখণ্ডনীয় হেতু আছে, সে সম্বন্ধে সে কোনও সন্দেহ করিতে পারিল না, একটা ভয়ানক ভবিষ্যৎ যে আজ তাহার সামনে প্রকাশিত হইতে যাইতেছে, তাহা সে তাহার হৃদয়ের ভিতর অনুভব করিতে লাগিল। কুড়িজনের ভিতর হইতে জন ছয়েক লোক সুরথলালকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া ফেলিল, সুরথলাল তাহাদের লৌহকবলের ভিতর নিরুপায় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইন্দ্রনাথ বলিল "আবার আমি বলিতেছি, এই শ্রীপুরের আমিই প্রকৃত রাজা, যে ইহাতে প্রতিবাদ করিতে পার সে অগ্রসর হও"

গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইতে অন্যান্য লোক আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছিল, ইন্দ্রনাথের কথায় তাহারা সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ইন্দ্রনাথ যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, ঠিক্ তাহার পিছনেই মৃত রাজার যুবা বয়সের বৃহৎ তৈলচিত্র সকাল বেলার মৃদু রৌদ্রের আভা লাগিয়া উজ্জ্বল দেখাইতেছিল, তাহার সহিত, তাহাদের সম্মুখে এই স্ফীতবক্ষ উন্নতশির গম্ভীরমূর্ত্তি যুবককে তাহারা এক করিয়া দেখিতে লাগিল, দুয়ের ভিতর এই অখণ্ডনীয় প্রবল সাদৃশ্যটি তাহাদের সকলের চিন্তাকে একপথে চালিত করিতে লাগিল, নীরবে কৌতুহল-স্পন্দিত হৃদয়ে তাহারা ঘটনার পরিসমাপ্তির অপেক্ষা করিতে লাগিল।

সুরথলাল বিকৃত মুখে বলিলেন "জুয়াচোরের কথায় আমি বিশ্বাস করি না, প্রমাণ না দেখান পর্য্যন্ত কিছু-ই স্থির হইতে পারে না"

ইন্দ্রনাথ বাহিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিল, নায়েব মহাশয়, রাজপুরোহিত ও তাঁহাদের সঙ্গে বহু গণ্য মান্য লোক বৃহৎ হলের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রনাথ নায়েব মহাশয়ের দিকে চাহিয়া বলিল "আজ এই সমবেত সকল লোকের মাঝখানে আপনি আমার পরিচয় দান করুন"

নায়েব মহাশয় নূতন রাজাকে নতজানু হইয়া প্রণাম করিয়া সকলের সম্মুখে রেজেষ্টরী পত্র উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন, চারিদিক হইতে একটা কলরোল উত্থিত হইল, নূতন রাজাকে সকলে শ্রীপুরের চির-আচরিত রাজ-সম্মানের প্রথা দ্বারা সম্মানিত করিল।

হলের ভিতর সমবেত লোক সমূহের উত্তেজনার ভিতর শুধু চামেলী ও সুরথলাল নির্লিপ্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ইন্দ্রনাথ সুরথলালের কাছে আসিয়া বলিল "আপনার আতিথ্য এখানে শেষ হইয়াছে কুমার, আপনি এখন বিদায় গ্রহণ করিতে পারেন, আপনার জিনিস পত্র পশ্চাৎ আমি পাঠাইয়া দিতেছি"

নতশিরে সুরথলাল কিছুমাত্র না কহিয়া বাহির হইয়া গেল, তাহাকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া চামেলী উঠিয়া তাহার অনুসরণ করিতে উদ্যত হইল, ইন্দ্রনাথ চকিতে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল "কোথায় যাও, চামেলী ?"

চামেলী কিছু বলিতে পারিল না, তাহার মনে হইতে লাগিল যেন সে চিরজীবনের জন্য মূক হইয়া গিয়াছে, ইন্দ্রনাথ বলিল "আমি এখন পরিবারের কর্ত্তা—তুমি আমার ছোট বোন, আমার আদেশ অমান্য করিয়া তুমি যাইতে পারিবে না, উহার মুখ আমি তোমাকে আর দেখিতে দিব না"

চামেলীর অবশ পদদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল, ইন্দ্রনাথ তাহাকে ধরিয়া কক্ষান্তরে লইয়া গেল।

(২০)

ইন্দ্রনাথ ডাকিল "চামেলী"

চামেলী কোনও উত্তর দিল না।

ইন্দ্রনাথ বলিল "তুমি আমার উপর চটিয়াছ, কিন্তু আজিকার এই ঘটনার জন্য দায়ী তুমি। সুরথলালকে যদি তুমি দূর করিয়া দিতে তবে আমি সন্তুষ্ট মনে তোমার হাতে সমস্ত দিয়া চলিয়া যাইতাম—আমার পরিচয় আমি ছাড়া পৃথিবীর দ্বিতীয় লোক জানিত না। কিন্তু তুমি আমায় আমার সঙ্কল্পের বাহিরে আনয়ন করিলে !"

মুখ ফিরাইয়া চামেলী বলিল "জানি আমি, বাক্য-বিন্যাসে তুমি অতি সুচতুর"

ইন্দ্রনাথ তাহার বিমুখতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া বলিল "আমি তোমার অগ্রজ, আমার উপর বিদ্বেষ পোষণ করিয়ো না"

"আত্মীয়ের কাজত খুব-ই করিয়াছ, মিছামিছি আর সে প্রসঙ্গ উঠাও কেন !"

"এখন তুমি তাহা বলিবে বটে, কিন্তু তোমার দৃষ্টি থাকিলে তুমি দেখিতে পাইতে যে তোমার জন্য আমি সমস্ত ত্যাগ করিত উদ্যত হইয়াছিলাম!"

"অনুগ্রহ করিয়া তাহা না করিলে-ই আমি সুখী হইতাম"

আঘাত পাইয়া ইন্দ্রনাথ উত্তেজিত হইয়া উঠিল ও খানিকক্ষণ চামেলীর দিকে স্থির চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিল "না—তুমি যখন কিছু রাখিতে দিবে না, তখন আমিও রাখিব না। জান চামেলী তুমি কে?"

একটা দারুণ বিভীষিকায় চামেলীর বুকের রক্ত জমাট হইয়া গেল, চামেলী শূন্য দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, ইন্দ্রনাথ বলিল "এই শ্রীপুর রাজবাড়ীর তুমি কেহ নও—তোমার মাতা আমার পিতার বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না, এখানে তোমার কোনও অধিকার নাই"

মমতাহীন প্রস্তর মূর্ত্তির মতন ইন্দ্রনাথ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া চামেলী উচ্ছ্বসিত বেগে কাঁদিয়া উঠিল।

সহসা দরজার কাছে একজনের ছায়া পড়িল, ইন্দ্রনাথ তাহার দিকে চাহিয়াই লম্ফ দিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিল ও যেখানে চামেলী ভূম্যবলুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতেছিল, তাহাকে সেখানে টানিয়া লইয়া আসিল।

চামেলী মাথা উঠাইল না, কিম্বা মুখ তুলিয়া চাহিল না, ইন্দ্রনাথ হাত ধরিয়া আদর করিয়া তাহাকে উঠাইয়া বলিল "চুপ্, কাঁদিয়ো না, তুমি আমার কেহ না হইলেও আমার জীবনের অর্দ্ধেক, আমার যা কিছু তার অর্দ্ধেক ভাগ তোমার। নির্ব্বোধ মেয়ে! মিথ্যা মরীচিকার পিছনে ছুটিয়া আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যাইতেছিলে—কিন্তু আমি তোমাকে তাহা করিতে দেই নাই। এই লও তাহাকে লও, যাহার স্নেহ গিরিবক্ষ হইতে উৎসারিত নির্ম্মল শীতল স্বচ্ছ ধারাটির মত তোমার জীবন প্লাবিত

করিয়া দিবে, সংসারের এই দূর-বিস্তৃত মাঠের মাঝখানে যাহা ক্ষণিক জ্বলিয়া নিভিয়া যাইবে না"

ইন্দ্রনাথ ধুরন্ধরের হাতের ভিতর চামেলীর হাত স্থাপিত করিল ও তাহাদের উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিল "ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া আমি তোমাদের সংযুক্ত করিয়া দিলাম, তোমরা পরস্পর পরস্পরের জীবনের আলোক স্বরূপ হও, অমৃত স্বরূপ হও, আনন্দস্বরূপ হও, পরস্পর পরস্পরের যোগ্য হও"

চামেলীর চোখের জল থামিয়া গেল, একটা আকস্মিক আনন্দের প্রবল বেগে তাহার হৃদয় নিপীড়িত হইতে লাগিল, ইন্দ্রনাথ ধীরে ঘরের বাহির হইয়া গেল।



শেফালি।

(১)

তার সঙ্গে আমার মোটেই চেনা ছিল না, এমন কি, আমি তাকে কখনও দেখি নি, কিন্তু সে আসিয়াই হাসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আদর করিয়া, সোহাগ করিয়া বলিল "দিদি আমি এসেছি"

সন্ধ্যাবেলা দরজা খুলিয়া দিয়া আমি তখন বসিয়াছিলাম, চাঁদের আলো আসিয়া আমার মুখে চোখে পড়িতেছিল, ধূনো তুলোর চাপের মত সাদা মেঘ নীল আকাশে ভাসিয়া ফিরিতেছিল, বারান্দার সামনে গাছের ছায়া কাঁপিতেছিল, একরাশ হাস্‌নেহানা'র ফুল জানালার কাছে ফুটিয়া ঘরখানা গন্ধময় করিয়া তুলিতেছিল, বাহিরে চাঁপা গাছের ডালে কোথায় একটা দোয়েল অনবরত শীষ দিতেছিল, হঠাৎ দুখানা কুসুম-পেলব বাহু আমার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া মধুর হাস্যে বলিল "দিদি আমি এসেছি"

কে রে মেয়ে! আমি উঠিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। কমনীয়-কান্তি মাধুর্য্য-ললাম সে মুখ খানি; দীপ্ত গৌরবর্ণ, তরঙ্গিত-প্রান্ত সুনির্ম্মল ললাট, পিঠের উপর কুঞ্চিত মুক্ত কেশের অন্ধকার, গলায় সরু এক গাছা হার, হাতে ঢাকাই শাঁখার মিহি চুড়ি, তার পাশে রাঙ্গা রুলি। বিস্ময়ে বিমূঢ় হইয়া আমি তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মেয়েটি আমার সম্ভাষণের কোনো অপেক্ষা না রাখিয়া দিব্য আমার কাছে উপবেশন করিল, আমি বলিলাম "তুমি কে?"

মেঘে তখন চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল, অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় আমি তাহার মুখে একটু ম্লানিমা সঞ্চারিত হইতে দেখিলাম। আমার কাছে আরো ঘেঁষিয়া বসিয়া মেয়েটি বলিল "আমি শেফালি"

আকাশে চাঁদের উপর হইতে মেঘ সরিয়া গেল, গালানো রূপার মত জ্যোৎস্না ঘর দুয়ার সব ভরিয়া দিল, মেয়েটির মুখের দিকে চাহিয়া আমার মনে হইতে লাগিল অপরূপ রূপবতী 'তুলনা নাই' কোন্ এক রাজ কন্যার কথা, আমি বলিলাম "তুমি কোথায় থাক ?"

শেফালি বলিল "আমি এখানে থাক্‌ব"

বা রে মেয়ে ! আমি বলিলাম "এখানে ?"

শেফালি কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল "হ্যাঁ এখানে, তোমার কাছে"

"আমায় তুমি চেন ?"

"খুব"

"কি ক'রে ?"

আমার কথার উত্তর না দিয়া শেফালি বলিল "তা আমি খুব চিনি"

আমার উত্তর সম্বন্ধে হতাশ হইয়া আমি বলিলাম "তুমি কোত্থেকে এলে ?"

"আমাকে কিরণ বাবু কুড়িয়ে এনেছেন"

আমি বিষবৃক্ষ পড়িতেছিলাম, ধাঁ করিয়া কুন্দনন্দিনীর কথাটা আমার মনে পড়িয়া গেল, আমি ভ্রূকুটি করিলাম।

হাসিয়া ঘর মুখরিত করিয়া শেফালি বলিল "আমি কুন্দনন্দিনী নই" জানি না কি করিয়া সে আমার মনের কথা জানিতে পারিল। আমার এই সন্দেহের অন্ধকার ঢাকিয়া ফেলিবার জন্য আমি তাহার হাত আমার হাতের ভিতর লইয়া বলিলাম, "বোকা মেয়ে, আমরা কি উপন্যাসের নায়ক নায়িকা ?"

সে কিছু বলিল না, শুধু মাথা খানি শ্রান্ত ভাবে আমার কাঁধের উপর রাখিল। আমি বলিলাম "তোমার আর কে আছে ?"

"কেউ নেই"

"তবে এতদিন কার কাছে ছিলে ?"

"পরের বাড়ীতে"

"কিরণ বাবু তোমায় কোথায় পেলেন ?"

হয়ত আমার সংশয় আমার গলার স্বরে প্রকাশ পাইয়া গেল, কিন্তু তবু তাহা চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। পৃথিবীতে এমন বিপদেও কেহ পড়িয়াছে কি ? কুসুমগন্ধে জ্যোৎস্নালোকে তন্দ্রাতুর দিব্য আমি বসিয়া আছি অকস্মাৎ কোথা হইতে বহ্নিশিখারূপিণী এই বালা দুর্ব্বোধ্য রহস্য ও জটিল বিভীষিকা লইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল, বহ্নিশিখার মতই কি সে একদিন আমার সৌভাগ্যের দ্বারে শিখা বিস্তার করিয়া জ্বলিয়া উঠিবে না !

শেফালি আমার মুখের দিকে না চাহিয়া বলিল "আমার যেখানে বিয়ে হয়েছিল কিরণ বাবু তাঁদের চিন্‌তেন, আমার আশ্রয় সেখানে ফুরিয়ে যাওয়ায় তিনি আমাকে তোমার কাছে নিয়ে এলেন"

"তোমার স্বামী কোথায় ?"

"তিনি অন্য স্ত্রী নিয়ে আছেন"

"তুমি সেখানে যাও না"

"আমার সেখানে জায়গা নেই"

"তোমার স্বামীর নাম কি ?"

শেফালি মুখ লুকাইল। উঠিয়া তখন আমি বাহিরবাড়ী গেলাম। তিনি মফঃস্বল গিয়াছিলেন, সবে মাত্র ফিরিয়াছেন, আমার সঙ্গে তখনও দেখা হয় নাই। আমি সটান্ বৈঠকখানায় গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এ কে ?"

তিনি বলিলেন "ভদ্র ঘরের মেয়ে, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই, আশ্রয়ের

অভাবে পড়েছে। তুমি সর্ব্বদাই বল আরেক জন দেখিয়ে শুনিয়ে লোক নইলে তোমার এখন আর চল্‌ছে না—বিশেষতঃ দুমাস পরে যখন তুমি আঁতুর ঘরে থাক্‌বে তখন ত চল্‌বেই না। হঠাৎ পেয়ে গেলাম, ভাবলাম পেয়ে ছেড়ে দিই কেন, তাই নিয়ে এলাম। কিন্তু দেখো যেন কখনও অমর্য্যাদা কোরো না, সে আমাদের মুখাপেক্ষী নয়, তার সম্পত্তি সে আমার হাতে দিয়েছে"

এতটা বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে! আমার মন ভারী অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, তবু ওঁর মুখের দিকে চাহিয়া আমি বলিলাম "তা বেশ্"

কথাটা বুঝিয়া লইয়া আমি আমার ঘরে যখন ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখি শেফালি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতেছে। বিস্মিত হইয়া আমি বলিলাম "একি, তুমি কাঁদ্‌ছো কেন?"

শেফালি আমার গলার স্বরে চমকিয়া উঠিল, যেন তাহার একটা বৃহৎ অপরাধ ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সে বলিল "নাঃ! কাঁদ্‌ছি কৈ!" আমার সন্দেহের বীজ উপ্ত হইল!

রাত্রে শেফালির শয়নের সব বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া আমি আমার ঘরে শুইতে গেলাম। তিনি ইতিপূর্ব্বেই আসিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন, রেঁড়ির তেলের একটা জর্ম্মাণ সিল্‌ভারের ল্যাম্প তাঁহার মাথার কাছে জ্বলিতেছিল, শুইয়া শুইয়া তিনি একটা বই পড়িতেছিলেন, কিন্তু আমি যখন ঘরে গেলাম তখন বইখানা মুখের উপর চাপা দিলেন। আমি বলিলাম "ও কি আবার?" বাতির দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া শুইয়া তিনি বলিলেন "ইস্ বেজায় ঘুম পাচ্ছে"

তাঁহার গলার স্বর যেন আমার কাছে ধরা-ধরা বোধ হইল। তাঁহার মুখের উপর হইতে বই কাড়িয়া নিয়া আমি আলোর দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া ধরিলাম। ঘুম? উঁহু, তাঁহার মুদ্রিত নেত্র-প্রান্তের কাছে

দিয়া পতিত জলবিন্দুর সিক্ত রেখা অপর একটি কাহিনী আমার কাছে প্রকাশিত করিতে লাগিল, আমি বলিলাম "ঘুমাচ্ছো ? না, তুমি কাঁদ্‌ছো !"

পাশের ঘরে শেফালির সেই গোপন ক্রন্দনের স্মৃতি সহসা তখন আমার মনে জাগ্রত হইয়া উঠিল, আমার মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। হাই তুলিয়া তিনি বলিলেন "হ্যাঁ, তা কাঁদছিলাম বটে।"

গম্ভীর মুখে আমি বলিলাম "কেন ?"

"বই প'ড়ে"

"বই প'ড়ে" ?

"বাঃ! বই প'ড়ে কেউ কখনও কাঁদে না নাকি ? তুমি কখনও এ রকম কাঁদ নি ?"

"কেঁদেছি বই কি "

"তবে ?"

"না কিছু না"

মুখে বলিলাম বটে "না কিছু না" কিন্তু শেফালির গোপন-ক্রন্দনের স্মৃতি নেহাৎই জোর করিয়া তাঁহার এই পতিত অশ্রু বিন্দুটির সহিত আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল, কেমন একটা অস্বস্তি কেমন একটা আশঙ্কা কেমন একটা সন্দেহ আমার মনের ভিতর আন্দোলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল কেবল শেফালির কথা— এই অজ্ঞাত অপরিচিত মেয়েটি অসাধারণ রূপ লইয়া অকস্মাৎ কোন্ গোপন রহস্যের গর্ভ হইতে আমাদের মাঝখানে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার অতীত সে কোথায় ক্ষেপণ করিয়াছে, তাহার হৃদয় ও স্নেহ কাহাদের কাছে বাঁধা রহিয়াছে—সব অন্ধকার, অন্ধকার, অন্ধকার ! খানিকটা অন্যমনস্ক ভাবেই যেন আমি বলিয়া ফেলিলাম "শেফালি কাঁদ্‌ছে"

তিনি কিছু বলিলেন না, কিন্তু আমার যেন মনে হইল স্খলিতপ্রায় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস তিনি জোর করিয়া দাবিয়া রাখিলেন, আমি একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম "না, সত্যি ক'রে বল না, এ কে?"

তিনি উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "তোমার সন্দেহ হচ্ছে?"

একটুখানি লজ্জিত হইয়া আমি বলিলাম "না"

"এর শ্বশুর বাবার বিশেষ একজন বন্ধু ছিলেন, তাইতে এদের আমি চিন্‌তাম, এবং সেই জন্যই ভরসা করে একে এনেছি। আমি মনে কোরেছিলাম বীণা অনাথা দেখে তুমি করুণা কর্ব্বে!"

একটা নিবিড় বেদনার ছায়া তাঁহার মুখের উপর ভাসিয়া উঠিল। আপনাকে সহস্রবার ধিক্কার দিয়া আমি বলিলাম "আমায় ক্ষমা কর, আমি আর কখনও এ রকম ভাব্‌বো না"

আমার হাত দুখানা তাঁহার হাতের ভিতর লইয়া তিনি চোখ্‌ বুজিয়া বলিলেন "ব্যস্‌, এই কথা রইল, এখন এস ঘুমোই"

আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম, রৌদ্রম্লান পুষ্পের মত অকথিত বেদনার অপরূপ একটি কোমলতা তাঁহার মুদ্রিতনেত্র মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিতেছিল, তাহার দিকে চাহিয়া পীড়িত মনে আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাতির শেড্‌ আরো নামাইয়া দিলাম।

(২)

আমাদের বাড়ীতে আমরা ছাড়া আর ছিলেন আমার শ্বশ্রূমাতা এবং আমার দেবর বরেন্দ্রচন্দ্র। আমার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা অল্প দিবস হইল স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, খানিকটা অসময়েই তিনি আমাদের ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেই বিষণ্ণতার ঈষদ্‌ ছায়া তখনও আমাদের পরিবারের উপর ভাসিতেছিল।

ঠাকুরপো পড়িত কলিকাতায় প্রেসিডেন্সিতে, সম্প্রতি বিএ পাশ করিয়া ভাগলপুরে আমাদের লিলিকটেজ্‌এ বিরাম-সুখ উপভোগ করিতেছিল। শেফালি যে দিন আসিল সে দিন তাহার এক বন্ধুগৃহে নিমন্ত্রণ ছিল, সুতরাং বাড়ীতে এত বড় পরিবর্ত্তনটির কোনো সংবাদই তাহার কাছে পৌঁছে নাই। খুব বড় রকম একটা বিস্ময়ে তাহাকে অভিভূত করিয়া দিবার জন্য রাত্রিতে শেফালির কথা তাহাকে কিছু বলিলাম না। সকাল বেলা উঠিয়া তাহাকে দেখিবা মাত্র আমি বলিলাম "উপরের ঘরে স্মেলিং সল্ট এর শিশিটা আছে, আমায় এনে দাও না ঠাকুরপো, বড্ড মাথা ধরেছে"

আমি নীচে আসিবার সময় দুয়ারের ফাঁক দিয়া শেফালিকে তাহার বিছানায় বসা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, সে তখনো নীচে নামে নাই। অবশ্য এ কথা স্বীকার করায় কোনো দোষ নাই যে তাঁহার কাছে ক্ষমা চাওয়া সত্ত্বেও তাহার সম্বন্ধে একটা উত্তপ্ত কৌতূহল অহরহ আমায় দহন করিতেছিল, ডিটেক্‌টিভের মত আমি তাহার প্রত্যেক কাজ ও আচরণের ভিতর প্রবেশ করিতে চেষ্টিত হইতেছিলাম, সৌভাগ্যের বিষয় ঠাকুরপো কেমিষ্ট্রীর অতিশয় ভক্ত ছিল, মনস্তত্ব ইত্যাদি ব্যাপারের দিকে তাহার কোনো অনুসন্ধিৎসা ছিল না, সুতরাং আমার গোপন হাস্য অলক্ষিতেই অতিক্রম করিয়া গেল। ঠাকুরপো তখন মুখ ধুইবার আয়োজন করিতেছিল, আমার কথায় গামছা কাঁধের উপর হইতে নামাইয়া জলের জাগের উপর রাখিয়া বলিল "ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া বুঝি!"

আমি বলিলাম "নিশ্চয়ই! বিশেষতঃ বর্ত্তমান ক্ষেত্রের মত ঘোড়া যখন পাওয়া যায়"

ঠাকুরপো তাহার অর্দ্ধসিক্ত চটুরাজ ছাড়িয়া রাখিয়া সুশীল বালকের মত আমার আদেশ প্রতিপালন করিতে গেল। একটু পরেই সে

ঝড়ের মত নামিয়া আসিয়া বলিল "যান্, আপনি ভারী খারাপ লোক্!"

আমি জানিতাম ঠাকুরপো "ফেয়ার সেক্স" দের সম্বন্ধে অত্যন্ত যুক্তিবিগর্হিত রকম ভীরু ও লাজুক ছিল, সেই জন্য তাহাকে এরূপ একটি "awkward position"এ (অশোভন অবস্থায়) ফেলিতে পারিয়া আমি জয়োল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। কিন্তু প্রথম আক্রমণেই অভিযোগ স্বীকার করিলাম না, ভাল মানুষের মত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলাম "কেন, কি হয়েছে?"

ভ্রুকুটি করিয়া মুখ যতদূর অন্ধকার করা যায়—করিয়া ঠাকুরপো বলিল "আপনার ওসব চালাকী রেখে দিন"

"আহা! কি হয়েছে আগে বল না?"

"ও ঘরে কে?"

"ও মা, কোন ঘরে?"

আমি একটা স্বীকারোক্তির প্রত্যাশা করিতেছিলাম, সুতরাং তাহা ছাড়িলাম না, ঠাকুরপো বলিল "দক্ষিণের ঘরে"

"কে সেখানে?"

বিনা আড়ম্বরে ঠাকুরপো হঠাৎ তাহার রোজ পাউডারের কৌটা লইয়া আমার মাথায় মুখে সমস্তটা ঢালিয়া ছড়াইয়া দিয়া বলিল আপনাদের * devilry'র উপযুক্ত শাস্তি পৃথিবীতে নেই!"

হাসিয়া আঁচল দিয়া পাউডার ঝাড়িতে ঝাড়িতে আমি বলিলাম † আমাদের devilry? I am afraid, you, knowledge of it comes to very little my dear"!

* শয়তানীর।

† আমাদের শয়তানী? তোমার সে সম্বন্ধে বেশী জ্ঞান হবে না বোধ হয়।

সহসা ঠাকুরপো রক্তিম মুখে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া লাফাইয়া বাহির হইয়া গেল, বিস্মিত হইয়া আমি ফিরিয়া চাহিয়া দেখি শেফালি দরজার কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

হাসিয়া আমি বলিলাম "দেখেছ আমার দেবরের কীর্ত্তি!"

আমার মাথায় নাকে কাণে তখনও রোজ পাউডারের গুঁড়া লাগিয়াছিল, শেফালি তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "কিসের জন্য?"

"তোমার বিজ্ঞাপন তাকে দিইনি বলে"

শেফালি হাসিল। কিন্তু এ কি রকম হাসি! কৃষ্ণপক্ষের অসম্পূর্ণ চন্দ্রের জ্যোৎস্নার মতই তাহা তাহার উজ্জলতায় তাহার মুখের বেদনার অন্ধকার আরো প্রস্ফুট করিয়া তুলিল, আমি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, সে একটু ত্বরিত ভাবে জলের জাগ্ হাতে লইয়া বলিল "এস আমি ভাল ক'রে ধুইয়ে দি"

(৩)

কিন্তু ঠাকুরপোর কাছে আমার একটা পাওনার হিসাব রহিয়া গেল। রহিয়া যখন গেলই তখন তাহার জন্য ভীত হওয়াটা আমার কাছে একেবারেই যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না, সুতরাং বীরের মত আমি তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, অবশেষে কিছু দিন পরে একেবারেই তাহা ভুলিয়া গেলাম।

ভুলিয়া যে গেলাম তাহার আসল কারণটা হইতেছে এই যে শেফালিকে নিয়া আমার মন ভয়ানক রকম ব্যস্ত ছিল, আমার আর কোনো বিষয় ভাবিবার ফুরসৎ ছিল না। শেফালি আসিয়াই আমাকে দিদি ডাকিল, তাঁহাকে সে বলিত কিরণ বাবু—কিন্তু ঠাকুরপোকে বলিত "ঠাকুরপো"। কিরণ বাবুর অনুসারে ঠাকুরপোর 'বরেন বাবু' হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না হইয়া হঠাৎ 'ঠাকুরপো' হইল কেন

তাহার কোনো অর্থ আমি অনেক ভাবিয়াও কিছুতেই বাহির করিতে পারিলাম না। অন্ততঃ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করিয়া শেফালি তাহাকে 'দাদা'ও ত ডাকিতে পারিত, 'ঠাকুরপো' বলিল কোন্ হিসাবে!

আমার এরূপ সোৎকণ্ঠ-চিন্তা ও গবেষণা সত্ত্বেও শেফালি ঠাকুরপোকে ঠাকুরপো'ই ডাকিতে লাগিল। তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সে কোনো লজ্জা করিত না, দস্তুর মত সে তাহাকে খাইবার সময় পরিবেশন করিত, জল খাবার নিয়া দিত, তাহার ঘরে ডিবায় পান রাখিয়া আসিত, ঠাকুরপো তাহার স্বাভাবিক লাজুক স্বভাব বশতঃ তখন মাথা নীচু করিয়া থাকিত, যদিও বা তাহার লজ্জা শেফালির নিত্য অকুণ্ঠিত আচরণে একটু শিথিল হইয়া আসিত আমি দেশী ও বিদেশী বহু কাব্য ও নাটক হইতে বাছিয়া বাছিয়া এক এক জনের নাম লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ করিতাম, আমার ঠাট্টার জ্বালায় বেচারার 'ফেয়ার সেক্স'এর ভয় আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু শেফালি তাহার লজ্জার প্রতি কোনো দৃক্‌পাত করিত না, খাবার সময় হইলে সে বরাবর তাহার ঘরের দরজার ভিতর অর্দ্ধেক মাথা বাড়াইয়া বলিত "ঠাকুরপো খেতে আসুন"। একদিন ঠাকুরপো আমাকে গিয়া ধরিল, বলিল "বৌঠান্, আমি ঠাকুরপো হ'লাম কোন্ হিসাবে" ?

আমি বলিলাম "Yes, I was just thinking of asking you that—But I think your brother will be the fittest person to answer it properly." *

---

* হাঁ, সেটা ত আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। কিন্তু তোমার দাদা বোধ হয় এ প্রশ্নের ঠিক্ উত্তর দিতে পারবেন।"

আমি হাসিতেছিলাম, কিন্তু আমার চোখে কি প্রকাশ পাইয়াছিল জানি না। হয়ত তাহা দাহ, হয়ত তাহা ঈর্ষার জ্বালা, হয়ত তাহা কৌতুক। ঠাকুরপো হাত তালি দিয়া বাড়ী ফাটাইয়া হাসিয়া বলিল * "Bravo! Bravo!"

ধরা পড়িবার ভয়ে আমি কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলাম "আহা, ও আবার কি?"

ঠাকুরপো হাসিয়া বলিল † "Here, you have met your master in me, my dear sister!"

পাশের ঘরে তিনি খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, কাগজ রাখিয়া দিয়া উঠিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন, "কি রে বরেন, কি হয়েছে?"

"বিষাক্তটা বৌঠানকে পড়্‌তে দেবেন না দাদা" বলিয়া ঠাকুরপো বাহির হইয়া গেল, আমার হাত ধরিয়া উনি বলিলেন "ছিঃ বীণা, ছিঃ!"

আমার মুখ লাল হইয়া উঠিল, আমি বলিলাম "বাঃ! ঠাকুরপো ঠাট্টা কোরেছে, বাস্তবিক আমি কিছু বলিনি"

"বলনি? তা হ'লেই সব চেয়ে বেশী প্রকাশ কোরেছো। কথা কি রকম জান? ছেঁড়া সঙ্কীর্ণ-পরিসর কাপড়ের মতন, সবটুক্ বেড় তাতে আসে না, সবটুক্ তাতে ঢাকা যায় না, সরস বক্তা হচ্ছেন এই দুটি"—বলিয়া তিনি আমার চক্ষের উপর চুম্বন করিলেন।

(৪)

আমার চেয়ে শেফালি ঘরকন্না গুছাইয়া লইল ভাল করিয়া। যে রাঁধুনী ছিল তাহাকে জবাব দেওয়াইল, বলিল, "মাগো! দিদি, অমন রান্না কি ক'রে খাও? আমি কিন্তু মুখেও দিতে পারি না"

* সাবাস! সাবাস।

† এবার আমি আপনাকে জিতেছি বৌঠান।

কিন্তু আমি বেশ বুঝিলাম শেফালি ইহা তাহার নিজের রুচি ও তৃপ্তির জন্য বলিতেছে না, আমাদের জন্যই বলিতেছে এবং সেটুকু গোপন করিবার জন্যই নিজের নাম দিতেছে। আমি মনে মনে শঙ্কিত হইলাম। আমাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে কাহার তৃপ্তির জন্য তাহার চেষ্টা ও ইচ্ছা এত জাগ্রত, এত প্রখর! কিন্তু তাহার আগমনের প্রথম দিন হইতে এ পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ের কোনো রহস্য আমি ভেদ করিতে পারি নাই এ ক্ষেত্রেও পারিলাম না।

ঘরের কাজ কর্ম্মে শেফালির একটা উত্তপ্ত উৎসাহ দেখা যাইত। সে আপন হাতে সব গুছাইয়া করিত, কোনো পরিশ্রমই বাঁচাইয়া চলিত না। ঝী চাকর কাজ করিলে সাম্‌নে দাঁড়াইয়া থাকিত, তাহাদের খাওয়া দাওয়ার সময় নিজে উপস্থিত থাকিয়া খাওয়াইত, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে সে ভুলিয়াও বাহির হইত না। সে বিষয়ে সে আত্যন্তিক রূপে সতর্ক ছিল। হয়ত সে আমার মনের ভাব খানিকটা টের পাইয়াছিল, এবং তাহা বুঝিয়াই এতটা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। কিন্তু এক একবার আমার তাহাতে ভয় হইত, আমার মন বলিত "অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।" তখন আমি মনকে ধমকাইয়া বলিতাম, "চুপ্, ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়িবে তাহার জন্য ভাবনা কি!"

এই কয় মাসের মধ্যে শেফালি ঠাকুরপোর লজ্জার ব্যূহটি একেবারে ভেদ করিয়া ফেলিল। সে এখন আর তাহাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া থাকিত না, তাহার ঠাট্টা ও 'জব্দ করা'র জ্বালায় বেচারা শেফালিকে আমার মতই ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত, তখন সে বলিত "এই বুঝি ঠাকুরপোর দক্ষিণা?"

ঠাকুরপো অমনি বলিত "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ বৌঠান যে আপনি আমাকে 'দাদার' পদ দেন নি, তা হ'লে আর এ দৌরাত্ম্য চল্‌ত না!

তার পরিবর্ত্তে ছোট বোন্‌টিকে প্রচুর পরিমাণে স্নেহ ও পুতুল যোগাতে হোত”

শেফালি কুপিত চক্ষে চাহিয়া বলিত “বাঃ! আমি বুঝি পুতুল খেলি?”

“আপনার বাক্সে দেখেছি যে, খেলেন বৈ কি!”

“ও গুলো বাক্স সাজিয়ে দেয়, দেশের রীতি”

“খুব * wise রীতি সন্দেহ নেই”

শেফালি তখন আমার কাছে মোকদ্দমা পেশ করিত। আমি বলিতাম “ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন”

শেফালি তখন হাসিত।

কিন্তু শেফালি আমাকে একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল। কোনো কাজেই আর আমাকে হাত দিতে দিত না, কিছু বলিলে বলিত “জানই ত দিদি, আমার শরীরে ভারী বাত, বসে যদি থাকি তা হ'লে বড় বেদনা বাড়ে”

বাত? এই ভাস্কর্য্যের উপযোগী সুঠাম ললিতকান্তি তনুলতা—ইহার ভিতর বাত? সম্ভব নয়! প্রত্যক্ষতঃই এটা একটা ওজর, কিন্তু তাহার সঙ্গে পারিবার যো নাই, আমার শেষে হার মানিতে হইত, ফলে আমি কুঁড়ের বাদশা হইয়া উঠিলাম। এমনি আমার নভেল পড়ার দিকে রোখ ছিল, এখন আমি প্রায় সারাদিনই নভেলের ভিতর ডুবিয়া থাকিতাম, উনি এক এক দিন আসিয়া ভৎ‍্সনা করিয়া হাতের বই কাড়িয়া লইয়া যাইতেন, আর বলিতেন “এত জান্‌লে আমি এঁকে আন্‌তাম না।”

একদিন ঠাকুরপো বলিল “বৌঠান, আজ কাল আমাদের বাড়ীটাকে আর চেনা যায় না”

* প্রাজ্ঞ।

শেফালির যত্ন ও পারিপাট্যের কথা উল্লেখ করিয়াই যে সে কথাটা বলিল আমি তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম, তবু বলিলাম "কেন ?"

"ছোট বৌঠানের কল্যাণে! দেখ্‌ছেন সব কি গোছগাছ পরিষ্কার পরিপাটী করে ফেলেছেন! বাস্তবিক যদি—থাক্ সে কথা বলে আর কাজ কি" বলিয়া ঠাকুরপো বিষণ্ণতার অভিনয় করিয়া কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিল।

ঠাকুরপো'র কাছে আমি ধরা পড়িয়া গিয়াছিলাম, সুতরাং তাহার এই সব ব্যঙ্গ, ও বিদ্রূপের জন্য আমার প্রস্তুত হইয়াই থাকিতে হইত, সে কি বলিতে যাইতেছিল তাহা আমি বেশ্ বুঝিলাম, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলাম "ঈশ্বরের অবিচার—নেহাঃ অবিচার! বড়টির সঙ্গে যখন যুড়তে ভুল হয়েছিল তখন অন্ততঃ ছোটটির সঙ্গে ও ত পার্‌তেন তা না হয়ে—"

ঠাকুরপো তাহার ঘুঁষি আমার নম্র নাসার উপর উদ্যত করিয়া বলিল "দেখুন বৌঠান আপনি যদি পুরুষ হতেন তা হ'লে এক্ষনি এই ঘুঁষিটি আপনাকে পরিপাক কর্ত্তে হোঁত, স্ত্রীলোক—করুণার পাত্র—তাই বেঁচে গেলেন"

আমি বলিলাম "মরে যাই তোমার করুণার বালাই নিয়ে"

আমাদের কথা চলিতেছে, এমন সময় তিনি বৈঠকখানার ঘর হইতে ডাকিলেন "বরেন্, বরেন্ শুনে যা"

ডাক শুনিয়াই ঠাকুরপো বাহির হইয়া গেল, হাতের বই রাখিয়া দিয়া চোখ বুজিয়া আমি শেফালির কথা ভাবিতে লাগিলাম। নাঃ! এ কি বিপদ! কেবল শেফালি, শেফালি, শেফালি! খানিকটা রাগ করিয়া উঠিয়া আমি অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে কুরুশী ও ক্রচেট্ লইয়া লেস্ বুনিতে আরম্ভ করিলাম। শেফালি ইহার মধ্যে একবার আমার ঘরে

আসিল ও আমাকে লেস্ বুনিতে দেখিয়া বলিল "ইস্, দিদি যে আজ বড় শিল্প-চর্চ্চা আরম্ভ কোরেছো!"

আমি হাসিলাম, বলিলাম "তোর লেস্‌টা বুনেছিস্?" শেফালি আমার কাছে বসিয়া ঘুমের ভাব দেখাইয়া হাই তুলিতে তুলিতে বলিল "লেস্ বোনার কথা আমায় বোলো না দিদি, ওকথা ভাবলেও আমার ঘুমে ধরে!"

এমন সময় ঠাকুরপো আসিয়া বলিল "বৌঠান, কাশীর থেকে ভূপেন বাবু এসেছেন, তিনি আপনাকে দেখ্‌তে চান"

ভূপেন বাবু তাঁহার সহপাঠী, দুই বন্ধুতে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। আমার বিবাহের পর হইতে কার্য্যানুরোধে তিনি প্রবাসে ছিলেন, সুতরাং এ পর্য্যন্ত আমাকে দেখিবার সুযোগ তাঁহার ঘটে নাই। চিঠি পত্রেও তাঁহার এই আক্ষেপ সর্ব্বদাই থাকিত।

ভূপেন বাবু আসিয়াছেন এবং আমাকে দেখিতে চান শুনিয়া লেস্ ফেলিয়া দিয়া আমি প্রবল ভাবে বলিয়া উঠিলাম" না না তা হবে না, এখন আমি ওঁর সাম্‌নে যেতে পার্‌বো না! * That's an absurdity,

আমার এতটা বিদ্রোহের যে যথেষ্ট হেতু ছিল, তাহা ঠাকুরপো জানিত, কারণ আমি তখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। ঠাকুরপো হাসিয়া বলিল "দাদাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তাঁর cause তিনি-ই plead কর্ব্বেন।"

ঠাকুরপো চলিয়া গেল, শেফালি তাড়াতাড়ি উঠিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। তাহার সেই ত্বরিত গমনের ভিতর ও উদ্বিগ্ন মুখশ্রীতে ত্রাসের যে বিভীষিকা ফুটিয়া উঠিল, তাহা আমার চক্ষু এড়াইতে পারিল না, আমি একেবারে বিমনা হইয়া গেলাম। একটু পরেই উনি আসিলেন,

* বাঃ তা হতে পারে না।

একবার চঞ্চলভাবে শেফালির পরিত্যক্ত শূন্য স্থানটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন——ঠিক্ যে করিলেন-ই, তাহাও আমি বলিতে পারি না, অন্ততঃ আমার যেন তাহা মনে হইল, আমি বলিলাম "কি চাও ?"

* "You pretender! কি চাই তা জান না যেন" বলিয়া আমাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন। আমি বলিলাম "তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ব্ব"

হঠাৎ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তিনি বলিলেন "কি ?"

"শেফালি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকে এত ভয় করে কেন ?"

হা হা করিয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন, আমি বলিলাম "তুমি ও কখ্খনো তার নাম নেও না, † modesty ত এত ‡ over-cautious হয় না"

তাঁহার হাতের ভিতর আমার হাত ছিল, একটু কঠিন ভাবে যেন তিনি তাহা চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "বলি না তাইতে এত, বল্লে না জানি কি কর্ত্তে! কিন্তু তুমি যখন উল্টো সুর ধরেছ, তখন এবার থেকে সহস্র বার ক'রে বল্‌ব শেফালি, শেফালি, শেফালি, শেফা——"

আমি তাঁহার মুখ চাপিয়া ধরিলাম। তিনি কৌতুক করিতেছিলেন বটে কিন্তু তাঁহার স্বরে একটি অপরূপ স্নিগ্ধতা প্রকাশ পাইতেছিল, যেন কত যুগ যুগান্তের সঞ্চিত পিপাসা—কত সহনাতীত ব্যাকুলতা—কত প্রাণপূর্ণ সোহাগ তাঁহার উচ্চারণের ভিতর হিল্লোল প্রেরণ করিতেছিল। শেফালির নামের সঙ্গে তাঁহার ঠোঁট দুখানি যে নড়িতেছিল—সে যেন তাঁহার ওষ্ঠপুট হইতে বিচ্ছিন্ন নামটুকুর উপর একটা অদৃশ্য চুম্বন অঙ্কিত করিয়া দিতেছিল, তাঁহার গলার স্বর যেন শব্দতরঙ্গে ভাসমান সেই

* ছল!

† লজ্জাশীলতা। ‡ বেশী সতর্ক।

নামটির দিকে একটা দুঃসহ আকুলতায় ধাবিত হইতেছিল, তাঁহার বক্ষ যেন তাঁহার গোপন ধনটিকে বিদায় দিয়া বেদনায় স্ফীত হইয়া উঠিতেছিল! আমি আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম "কি সর্ব্বনেশে লোক তুমি! শেফালি এই পাশের ঘরে, সে নিশ্চয় তোমার ডাক শুন্‌তে পেয়েছে"

ত্বরিত মেঘের চকিত ছায়ার মত একটা উচ্চকিত ভাব তাঁহার মুখে ক্ষণিক প্রকাশ পাইল। তিনি বলিলেন, "যাও, তুমি ভারী অনর্থ ঘটাতে পার! সত্যি শুন্‌তে পেয়েছে—সত্যি?"

একটা খর আগ্রহ তাঁহার স্বরে ব্যক্ত হইল, আমি একটা কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় বৈঠকখানায় ভূপেন বাবু তাঁহার প্রতিশ্রুত পাঁচ মিনিটের জন্য নিস্ফল অপেক্ষা করিয়া অসহিষ্ণু ভাবে ডাকিয়া উঠিলেন "কৈ হে কিরণ, পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট কল্লে যে!"

তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বলিলেন "চল, ভূপেন তোমায় না দেখে যাবে না"

আমি বলিলাম "কী তুমি! যাও, আমি যাব না"

তিনি হাসিতে লাগিলেন, বলিলেন, "আচ্ছা এই জানালার কাছে একটু দাঁড়াও, "সে শুধু আড়াল থেকে হাসি দেখে চলে যাবে দেশান্তরে"

আমি তখন রাগ করিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। তিনি বলিলেন "তাও না? অয়ি নিদয়ে করুণা-ভিখারী জনে প্রসন্না হও"

প্রচণ্ড রাগের অভিনয় করিয়া ঝনাৎ করিয়া কপাট খুলিয়া আমি বাহির হইয়া গেলাম, তিনি বৈঠকখানায় গেলেন। আমি চুপি চুপি পর্দ্দার ওপিঠে গিয়া দাঁড়াইলাম, তিনি ঘরে ঢুকিতেই ভূপেন বাবু বলিলেন, "কি হে * tasting the sweet circean cup?——"

* মধুর রসের আস্বাদন চল্‌ছিল না কি?

ভূপেন বাবুর কথা শেষ না হইতেই তিনি তাঁহার পৃষ্ঠে বিরাশী সিক্কার ওজনে এক কীল বসাইয়া দিলেন, মুখে কাপড় দিয়া আমি হাসিতে হাসিতে শেফালির ঘরে গেলাম।

খানিক পরে যখন আমি আমার ঘরে ফিরিয়া গেলাম, তখন দেখি ভূপেন বাবু দিব্য সেখানে টেবিলের কাছে চেয়ারে বসিয়া আছেন, আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া সহাস্য মুখে তিনি উঠিয়া অগ্রসর হইয়া বলিলেন * "Allow me my dear Mrs. Bose to introduce——

আর ইন্‌ট্রুডিউস্! আমি পিছন ফিরিয়া ছুট! অমনি দরজার দুইদিক্ হইতে ষড়যন্ত্রকারী দুই ভ্রাতা হাস্যোৎফুল্ল মুখে বাহির হইয়া আসিলেন, আমি বলিলাম † "traitors!"

ঠাকুর পো বলিল ‡ "Traitors, did you say? But that won't do madam! Remember, tit for tat!"

আমি তখন হাসিয়া বলিলাম "ওহোঃ সে কথা ত আমার মনেই ছিল না § "Now forgive and forget", বলিয়া আমি হ্যাণ্ডসেকের জন্য হাত বাড়াইয়া দিলাম।

তিনি বলিলেন "সন্ধি হয়ে গেল? "রমণীরে কেবা জানে,
মন তার কোন্ খানে!"

কিন্তু গলার আওয়াজ মুখের উচ্ছ্বলিত কৌতুক-দীপ্তির সঙ্গে খাপ্ খাইল না।

---

* অনুমতি দিন মিসেস্ বোস পরিচয় কর্ত্তে—

† বিশ্বাসঘাতকেরা!

‡ বিশ্বাসঘাতক? তা বল্লে চল্‌বে না। ভেবে দেখুন ঢিল্ মারলে পাটকেল্ খেতে হয়।

§ তা হ'লে এসো এখন মিট্ মাট্ করে ফেলা যাক্।

(৫)

খোকা যখন হইল, তখন সব চেয়ে আনন্দ কাহার বেশী হইল তাহা ঠিক বলিতে পারি না। চার জন আমরা চার রকমে নবাগত ক্ষুদ্র সম্রাটকে রাজকর দিতে লাগিলাম। কিন্তু আগ্রহ যদি স্নেহের পরাকাষ্ঠা হয়, (সত্যের অনুরোধে আমি আমার মাতৃত্বের গর্ব্বকে খর্ব্ব করিতে প্রস্তুত আছি) পুরস্কারটা প্রাপ্তব্য শেফালির। খোকা সে কথাটা আমাদের চেয়ে ভাল করিয়াই বুঝিয়া লইল, শেফালিকে পাইলে সে আমার কাছেও আসিতে চাহিত না।

ভাগলপুরে গঙ্গার ধারে একটা গুম্ফা আছে, অনেকদিন হইতেই আমাদের তাহা দেখিতে যাওয়ার কথা ছিল; একদিন শেফালি বলিল, "দিদি, গুম্ফা দেখ্‌তে কবে যাবে?"

ঠাকুরপো তখন সেখানে ছিল, সে বলিয়া উঠিল "আরে, একটা খবর ত আপনাদের দিতে ভুলেই গেছি! রাঁচি থেকে কাকা চিঠি লিখেছেন আমার যেতে, সেখানে কাজের একটা যোগাড় আছে, আমায় ৩।৪ দিনের ভিতরই যেতে হবে। ছোট বোঠান ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছেন, * If you will not go now sister, you shall not go soon.

আমি বলিলাম Realy? Let's then go to-day, চিঠির কথা ওঁকে বোলেছো?

"দাদাই আমায় চিঠি দিয়েছেন।"

"কাকা কি কাজের কথা লিখেছেন?"

"কি কাজ তা লেখেন নি, কর্ব্বার ইচ্ছে থাকলে চলে যেতে লিখেছেন। কাজ না হলেও অন্ততঃ একটু বেশ বেড়ানো ত হবে!"

* এখন যদি না যান বোঠান, তবে আর শীগ্‌গীর যাওয়া হবে না।

উৎসাহ সহকারে তখন গুম্ফায় যাওয়ার আয়োজন পড়িয়া গেল, হঠাৎ শেফালি বলিয়া উঠিল, "আমি না হয় না গেলাম।"

ঠাকুরপো তাহার সার্টে বোতাম লাগাইতেছিল, শেফালির দিকে ফিরিয়া চাহিয়া সে বলিল "রসভঙ্গ করবেন না ছোট বৌঠান' আমরা যাব আর আপনি থাকবেন—এ ভারী * preposterous idea !"

শেফালি হাসিতে লাগিল, ঠাকুরপো ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল, এখন দুটো প্রায় বাজে, চারটের সময় রওনা হওয়া যাবে। † Ladies ! I dare say a couple of hours will suffice for your toilet."

‡ Capital ! what a funny chap you must be ! You speak of it as if we (Ladies) only are in love with toilet and you gentlemen, are quite innocent of it !

শেফালি জিজ্ঞাসা করিল "খোকাকে নিয়ে যাবে দিদি?"

আমি বলিলাল "হ্যাঁ।"

"তা হ'লে আমি তাকে কাপড় চোপড় পরাইগে" বলিয়া শেফালি খোকার কটের কাছে গেল। খোকা তখন তাহার ক্ষুদ্র বর্ত্তুল পদদ্বয়ের সহিত প্রচুর হাস্যালাপ করিতেছিল, এবং তাহা দর্শনেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য পদার্থ অথবা রসনেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর পদার্থ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহা লেহন করিতেছিল। শেফালি তাহার নাসাগ্র ধরিয়া নাড়িয়া বলিল "বেড়াতে যাবে খোকা বাবু?"

* অত্যন্ত অসঙ্গত কথা।

† মহিলাগণ, আমি মনে করি ঘণ্টা কয়েক আপনাদের বেশ সমাধার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

‡ বাহবা! কি মজার লোক তুমি! টয়লেট্ যেন শুধু আমরাই করি আর আপনারা তার কোনো ধারই ধারেন না।

খোকা বাবু শেফালিকে দেখিয়া তাহার পদদ্বয়ের ভক্ষণ ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া ক্ষুদ্র বাহুযুগ উৰ্দ্ধে তুলিয়া বলিল "তা তা ত্তা।"

শেফালি তাহাকে কট্ হইতে উঠাইয়া বুকে লইয়া চুমো খাইয়া হাসিতে হাসিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ আমি বলিলাম, "ঠাট্টা নয় ঠাকুরপো * Tell me in sooth, what you think of Shefali ?

টেবিলের উপর ঠাকুরপো নূতন মাসের প্রবাসীর পাতা উল্টাইতেছিল, চোখ না তুলিয়াই সে বলিল "সব রাবিশ বক্‌ছেন রাবিশ, শুধু রাবিশ! বেশী নভেল পড়ার এই ফল! আর, ছোট বৌঠান এসে আপনাকে একেবারে মাটী করে দিলেন। আপনি এখন দিনরাত খালি ঐ নিয়েই আছেন, আর যত সব † strange, notions, আপনার মাথায় ঢুক্‌ছে।"

"আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা কোরেছিলাম, শেফালি ওঁকে এত ‡ studiously avoid ক'রে চলে কেন। তুমি বল্‌বে লজ্জা—আমি তা একেবারেই স্বীকার কর্ব্ব না এবং তুমিও বুঝতে পার্‌ছ যে ওরকম হেতু নির্দ্দেশ এ ক্ষেত্রে একেবারে নিস্ফল।

§ Fool, আপনি একেবারে first water এর fool. If I were you, I would have taken a jolly good care to see that even a shadow of doubt didn't cross my husband's mind. জানেন, আপনি এ রকম সন্দেহ জল্পনা করে কি কর্চ্ছেন?

---

* সত্যি করে আমায় বল ঠাকুরপো, তুমি সেফালির সম্বন্ধে কি মনে কর।

† অদ্ভুত ধারণা।

‡ ইচ্ছাপূর্ব্বক এড়িয়ে।

§ আপনি আহম্মক, একেবারে প্রথম নম্বরের আহম্মক। আমি যদি আপনার জায়গায় হতাম বৌঠান, তাহ'লে দাদাকে আমার সন্দেহের ছায়াও দেখ্‌তে দিতাম না।

আপনি তাঁর সামনে *suggestions put কর্‌ছেন, আমি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না † Never give any thought to the matter, failing that; try at least to present a cheerful front, but never for goodness' sake bother us about it any more.

আমি আর কিছু বলিলাম না, উঠিয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে গেলাম।

গাড়ীতে আমরা উঠিয়া বসিয়াছি, এমন সময় ঠাকুরপো বলিয়া উঠিল "বৌঠান, আপনার বিশেষ্যহীন সর্ব্বনাম আস্‌ছেন।"

আমি বলিলাম "কই?"

ঠাকুরপো আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল "ঐ যে। ডাকি আমি, দাদাকে ছেড়ে যাওয়া হবে না। আমি ভাবিনি যে দাদা আজ এত শীগ্‌গীর ফির্‌বেন।"

বলিয়াই সে গাড়ীর জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল "দাদা"

ছাতি ঘুরাইতে ঘুরাইতে আসিয়া তিনি বলিলেন "কিরে, তোরা কোথা যাচ্ছিস, গুম্ফায় নাকি?

"হ্যাঁ, আসুন আপনিও আসুন।"

"আমি?" বলিয়া তিনি জানালার ভিতর ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিলেন, একটা উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা তাঁহার কালো চোখের তারা দীপ্ত করিয়া তুলিল, আমি শেফালির দিকে আড়চোখে চাহিলাম, দেখিলাম সে

* ইঙ্গিত স্থাপন।

† এ বিষয়ে কখনও কিছু ভাববেন না, আর যদি তা না পারেন তবে বেশ প্রফুল্লতা দেখাবেন, আমাদের এ নিয়ে আর জ্বালাতন করবেন না।

যতদূর সম্ভব আপনাকে আমার পিছনে আড়াল করিয়াছে। ঠাকুরপো হাসিয়া বলিল "বাঃ, আপনার যেতে নেই না কি? অবশ্য আপনি যে যেতে পার্‌বেন এটা আমরা মনে করি নি, তা আজ যখন ছুটি পেয়েছেন তখন বাড়ীতে বসে কি কর্‌বেন?"

"আচ্ছা একটু থাম্, আমি আস্‌ছি" বলিয়া উনি ঘরে ঢুকিলেন, শেফালি উঠিয়া তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িয়া বলিল, "ও বাবা! কিরণ বাবুর সঙ্গে আমি বেড়াতে যেতে পার্‌বো না।"

ঠাকুরপো বলিয়া উঠিল "এই যাঃ! আপনি সব মাটি কর্‌বেন দেখ্‌ছি, ছোট বৌঠান! মেয়েরা এখন সব ভাসুরের সঙ্গে বেড়াতে যায়, আর আপনি দাদার সঙ্গে যেতে পার্‌বেন না, * awfully nonsense! উঠুন এসে"

আর উঠুন এসে! সে ততক্ষণ বাড়ীর ভিতর অন্তর্হিত হইয়া গেল। ঠাকুরপো সেক্‌সপীয়র আওড়াইতে আওড়াইতে তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য নামিয়া পড়িল, এবং কিছুক্ষণ পরে তাহাকে "capture" (বন্দী) করিয়া লইয়া আসিল। একটু পরেই আমরা রওনা হইলাম, তিনি সর্ব্ববাদী-সম্মত রূপে বাড়ীতে রহিলেন।

খানিক দূর গিয়া ঠাকুরপো বলিল, "আমি একটা সাংঘাতিক ভুল করেছি"

আমি বলিলাম "কি?"

"ওঝা সঙ্গে আনি নি"

সবিস্ময়ে আমি বলিয়া উঠিলাম "ওঝা?"

† "বাঃ! একেবারে Dropped down from the heaven!

---

* কি ভয়ানক আহাম্মকি!

† আকাশ থেকে পড়্‌লেন যে!

জানেন না বুঝি ব্যাপারটা কি। জরাসন্ধ রাজা রাজমেধ যজ্ঞ কর্ব্বেন বলে বিজিত একশ জন রাজাকে ওখানে কয়েদ করে রেখেছিলেন। যদিও কৃষ্ণার্জ্জুন এসে তাঁদের উদ্ধার করে দিয়েছিলেন, তবু দু চার জন রাজা ওখানে বন্দী অবস্থায়-ই মরেছিলেন, তাদের প্রেতাত্মা ওখানে আছে। আপনি ত বুঝলেন না ছোট বৌঠান, ঐ জন্যে আমি দাদাকে সঙ্গে আন্‌তে চাইলাম। কিন্তু আপনাদের মতন যুক্তিবর্জ্জিত জীব ত আর দুনিয়ায় নেই!"

ঠাকুরপো যে তাঁহাকে সঙ্গে আনিতে চাহিয়াছিল, সেটা অবশ্য খুব স্বাভাবিক। কিন্তু আমার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুরপো আমার কথার একটা প্রমাণ সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। শেফালি কি ভাবিল জানি না, অনুসন্ধিৎসুভাবে সে ঠাকুরপোর মুখের দিকে চাহিল, মাঝ-খানকার অর্দ্ধমুক্ত জানালা দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের আভা তাহার ব্যগ্র মুখ মণ্ডলে পড়িয়া অপরূপ দেখাইতে লাগিল, একটা পীড়িত কণ্টকিত ভাব আমার মনে ছাইয়া আসিতে লাগিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ী থামিয়া গেল, ঠাকুরপো জানালা দিয়া উঁকি দিয়া বলিল "এই যে আমরা এসে পড়েছি!"

(৬)

বাড়ীতে ফিরিবার সময় আমাদের গাড়ীর অশ্ব-যুগল ভার বহনে অসমর্থতা জানাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িল, গাড়োয়ানের বেত সশব্দে তাহাদের পৃষ্ঠের উপর ঘন ঘন পড়িতে লাগিল, কিন্তু অশ্বিনী-কুমার দ্বয়ের রেজলিউসন কিছুতেই বিচলিত হইল না, হয়ত তাহারা মনুষ্য-সন্তানের উপকারার্থে একটা উদাহরণের অবতারণা করিতেছিল। যাহা হউক বেগতিক দেখিয়া আমরা নামিয়া পড়িলাম, ঠাকুরপো বলিল "চলুন, এখান থেকে হেঁটেই যাওয়া যাক্, বাড়ী ত আর বেশী দূর নয়"

তখন চাঁদ উঠিতেছিল, পল্লবাচ্ছন্ন তরুর শাখে শাখে জ্যোৎস্না ঝিকিমিকি করিতেছিল, দূরে একটা গাছে হরগৌরীর লাল ফুলের মাঝখানে সন্ধ্যার শুভ্রদল চাঁদের আলোতে শুভ্রতর হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল, হঠাৎ একটা দমকা বাতাস আসিয়া তাহার গন্ধে আমাদের চারিধার ভরপূর করিয়া দিয়া গেল, গাড়ীর গরমের ভিতর হইতে উদ্ধার পাইয়া আমি বলিলাম "তাই ভালো, ওর ভাড়া ওকে চুকিয়ে দাও, আমরা হেঁটেই যাই। আঃ! কি সুন্দর রাত্রি!"

ঠাকুরপো পকেট হইতে তাহার মানিব্যাগ বাহির করিয়া গাড়োয়ানকে তাহার প্রাপ্য ভাড়া চুকাইয়া দিল, আমরা আস্তে আস্তে বাড়ীর দিকে চলিলমে। খোকা শেফালির কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছিল, তাহার হাত খানা এক থানি ফুলের মালার মত শেফালির কণ্ঠ বেষ্টন করিয়াছিল, আমি একবার তাহার দিকে চাহিলাম, হঠাৎ একটা ঈর্ষা-তপ্ত বিদ্বেষ আমার বুকের ভিতর জাগিয়া উঠিতে লাগিল, এই যে একান্ত নিবিড় ভাবটি—শেফালি যাহা দ্বারা খোকাকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে, তাহাতে যেন একটা প্রবল অতিরিক্ততা প্রকাশ পাইতেছিল, সেই মুহূর্ত্তে খোকাকে সেথান হইতে ছিনাইয়া লইয়া আনিবার মত, একটা উত্তেজনা আমার মনে আসিতে লাগিল + কিন্তু পরক্ষণেই সে কথা মনে করিয়া আমি আপনার কাছেই লজ্জিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম।

সকলের আগে বাড়ী পৌঁছিলাম আমি। শেফালি এবং ঠাকুরপো ইচ্ছা করিয়াই হোক্ অথবা তাহাদের মন্থর গতির জন্যই হোক্, খানিকটা পিছনে রহিয়া গেল। বাড়ীতে ফিরিয়া আমি কোন গোলমাল করিলাম না, ধীরে একবার বৈঠকখানায় উঁকি দিলাম, দেখিলাম তিনি সেখানে নাই; ফিরিয়া শয়ন-কক্ষে গেলাম, সেখানেও তাঁহাকে পাইলাম না।

কেমন একটা কৌতূহল আমাকে তখন প্ররোচনা দিতে লাগিল, বাহিরের কাপড় ছাড়িয়া আমি অত্যন্ত সাবধানতার সহিত শেফালির ঘরের কাছে গেলাম। দরজা ভেজানো ছিল, আমি তাহার ফাঁক দিয়া ঘরের ভিতর উঁকি দিলাম, মুহূর্ত্তের ভিতর আমার সমস্ত রক্ত মাথায় উত্থিত হইল, বিবর্ণমুখে আমি দেখিলাম, শেফালির মাথার বালিস বুকের ভিতর আঁকড়িয়া ধরিয়া তিনি তাহার বিছানায় শুইয়া আছেন।

ঠাকুরপোরা তখন বাড়ীতে পৌছিয়াছিল, নীচে তাহাদের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, তিনি চমকাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন. তাহার পর শেফালির কেশের সৌরভময় সেই অচেতন উপাধানটিকে নত হইয়া চুম্বন করিলেন। আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল, চোখের কাছ হইতে সমস্ত জগৎ অপসৃত হইয়া যাইতে লাগিল, আমি দেয়ালের গায় ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইলাম, আমার পা অবশ বোধ হইতে লাগিল।

মুহূর্ত্তের ভিতর তিনি লম্ফ দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন, এত ত্রস্ত, এত ভীত, যে আমি যে চৌকাঠের পাশেই দাঁড়াইয়া আছি তাহাও দেখিতে পাইলেন না। একটু পরেই শেফালি আসিয়া পড়িল, আমাকে দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল, "কিহয়েছে দিদি"?

একটা প্রচণ্ড অভিশাপ আমার কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল, আমি নিজের হাতে আমার গলা চাপিয়া ধরিলাম, উদ্বিগ্ন হইয়া শেফালি আমার কাছে আসিয়া বলিল "অমন কর্ছো কেন?"

ঠাকুরপো ও ততক্ষণে আসিয়া পড়িল, আমার অবস্থা দেখিয়া সে বলিয়া উঠিল "একি বৌঠান্, কি হোল আপনার?"

চোখের জলে তখন আমার দৃষ্টি লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, এবং আমার গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, আমি একটা কিছু বলিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না, শেফালি ব্যস্ত ভাবে খোকাকে তাহার

খাটে শোয়াইয়া আসিল, ঠাকুরপো ও সে দুইজনে ধরিয়া আমাকে আমার ঘরে লইয়া গেল। শেফালিকে আমি বলিলাম "জল"

শেফালি পাখা ফেলিয়া ছুটিল, আমি ঠাকুরপোকে বলিলাম "ঠাকুরপো, আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে, এ বিষয়ে তোমার দাদাকে বিন্দু বিসর্গ ও জানাতে পার্‌বে না"

ব্যাপার কি তাহা বুঝিয়া লইয়া ঠাকুরপো বলিল "আমার দিক্ থেকে আপনার কোনো ভয় নেই বৌঠান, কিন্তু বজ্রটা যে বিনা মেঘে পড়ল দেখ্‌ছি"

শেফালি তখন জল লইয়া আসিল, সুতরাং আর কোনো কথা হইল না, তাহাকে দেখিয়া মথিত ক্ষতস্থানের মত আমার হৃদয়-বেদনা উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিল, আমি চোখ বুজিলাম। শেফালি আমাকে বাতাস করিতে লাগিল।

খানিক পরে খোকা কাঁদিয়া উঠিল, শেফালি ঠাকুরপোর হাতে পাখা দিয়া খোকাকে লইবার জন্য উঠিয়া গেল, ঠাকুরপো বাতাস করিতে করিতে বলিল "কি হয়েছে বলুন দেখি, কিন্তু কোনো * cock-and-bull story বল্লে চল্‌বে না"

অকস্মাৎ একটা দারুণ লজ্জা কশার মত আমাকে আঘাত করিল, স্ত্রী হইয়া কি করিয়া আমি তাঁহার সহোদর কনিষ্ঠের কাছে বলিব যে তিনি পতিত হইয়াছেন, ধর্ম্মের কাছে, সত্যের কাছে, সমাজের কাছে, আমার কাছে—সর্ব্বতোভাবে পতিত হইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি! কিন্তু ঠাকুরপো নাছোড়বান্দা, সে জিজ্ঞাসা করিল † "Was the tragedy meant for empty benches?"

* আজগুবি গল্প।

† ট্র্যাজেডীটা কি শূন্য ঘরেই অভিনীত হোল?

* "For empty benches যে তার ত ভুল-ই নেই"

"কি হয়েছে বলুন দেখি?"

"আমি ওঁকে শেফালির ঘরে দেখেছি"

আমার কথা শুনিয়া ঠাকুরপো হঠাৎ এমন তুমুল শব্দে হাসিয়া উঠিল যে আমি চমকিয়া উঠিলাম। ঠাকুরপো বলিল † Good gracious! নভেল পড়ে পড়ে আপনি এত ‡ sentimental হয়ে গেছেন যে আপনি নভেলের নায়ক নায়িকার চেয়ে ও এক কাঠি উপরে উঠেছেন! ছোট বৌঠানের ঘরে দাদা ছিলেন তার জন্য একেবারে ফিট? § Splendid!

আমি হাসিতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু হাসি আসিল না, আমার চোখের কাছে স্তিমিত দীপালোকে শেফালির শয্যার উপর নত সেই মূর্ত্তি—সেই থরকম্পিত আবেগ—সেই চুম্বন—বেদনাতুর, প্রবলতাময়, হর্ষস্পন্দিত চুম্বনের স্মৃতি একটা কঠিন বিরাট কায়া ধরিয়া বিচরণ করিতে লাগিল, আমি চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। ঠাকুরপো আমাকে অনর্গল কি বলিয়া যাইতে লাগিল, তাহার একটি বর্ণ ও আমার মনের ভিতর প্রবেশ করিল না, শুধু থাকিয়া থাকিয়া তাহার কণ্ঠস্বরে আমি চমকিত হইয়া উঠিতে লাগিলাম। খোকাকে ঘুম পাড়াইয়া শেফালি আবার আমার কাছে ফিরিয়া আসিল, গোলমাল দেখিয়া ঝী চাকর কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলের প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমি পীড়িত হইতে লাগিলাম, অবশেষে শেফালির প্রশ্নের উত্তরে আমি বলিলাম "আমি ভয় পেয়েছি"

সবিস্ময়ে শেফালি বলিল "ভয়? কিরকম ভয়?"

* শূন্য ঘরে

† বিলক্ষণ!

‡ ভাবুক

§ চমৎকার!

"আমি ভূত দেখেছি"

"ভূত? বল কি!"

"সত্যি ভূত"

"কি রকম দেখেছো?"

আমি খুব একটা বিভীষিকার অভিনয় করিয়া হাত দিয়া মুখ ঢাকিলাম, ঠাকুরপো শেফালিকে বলিল, "ছোট বৌঠান, ও সব কথা আর তুল্‌বেন না"

কিছুক্ষণ পরে তিনি আসিলেন, সকলে বাহির হইয়া গেল, আমাকে বিছানায় শোওয়া দেখিয়া তিনি বলিলেন "একি গো?"

যতটা নির্ব্বুদ্ধিতা আমি প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিলাম, তাহার জন্য আমি যথেষ্ট অনুতপ্ত হইয়া উঠিতেছিলাম, সুতরাং তাহা উচিত মত পরিশোধ করিবার জন্য আমি প্রাণপণে শক্তি সঞ্চয় করিয়া হাসিয়া বলিলাম "আমি ভয় পেয়েছিলাম"

একটা অস্পষ্ট শিহরণ তাঁহার উপর দিয়া বহিয়া গেল, আমি স্থির চক্ষে তাঁহার মুখের প্রত্যেক রেখা পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, তিনি বলিলেন "কি ভয় পেয়েছিলে?"

আমি তখন যত ভূতের গল্প শুনিয়াছিলাম, মনে মনে তাহা একবার ভাবিয়া লইয়া একটা ভয়াবহ আকৃতির ব্যাখ্যা করিলাম। তিনি বলিলেন "সত্যি?"

আমি যতদূর বিস্ময় প্রকাশ করিতে পারি, করিয়া বলিলাম, "কি আশ্চর্য্য মানুষ তুমি! সত্যি নাকি আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছো! উঃ যে ভয়টা আমি পেয়েছিলাম! সে কি ভয়ানক চেহারা!"

তিনি হাসিয়া বলিলেন "কি বই পড়ছো এখন বল দেখি, "ছায়াদর্শন" বুঝি?"

আমি রাগ করিয়া ফিরিয়া শুইলাম।

"নাগো না, তা নয়" বলিয়া তিনি বাহু দ্বারা আমাকে বেষ্টন করিয়া বক্ষতলে নিপীড়ন করিলেন। আমি শিহরিয়া উঠিলাম, আমার সমস্ত মন একটা বিমুখ বিদ্বেষে ভরিয়া উঠিতে লাগিল, একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ অগ্নিস্পৃষ্ট বারুদ-স্তূপের বিদারণের মত সহসা আমার বুকের ভিতর গর্জ্জিত শব্দে উৎকীর্ণ হইয়া উঠিল, আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, অন্যের স্মৃতিতে আকুল সেই আলিঙ্গন বহ্নির মত আমার সর্ব্বাঙ্গ দহন করিতে লাগিল, খানিকটা অসহিষ্ণু ভাবে আমি আপনাকে তাঁহার বাহুবন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া লইলাম. তিনি বলিলেন "রাগ কোরেছো বীণা ?"

আমি বলিলাম "না, পড়ে গিয়েছিলাম কি না, তাই ব্যথা রয়েছে গায়"

আমার শিয়রে বসিয়া তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় বাতাস দিতে লাগিলেন, কিন্তু সে বীজন-বায়ু আমার অঙ্গে গরল-জ্বালা বিস্তার করিতে লাগিল, হাত দিয়া চোখ আড়াল করিয়া আমি তাঁহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তাঁহার মন যেন কোন সুদূর লোকে ভ্রমণ করিতেছিল, বেদনা ও উল্লাস, হতাশা ও আশা থাকিয়া থাকিয়া এক একবার সে উজ্জ্বল চক্ষু ম্লান ও দীপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল, একটা ক্ষিপ্ত আকস্মিক অনুভূতির বেগ—চীৎকার করিয়া, কাঁদিয়া, অভিশাপ দিয়া আপনাকে কঠিন হর্ম্ম্যতলে চূর্ণ করিয়া ফেলিবার মত একটা ক্ষিপ্ত অনুভূতির বেগ—তূর্ণাড বায়ুর মত আমাকে ছন্নতার দিকে প্ররোচিত করিতে লাগিল, দুই হাত দিয়া আমি আমার বুক চাপিয়া ধরিলাম, আমার হাত ধরিয়া তিনি বলিলেন, "বীণা, ব্যথা কর্চ্ছে ?"

একটা অস্পষ্ট ক্রন্দন আমার নিশ্বাসের সঙ্গে স্খলিত হইয়া পড়িল, আমি বলিলাম "হ্যাঁ, বড্ড ব্যথা"

(৭)

পরের দিন সকাল বেলা আমি যখন শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলাম, তখন আমার সম্প্রতি কি করিতে হইবে সে বিষয়ে একটা পরিষ্কার ধারণা করিয়া লইলাম। আমি ভাবিলাম নিজের অন্ধ প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোনো মীমাংসা আমি করিব না, ঘটনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে এবং প্রকৃত পক্ষে অপরাধ কাহার, তাহার আগে একটা সন্ধান লইব। সুতরাং আমার অভ্যস্ত প্রফুল্লতা আমি আবার গ্রহণ করিয়া শেফালির ঘরে গেলাম, দেখিলাম শেফালি সেখানে নাই। শেফালির ঘরের পাশেই আমার স্বর্গগতা শ্বশ্রূমাতার কক্ষ, তাঁহার মৃত্যুর পর সে কক্ষ আর ব্যবহৃত হইত না, সন্ধ্যাবেলা শুধু আমি ধূপ দীপ দিয়া তাঁহার ও আমার ৺ শ্বশুরের বৃহৎ তৈলচিত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া প্রণাম করিতাম। তাঁহাদের একদিকে আমার স্বামীর একখানা হাফটোন ফটো, অন্যদিকে কয়েকখানা দেব দেবীর চিত্র। ঘরের এক কোনে আমার শ্বশ্রূমাতার ব্যবহৃত পূজার তাম্রতৈজস মলিন হইয়া রহিয়াছে, তাহার কাছে রজ্জুবদ্ধ কুশাসন খানা দেয়ালের গায় পেরেকে ঝুলিতেছে।

ধীরে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিলাম, দেখিলাম শেফালি বুকের উপর হাত দুখানা একত্র করিয়া নিস্পন্দ হইয়া সেই তৈলচিত্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, দুই ফোঁটা জল তাহার মুদ্রিত নেত্রপ্রান্ত হইতে স্খলিত হইয়া পড়িল, তৎক্ষণাৎ সে তাহা মুছিয়া ফেলিল। আমি চুপ করিয়া খানিক দাঁড়াইয়া রহিলাম, ধ্যানের মত তাহার সেই নিবিড়তাময় গভীর সমাহিত ভাব আমাকে আঘাত করিতে লাগিল, আমি তাহার কাছে গিয়া বলিলাম "বাঃ, তুই এখানে, আর আমি তোকে কত খুঁজছিলাম"!

শেফালি হাসিয়া বলিল, "এঁদের আমি দেখ্ছিলাম দিদি। কিরণ বাবুর চেহারা মা'র মতন, বাবার মতন শুধু কপালখানা, না?"

শেফালি তাঁহার ব্রোমাইড্ ফটোখানার দিকে চাহিয়াছিল, আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু সেই দ্বিধাহীন অকুণ্ঠিত শুদ্ধ সরলতা সহসা একটা প্রচণ্ড ধিক্কারে আমাকে তাহার কাছে আনত করিয়া দিল, দেবতার ক্রীড়াভূমির মত তাহার শুভ্র নির্ম্মল ললাট যেন আমার অন্ধকার পাপ-পঙ্কিল চিন্তার উপর সগৌরবে হাস্য করিতে লাগিল, আমি কুণ্ঠিত হইয়া গেলাম, হীনতাবোধের একটা প্রখর গ্লানি আমার অন্তঃস্থল ভরিয়া তুলিতে লাগিল। আমি বলিলাম "ঠিক্ বলেছিস্ বটে। কিন্তু ওঁর স্বভাব মা'র চেয়ে বাপের মত-ই বেশী"

শেফালি ফিরিয়া দাঁড়াইল, তারপর এক হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল "দিদি, তুমি এক রাত্তিরেই কত বদ্‌লে গেছ! আচ্ছা, কিরণ বাবু ত বাড়ীতে-ই ছিলেন তবে তুমি ভূত দেখ্‌লে কি করে?"

তাহার আগ্রহ-নিবিড় আলিঙ্গনে আমার নিশ্বাস দ্রুত পড়িতে লাগিল, আমি বলিলাম, "কিরণ বাবু ত তখন দিব্যি আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন রে! ডি এল্ রায় বিরহের ব্যবস্থা লিখে সব মাটী করে দিয়েছেন, এখন বিরহীরা দিবানিশি খান আর ঘুম পেলেই ঘুমোন! তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আমি তাঁকে একবার † challenge কর্ত্তাম!"

শেফালি তাহার স্নিগ্ধ মধুর স্বরে হাসিয়া উঠিল, আমি বলিলাম "চল্, আমার ঘরে চল্"

শেফালি বলিল "এখন আর যেতে পার্‌ছিনে। ঝী আসে নি, চাকরটাও নেই, আমি নীচে যাচ্ছি"

আমি বলিলাল "চল্, আমি ও যাই"

---

† দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান।

"না, না, তোমার যেতে হবে না, খোকার কাছে তুমি থাক, ও জেগে কাঁদবে এখন। আর জানই ত, কাজ কর্লে'ই আমি ভাল থাকি নইলে আমায় বাতে ধরে"

শেফালি চলিয়া গেল। বসন্তের সঞ্চারিণী লতার মত তাহার সেই লঘু সুঠাম কান্তিদীপ্ত তনুলতার দিকে চাহিয়া আমি অবিশ্বাসের হাসি হাসিলাম। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি ভাবিতে লাগিলাম, শেফালি আমার এতটা যত্ন করে কেন? শুধু যত্ন নয়—এতটা ভালবাসেই-বা কেন! ভালবাসা? তা বৈকি! ইহা যদি ভালবাসা না হয় তবে ভালবাসা কাহাকে বলিব! আমি কি দেখি নাই কিরূপ কায়মনোবাক্যে সে আমার তৃপ্তি সাধনের জন্য চেষ্টিত; আমাকে আনন্দ দান করিতে সে কিরূপ ব্যগ্র, আমার রোগে অসুস্থতায় সে কিরূপ অসম্ভব মাত্রায় উদ্বেগ-গ্রস্ত! সব-ই কি তাহার কপটতা? যদি তাহা হয় তবে তাহার কপটতা সাবাস বটে! আমি ফিরিয়া আমার ঘরে গেলাম, একটা অকথনীয় নিঃসহায় নিরুপায় ভাব আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতে লাগিল, আমি জানালার উপর ললাট রক্ষা করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলাম।

একটুখানি পরেই ঠাকুরপো আমার কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিল, যদিও আমি তাহার চটির শব্দ শুনিবা মাত্র ক্রন্দন গোপন করিলাম, তবু ও সে তাহা বুঝিতে পারিল। আমার বর্ষণরক্তিম চক্ষুর দিকে চাহিয়া সে বলিল, "এখনো কাঁদ্‌ছেন? এঃ, আপনি একেবারে গেছেন দেখ্‌ছি!"

আমি হাসিলাম, ঠাকুরপো বলিল * Really বল্‌ছি, আপনাদের মত যুক্তিবর্জ্জিত জীব আর তুনিয়ায় নেই"

ঠাকুরপো আমায় যতদূর বলিতে পারে বলিয়া যাইতে লাগিল, শ্রান্ত অবসন্ন ভাবে আমি তাহার কথাগুলি শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। আমার

* বাস্তবিক

নিজের নির্ব্বুদ্ধিতার স্বীকারের জন্য যে প্ররোচনা সে প্রয়োগ করিতেছিল তাহা আমার হৃদয় ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল এবং নির্জ্জন কক্ষের মধ্যে দীপের নিস্প্রভ আলোকে শেফালির শূন্য শয্যার উপর লুণ্ঠিত তাঁহার মূর্ত্তি অধিকতর প্রবল হইয়া আমার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আমি তাহার কিছুই প্রকাশ করিলাম না, ঠাকুরপো'র সমস্ত অভিযোগ সহাস্য মুখে মানিয়া লইতে লাগিলাম।

আমাকে "wise" হইবার জন্য বারংবার উপদেশ দিয়া ঠাকুরপো চলিয়া গেল, আমি সে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বারান্দায় দাঁড়াইলাম। তখন শীতের সময়, বারান্দার সব খড়খড়ি নামাইয়া দেওয়া হইয়াছে, বাহির হইতে পশ্চিমে হাওয়া এক একবার পাগলের মত আসিয়া তাহাতে আঘাত করিয়া যাইতেছিল, জ্যাকেটের আস্তীনটা ভাল করিয়া নীচের দিকে টানিয়া আমি খড়খড়ির ঈষন্মুক্ত ফাঁকের কাছে দাঁড়াইলাম। সেদিন ঝী আসে নাই, চাকর তাহার পূর্ব্ব দিবস বিরহিণী প্রিয়াকে স্মরণ করিয়া গৃহযাত্রা করিয়াছে। কলের কাছে শেফালি বাসন মাজিতেছিল, সম্ভবতঃ সে স্নানের জন্য প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল, তাহার বেনীবিমুক্ত খোলা চুলের রাশ বাসন মাজার সঙ্গে সঙ্গে দুলিতেছিল, হিল্লোলিত হইতেছিল, ছড়াইয়া গিয়া মুখ ঢাকিয়া পড়িতেছিল, এক একবার অসহিষ্ণু ভাবে সে তাহা সরাইয়া দিতেছিল। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিষ্পলক চক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সহসা একটা দারুণ লজ্জায় আমি কুণ্ঠিত হইয়া গেলাম, আমি যে রূপহীনা কুরূপা— তাহার স্মৃতি অকস্মাৎ একটা প্রবলতার দ্বারা আমাকে আঘাত করিল, আমার সম্বন্ধে এই নূতন সত্য নূতনতর হইয়া আমার কাছে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, আজ আমি নূতন করিয়া আমার জীবনের সেই দারুণ দৈন্য অনুভব করিতে লাগিলাম! আমি আমার মানস-নেত্রের কাছে এই পরম

রূপশালিনী তরুণী বালার সহিত তাঁহার মিলন ঘটাইয়া উভয়কে দেখিতে লাগিলাম, আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল, আমার চোখের কাছে সব ঝাপ্‌সা হইয়া গেল, আমি সেখানে বসিয়া পড়িলাম।

আঃ! এই রূপ! অগ্নির মত দীপ্ত, পূর্ণিমার মত কুহকময়, প্রভাতের মত প্রোজ্জ্বল এই রূপ—তাঁহার হৃদয় তাহার কাছে নত হইবে না কেন? আমি নারী—আমি কি তাহার প্রভাব অনুভব করি নাই? পদ্মকোরকের গর্ভের মত কোমল রক্তাভ ঐ দুটি ওষ্ঠপুট আমার হৃদয়ের কাছে কোনো মন্ত্র কি পাঠ করে নাই? নিবিড় পক্ষ্ম-ছায়ায় ঢাকা তাহার দুটি বিশাল কজ্জলকৃষ্ণ চক্ষু—তাহার অতল গভীরতা হইতে আমার কাছে কি কোনো আহ্বান প্রেরণ করে নাই? তাহার চম্পকাঙ্গুলি দিয়া সে যখন আমার হস্ত তাহার স্ফুরিত-রক্ত-জ্যোতি কোমল করতলে গ্রহণ করিয়াছে, তখন কি কোনো আকুলতা আমার হৃদয়ে স্পন্দিত হইয়া উঠে নাই? আমি তাঁহাকে কি বলিয়া দোষ দিব! শেফালির তখন বাসন মাজা হইয়া গিয়াছিল, শ্লথ অঞ্চল ক্ষীণ কটিতে আঁটিয়া জড়াইয়া সে কলের ক্রুদ্ধ জল-ধারায় মাটি ধুইয়া ফেলিতেছিল, আমি আকৃষ্টের মত তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। সহসা কপাট খোলার মৃদু শব্দে নীচের বারান্দার অপর দিকে আমার চক্ষু আকৃষ্ট হইল, দেখিলাম তিনি আসিতেছেন। আমার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, নিষ্পলক চক্ষে আমি পরবর্ত্তী ঘটনার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু একি, তাঁহার পায়ের জুতার আওয়াজ নাই কেন? জগদীশ্বর! তিনি চটি ছাড়িয়া আসিয়াছেন! কালো রঙ্গের সিমেণ্ট করা মাটির উপর তাঁহার শিশুর মত কোমল শুভ্র পা দুখানি কি সন্তর্পণে পড়িতেছে! ঈষণ্মুক্ত জানালার ফাঁক দিয়া সম্পূর্ণ ভাবে দেখিবার নিষ্ফল প্রয়াসে আমার চক্ষু পীড়িত হইতে লাগিল।

শেফালির বাসন ধোয়া হইয়া গেল, দুই হাতে বাসনের পাঁজা ধরিয়া সে ঘরে লইয়া চলিল, হঠাৎ সে তাঁহার সম্মুখে গিয়া পড়িল। শেফালি তাঁহাকে ইহার আগে দেখে নাই তাহা আমি বেশ দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি শেফালিকে দেখিয়া তাহার আগমন যে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম। আমি তাহাদের উভয়ের মুখই দেখিতে পাইতেছিলাম, মৌন আগ্রহের গোপন বহ্নিতে তাঁহার চক্ষু জ্বলদর্চ্চি-দীপের মত প্রোজ্জল হইয়া উঠিল। তাঁহার সহিত চক্ষু সম্মিলিত হইতেই শেফালি বিবর্ণ হইয়া গেল, থমকিয়া সে পিছনে হঠিল, তাহার কম্পমান হস্ত হইতে বাসনের পাঁজা স্খলিত হইয়া সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল, তিনি নির্নিমেষ হইয়া কুণ্ঠিত, লজ্জা-মূঢ়, গতিশক্তিরহিত শেফালির দিকে চাহিয়া রহিলেন। আঃ! এ কি চাহনি! বুভুক্ষা-পীড়িত বেদনা-বিহ্বল—পুলকাঞ্চিত একি চাহনি! একটা প্রচণ্ড ঈর্ষা একটা তীব্র জ্বালা, একটা রুদ্র রোষ আমার অন্তরের সমস্ত কোমলতা অগ্নির মত ভস্ম করিয়া ফেলিতে লাগিল।

আমি যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম তাহার দক্ষিণদিকে ঠাকুরপোর ঘর, বাসন পড়ার শব্দ শুনিয়া ঠাকুরপো তাহার জানালা হইতে মাথা বাড়াইল এবং তাঁহাদের দেখিবা মাত্র সেখান হইতে অপসৃত হইয়া গেল। তাহার কুণ্ঠিত ত্বরিত ভাব টুকু আমায় বিশেষ করিয়া জানাইয়া দিল যে যদিও সে আমাকে প্রবোধ দিবার জন্য ব্যাপারটিকে অন্য প্রকারে উপস্থিত করিতে চেষ্টিত, তত্রাচ সে নিজেও সে ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে অজ্ঞ নহে।

কতক্ষণ আমি এরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াছিলাম বলিতে পারি না, হঠাৎ তাঁহার কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল, ত্বরিত অনুসন্ধিৎসু চক্ষে একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন "বীণা, আজ আমি ভাত খাব না, তাই বল্‌তে এলেম"

আমার সঙ্কল্পের কথা স্মরণ করিয়া মনোভাব গোপন করিয়া আমি বলিলাম "অকস্মাৎ উপবাস যে?"

তিনি বলিলেন "আমাদের সাহিত্যমহারথী কালীপ্রসন্ন ঘোষ ইহলোক হ'তে বিদায় নিয়েছেন, তার জন্য"

আমি তাঁহার পায়ের দিকে চাহিয়া বলিলাম "চট্টোপাধ্যায়কে পেন্সন দিলে না কি?"

"হ্যাঁ, মৃতের প্রতি সন্মান প্রদর্শন কর্‌ছি"

আর কিছু না বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন, তাঁহার শূন্য উদাস দৃষ্টি আমার চক্ষে লগ্ন হইয়া রহিল। আমার মনে পড়িল যে ইহার কয় বৎসর পূর্ব্বে কবি নবীনচন্দ্র যখন ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন, তখন, তিনি নিজে একজন প্রধান কাব্যানুরাগী হইয়া ও সে সময়ে উক্ত কবিবরের মৃত্যুতে কোনো অশৌচ বেশ ধারণ করেন নাই। আজ হঠাৎ সাহিত্য-মহারথীর স্বর্গারোহণের জন্য এত শোক হইল কেন আনমনা হইয়া আমি তাহা ভাবিতে লাগিলাম।

(৮)

দেখিতে দেখিতে ঠাকুরপোর রাঁচি যাওয়ার দিন আসিয়া পড়িল কিন্তু, সে জন্য তাহার কিছুই করিতে হইল না, শেফালি তাহার যাওয়ার আয়োজন সব ঠিক্ করিয়া দিতে লাগিল। তখন সকাল বেলা, আমি তাহার ঘরে দাঁড়াইয়া তাহার গুছান দেখিতেছিলাম, ঠাকুরপো কাছে-ই কতগুলি বই ও চিঠির সরঞ্জাম লইয়া ব্যাপৃত ছিল। খোলা জানালা দিয়া সকাল বেলাকার নূতন রৌদ্র কেয়া ফুলের গন্ধের সঙ্গে ঘরে ঢুকিতেছিল, চাঁপা গাছের পুষ্পপীত শাখার ভিতর একটা ঘুঘু পাখী অবিশ্রান্ত ডাকিতেছিল, নীচে বক ফুলের গাছের উপরে এক ঝাঁক ফড়িং কনকাঞ্চিত রক্তপাখা নাচাইয়া উড়িতেছিল। ঘুঘু পাখীর করুণ কণ্ঠ আমার মনে কেমন

একটা বিষণ্ণতা জাগাইয়া তুলিতে লাগিল, আমি বলিলাম "ঠাকুরপো বল দেখি ও কি পাখী ডাক্‌ছে"

ঠাকুরপো অমনি তাহার বিদ্যা-বারিধি মন্থন করিয়া ঘুঘুর সঙ্গীত সম্বন্ধে এক ইংরাজ-কবির সনেট আওড়াইল। আমার চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল, আমি তাড়াতাড়ি পর্দ্দার ওপিঠে আশ্রয় লইয়া বলিলাম, "দাঁড়াও, আমি বা'র কর্‌ছি পাখীটা কোথেকে ডাক্‌ছে"

হঠাং সে সময় তিনি আসিলেন। তাঁহার পা খালি ছিল, সুতরাং তাঁহার উপস্থিতি কেহই অনুভব করিল না, শুধু পর্দ্দার ও পিঠ হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম আমি। ঠাকুরপো তখন ট্রাঙ্কের ভিতর বইগুলি ভরিতেছিল এবং বলিতেছিল "এইবেলা বলে রাখ গো রাজকন্যারা তোমাদের জন্য বিদেশ থেকে কি আন্‌ব। বড় বৌঠানের বোধ হয় "পায়রার ডিমের মত মুক্তো"—তারি এক ছড়া হার পছন্দ হবে, আর ছোট বৌঠানের "রক্তের মত রাঙ্গা মানিকের চুড়ি"—

শেফালি ভ্রুভঙ্গী করিয়া বলিল "আমার নামের উপর ও গুলো চাপাবেন না।"

তাহার ভূষণ-হীন সুডোল বাহুর দিকে চাহিয়া ঠাকুরপো বলিল "ওঃ তাইত দেখ্‌ছি! আপনার হাতে সোণার সেই জিনিস গুলো নেই? বাঃ! আপনি গয়না পরেন না?"

একটা উদ্ধত বিদ্রোহের প্রবলতার সঙ্গে মাথা নাড়িয়া একটু জোরের সঙ্গে শেফালি বলিল "না"

*"Here is a new piece and problem new" বলিয়া ঠাকুরপো আরেকটি কবিতা আরম্ভ করিয়া দিল, তিনি তখন "বরেন" বলিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

* এখানে একটি নূতন বিষয় ও নূতন সমস্যা উপস্থিত"

দরজার চৌকাঠ ধরিয়া আমি শক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেফালি মুখ ফিরাইয়া তাঁহাকে দেখিবা মাত্র বিবর্ণ মুখে মুদ্রিত নেত্রে পিছু হঠিল। ঠাকুরপোর এ ঘরটি সর্ব্বশেষ দিকে অবস্থিত থাকায় তাহার দরজা একটি মাত্র ছিল, সুতরাং শেফালি বাহির হইবার পথ না পাইয়া তাড়াতাড়ি দীর্ঘ গুণ্ঠন টানিয়া ঘরের শেষ সীমায় সরিয়া দাড়াইল। তিনি একবার ঠাকুরপোর দিকে চাহিলেন, ঠাকুরপো হঠাৎ তখন ভয়ানক ব্যস্ততা দেখাইয়া তাহার গোছানো চিঠির তাড়া খুলিয়া ট্রাঙ্কের ভিতর ছড়াইয়া ফেলিল এবং তাহা অভিনিবেশ সহকারে গুছাইতে গুছাইতে বলিল "অঁ্যা, কি বল্‌ছেন ?"

তাহার আনত মুখমণ্ডলে একটা কঠিন লজ্জার রক্তিম আভা দেখিতে পাইলাম। আমি তাঁহার চক্ষুর অনুসরণ করিলাম, দেখিলাম তাঁহার দৃষ্টি গুণ্ঠনাবৃত শেফালির উপর নিবদ্ধ। আঃ! সেই চাহনি! একটা তীব্র চীৎকার আমার কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, আমি শক্ত করিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিলাম।

ঘরের ভিতর তিনজন প্রাণী তিনজনেই নীরব, তিনি সেই অশোভনত্ব টুকু সহসা বুঝিতে পারিয়া কপাট ছাড়িয়া ঠাকুরপোর ওদিকে সরিয়া গেলেন, শেফালি স্খলিত গতিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিনি বলিলেন "কি রে আজই যাবি নাকি ?"—

ঠাকুরপো চিঠি গুছাইতে গুছাইতে বলিল, "হঁ্যা, বসে বসে আর ভাল লাগ্‌ছে না, যাই দেখি একটা কিছু করে উঠ্‌তে পারি কি না"

সাম্‌নেই ঠাকুরপোর বিছানা বাঁধা ছিল, তিনি তাহার উপর বসিয়া বলিলেন, "তাত বটেই ; তবে, এখন না গেলে হয় না ?"—

ঠাকুরপো বিস্মিত ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, মাটীর দিকে চোখ নীচু করিয়া তিনি বলিলেন "আর কয়েকটা দিন থেকে যা"

"আর কয়েকটা দিন থেকে কি হবে দাদা, বিশেষতঃ কাকাকে লিখে দিয়েছি আমার জন্য ষ্টেশনে উপস্থিত থাক্‌তে, আজ না গেলে তাঁরা আবার চিন্তিত হবেন"

ঠাকুরপো টেবিলের উপর হইতে টাইম-টেব্‌ল, ভাঁজ করা কয়েকখানা রুমাল, ও নূতন কেনা গঞ্জির বাক্স ট্রাঙ্কের ভিতর ভরিল ও লাগেজের জন্য কাটা কাগজের উপর তাহার নাম লিখিতে লাগিল। সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া তিনি বলিলেন, "তুই আজ যেতে পার্‌বিনা বরেন্‌, তোর থাক্‌তে হবে"

মেঘসিঞ্চিত বায়ুর মত তাঁহার কম্প্র কণ্ঠস্বর স্তব্ধ ঘরের ভিতর দিয়া বহিয়া গেল, একটা প্রবল আকুলতা তাহাতে এমন করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিল যে হাতুড়ির ঘা এর মত তাহার প্রতি কম্পন আমার বুকের শিরায় আঘাত করিতে লাগিল। ঠাকুরপো অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আপনি যখন যেতে মানা কচ্ছেন তখন যাব না"

ঠাকুরপোর আওয়াজ একটু ভারী-ভারী ঠেকিল, সে কি ভাবিতেছিল জানি না, তিনি তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন "তোকে একটা কথা বল্‌ব বরেন্‌"

শঙ্কিত ভাবে ঠাকুরপো ঘরের চারিদিকে চাহিল, তাহার ভাব দেখিয়া আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে সে আমার উপস্থিতি সেখানে বাঞ্ছনীয় মনে করিতেছে না। আমি যে পর্দ্দার ওপিঠে গিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় সে লক্ষ্য করে নাই, আমাকে ঘরের ভিতর না দেখিয়া সে আর কিছু বলিল না, নীরবে তাঁহার কথার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই চুপ করিয়া রহিল, অবশেষে তিনি উঠিয়া, দাঁড়াইয়া বলিলেন, "চল্‌, বাইরে চল্‌, এখানে নয়"

ঠাকুরপো নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তাই ভালো"

বাহুর ভিতর বাহু নিবদ্ধ করিয়া উভয়ে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, একটা প্রবল স্পন্দনে আমার বক্ষের স্নায়ুগুলি ছিঁড়িয়া যাইবার উপক্রম হইতে লাগিল।

(৯)

সন্ধ্যাবেলা আমি আমার ঘরে শুইয়াছিলাম, এমন সময় শেফালি আসিয়া বলিল "দিদি শুয়ে আছ যে, অসুখ কোরেছে?"

তাহার স্নেহোৎকণ্ঠিত ব্যাকুলতা আমাকে প্রবল বিদ্বেষের গরলে ভরিয়া তুলিতে লাগিল। আমি মুখ ঢাকিয়া বলিলাম "না"

সেফালি আমার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, "রাতে কি খাবে?"

"কিছু না"

"একেবারে কিছু খাবে না?"

"না, আমার মাথা ধরেছে, জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে" বলিয়া আমি পাশ ফিরিয়া শুইলাম, শেফালি চুপ করিয়া খানিকক্ষণ আমার পাশে বসিয়া থাকিয়া শেষে কার্য্যানুরোধে নীচে চলিয়া গেল। খানিক পরে উঠিয়া আমি আমার ঘর হইতে বাহির হইলাম, কেন যে হইলাম তাহা ঠিক বলিতে পারিনা, আমি যেন কিছুতেই বিশ্রাম করিতে পারিতেছিলাম না, কিসের একটা উন্মত্ত উত্তেজনা আমায় পাইয়া বসিতেছিল, প্রেতের মত তাহা আমাকে বাড়ীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করাইতেছিল; আমি শীর্ণ হইতেছিলাম, পাণ্ডুর হইতেছিলাম, আমার দুর্ব্বলতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। যন্ত্রচালিতের মত আমি শেফালির ঘরের কাছে গেলাম, কপাট খোলা ছিল, অন্ধকারে অন্তরালে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আমি তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। টেবিলের উপর শেফালির রিডিংল্যাম্প জ্বলিতেছিল, চেয়ারে বসিয়া মাথা পিছনে হেলাইয়া বাহুদ্বারা

চোখ ঢাকিয়া সে বসিয়াছিল। শেফালি চুল বাঁধিত না, বেশ বিন্যাসের উপর তাহার একটা প্রবল অবজ্ঞা দেখা যাইত। চেয়ারের উপর দিয়া তাহার গুণ্ঠনমুক্ত চুলের রাশ দোদুল্যমান হইতেছিল. আমি ক্ষুধিতের পীড়িত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরপো আসিল, অন্ধকারে সে আমারে কাছ দিয়া চলিয়া গেল, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া নিস্পন্দ হইয়া আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। ঠাকুরপো শেফালির দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ডাকিল "বৌঠান"

তাহার গলার স্বর অত্যন্ত মৃদু অত্যন্ত কোমল বোধ হইল।

শেফালি মাথায় কাপড় তুলিয়া দিয়া উঠিয়া আসিল, ঠাকুরপো বলিল, "আমাকে ক্ষমা করুন, বাস্তবিক আমি আপনার কাছে দোষ করেছি"

ঠাকুরপো নত হইয়া শেফালির পদধূলি গ্রহণ করিল, শেফালি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরপো সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সব শুনেছি, আমার কাছে আপনি কিছু মাত্র কুণ্ঠিত হবেন না, ঈশ্বর আপনার সহায় হোন"

শেফালি দুই হাতে তাহার মুখ ঢাকিল, ঠাকুরপো সেখান হইতে ধীরে চলিয়া গেল।

আস্তে আস্তে পা টিপিয়া টিপিয়া আমি সেখান হইতে আমার ঘরে ফিরিয়া গেলাম, ঠাকুরপো'র সেই কথা তখন আমার মনে পড়িল, * "Here is a new piece and a problem new" শেফালির সম্বন্ধে এই যে প্রহেলিকা—প্রতিদিন যাহা নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া উঠিতেছে, ইহা লইয়া আমি কি করিব? উদ্বন্ধনের প্রাণান্তক রজ্জুর মত ইহা যে আমার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিতেছে, ইহা হইতে উদ্ধারের কি কোনো পথ নাই?

* "এখানে একটি নূতন বিষয় ও নূতন সমস্যা উপস্থিত"

শেফালির এখানে আসার আগেকার দিন গুলি তখন আমার স্বপ্নের মত মনে পড়িতে লাগিল। আঃ! কি সুখের, শান্তির, আনন্দের দিন-ই না তখন আমরা কাটাইয়াছি! সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বামী-সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। আমি কুরূপা, কিন্তু আমাকে দেখিবা মাত্র তাঁহার আনন্দোদ্ভাসিত নেত্র আমায় বলিয়াছে যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী! আমি নির্গুণা—কিন্তু তাঁহার আকুল সঙ্গ-প্রার্থনা আমায় জানাইয়াছে যে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণবতী! আমার সেই অনুপম স্বামী-সৌভাগ্য কোথায় গেল! ঘরের ভিতরে আলো নিভানো ছিল—অন্ধকারে বিস্ফারিত চক্ষে আমি চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম। একটা মূঢ় প্রতীক্ষা আমার বুকের ভিতর স্পন্দিত হইয়া উঠিতে লাগিল—আমাদের বিনিদ্র নিশার আবেগময় সমস্ত কাহিনীর পুনরভিনয় যেন আমি সেখানে দেখিতে পাইব!. আমি যেন শুনিতে পাইব সেই স্বর—বীণার তারেও যাহার রেশ বাজান যায় না, আমি যেন দেখিতে পাইব ব্যগ্র উল্লাসে দীপ্তিমান সেই মুখ—বিশ্ব ভুবনে যাহার আর তুলনা মিলিবে না! আঃ সর্ব্বনাশিনী শেফালি! কে তোমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিল! বিরাট এই বসুন্ধরা—ইহার ভিতর আর কোথাও কি তোমার স্থান মিলিল না! তোমার স্বামী তোমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া আমরা ত তাহার দায়ী ছিলাম না! উত্তপ্ত অশ্রু ধারায় আমার উপাধান ভিজিয়া যাইতে লাগিল, অধীর যন্ত্রণায় আমি মাটিতে লুন্ঠিত হইতে লাগিলাম।

শেফালি তাঁহার সম্মুখে কেন বাহির হয় না, তাহার অর্থ এতদিনে আমি বুঝিতে পারিলাম। হয়ত প্রথম হইতেই সে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছিল, নহিলে সে এত সাবধানী হইবে কেন? কিন্তু জানিয়া শুনিয়া সে তাঁহার সহিত এক ঘরে বাসের জন্য কি করিয়া

আসিল ; একি তাহার ছলনা নয় ? তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করিবার জন্যই হয়ত সে এই চাতুরীজাল বিস্তার করিতেছিল। অভাগিনী আমি—আমি কি দেখি নাই একটু একটু করিয়া তিনি তাহার সেই পাতা ফাঁদে কেমন করিয়া জড়াইয়া পড়িতেছিলেন ! শেফালির যে সমস্ত গুণ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম তাহা আমাকে এখন প্রচণ্ড ঘৃণায় ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল হয়ত শেফালি কোনো রঙ্গমঞ্চের দক্ষ অভিনেত্রী—এমন নিপুণ অভিনয় অন্যে সম্ভবে না !

সেদিন গভীর রাত্রে তিনি শুইতে আসিলেন, তাঁহার হাতে মোমবাতি জ্বলিতেছিল, বাতির আলো ঘরে পড়িবা মাত্র আমি চোখ বুজিলাম। তিনি আসিয়া ভূশয্যায় শায়িত আমার কাছে দাঁড়াইলেন। মিনিটের পর মিনিট যাইতে লাগিল, আমি আমার মুখের উপর মোম-বাতির পীতোজ্জ্বল শিখার সঙ্গে তাঁহার নির্নিমেষ চক্ষের দৃষ্টি অনুভব করিতে লাগিলাম। আমার মনে হইতে লাগিল হয়ত তিনি শেফালির সঙ্গে আমার তুলনা করিতেছেন, তাহার সুঠাম লাবণ্য-ললিত তনুলতার সঙ্গে রূপহীনা আমার পার্থক্য মাপিয়া দেখিতেছেন, আমার সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া যাইবার ইচ্ছা করিতে লাগিল, অবরুদ্ধ বেদনায় আমার মুখের স্নায়ু কুঞ্চিত হইতে লাগিল।

বাতি টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া তিনি আবার আমার কাছে আসিলেন, আমার মুখের উপর আমি তাঁহার বেদনা-নিবিড় স্পর্শ অনুভব করিলাম, আমার মুদ্রিত চক্ষের উপর দুই ফোঁটা উষ্ণ জলবিন্দু পতিত হইল, আমি শিহরিয়া উঠিলাম। কাহার জন্য উদ্দিষ্ট এই চুম্বন ! কাহার স্মৃতিতে আকুল এই অশ্রু ! ধিক্কারে, ঘৃণায়, লজ্জায় আমি মরিয়া যাইতে লাগিলাম।

ধীরে ধীরে আমার মাথা নাড়িয়া তিনি ডাকিলেন, "বীণা"

পাছে ক্রন্দন বাহির হইয়া পড়ে এই জন্য আমি উত্তর দিলাম না। তিনি আবার ডাকিলেন "বীণা"

কৃত্রিম নিদ্রার জড়িমা দেখাইয়া আমি চক্ষু মেলিলাম, তিনি বলিলেন "একি মাটীতে শুয়ে আছ যে!"

আমি শুধু হাসিলাম।

আমার হাতে ধরিয়া তিনি বলিলেন, "রাগ কোরেছো?"

রঙ্গমঞ্চের শিক্ষাকে আমি মনে মনে সাবাস্ দিলাম। মুখে বলিলাম, "আমার গা জ্বল্‌ছিল, তাই একটু ঠাণ্ডায় শুয়েছি"

আমার গোপন-চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে আমি একটু কিছু জানিতে পারিয়াছি সুতরাং আমার এই আকস্মিক তাপাধিক্যের হেতু তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না, নীরবে আমরা শয্যায় আপন আপন স্থান অধিকার করিলাম।

(১০)

তাহার পরের দিন সকাল বেলা আমি যখন শেফালির ঘরের কাছ দিয়া যাইতেছিলাম, তখন দেখিলাম তাহার কপাট বন্ধ। খানিকটা আশ্চর্য্য হইয়া আমি তাহার কপাট ঠেলিলাম, কারণ শেফালি বরাবর সকলের আগে উঠিত। ধাক্কা দিতেই কপাট খুলিয়া গেল, আমি সভয়ে দেখিলাম শেফালি বিছানায় শুইয়া আছে, তাহার গলার বীচি ফুলিয়া গালের বরাবর হইয়াছে; বালিসের উপর স্ফীতমূল বাহু এলাইয়া রহিয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখ বিকৃত, তাহার কাছ দিয়া বালিসের কতকটা জায়গা রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া শেফালি দুর্বোধ্য স্বরে বলিয়া উঠিল, "আমার প্লেগ হয়েছে দিদি এসো না, এ ঘরে এসো না। কিরণ বাবুকে নিয়ে তোমরা রাঁচি চলে যাও"

প্লেগ! জগদীশ্বর! আমার অজ্ঞাতসারে আমি দুই হাত পিছনে

হঠিলাম। কিন্তু আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে একটা অস্পষ্ট ক্ষীণ আনন্দের আভা শিখা মেলিয়া জ্বলিয়া উঠিল, আজ অকস্মাৎ আমাদের দ্বারপ্রান্তে যে নবাগত অতিথি মীমাংসার বার্ত্তা বহন করিয়া আসিয়া উদিত হইয়াছে, তাহাকে স্মরণ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আমি বলিলাম "স্বাগত!"

সহসা আমি আমার এই হৃদয়হীনতার কথা মনে করিয়া লজ্জিত হইয়া উঠিলাম, শেফালি বলিল, "চলে যাও দিদি চলে যাও; এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না"

আমি বলিলাম, "কখন হয়েছে এরকম? কৈ, কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ও ত কিছুই টের পাই নি"

শেফালি সে কথায় কোনো উত্তর না দিয়া বলিল, "মাঝ রাতে হয়েছে"
"আমাদের চলে যেতে বল্‌ছিস্ তোর তাহলে কি হবে?"

শেফালি হাসিল। আজ তাহার মুখে আমি নূতনতর হাসি দেখিলাম, পরিপূর্ণ আনন্দের আভায় তাহা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সে বলিল, "ওঃ! আমার জন্য কিছু ভেবো না, আমি ঠিক্ হয়ে যাব"
আমি বলিলাম, "এ পাগল্‌মীর সময় নয়, এরকম সময় মানুষ ছেড়ে চলে যাতে পারে?"

"তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছো না। খোকা তোমার দুধ খায়, তোমার এখন এখানে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। আমার কথা রাখ, খামাখা বিপদ ডেকে এনো না, তোমরা আজই এখান থেকে চলে যাও"

তাহার উত্তেজিত স্বর অনুনয়ে কোমল হইয়া গেল। আমি অপেক্ষা না করিয়া ঠাকুরপোর ঘরের দিকে ছুটিলাম। ঠাকুরপো একখানা বই হাতে করিয়া চেয়ারের কাছে বসিয়াছিল, কিন্তু পড়িবার কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছিল না, তাহাকে একটু অস্বাভাবিক রকম গম্ভীর ও বিষণ্ণ